বুলূগুল মারাম
(হাদীস সংকলন)
মূল ঃ হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)
হাফেয মাওলানা হুসাইন বিন সোহরাব
(অনার্স হাদীস)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা, সঊদী আরব

বুলূগুল মারাম

বঙ্গানুবাদ

ঃ মূল ঃ

হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)

হাদীস শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম হাফিয ও মুহাদ্দিস
[জন্ম ৭৭৩ হিজরী ও মৃত্যু ৮৫২ হিজরী]

হুসাইন বিন সোহরাব
অনার্স হাদীস, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়
মাদীনা, সৌদী আরব

প্রকাশনায়
হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ)-এর ভূমিকা

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর– তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং চিরন্তন ও নতুন নিয়ামাতসমূহের জন্য; তাঁর নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম, তাঁর পরিবার পরিজন এবং তাঁর সহচরবৃন্দের প্রতিও– যাঁরা তাঁর দ্বীনের সাহায্যে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং তাঁদের অনুসারীদের প্রতিও– যাঁরা তাঁদের ঈলমের ওয়ারিস হয়েছিলেন। আলিমগণই নাবীদের ওয়ারিস। কতই না উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ওয়ারিসগণ এবং যাঁদের ওয়ারিস হয়েছেন তাঁরা!

অতঃপর কথা হলো এই যে, এটা হাদীসের মৌল দলীল ভিত্তিক শারীআতের হুকুম আহকাম সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন। আমি এটা এমন উন্নত ধারায় সমন্বিত পদ্ধতিতে সংকলন করেছি যাতে এর আয়ত্বকারীগণ তাদের সমসাময়িকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হতে পারে, যাতে তা দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার্থীগণ সাহায্য লাভে সক্ষম হয় এবং উচ্চতর জ্ঞানান্বেষীরাও এর মুখাপেক্ষী হতে মুক্ত নন।

আমি উম্মাতের কল্যাণার্থে প্রত্যেকটি হাদীসের বর্ণনার পরই এর সঙ্কলক ইমামগণের নাম সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। যেখানে আমি বলেছি সঙ্কলনকারী– আস্‌সাব'আ– ৭জন, সেখানে এর অর্থ হবে– আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ও ইবনু মাজাহ।

আস্‌সিত্তাহ– ৬জন বলতে বুঝাবে আহমাদ ব্যতীত বাকী ৬ জন অর্থাৎ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ।

আল-খামসাতা– ৫জন বলতে বুঝাবে বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত ৫ জন।

কখনও আমি বলেছি আল্‌আরবা'আ ওয়া আহমাদ– অর্থাৎ সুনান চতুষ্টয় (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ) এবং আহমাদ– আর যখন বলেছি– আল-আরবাআ– ৪জন, তখন এর অর্থ হবে প্রথম তিনটি ব্যতীত ৪ জন অর্থাৎ– আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ। আর আস্‌-সালাসা দ্বারা বুঝাবে প্রথম তিন এবং শেষটি ব্যতীত অর্থাৎ আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ। আর মুত্তাফাকুন আলাইহি দ্বারা বুঝাবে বুখারী ও মুসলিম। আমি ঐ দুই জনের সাথে অন্য কারো নাম উল্লেখ করবো না। এ ছাড়া যা আর রয়েছে তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।*

আমি এই গ্রন্থের নামকরণ করেছি– বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহ্‌কাম। [এর শাব্দিক অর্থ– হুকুম আহকামের দলীল বা প্রমাণের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো তথা উদ্দেশ্য সিদ্ধি।]

আমি একমাত্র আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাই– আমরা যে শিক্ষা অর্জন করি তিনি যেন তা আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ স্বরূপ না করেন এবং আমাদেরকে যেন তিনি সেই 'আমাল করার তাওফীক দান করেন যা তাঁর নিকট পছন্দনীয়; পাক-পবিত্র ও মহান তিনি।

---

*মূল লেখক কিতাবটিতে হাদীস সঙ্কলক ইমামগণের নাম সংক্ষেপে উল্লেখ করলেও আমরা এর সবিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে গেছি। –ইনশাআল্লাহ পাঠকগণ এতে আরো বেশি উপকৃত হবেন। –অনুবাদক

হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জিবনী

আসল নাম- আহমাদ, কুনিয়াত আবুল ফযল, লকব শিহাবুদ্দীন ওরফে ইবনু হাজার আল-আসকালানী, পুরো নাম আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবনু হাজার আল-আসকালানী।

ইবনু হাজার আল-আসকালানী মিসরের আল-আতীক (প্রাচীন কায়রো) এ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ ১২ শা'বান, ৭৭৩ হিজরী, ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৩৭২ খৃষ্টাব্দ (মতান্তরে ২২ অথবা ২৩ শা'বান ৭৭৩ হিজরী)। শৈশবেই তাঁর পিতা নুরুদ্দীন আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইন্তিকাল করেন। মাতাও তাঁর শৈশবে মৃত্যুবরণ করেন।

অতঃপর হিতৈষী বিখ্যাত বণিক যাকীউদ্দীন আল-খাররুবী শিশু ইবনু হাজারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর অভিভাবকত্বের পূর্ণ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।

ইবনু হাজার আল-আসকালানী পাঁচ বছর বয়সে স্থানীয় মক্তবে ভর্তি হন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আরবী ব্যাকরণ ও ফিকহের প্রাথমিক পুস্তকগুলো অধ্যায়ন করেন। সাথে সাথে কুরআন মাজীদের হিফয শুরু করেন। মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি কুরআনের হাফিয হন। এগার বছর বয়সে তিনি স্বীয় অভিভাবকের সাথে মক্কা মুয়ায্যমায় গমন করেন। এক বৎসর কাল তিনি হারাম শরীফ এলাকায় অবস্থান করেন। এই সময় তিনি মাসজিদুল হারামে তারাবীহ'র নামাযে কুরআন মাজীদ শুনান এবং হাজ্জব্রত পালন করেন। তখন থেকে জীবনে তিনি কয়েকবার হাজ্জ আদায় করেন।

মক্কা মুয়ায্যমায় অবস্থানের সময় তিনি শাইখ আফীফউদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ নেশাপুরীর বুখারীর দরসে যোগদান করেন। হাদীস শাস্ত্রে নেশাপুরীই তাঁর প্রথম ওস্তাদ। তিনি ৭৮৬ হিজরীতে মিসরে প্রত্যাবর্তন করে স্থানীয় শাইখ এবং বহির্দেশ থেকে আগত মুহাদ্দিসীনগণের নিকট হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

অতঃপর ৭৯৩ হিজরী সালে মুসলিম জাহানের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের জন্য বিদেশ ভ্রমণে বের হন এবং ৮০৮ হিজরী সালে দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ষোল বছর দেশ থেকে দেশান্তরে গমন করেন। তিনি এই দীর্ঘ সময়ে তদানীন্তন মুসলিম জাহানের প্রায় সবগুলো প্রসিদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র এবং বিভিন্ন বিষয়ের খ্যাতনামা ওস্তাদগণের খিদমাতে উপস্থিত হয়ে সর্ব বিষয়ে- বিশেষ করে হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর ভ্রমণকৃত স্থানসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- মক্কা মুয়ায্যমা, মাদীনা মুনাওয়ারা, দিমাস্ক, বায়তুল মাকদিস, ইসকান্দারিয়া, আল-খালাল, নাবলুস ও ইয়ামানের বিভিন্ন শহর, রামলাহ প্রভৃতি। তাঁর ওস্তাদগণের সংখ্যা অগণিত।

আল্লাহ প্রদত্ত সহজাত অনন্য প্রতিভা ছাড়াও ইবনু হাজার জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন। তাঁর শাগরিদে রশীদ এবং জীবনী লেখক সাখাবী বিদ্যার্জনে তাঁর শ্রম সাধনা এবং এর ফলশ্রুতি সম্পর্কে বলেন ঃ "তিনি (ইবনু হাজার আল-আসকালানী) জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কঠোর পরিশ্রম ও অক্লান্ত সাধনার ফলস্বরূপ সাফল্যের সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছেন।

ইবনু হাজার আল-আসকালানী'র কর্মজীবনের বৃহত্তর অংশ ইলমে দীন, বিশেষ করে হাদীস শাস্ত্রের অনুশীলন, হাদীসের দর্স তদরীস, হাদীস গ্রন্থের সঙ্কলন এবং হাদীস গ্রন্থের অতুল্য ব্যাখ্যা গ্রন্থসহ বহু সংখ্যক মৌলিক গ্রন্থ রচনায় এবং হাদীস ভিত্তিক ফাতাওয়া প্রদানে অতিবাহিত হয়েছে। এ ছাড়া তিনি কায়রো শহরের প্রসিদ্ধ মাদ্রাসাসমূহে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কুরআনের তাফসীর, হাদীস এবং ফিকহের অধ্যাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন। একটি সুবৃহৎ মাদ্রাসায় তিনি শাইখুল হাদীস এবং অধ্যক্ষের পদেও বরিত হন। জামে আযহার এবং আমর বিনুল আসের নামের সাথে সংযুক্ত জামে মাসজিদে তিনি বেশ কিছু সময় খাতীবের দায়িত্বও পালন করেন। একটি মাদ্রাসার গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়। এতদ্ব্যতীত এক সহস্রাধিক মজলিসে তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে স্বীয় স্মৃতি থেকে হাদীস পাঠ করে শুনান। এসব মজলিসে বহু বিশেষজ্ঞ আগ্রহের সাথে যোগদান করতেন।

এছাড়া তাঁর বন্ধু কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) জামালুদ্দীন আল-বুলকীনীর অনুরোধে তিনি তাঁর সহকারী হতে রাযী হন। ৮২৭ হিজরী তিনি স্বয়ং কাযীউল কুযাত নিযুক্ত হন। তিনি মোট একুশ বছর পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

একজন সার্থক গদ্য লেখক ছাড়াও ইবনু হাজার একজন কবি হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর ছোট-বড় গ্রন্থের সংখ্যা ১৫০টি প্রায় বলে জানা যায়।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

১ম অধ্যায়

كتاب الطهارة
পবিত্রতা অর্জন

১ম পরিচ্ছেদ

باب المياه
পানির বিবরণ

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ.

১ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমুদ্রের পানি প্রসঙ্গে বলেন ঃ "ওর পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণী[১] হালাল (খাওয়া বৈধ)।"[২]

(٢) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ.

২ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "পানি অবশ্যই পবিত্রকারী বস্তু, কোন বস্তু তাকে অপবিত্র করতে পারে না।"[৩]

(٣) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ

৩ ঃ আবূ উমামা বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

---

[১]ما مات فيه من دوابه مما لايعيش الافيه (فتح العلام)
যে প্রাণী কেবল সমুদ্রেই জীবন ধারণ করে তা যদি সমুদ্রের মধ্যে মরে তবে তা হালাল।

[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ইবনু আবী শাইবা, শব্দগুলো ইবনু আবী শাইবার; ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহমাদ ইবনু হাম্বলও একে বর্ণনা করেছেন; ইবনু খুযাইমা ও তিরমিযী এই হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

[৩]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ; ইমাম আহমাদ এ হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন।

وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ: الْمَاءُ طَهُورٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ.

"নিশ্চয় পানিকে কোন বস্তু অপবিত্র করতে পারে না; কিন্তু যে (অপবিত্র) বস্তু পানির সুবাস স্বাদ ও রঙকে নষ্ট করে দেয় (তা ব্যতীত)।[১]

বাইহাক্বীতে উল্লেখ আছে "কোন অপবিত্র বস্তু পড়ার জন্য পানির উক্ত তিনটি গুণ নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত পানি পবিত্র থাকে।"

(٤) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ». وَفِي لَفْظٍ: «لَمْ يَنْجُسْ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৪ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যদি পানি দু'কুল্লা' পরিমাণ হয় তবে তার মধ্যে অপবিত্র বস্তু পড়লে তা না-পাক হবে না[২]।"[৩]

(٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ». أخرجه مسلم. وَلِلْبُخَارِيِّ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ». وَلِمُسْلِمٍ «مِنْهُ» وَلِأَبِي دَاوُدَ «وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ».

৫ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "আবদ্ধ পানিতে (নেমে) কোন জুনুবী (নাপাকী) লোক যেন গোসল না করে[৪]।[৫]

(٦) وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ

৬ ঃ কোন এক সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন ঃ "জুনুবী পুরুষের

---

[১] ইবনু মাজাহ। আবূ হাতিম এই হাদীসকে যঈফ বলেছেন।

[২] আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান ও হাকিম সহীহ্ বলেছেন।

[৩] দু'কুল্লা সমান ৫ মাশক্। এ হাদীস অনুযায়ী ৫ মাশক্ ও তার অধিক পানিকে বেশী পরিমাণ পানি গণ্য করা হয়। এই পরিমাণ পানিতে বা তার অধিক পরিমাণ পানিতে অপবিত্র বস্তু পড়লে উল্লেখিত তিনটি গুণ (ঘ্রাণ, স্বাদ ও রং) নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ঐ পানিকে পবিত্র ধরা হবে।

[৪] মুসলিম।

[৫] সহীহ্ বুখারীতে আছে, আবদ্ধ পানিতে এমন যেন না করে যে, ঐ পানিতে পেশাব করে তারপর তাতে নেমে সে গোসল করে।"

উক্ত রাবী (বর্ণনাকারী) হতে মুসলিম ও আবূ দাউদে আছে, "তাতে (ঐরূপ পানিতে) জুনুবী (নাপাকী) অবস্থায় যেন গোসল না করে।"

بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে স্ত্রীকে বা জুনুবী স্ত্রীর অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষ কে গোসল করতে। বরং তারা যেন একই সঙ্গে পাত্র হতে অঞ্জলি-অঞ্জলি করে পানি উঠিয়ে গোসল করে[১]।[২]

(٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ». وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

৭ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীন মাইমূনার (রাঃ) গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করতেন[৩]।[৪]

(٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَفِي لَفْظٍ لَهُ «فَلْيُرِقْهُ». وَلِلتِّرْمِذِيِّ: «أُخْرَاهُنَّ أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».

৮ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "কোন কুকুর পাত্র ঝুটা (মুখ লাগিয়ে পানাহার) করলে ঐ পাত্রের পবিত্রতার জন্য পাত্রটিকে সাতবার পরিষ্কার করে ধুতে হবে– এর প্রথম বারে মাটি দিয়ে মেজে নিয়ে ধুতে হবে– মুসলিম।

এর অন্য বর্ণনায় আছে, "পাত্রের ঝুটা বস্তু ফেলে দিতে হবে।"

তিরমিযীতে আছে, "শেষেরবার অথবা প্রথমবার মাটি দিয়ে মেজে নিতে হবে"।[৫]

[১] আবূ দাউদ, নাসাঈ, এর সনদটি সহীহ্।

[২] পরবর্তী হাদীস হতে বুঝা যাচ্ছে এরূপ পানিতে গোসল না করা উত্তম, তবে না জায়িয নয়।

[৩] মুসলিম।

[৪] আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনু মাজায় বর্ণিত হয়েছে যে, "কোন এক বড় পাত্রের পানিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন স্ত্রী গোসল করেছিলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (অবশিষ্ট) পানিতে গোসল করার জন্য এলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন ঃ আমি তো জুনুবী ছিলাম (অর্থাৎ আমি তাতে নাপাকীর গোসল করেছি)। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "পানি তো আর (এর কারণে) না-পাক হয় না।" একে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনু খুযাইমা সহীহ্ বলেছেন।
ব্যবহৃত পানির অবশিষ্ট পবিত্রকারী পানি বলে ধরার পক্ষে যাঁরা অভিমত দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর একটি রিওয়ায়াত মূলে রয়েছেন।

[৫] কুকুরের ঝুটা অপবিত্র থালা-বাসন পবিত্র করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব সহকারে মেজে-ঘষে ধুয়ে নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে অবহেলা করা চলবে না।

(٩) وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسولَ الله ﷺ قَالَ في الهِرَّةِ: «إِنَّها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ». أخرجه الأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة.

৯ ঃ আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়াল প্রসঙ্গে বলেন, "সে নাপাক নয় আর সে তো তোমাদের মধ্যে খুব বেশী প্রদক্ষিণকারী জীব।[১]

(١٠) وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي، فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم رسول الله ﷺ، فلما قضى بوله أمر النبي ﷺ بذنوب من ماء، فأهريق عليه. متفق عليه.

১০ ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; "একজন গ্রাম্য লোক এসে মাসজিদের (নাববীর) এক ধারে পেশাব করতে লাগলে লোকেরা (সাহাবীরা) তাকে ধমকালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ধমকাতে নিষেধ করলেন। তার পেশাব করা শেষ হলে তিনি সাহাবীদের ঐ লোকটির পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দিতে আদেশ করলেন"।[২]

(١١) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا المَيْتَتَانِ فَالجَرَادُ وَالحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالكَبِدُ وَالطِّحَالُ». أخرجه أحمد وابن ماجه، وفيه ضعف.

১১ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "আমাদের (মুসলিমদের) জন্য খাদ্যরূপে দু'প্রকার মৃত প্রাণীকে ও দু'প্রকার রক্তকে হালাল করা হয়েছে। মৃত দু'প্রকার প্রাণী– টিড্ডি (পঙ্গপাল) ও মাছ। এবং রক্ত হচ্ছে– (হালাল প্রাণীর) কলিজা ও প্লীহা"।[৩]

[১] আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী ও ইবনু খুযাইমা একে সহীহ্ বলেছেন। (অর্থাৎ বিড়ালের মুখে কোন অপবিত্র বস্তু না লেগে থাকলে তার ঝুটা পবিত্র বলে ধরা হবে।)

[২] বুখারী, মুসলিম।

[৩] আহমাদ, ইবনু মাজাহ। এই হাদীসের সনদে দুর্বলতা আছে। অপর সনদ মূলে এটা সহীহ্ বলে গণ্য হয়েছে

(١٢) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ: «وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ».

১২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "তোমাদের পানীয় বস্তুতে মাছি পড়লে তাতে সেটা ডুবিয়ে দিয়ে বাহিরে নিক্ষেপ করবে। কেননা তার একটি ডানায় ব্যাধি ও অন্যটিতে শেফা (রোগ-মুক্তির উপকরণ) রয়েছে"– বুখারী, আবূ দাউদ।

আবূ দাউদে আরো আছে যে, "মাছি তার রোগের জীবাণু যুক্ত ডানাটি দ্বারা (সাঁতরিয়ে) নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে।[১]

(١٣) وعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ، وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُوَ مَيِّتٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وحسنه، واللفظ له.

১৩ ঃ আবূ ওয়াকিদ লাইসী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "কোন জন্তুর শরীরের অংশবিশেষ কেটে নেয়ার পর জন্তুটি জীবিত থাকলে তাকে মৃত ধরা হবে।" (অর্থাৎ ঐরূপ কাটা অংশ খাওয়া হারাম।)[২]

২য় পরিচ্ছেদ

باب الآنية
পাত্রের বিবরণ

(١٤) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪ ঃ হুযাইফা ইবনু ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "তোমরা সোনা-চাঁদির পাত্রে পান করবে না। এবং সোনা-চাঁদির তৈরী থালা-বাসনে খাবে না। বস্তুতঃ এই সব থালা-বাসন পৃথিবীতে কাফিরদের (ব্যবহারের) জন্য ও পরকালে তোমাদের (মুসলিমদের) জন্য"।[৩]

[১] আধুনিক কালের চিকিৎসা শাস্ত্রের গবেষণা দ্বারা মাছির উভয় প্রকৃতির ডানার কথা স্বীকৃত হয়েছে– সুবুলুস্ সালাম ১ম খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা এবং আল্লামা হামিদ ফাকীহ্ লিখিত টীকা দ্রষ্টব্য। বিছা ও ভীমরের দংশনের স্থানে মাছি ঘষে দিলে উপকার হয়। (ফাতহুল আল্লাম দ্রষ্টব্য)

[২] আবূ দাউদ, তিরমিযী। শব্দগুলি তিরমিযীর এবং তিনি এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৩] বুখারী, মুসলিম।

(١٥) وعن أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «الّذي يشرب في إناء الفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنّم». متّفق عليه.

১৫ ঃ উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি চাঁদির পাত্রে পান করবে সে জাহান্নামের আগুনই ঢক্ ঢক্ করে পেটে ভরবে"[১]।[২]

(١٦) وعن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». أخرجه مسلم. وعند الأربعة «أيّما إهاب دبغ».

১৬ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "দেবাগাত্ (অর্থাৎ চুন-খারী) করলে চামড়া পবিত্র হয়– মুসলিম।

"যে কোন চামড়া চুন-খারী দ্বারা পবিত্র হয়"– আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।[৩]

(١٧) وعن سلمة بن المحبّق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «دباغ جلود الميتة طهورها». صحّحه ابن حبّان.

১৭ ঃ সালামা ইবনু মুহাব্বিক্ব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "(মৃত প্রাণীর) চামড়ার পবিত্রতা চূণ-খারী দ্বারা হয়ে থাকে"।[৪]

(١٨) وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: مرّ النّبيّ ﷺ بشاة يجرّونها، فقال: «لو أخذتم إهابها» فقالوا: إنّها ميتة، فقال: «يطهّرها الماء والقرظ». أخرجه أبو داود والنّسائي.

১৮ ঃ মাইমুনা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মৃত ছাগল টেনে নিয়ে যেতে দেখে বললেন ঃ "যদি তোমরা এর চামড়াটা নিয়ে নিতে?" তারা বললো ঃ "এটা তো মৃত ছাগল।" তিনি তাদের বললেন ঃ "পানি ও বাবলার ছাল (এর কষ) একে পবিত্র[৫] করে দেবে।[৬]

---

[১] বুখারী, মুসলিম।

[২] 'সোনা-চাঁদির পাত্রের পানিতে উযূ করাও না-জায়িয' এই কথাটি ব্যক্ত করার জন্য হাদীসটি এখানে বর্ণিত হয়েছে– সুবুলুস্ সালাম।

[৩] কুকুর ও শুকরের চামড়া পবিত্র করা যায় না। এগুলোকে মৌলিক না-পাক বলে গণ্য করা হয়েছে।

[৪] ইবনু হিব্বান; তিনি একে সহীহ্ বলেছেন।

[৫] "যে প্রাণীর চামড়া কাজে লাগানো জায়িয তার হাড়, শিং, লোম ও দাঁতের ব্যবহার ও ব্যবসা করাও জায়িয।" –মিসকুল খিতাম।

[৬] আবূ দাঊদ, নাসাঈ।

(١٩) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: «لاَ تَأْكُلُوا فِيهَا إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৯ ঃ আবূ সালাবা খোশানী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন– আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো আহলে কিতাবদের অধীনস্থ ভূমিতে বাস করি। তাদের বাসন-পত্রে খেতে পারব কি? তিনি বললেন, অন্য বাসনপত্র না পেলে খেতে পারো, তবে তা ধুয়ে নিয়ে খাবে।[১]

(٢٠) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

২০ ঃ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণ জনৈকা মুশরিকা (বেদ্বীন) রমণীর (মাযাদা) নামীয় চামড়ার তৈরী পাত্র থেকে পানি নিয়ে উযূ করেছিলেন। এ হাদীসটি একটি বড় হাদীসের অংশ বিশেষ।[২]

(٢١) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

২১ ঃ আনাস্ ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি পেয়ালা ফেটে যাওয়ায় তিনি ঐটির ভাঙ্গা অংশে রূপার তার জড়িয়ে বেঁধে দেন[৩]।

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]বুখারী।

৩য় পরিচ্ছেদ

باب إزالة النجاسة وبيانها
অপবিত্রতা দূরীকরণ

(٢٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قَالَ: «لَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

২২ ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো ঃ "মদকে কি 'খাল' বা শির্কা বানানো যায়?" তিনি উত্তরে বললেন ঃ "না"।[১]

(٢٣) وَعَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى: أَنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৩ ঃ আনাস (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত; আবূ তাল্‌হা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে একথা ঘোষণা করতে আদেশ দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন– গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিশ্চয়ই তা অপবিত্র।[২]

(٢٤) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِنًى وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفِي. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

২৪ ঃ আমর ইবনু খারিজা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনা নামক স্থানে (তাঁর উটের উপর) সাওয়ার থাকা অবস্থায় আমাদের মধ্যে খুৎবা বা ভাষণ দিচ্ছিলেন আর তাঁর উটের (মুখনিঃসৃত) লালা আমার কাঁধদ্বয়ের উপর বেয়ে পড়ছিল।[৩]

[১]মুসলিম, তিরমিযী, তিনি একে হাসান সহীহ্ বলেছেন।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]আহমাদ, তিরমিযী– তিনি একে সহীহ্ বলেছেন।

(٢٥) وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رسولُ الله ﷺ يَغْسِلُ المَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ. وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الغَسْلِ فِيهِ. متفق عليه. ولمسلم: «لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرْكاً، فَيُصَلِّي فِيهِ. وَفِي لفظٍ لَهُ: «لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِساً بِظُفْرِي مِنْ ثَوْبِهِ».

(٢٦) وعَنْ أَبِي السَّمْحِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: **«يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلَامِ»**. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَه الحَاكِمُ.

(٢٧) وعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي دَمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: **«تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ»**. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٢٨) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ: **«يَكْفِيكِ المَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ»**. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

২৫ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাপড় হতে বীর্য ধুয়ে ফেলে ঐ কাপড়ে নামায পড়তে বেরিয়ে যেতেন আর আমি ধোয়ার চিহ্নটা কাপড়ে লক্ষ্য করতাম[১]।"[২]

২৬ ঃ আবূ সামহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "মেয়ে শিশুর পেশাব লাগলে ধুবে আর দুগ্ধ পোষ্য পুত্র সন্তানের পেশাবের স্থানে পানির ছিটা মারবে"।[৩]

২৭ ঃ আবূ বাকার সিদ্দিক (রাঃ)-এর কন্যা আস্‌মা (রাঃ) হতে বর্ণিত; ঋতুর (হায়েয) রক্ত কাপড়ে লাগা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "খাক্‌রিয়ে দেওয়ার পর পানি দ্বারা রগড়িয়ে নিয়ে তারপর পানি দিয়ে ধুয়ে তাতে নামায পড়বে"।[৪]

২৮ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; খাওলা বিনতু ইয়াসার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ঃ "হে আল্লাহ্‌র নাবী, যদি রক্ত-চিহ্ন দূর না হয় তবে (কি করতে হবে)? তার উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে, রক্তের চিহ্নে তোমার কোন ক্ষতি করবে না"।[৫]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]সহীহ্ মুসলিমে আছে, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় হতে বীর্যকে ভালভাবে খুঁটিয়ে উঠিয়ে দিতাম। তারপর তিনি ঐ কাপড়ে নামায পড়তেন।" (বীর্য গাঢ় ও জমাট হলে ঐরূপ করা যায়।)
উক্ত কিতাবে অন্য শব্দ এরূপ আছে, "বীর্য শুকনো থাকলে আমি তার কাপড় হতে নিজের নখ দিয়ে খুঁটিয়ে উঠিয়ে ফেলতাম।"
[৩]আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইমাম হাকিম; এ হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন।
[৪]বুখারী, মুসলিম।
[৫]তিরমিযী– এর সনদ দুর্বল।

৪র্থ অনুচ্ছেদ
باب الوضوء
উযূর বিবরণ

(٢٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ». أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقاً.

২৯ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "আমি আমার উম্মাতের উপর কঠিন হবে বলে বিবেচনা না করলে প্রত্যেক উযূর সাথে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম[১]।[২]

(٣٠) وَعَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩০ ঃ হুম্‌রান (রাঃ) হতে বর্ণিত; একদা উসমান (রাঃ) [৩য় খালিফা ও (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) জামাতা] উযূর পানি আনতে বললেন। অতঃপর তিনি প্রথমে দু' হাত (কব্জি) পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন, তারপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধুলেন। তারপর ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন অতঃপর বাম হাতও ঐরূপভাবে ধুলেন। তারপর ডান পা 'টাখ্‌না' (গিরা) সহ তিনবার ধুলেন, তারপ'র তিনি মাথা মাসাহ করলেন তারপর বাম পা ঐভাবে ধুলেন। তারপর বললেন ঃ "আমার এই উযূর মতই উযূ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি"।[৩]

[১]মালিক, আহমাদ, নাসাঈ। ইবনু খুযাইমা একে সহীহ্ বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীসটিকে মুআল্লাক্ব (উনুল্লিখিত সনদের হাদীসরূপে) রূপে বর্ণনা করেছেন।

[২]উযূর অন্যতম উদ্দেশ্য যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দাঁত সাফ করার কড়া নির্দেশ হতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

[৩]বুখারী, মুসলিম।

(٣١) وعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْهُ فِيْ صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ – قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، بَلْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ.

৩১ ঃ আলী (রাঃ) হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযূ প্রসঙ্গে বর্ণিত; তিনি একবার মাত্র মাথা মাসাহ করেছিলেন।[১]

(٣٢) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله تعالى عنه – فِيْ صِفَةِ الْوُضُوءِ – قَالَ: وَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩২ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু যায়িদ ইবনু আসিম (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হস্তদ্বয়কে (মাথা মাসেহর সময়) আগে হতে পিছে এবং পিছু হতে আগে নিয়ে এলেন।[২]

وَفِيْ لَفْظٍ لَهُمَا: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَأَ مِنْهُ.

অন্য বর্ণনায় আছে, মাথার অগ্রভাগ হতে মাসাহ্ করা আরম্ভ করলেন এবং হস্তদ্বয়কে মাথার গুদা (পেছন দিকের সর্ব শেষ অংশ) পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তারপর হস্তদ্বয়কে আরম্ভ করার স্থানে ফিরিয়ে আনলেন।[৩]

(٣٣) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله تعالى عنهما، فِيْ صِفَةِ الْوُضُوءِ قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ ﷺ بِرَأْسِهِ وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِيْ أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

৩৩ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাঃ) হতে উযূর নিয়ম প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা মাসাহ্ করলেন এবং তাঁর দু'হাতের তর্জনী (শাহাদাত) আঙ্গুলদুটিকে তাঁর দু'কানের ছিদ্রে প্রবেশ করালেন ও বৃদ্ধাঙ্গুলদুটি দ্বারা দু'কানের বাহির ভাগ মাসাহ্ করলেন।[৪]

(٣٤) وعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৪ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যখন তোমাদের কেউ ঘুম হতে উঠবে সে যেন তখন তার নাক তিনবার ঝাড়ে, কেননা নাকের ছিদ্রে শাইতান রাত্রি যাপন করে থাকে"।[৫]

---

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ সহীহ্ সনদে; বরং তিরমিযী এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসগুলির মধ্যে এটাকে সর্বাধিক সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]বুখারী, মুসলিম।
[৪]আবূ দাউদ, নাসাঈ। ইবনু খুযাইমা একে সহীহ্ বলেছেন।
[৫]বুখারী, মুসলিম।

(٣٥) وعَنْهُ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

৩৫ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, "ঘুম থেকে উঠে যেন কেউ তার হাত তিনবার না ধুয়ে পানির পাত্রে ডুবিয়ে না দেয়। কেননা, সে তো জানে না ঘুমের অবস্থায় তার হাত কোথায় ছিলো"।[১]

(٣٦) وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الأَسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِماً». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. وَلأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ».

৩৬ ঃ লাক্বীত ইবনু সাবিরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "উত্তম রূপে উযূ কর ও আঙ্গুলসমূহ খিলাল কর, নাকে পুরো মাত্রায় পানি প্রবেশ করাও, কিন্তু রোযাদার সেরূপ করবে না (সংযতভাবে করবে)"।[২]

আবূ দাউদের অন্য এক হাদীসে আছে, "যখন উযূ করবে তখন কুলি করবে।"

(٣٧) وَعَنْ عُثْمَانَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

৩৭ ঃ উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাড়ি মুবারাক উযূর সময় খিলাল করতেন (ভিজা আঙ্গুল দিয়ে দাড়ির গোড়া ভিজাতেন)।[৩]

(٣٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِثُلُثَي مُدٍّ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

৩৮ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু যায়িদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই তৃতীয়াংশ মুদ্দ পরিমাণ পানি আনা হলে তিনি তা দিয়ে তাঁর উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত ধুতে লাগলেন[৪]।"[৫]

[১]বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলি মুসলিমে রয়েছে।
[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইবনু খুযাইমা একে সহীহ্ বলেছেন।
[৩]তিরমিযী। ইবনু খুযাইমাহ্ একে সহীহ্ বলেছেন।
[৪]আহমাদ, ইবনু খুযাইমা, তিনি একে সহীহ্ বলেছেন।
[৫]উপরোক্ত হাদীসে যেরা' শব্দ আছে। কনুই ও কব্জির মধ্যবর্তী অঙ্গকে যেরা' বলা হয়। এক মুদ্ পরিমাণ; পানি দ্বারা উযূ করার কথাও হাদীসে আছে। দু' হাতের মিলিত অঞ্জলি পরিমাণ পানি এক 'মুদ্দ' পানির সমান।

(٣٩) وعنه: أنه رأى النبي ﷺ يأخذ لأذنيه ماءً خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي، وقال: إسناده صحيح، وصححه الترمذي أيضاً.

৩৯ ঃ উক্ত সাহাবী আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; "তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাথা মাসাহ্ করার অবশিষ্ট পানি ছাড়া কান মাসাহ্ করার জন্য নতুনভাবে পানি নিতে দেখেছিলেন।"

وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو المحفوظ.

বাইহাকী (তিনি এর সানাদকে সহীহ বলেছেন। ইমাম তিরমিযীও একে সহীহ বলেছেন) মুসলিমে শব্দগুলো এরূপ– "এবং তিনি তাঁর মাথা মাসাহ করেছিলেন। তাঁর হাতদ্বয়ের অবশিষ্ট পানি ছাড়া অন্য পানি দিয়ে।" –আর এ বর্ণনাটিই সঠিক।

(٤٠) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». متفق عليه، واللفظ لمسلم.

৪০ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "আমার উম্মাত কিয়ামাতের দিন উযূর নিদর্শন হিসেবে নিজেদের উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও হাত-পাসহ উপস্থিত হবে। তাই যারা তাদের ঐ উজ্জ্বলতা বাড়াতে সক্ষম তারা যেন তা বাড়িয়ে নেয়।[১]

(٤١) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله. متفق عليه.

৪১ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জুতা পরা, কেশ বিন্যাস, উযূ ইত্যাদি যাবতীয় শুভ কাজ ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।"[২]

[১]বুখারী, মুসলিম। এই শব্দগুলি মুসলিমের।
[২]বুখারী, মুসলিম।

(٤٢) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

৪২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যখন তোমরা উযূ করবে তখন তোমরা ডান দিক হতে আরম্ভ করবে"।[১]

(٤٣) وعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله تعالى عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

৪৩ ঃ মুগিরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত; "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূ করার সময় তাঁর কপাল, পাগড়ি ও মোজার উপর মাসাহ্ করেছেন"।[২]

(٤٤) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله تعالى عنهما - فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ ﷺ: «ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ هَكَذَا بِلَفْظِ الأَمْرِ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الْخَبَرِ.

৪৪ ঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রাঃ) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজ্জের বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "(কুরআনে) আল্লাহ্ যেটার উল্লেখ আগে করেছেন তোমরাও (সাঈ) সেটা হতে আরম্ভ কর[৩]।"[৪]

(٤٥) وعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِي بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

৪৫ ঃ উক্ত রাবী জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উযূ করতেন তখন তাঁর দু'কনুই-এর উপর পানি ফিরাতেন।[৫]

(٤٦) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ: لاَ يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ.

৪৬ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "(উযূর প্রথমে) যে 'বিসমিল্লাহ্' বলে না, তার উযূ শুদ্ধ হয় না[৬]।"[৭]

---

[১] আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইবনু খুযাইমা সহীহ্ বলেছেন।
[২] মুসলিম।
[৩] নাসাঈ (নির্দেশ সূচক শব্দে) এবং মুসলিমে (এটা বিবৃতি সূচক শব্দ দ্বারা) বর্ণিত হয়েছে।
[৪] আল্লাহ্‌র বর্ণনাক্রম অনুযায়ী হাজ্জে সাঈ করার, সময় 'সাফা' পাহাড় হতে আরম্ভ হবে ও উযূর সময় আগে মুখমণ্ডল ও হাত ধুতে হবে এবং সর্বশেষে মাথা মাসাহ করে পা ধুতে হবে।
[৫] দারাকুতনী, দুর্বল সনদে।
[৬] আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ্ দুর্বল সনদে।
[৭] ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সাঈদ ইবনু যায়িদ ও আবূ সাঈদ হতেও এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আহমাদ বলেন, 'এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য (হাদীস) কিছু নেই।'

(٤٧) وعَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرِّف، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

৪৭ ঃ ত্বালহা (রাঃ) তাঁর পিতা, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার মধ্যে ব্যবধান রাখতেন (অর্থাৎ দুই কাজে আলাদা আলাদা পানি ব্যবহার করতেন)।[১]

(٤٨) وعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ -: ثُمَّ تَمَضْمَضَ ﷺ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، يُمَضْمِضُ وَيَنْثُرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِيْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

৪৮ ঃ আলী (রাঃ) হতে উযূর বিবরণ প্রসঙ্গে বর্ণিত; "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে তিনবার ঝাড়লেন। তিনি কুলি ও নাক ঝাড়ার কাজ একই হাতের পানিতে করলেন।"[২]

(٤٩) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله تعالى عنه - فِيْ صِفَةِ الْوُضُوءِ -: ثُمَّ أَدْخَلَ ﷺ يَدَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪৯ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু যায়িদ (রাঃ) হতে উযূর বিবরণ প্রসঙ্গে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত পাত্রে প্রবেশ করালেন এবং একই বারের নেওয়া হাতের পানিতে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তিনি এরূপ তিনবার করতেন[৩]।"[৪]

(٥٠) وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفُرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ: «اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

৫০ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন লোকের পায়ের নখ বরাবর স্থান উযূর সময় ভিজেনি দেখে তাকে বললেন ঃ "ফিরে গিয়ে তোমার উযূকে ভালোভাবে কর"।[৫]

---

[১]আবূ দাউদ, দুর্বল সনদে।

[২]আবূ দাউদ, নাসাঈ।

[৩]বুখারী, মুসলিম।

[৪]নাকে পানি দেওয়ার সময় নাকের জন্যে পৃথকভাবে পানি নেওয়ার পক্ষে কোন সহীহ্ হাদীস নেই বলে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রাহঃ) মন্তব্য করেছেন।

[৫]আবূ দাউদ, নাসাঈ।

(৫১) وعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(৫২) وعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ».

৫১ ঃ উক্ত সাহাবী আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক 'মুদ্দ'[১] পানিতে উযূ ও এক 'সা'[২] (আড়াই কেজি) হতে পাঁচ 'মুদ্দ' পরিমাণ পানিতে গোসল করতেন।"[৩]

৫২ ঃ উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ভালোভাবে উযূ করে তারপর এই কালিমাটি (নিম্নের দু'আ) পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেয়া হবে।" উযূ শেষের দু'আ ঃ

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আঁল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু অ আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আব্‌দুহু অ রাসূলুহু; আল্লাহুম্মাজ্ আল্‌নী মিনাত্ তাওয়াবীনা অজ্ আ'ল্‌নী মিনাল মুতাত্বহ্‌হিরীন।

দু'আটির অর্থ ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য (প্রভূ) নেই, এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাস ও রাসূল।"[৪]

[১]'মুদ্দ' (مد) হচ্ছে আশি তোলায় সের মাপের দশ বাই তিন-এর দুই ছটাক শস্য ধরে এমন পরিমাপ পাত্র।

[২]'সা' (صاع) হচ্ছে আশি তোলা সেরের দু'সের বার ছটাক চার মাশা শস্য ধরে এমন পরিমাপ পাত্র।

[৩]বুখারী, মুসলিম।

[৪]মুসলিম, তিরমিযী। তিরমিযীতে আরো আছে (যার অর্থ), 'হে আল্লাহ্ আমাকে তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারী বানাও।'

৫ম অনুচ্ছেদ

باب المسح على الخفين

মোজার উপর মাসাহ

৫৩ ঃ মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন ঃ "আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে (তাবুকের যুদ্ধে) ছিলাম। তিনি (ফজরের) নামাযের জন্য উযূ করতে লাগলেন বলে তার পায়ের মোজা দুটো খুলে নিতে চেয়ে ছিলাম।" তখন তিনি বললেন, "থাকতে দাও, আমি ওগুলি উযূর অবস্থায় পরেছিলাম।" তারপর তিনি ঐগুলির উপর মাসাহ্ করলেন (অর্থাৎ হাত ভিজিয়ে ভিজা হাত দিয়ে উপরি ভাগ মুছে নিলেন)– বুখারী, মুসলিম।[১]

(٥٣) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَتَوَضَّأَ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৪ ঃ উক্ত সাহাবী (রাঃ) হতে দুর্বল সনদে আরো বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার উপরে ও নীচে মাসাহ্ করেছিলেন।[২]

(٥٤) وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

৫৫ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন–'যদি ধর্ম-ব্যবস্থা (মানব সাধারণের) বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত হত তবে মোজার উপরি ভাগ মাসাহ্ করার চেয়ে নীচের দিক মাসাহ্ করাই উত্তম হত। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি মোজার উপরিভাগে মাসাহ্ করতে দেখেছি।[৩]

(٥٥) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

---

[১] চামড়ার মোজাকে 'খুফ' বলা হয়। এবং তা পরলে যেন পায়ের গিরা ঢেকে থাকে, পানি শোঁষে পা ভিজিয়ে না দেয়; ফাড়া ও ফাটা না হয়, না-জায়িয (অবৈধ উপায়ে) সূত্রে অর্জিত না হয়।

[২] আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ।

[৩] আবূ দাউদ, উত্তম সনদসহ। (লেখক এই হাদীসটিকে তাঁর 'তালখীসুল হাবীর' নামক গ্রন্থে সহীহ্ বলেছেন।) –সুবুলুস্ সালাম।

(٥٦) وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ.

৫৬ ঃ সাফ্ওয়ান ইবনু আস্সাল্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আদেশ দিতেন, "সফরে বা পরবাসে থাকার সময় আমরা যেন তিনদিন তিনরাত মোজা না খুলি প্রস্রাব, পায়খানা ও ঘুমের পরও নয়– তবে জানাবাতের সময় (ফরয গোসলের কারণ উপস্থিত হলে) মোজা না খুললে নয়"।[১]

(٥٧) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، يَعْنِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

৫৭ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত ও বাড়ীতে অবস্থানকারীর জন্য একদিন একরাত মোজার উপর মাসাহ করার সময় (ধার্য) করেছেন।[২]

(٥٨) وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ، يَعْنِي الْعَمَائِمَ، وَالتَّسَاخِينِ، يَعْنِي الْخِفَافَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৫৮ ঃ সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং পাগড়ি ও মোজার উপর মাসাহ করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেন।[৩]

(٥٩) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَوْقُوفًا، وَأَنَسٍ مَرْفُوعًا: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

৫৯ ঃ উমার (রাঃ) হতে মাওকুফ্[৪] রূপে এবং আনাস হতে মরফূভাবে বর্ণিত; "যে ব্যক্তি উযূ থাকা অবস্থায় মোজা পরবে সে ইচ্ছা করলে মোজা না খুলে তার উপর মাসাহ করবে ও নামায পড়বে। তবে জানাবাতের গোসলে খুলতেই হবে।[৫]

[১]নাসাঈ; তিরমিযী ও ইবনু খুযাইমা একে সহীহ্ বলেছেন। তবে শব্দগুলো তিরমিযীর।
[২]মুসলিম।
[৩]আহমাদ, আবূ দাউদ। হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।
[৪]যে হাদীসের সনদ সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছে তাকে 'মাওকুফ' ও যার সনদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে তাকে 'মারফূ' হাদীস বলা হয়।
[৫]দারাকুৎনী, হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

(٦٠) وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْماً وَلَيْلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ، أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

৬০ ঃ আবূ বাকরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূর অবস্থায় মোজা পরিধানকারী মুসাফিরকে তিন দিন তিনরাত ও বাড়ীতে অবস্থানকারীকে একদিন একরাত মোজার উপর মাসাহ্ করার অনুমতি দিয়েছিলেন"।[১]

(٦١) وعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَوْماً؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

৬১ ঃ উবাই ইবনু ইমারা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি মোজার উপর মাসাহ করব? তিনি বললেন ঃ "হ্যাঁ"। সাহাবী বললেন ঃ একদিন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। সাহাবী আবার বললেন ঃ "দু'দিন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, সাহাবী আবার বললেন ঃ তিনদিন? তিনি বললেন হ্যাঁ। তুমি আরো যে ক'দিন চাও"।[২]

---

[১]দারাকুত্বনী; একে ইবনু খুযাইমা সহীহ্ বলেছেন।

[২]আবূ দাঊদ। তিনি এর সনদকে মজবুত নয় বলেছেন।

৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ

باب نواقض الوضوء
উযূ ভঙ্গের কারণসমূহ

(٦٢) عَنْ أَنَسٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ. حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُم، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَصْلُه فِي مُسْلِمٍ.

৬২ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় তাঁর সাহাবীগণ মাসজিদে এশা নামাযের জামাআতের জন্য অপেক্ষা করতেন আর ঘুমে তাঁদের মাথা ঝুঁকে নুইয়ে পড়ত, কিন্তু তাঁরা পুনরায় উযূ না করেই নামায পড়তেন।[১]

(٦٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৩ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ "আবূ হুবাইশের কন্যা ফাতিমা একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ "আমি 'ইস্তিহাযা'[২] ব্যাধিতে ভুগছি বলে সবসময়ই অপবিত্র থাকি। আমি কি নামায ছেড়ে দিতে পারি?" তিনি উত্তরে বললেন ঃ "না, এটা তোমার কোন বিশেষ শীরা হতে নির্গত রক্ত, ঋতু (হায়েয) নয়। ঋতুর সময় আগত হলে তুমি সে ক'দিন নামায ছেড়ে দিবে। তারপর ঐ সময়টা চলে গেলে রক্ত ধুয়ে ফেলে যথারীতি নামায পড়বে"।[৩]

وَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ». وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْداً.

বুখারীতে আছে, "প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য উযূ করবে।" ইমাম মুসলিম এ অংশটি ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিয়েছেন বলে আভাষ দিয়েছেন।

[১]আবূ দাউদ, দারাকুৎনী একে সহীহ্ বলেছেন; সহীহ্ মুসলিমে এর মূল রয়েছে।

[২]ইস্তিহাযা ব্যাধিতে মেয়েদের বিশেষ কোন শিরা হতে লাল রং-এর রক্তস্রাব হতে থাকে। ঋতুর রক্ত কাল হয় ও জরায়ু হতে নির্গত হয়।

[৩]বুখারী, মুসলিম।

(٦٤) وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أن يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: فِيْهِ الْوُضُوءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৬৪ ঃ আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ "আমি অত্যন্ত মযী[১] নিঃসরণকারী পুরুষ ছিলাম। তাই সাহাবী মিক্দাদ (রাঃ)-কে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করে নিবেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এতে পুনরায় উযূ করতে হয়।[২]

(٦٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ.

৬৫ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রীকে চুম্বন দিয়ে নামাযের জন্য বের হয়ে গেলেন, পুনরায় উযূ করলেন না[৩]।[৪]

(٦٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ؟ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

৬৬ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যখন কোন মুসল্লি তার পেটের মধ্যে কোন (গোলযোগ) অনুভব করবে এবং মনে সন্দেহের উদ্রেক হবে যে, পেট হতে কিছু বায়ু বের হল কিনা; এমতাবস্থায় সে যেন মাসজিদ হতে বের হয়ে না যায়, যতক্ষণ না সে তার কোন শব্দ শোনে বা গন্ধ পায়"।[৫]

---

[১]কাম উদ্রেকের ফলে লিঙ্গদ্বার দিয়ে বীর্যের চেয়ে যে তরল ও আঠালো বস্তু বের হয়।
[২]বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো বুখারীর।
[৩]আহমাদ। ইমাম বুখারী একে যঈফ বলেছেন।
[৪]ইমাম নাসাঈ বলেছেন ঃ 'এ বিষয়ে এটিই উত্তম হাদীস, যদিও তা মুরসাল। অন্য হাদীস হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, স্ত্রীকে স্পর্শ করায় উযূ নষ্ট হয় না।' রাওযাঃ, সুবুলুস্ সালাম।
[৫]মুসলিম।

(٦٧) وعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْهُ قالَ: قالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي، أَوْ قالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ في الصَّلاةِ أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ فَقالَ النبي ﷺ: «**لا إِنَّما هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ**». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.

৬৭ ঃ ত্বালক্ ইবনু আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন এক সাহাবী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন ঃ "আমি আমার লিঙ্গ স্পর্শ করেছি অথবা বলেন ঃ "যদি কোন লোক নামাযে তার লিঙ্গ স্পর্শ করে, তবে কি তাকে উযূ করতে হবে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "না, এটাও তো তোমারই (শরীরের) অংশ বিশেষ" ।[১]

(٦٨) وعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوانَ رضي الله تعالى عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «**مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ**». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَقالَ الْبُخارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ في هذا الْبابِ.

৬৮ ঃ সাফ্ওয়ানের কন্যা বুস্রা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করবে সে যেন উযূ করে"[২] ।[৩]

(٦٩) وعَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْها أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «**مَنْ أَصابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاتِهِ، وَهُوَ في ذَلِكَ لا يَتَكَلَّمُ**». أَخْرَجَهُ ابْنُ ماجَه، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

৬৯ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্য বলেন ঃ "যে ব্যক্তির বমি, নাক্সির (নাসা) কাল্স[৪] হবে বা মযী বের হবে সে যেন (নামায ছেড়ে) উযূ করে– কোন কথা না বলে; তারপর নামাযের বাকি অংশ আদা করে নেয়" ।[৫]

---

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। একে ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন; এবং ইবনুল্ মাদিনী (ইমাম বুখারী রহঃ-এর উস্তাদ) বুস্রার হাদীস হতে এই হাদীসটিকে অধিক উত্তম বলেছেন।

[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন। আর ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন ঃ 'এ বিষয়ের হাদীসগুলির মধ্যে এটিই বেশী সহীহ্।

[৩]ইবনু হিব্বানের সহীহ্ রিওয়ায়াত হতে বুঝা যায় সরাসরিভাবে কাপড়ের নীচ দিয়ে গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করলে উযূ ভঙ্গের কারণ হবে, নচেৎ নয়। কেউ বলেছেন ঃ উযূ করা মুস্তাহাব। (সুবুলুস্ সালাম)

[৪]পেট হতে মুখ পর্যন্ত কোন বস্তু বেরিয়ে আনাকে কাল্স বলা হয়।

[৫]ইবনু মাযাহ। ইমাম আহমাদ ও অন্য মুহাদ্দিস (রহঃ) একে দুর্বল বলেছেন।

(٧٠) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: **إِنْ شِئْتَ**. قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

৭০ ঃ জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল ঃ "ছাগলের গোস্ত খেয়ে কি উযূ করবো?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যদি তুমি চাও (করবে)।" তারপর জিজ্ঞেস করল, "উটের গোস্ত খেয়ে কি উযূ করবো?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ, করবে।"[১]

(٧١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: **«مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»**. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لاَ يَصِحُّ شَيْءٌ فِي هَذَا الْبَابِ.

৭১ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন মৃতের গোসল দিবে সে যেন নিজে গোসল করে; আর যে ব্যক্তি কোন জানাযা বহন করবে সে যেন উযূ করে"[২]।[৩]

(٧٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله تعالى عنهما أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ مَعْلُولٌ.

৭২ ঃ আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বাকার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্র ইবনু হায্মকে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে ছিল– পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া যেন কুরআন স্পর্শ না করে। ইমাম মালিক একে মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইবনু হিব্বান একে 'মাওসূল' (পূর্ণ সনদ বিশিষ্ট) বলেছেন। হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত।

(٧٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.

৭৩ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহু তা'আলাকে সর্বদা স্মরণ করতেন[৪]।"[৫]

(٧٤) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَلَيَّنَهُ.

৭৪ ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাছনী (শিঙ্গা) ব্যবহার করার পর পুনরায় উযূ না করে নামায পড়েছেন[৬]।"[৭]

---

[১]মুসলিম।
[২]আহমাদ, নাসাঈ; তিরমিযী– তিনি একে হাসান বলেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন– 'এ প্রসঙ্গে কোন সহীহ্ হাদীস নেই।'
[৩]মৃতের গোসল দিলে গোসলদাতার গোসল করা ও জানাযা বহনকারীর জন্য উযূ করা মুস্তাহাব।
[৪]মুসলিম। ইমাম বুখারী (রহঃ) একে মুআল্লাক (অনোল্লেখিত সনদ) রূপে বর্ণনা করেছেন।
[৫]উযূর অবস্থা ছাড়াও আল্লাহ্‌র যিক্‌র (গুণকীর্তন) করা যায়। তবে বিভিন্ন হাদীস মূলে জুনবী– পায়খানা, পেশাব ও সঙ্গমকালীন মৌখিক যিক্‌র হতে বিরত থাকতে হবে।
[৬]দারাকুত্‌নী। তিনি একে দুর্বলও বলেছেন।
[৭]হাজামাত ও পাছনী লাগানো অর্থ শরীরের দূষিত রক্ত বের করে ফেলার বিশেষ প্রক্রিয়া।

(٧٥) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَزَادَ: «وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ».

وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: «اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضاً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَرْفُوعاً: «إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً». وفي إسناده ضعف أيضاً.

৭৫ ঃ মুআবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "চক্ষু গুহ্যের (মলদ্বারের) বাঁধনস্বরূপ। চক্ষুদ্বয় ঘুমিয়ে পড়লে সে বাঁধন খুলে যায় (এটা উযূ নষ্টের কারণ হয়ে পড়ে) –আহমাদ।

হাদীসে এ বিষয়ে আরো আছে ঃ "যে ঘুমিয়ে পড়বে সে যেন উযূ করে।" (তাবারানী)। এ অংশটুকু আবূ দাউদেও আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত; হয়েছে। তবে এতে 'বাঁধন খুলে যায়' অংশটুকু নেই । উক্ত দুটি সনদই দুর্বল।

আবূ দাউদে আর একটি 'মারফূ' হাদীসে ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি হাত পা ছড়িয়ে ষষ্টাঙ্গ এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে তাকে উযূ করতে হবে।" এরও সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

(٧٦) وعن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي الصَّلَاةِ فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ، وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً». أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ.

وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَحْوُهُ.

وَلِلْحَاكِمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعاً: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: إِنَّكَ كَذَبْتَ». أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: «فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ».

৭৬ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের কোন মুসল্লির নিকটে শাইতান উপস্থিত হয় ও তার পাছায় (গুহ্য দ্বারে) ফুঁ দেয়, ফলে তার মনে উযূ থাকা না থাকার একটা সন্দেহ জেগে উঠে। যদি কেউ এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয় তবে যেন সে তার বায়ু ছাড়ার শব্দ বা তার গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত নামায না ছাড়ে" ।[১]

[১]বায্যার। বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনু যায়িদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস এর মূল বক্তব্য রয়েছে। মুসলিমে ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে অনুরূপ একটি হাদীস আছে।

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে 'মারফূ' রূপে বর্ণিত; হাকিমে আছে, তোমাদের কারো নিকট শাইতান এসে যখন বলে, তোমার উযূ বিনষ্ট হয়েছে তখন সে যেন বলে, "শাইতান তুমি মিথ্যে বললে।" (ক) ইবনু হিব্বানে আছে, 'তুমি মিথ্যে বললে' কথাটা মনে মনে বলবে সশব্দে নয়।

৭ম পরিচ্ছেদ

باب اداب قضاء الحاجة
প্রস্রাব, পায়খানা করার নিয়মাবলী

(٧٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ وضَعَ خاتَمَهُ. أخرجه الأربعة، وهو مَعْلُولٌ.

৭৭ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় প্রবেশের আগে (আল্লাহ্র নাম খোদিত) আংটি খুলে রাখতেন"।[১]

(٧٨) وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ». أخرجه السبعة.

৭৮ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় প্রবেশের সময় (নিম্নের দু'আটি) বলতেন, "হে আল্লাহ্ আমি দুষ্ট পুরুষ জ্বিন ও দুষ্ট মেয়ে জ্বিনের (অনিষ্ট) হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি"।[২]

(٧٩) وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৯ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা ফিরতে যেতেন আমি ও আমার ন্যায় একটি ছেলে চামড়ার তৈরী পাত্র করে পানি ও বর্শা (লোহার ফলাদার লাঠি বিশেষ) নিয়ে যেতাম। তিনি উক্ত পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা (সৌচ) করতেন[৩]।[৪]

(٨٠) وعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله تعالى عنه قال: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذِ الإِدَاوَةَ، فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮০ ঃ মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ "পানির পাত্রটি নাও, তারপর তিনি পায়খানা ফেরার জন্য চলতে থাকলেন এবং আমার দৃষ্টির অগোচর হওয়ার পর পায়খানা ফিরলেন"।[৫]

---

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। সনদটি ত্রুটিযুক্ত।
[২]বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।
[৩]বুখারী, মুসলিম।
[৪]উক্ত সময়ে আরবে সাধারণভাবে পানির স্বল্পতার কারণে পাথরের টুকরো দ্বারা পায়খানার পর পবিত্রতা অর্জন করা হত। মাটিকে খুড়ে দিয়ে পেশাব করতেন।
[৫]বুখারী, মুসলিম।

(٨١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ، الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮১ ঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "দুটি লা'নাত্ বা অভিসম্পাত (এর কাজ) হতে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ– যে ব্যক্তি লোকের চলার পথে বা লোকের (বিশ্রাম করার স্থান) ছায়াতে পায়খানা করে (অর্থাৎ এরূপে লা'নাতের উপযোগী কার্য্যাবলী হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ)"।[১]

وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُعَاذٍ: «وَالْمَوَارِدِ».

আবূ দাউদে মুয়ায (রাঃ) হতে বর্ণিত; পানিতে অবতরণের 'ঘাটে' (الموارد) শব্দটিও বর্ণনা করেছেন।

وَلَفْظُهُ: «اتَّقُوا الْمَلاعِنَ الثَّلاثَةَ، الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ».

আবূ দাউদের শব্দগুলো নিম্নরূপ ঃ 'তিনটি লা'নাতের ক্ষেত্র– পানিতে অবতরণের ঘাট, সাধারণের চলা-চলের পথে ও ছায়ায় পায়খানা করা হতে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ।"

وَلأَحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: «أَوْ نَقْعِ مَاءٍ». وَفِيهِمَا ضَعْفٌ.

ইমাম আহমাদ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ "পানি আবদ্ধ থাকে এমন ক্ষেত্রে (পায়খানা প্রস্রাব করা নিষেধ)।" এ দুটি হাদীস দুর্বল সনদের।

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ: النَّهْيَ عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ تَحْتَ الأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَضَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِي، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

এবং ইমাম তাবারানী ইবনু উমার (রাঃ)-এর বর্ণিত একটি দুর্বল সনদ যুক্ত হাদীসের উল্লেখ করেছেন। তাতে আছে, "ফলবান বৃক্ষের নীচে ও প্রবাহমান নদীর তীরে পায়খানা করা নিষেধ।"

[১] মুসলিম।

(٨٢) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ.

৮২ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যখন দু'জন এক সঙ্গে পায়খানা করতে বসবে তখন এমনভাবে বসবে যেন একে অপরকে দেখতে না পায়। আর যেন তারা কথাবার্তা না বলে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এতে ভীষণ অসন্তুষ্ট হন"।[১]

(٨٣) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৮৩ ঃ আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "কোন ব্যক্তি যেন প্রস্রাব করা কালীন অবস্থায় তার লিঙ্গ কখনও ডান হাতে স্পর্শ না করে। ডান হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা না করে আর যেন পানি পান করার সময় পানির পাত্রে নিশ্বাস না ছাড়ে"।[২]

(٨٤) وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَن نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮৪ ঃ সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিষেধ করেছেন যেন আমরা পায়খানা বা প্রস্রাব করার সময় কিবলামুখী না হই, ডান হাতে সৌচ না করি, তিন খানা পাথরের কমে যেন ইস্তিঞ্জা না করি, আর গোবর ও হাড় যেন ইস্তিঞ্জার কাজে ব্যবহার না করি[৩]।"[৪]

(٨٥) وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ: لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَو غَرِّبُوا.

৮৫ ঃ আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, "পায়খানা বা প্রস্রাবের সময় তোমরা কিবলাকে আগে বা পিছনের দিকে করবে না বরং পূর্ব বা পশ্চিম (ডান বা বাম) দিক করবে"।[৫]

[১]আহমাদ। ইবনু সাকান ও ইবনু কাত্তান একে সহীহ্ বলেছেন। (এর সনদে ত্রুটি আছে।)
[২]বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো মুসলিমের।
[৩]মুসলিম।
[৪]পায়খানা ও প্রস্রাব করার পর পবিত্রতা অর্জন করাকে ইস্তিঞ্জা বলে। আরবে সাধারণভাবে পায়খানা করার পর পাথর টুকরো দ্বারা এ পবিত্রতা অর্জন করা হত। র'জী-এর অর্থ খুর বিশিষ্ট জন্তুর মল। (লিদ বা গোবর)।
[৫]বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।

(٨٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

৮৬ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি পায়খানায় যাবে সে যেন নিজেকে আড়াল করে নেয়"।[১]

(٨٧) وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ.

৮৭ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে আরও বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা হতে বের হতেন তখন বলতেন, 'গুফ্‌রানাকা' (তোমার নিকট ক্ষমা চাইছি)।[২]

(٨٨) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا، فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ، فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «إِنَّهَا رِكْسٌ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَزَادَ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ «ائْتِنِي بِغَيْرِهَا».

৮৮ ঃ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা করার স্থানের (কাছাকাছি) এসে আমাকে তিনটি পাথরের টুকরো আনার জন্য বললেন। আমি দুটি পাথর পেলাম, তৃতীয়টি পেলাম না। ফলে আমি তাঁকে একটি শুকনো গোবরও দিলাম। তিনি পাথর দুটি নিলেন ও গোবরটি ফেলে দিলেন এবং বললেন ঃ "এটা অপবিত্র"।[৩]

(٨٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ، وَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ.

৮৯ ঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাড় ও গোবর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, "এ দুটি বস্তু পবিত্র করতে পারে না"।[৪]

---

[১]আবূ দাউদ।

[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। আবূ হাতিম ও ইমাম হাকিম (রহঃ)-একে সহীহ্ বলেছেন।

[৩]বুখারী, আহমাদ ও দারাকুৎনীতে আছে, "এর বদলে অন্যবস্তু আন।"

[৪]দারাকুতনী, তিনি সহীহ্ বলেছেন।

(٩٠) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَلِلْحَاكِمِ: «أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ» وَهُوَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ.

৯০ ঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রস্রাবের ছিটা হতে নিজেকে পবিত্র রাখ। কেননা, সাধারণতঃ ক্ববরের আযাব এরই ফলে হয়ে থাকে[১]।"[২]

(٩١) وعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْخَلاَءِ أَنْ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرَى وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

৯১ ঃ সুরাক্বাহ ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পায়খানা করার সময় বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে ও ডান পা খাড়া করে বসার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন"।[৩]

(٩٢) وعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ (يَزْدَادَ) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

৯২ ঃ ঈসা তাঁর পিতা ইয়াযদাদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যখন তোমাদের কেউ প্রস্রাব করবে তখন যেন সে তার লিঙ্গকে তিনবার চুঁচে নিংড়িয়ে নেয়"।[৪]

(٩٣) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُثْنِي عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، بِدُونِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ.

৯৩ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবা-বাসীদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ "আল্লাহ্ আপনাদের সুখ্যাতি করেন কেন? তারা বললো, "আমরা সৌচ করার সময় পাথর ব্যবহার করার পর পানিও ব্যবহার করে থাকি"[৫]।[৬]

---

[১]দারাকুতনী।

[২]হাকিমের বর্ণনায় আছে, "ক্ববরের অধিকাংশ আযাব প্রস্রাবের ছিটা লাগার জন্য হয়।" হাদীসের এই অংশটির সনদ সহীহ্।

[৩]ইমাম বাইহাকী; (দুর্বল সনদে)।

[৪]ইবনু মাজাহ; (দুর্বল সনদে)।

[৫]বায্যার, (দুর্বল সনদে)। এর মূল বক্তব্য আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে রয়েছে।

[৬]এবং ইবনু খুযাইমাহ্ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত; হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন। তাতে কিন্তু পাথরের উল্লেখ নেই (কেবল পানির কথা আছে)।

(٩٤) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

(٩٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».

(٩٦) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ – وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ – قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ». الحديث مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٩٧) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، قَالَ: تَغْتَسِلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ مُسْلِمٌ: «فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟»».

৮ম পরিচ্ছেদ

باب الغسل وحكم الجنب

গোসল ও জুনুবী সংক্রান্ত বিধান

৯৪ ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "বীর্যপাতের কারণে গোসল অবধারিত বা ফরয[১]।"[২]

৯৫ ঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যখন তোমাদের কেউ স্ত্রীর চারটি শাখার(অঙ্গের) মধ্যে বসে সঙ্গমরত হবে তখন তার উপর গোসল ফরয হবে"।[৩]

মুসলিমে কিছু বেশী আছে (তা হচ্ছে) ঃ "যদিও বীর্যপাত না হয়।" (অর্থাৎ বীর্যপাত না হলেও গোসল করা ফরয)।

৯৬ ঃ উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; নিশ্চয়ই উম্মু সুলাইম, আবূ ত্বলহার স্ত্রী, তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না : যখন মহিলাদের স্বপ্নে বীর্যপাত হবে তখন কি তারা গোসল করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই যখন তারা পানী বা বীর্যপাত হয়েছে দেখবে তখন তাদেরকে গোসল করতে হবে।[৪]

৯৭ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; পুরুষের ন্যায় মেয়েদেরও যদি স্বপ্নদোষ হয় তবে তার ব্যবস্থা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সে গোসল করবে"[৫]।[৬]

---

[১]মুসলিম। এর মূল বুখারীতে আছে।

[২]এরূপ ব্যবস্থা পূর্বে ছিল, পরে তা বাতিল হয়ে গেছে। সঙ্গম বা উভয় লিঙ্গের মিলনেই গোসল করা ফরয হবে যদিও বীর্যপাত না হয়। (সুবুলুস্ সালাম।) ইমাম বুখারী ছাড়া প্রায় সকলেই এ মতের সমর্থক।

[৩]বুখারী, মুসলিম।

[৪]বুখারী, মুসলিম।

[৫]বুখারী, মুসলিম।

[৬]মুসলিমে কিছু বেশী আছে। (তা হচ্ছে) উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ঃ "এটা কি হয়! (অর্থাৎ স্বপ্নে কি মেয়েদেরও বীর্যপাত হয়?)" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "হ্যাঁ, হয়। তা না হলে সন্তান কি করে (মায়েদের) সাদৃশ্য হয়ে থাকে?"

(৯৮) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

৯৮ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ চারটি কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করতেন। জুনুবী হলে, জুমুআর দিনে, শিঙ্গা লাগালে ও মৃতকে গোসল দিলে[১]।[২]

(৯৯) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَمَ – وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯ ঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) কর্তৃক সুমামা ইবনু উসাল (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত; "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে (ইসলাম গ্রহণের প্রারম্ভিক কালে) গোসল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন"।[৩]

(১০০) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «**غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ**». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

১০০ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "প্রত্যেক বালেগ মুসলিমের জন্য জুমু'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব"।[৪]

(১০১) وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ**». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

১০১ ঃ সামুরা ইবনু জুন্‌দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "জুমু'আর দিনে যে উযূ করবে সে ভালোই করবে। আর যে ব্যক্তি (তৎসহ) গোসল করবে সে আরো উত্তম কাজ করবে"।[৫]

(১০২) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ، وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১০২ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন, যতক্ষণ তিনি জুনুবী না হতেন[৬]।"[৭]

---

[১] পাছনী বা শিঙ্গা লাগানো অর্থ শরীরের দূষিত রক্তকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বের করে ফেলা।
[২] আবূ দাউদ, ইবনু খুযাইমাহ্ একে সহীহ্ বলেছেন।
[৩] আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন। এর মূল বুখারী ও মুসলিমে আছে।
[৪] বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।
[৫] আবূ দাউদ তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী হাসান বলেছেন।
[৬] আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। শব্দ তিরমিযীর; তিনি একে হাসান বলেছেন এবং ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।
[৭] উযূ না থাকা অবস্থায় কুরআন স্পর্শ না করে মুখে মুখে নিজে পড়া ও অপরকে পড়ানো যায়।

(١٠٣) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، زَادَ الْحَاكِمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ».

১০৩ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি স্ত্রী সঙ্গমের পর পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করবে সে যেন উভয় সহবাসের মধ্যে একবার উযূ করে" –মুসলিম।

আর ইমাম হাকিম একটু বেশী বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে, "পুনর্মিলনের জন্য এটা (উযূ করা) অপেক্ষাকৃত আনন্দদায়ক।"

وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً. وَهُوَ مَعْلُولٌ.

আর আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ আয়িশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত; আরো একটি হাদীস সংকলন করেছেন। যাতে আছে "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন সময় পানি না ছুঁয়েও জুনুবী অবস্থায় ঘুমাতেন।" হাদীসটির সনদে ত্রুটি আছে।

(١٠٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَهُ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

১০৪ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফরয গোসল করতেন তখন প্রথমে দু'হাত ধুতেন, তারপর তাঁর ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢেলে তাঁর লজ্জা স্থান ধুতেন, তারপর উযূ করতেন। তারপর গোসলের জন্য পানি নিতেন এবং হাতের আঙ্গুলগুলি মাথার চুলের গোড়ায় প্রবেশ করাতেন। তারপর তাঁর মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢেলে দিতেন। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে ধুতেন ও তারপর পা ধুতেন"।[১]

وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: «ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ».

বুখারী, মুসলিমে মাইমুনাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত; একটি হাদীসে আছে, "তারপর (হাত ধোয়ার পর) তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ঢাললেন ও বাম হাত দিয়ে তা ধুলেন, তারপর হাত মাটি দিয়ে মাজলেন।"

وَفِي رِوَايَةٍ: «فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ». وَفِي آخِرِهِ: «ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ»، وَفِيهِ: «وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ».

অন্য বর্ণনায় আছে, "মাটিতে হাত মাজলেন।" এই বর্ণনার শেষাংশে আছে, "আমি (আয়িশা রাঃ) তাঁকে একখানা রুমাল দিলাম কিন্তু তিনি তা ফেরৎ দিলেন।" এতে আরো আছে, "এবং তিনি (তাঁর চুলের পানি) হাত দ্বারা ঝাড়তে লাগলেন।"

[১] বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলি মুসলিমের।

(١٠٥) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَلِلْحَيْضَةِ؟ فَقَالَ: **لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ**. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৫ ঃ উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ঃ "আমি আমার চুল বেঁধে রাখি, এবং আমি জানাবাতের (অন্য বর্ণনায়) ঋতু-স্রাবের জন্য গোসলের সময় আমার চুলের বেণী কি খুলে ফেলব? তিনি বলেন ঃ "না, বরং তিন অঞ্জলি পানি মাথায় তুলে দেয়াই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে[১]।[২]

(١٠٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ**». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

১০৬ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "আমি ঋতুবতী ও জুনুবীর জন্য মাসজিদে প্রবেশ হালাল করিনি" ।[৩]

(١٠٧) وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ، مِنَ الْجَنَابَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَتَلْتَقِي».

১০৭ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ "আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাবাতের (সহবাস জনিত অপবিত্রতার) গোসল একই পাত্র (এর পানি) হতে করতাম; তাতে আমাদের পরস্পরের হাত পাত্রের মধ্যে আসা যাওয়া করতো" ।[৪]

(١٠٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ**». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَضَعَّفَاهُ، وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نَحْوُهُ، وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ.

১০৮ ঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "প্রত্যেক চুলের মূলে নাপাকী সংযুক্ত হয়। অতএব তোমরা (ফরয গোসলের সময়) চুলগুলো ধোও ও চামড়া পরিষ্কার কর[৫]।"[৬]

[১]মুসলিম।
[২]এ হাদীসের মূলে বেণি খোলা ফরয নয়, বরং মুস্তাহাব।
[৩]আবূ দাউদ। ইবনু খুযাইমাহ সহীহ্ বলেন।
[৪]বুখারী, মুসলিম। ইবনু হিব্বানে আরো আছে, "আমাদের উভয়ের হাত একে অপরের হাতকে স্পর্শ করতো।
[৫]আবূ দাউদ, তিরমিযী। তাঁরা একে যঈফ বলেছেন।
[৬]এবং আহমাদে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; আরো একটি হাদীস এরূপই রয়েছে, "কিন্তু তাতে জনৈক অজ্ঞাত রাবী আছে।"

৯ম পরিচ্ছেদ

باب التيمم

তায়াম্মুমের বিবরণ

(١٠٩) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْهُما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّما رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ». وَذَكَرَ الحَدِيثَ.

১০৯ ঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "খাস করে আমাকে পাঁচটি বিশেষ বস্তু দান করা হয়েছে। যেগুলি আমার আগে কাউকেও দেয়া হয়নি। (ক) মনোবল বিলোপ সাধনে এক বিশেষ আতংক সৃষ্টিকারী প্রতাপ দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, ফলে (এক) মাসের পথের ব্যবধান হতে লোক আমাকে ভয় করে থাকে। (খ) পৃথিবীর সমস্ত ভূ-ভাগকে সিজদাহ করার (উপাসনা করার) ক্ষেত্র ও মাটিকে পবিত্রকারীরূপে ব্যবহার করার বৈধতা দান করা হয়েছে। ফলে যার যেখানে নামায পড়ার সময় এসে যাবে (কতিপয় নিষিদ্ধ স্থান ব্যতীত) সে তখন সেখানেই নামায পড়ে নিবে।[১] (হাদীসটির আরো অংশ রয়েছে)[২]।"

وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُها لَنا طَهُورًا إِذا لَمْ نَجِدِ الْماءَ».

মুসলিমে হুযাইফাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, "পানির অভাবে মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রকারী বস্তু করা হয়েছে।"

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عِنْدَ أَحْمَدَ: «وَجُعِلَ التُّرابُ لِي طَهُورًا».

আহ্‌মাদে আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; "মাটিকে আমার জন্য পবিত্রকারী করা হয়েছে।"

---

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]অবশিষ্টাংশ হচ্ছে, (গ) প্রতিপক্ষ কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যক্ত মাল (গানীমাত) আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে। (ঘ) পাপী উম্মাতের জন্য সুপারিশের অধিকার পেয়েছি। এবং (ঙ) আমাকে গোত্র বা অঞ্চল বিশেষের জন্য নাবী না করে নিখিল বিশ্ব মানবের জন্য নাবী করে পাঠানো হয়েছে।

(١١٠) وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ، كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: **إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا**، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. متفق عليه، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ «وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ».

(١١١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **«التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ، ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»**. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ.

১১০ ঃ আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ) হতে বর্ণিত; "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন প্রয়োজনে (কোন এক স্থানে) পাঠিয়েছিলেন। আমি সেখানে জুনুবী (নাপাক) হয়ে যাই এবং পানি না পাওয়ায় ধূলোতে জীবজন্তুর ন্যায় গড়াগড়ি দেই। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ফিরে এসে এটা বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেন, "ঐ অবস্থায় তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, তুমি এভাবে তোমার হাত দুটিকে করতে (তিনি তা দেখাতে গিয়ে) তাঁর দুহাতের তালুকে একবার মাটির উপরে মারলেন, তারপর বাম হাতকে ডান হাতের উপর মাসাহ করলেন এবং তাঁর দুহাতের বাহির ভাগ ও মুখমণ্ডলও মাসাহ করলেন[১]।"[২]

১১১ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে দু'দফা হাত মারা উচিত। এক দফা মুখমণ্ডলের জন্য আর এক দফা দুহাতের কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার জন্য"।[৩]

---

[১]বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলি মুসলিমের।

[২]বুখারীর একটি বর্ণনায় আছে, "এবং তাঁর দুহাতকে মাটিতে মারলেন এবং দুহাতে ফুঁ দিলেন; তারপর দুহাত দিয়ে মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি দুটি মাসাহ করলেন।"
তবে ইসমাঈলী নামক গ্রন্থে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত; "তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট হবে যে, তুমি তোমার হাতের তালু দুটিকে মাটিতে রাখবে, তারপর হাত দুটিকে ঝেড়ে নেবে। তারপর ডান হাত বাম হাতের উপর ও বাম হাত ডান হাতের উপর ঘষবে, তারপর মুখমণ্ডল মাসাহ করবে –সুবুলুস সালাম। কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার পক্ষে কোন সহীহ্ হাদীস নেই– মিশরীয় টীকা।

[৩]দারাকুত্বনী। মুহাদ্দিসগণ হাদীসটির মাওকুফ হওয়াকেই ঠিক বলেছেন। সুবুলুস সালাম। (মাওকুফ অর্থ, যে হাদীসের সনদ সাহাবী পর্যন্ত পৌছায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছান সাব্যস্ত নয়।)

(١١٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُؤْمِنِ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَلَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِرْسَالَهُ، وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ، وَصَحَّحَهُ وَالْحَاكِمُ أَيْضًا.

১১২ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পবিত্র মাটি মু'মিন মুসলিমের জন্য উযূর পানি বিশেষ (অর্থাৎ পানির বদলে) যদিও সে দশ বছর ধরে পানি না পায়। তারপর পানি পেলে আল্লাহ্‌কে ভয় করবে ও তার অঙ্গে উহা ব্যবহার করবে (অর্থাৎ উযূ করবে)[১]।"[২]

(١١٣) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ، وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ»، وَقَالَ لِلْآخَرِ: «لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

১১৩ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ "দুজন সাহাবী বিদেশ যাত্রা করেছিলেন। নামাযের সময় উপস্থিত হল, কিন্তু তাদের নিকট পানি ছিল না; ফলে তাঁরা পবিত্র মাটি দিয়ে উভয়ে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করলেন। তারপর সময় থাকতেই তাঁরা পানি পেয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন উযূ করে নামায পুনরায় পড়লেন আর অপর ব্যক্তি তা আর করলেন না। তারপর তাঁরা দুজনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এলেন এবং তাঁদের বিষয়টি তাঁর নিকটে ব্যক্ত করলেন। যিনি পুনরায় নামায পড়েননি তাঁকে বললেন ঃ "তুমি সুন্নাত (নিয়ম) মাফিক ঠিকই করেছ। তোমার জন্য ঐ নামাযই যথেষ্ট হয়েছে।" আর অপর লোকটিকে বলেন ঃ "তোমার পুণ্য (সাওয়াব) দ্বিগুণ হয়েছে।"[৩]

[১]বাযযার; ইবনু কাত্তান সহীহ্ বলেছেন। কিন্তু ইমাম দারাকুৎনী এর মুরসাল হওয়াকেই ঠিক বলেছেন।

[২]তিরমিযীতেও আবূ যার (রাঃ) হতে এরূপ হাদীস বর্ণিত; হয়েছে এবং তিনি ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।

[৩]আবূ দাউদ, নাসাঈ।

(١١٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ قَالَ: إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ، تَيَمَّمَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفاً وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ.

১১৪ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে আল্লাহ্‌র বাণী, "যদি তোমরা অসুস্থ হও বা পরবাসে থাক....." এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে কোন জখম (আঘাত) প্রাপ্ত হয় এবং সে জুনুবী হয়ে যায় আর গোসল করতে মৃত্যুর ভয় করে, তবে এরূপ অবস্থায় সে তায়াম্মুম করবে"।[১]

(١١٥) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًّا.

১১৫ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন ঃ "আমার এক কবজি ভেঙ্গে যায় ফলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করায় তিনি আমাকে (উযূ ও গোসল কালীন) পট্টির (ব্যাণ্ডেজ) উপর মাসাহ করতে আদেশ দেন"।[২]

(١١٦) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رَاوِيهِ.

১১৬ ঃ জাবির (রাঃ) হতে মাথায় জখম প্রাপ্ত এক সাহাবী প্রসঙ্গে বর্ণিত; যিনি গোসল করার পর ইন্তিকাল করেছিলেন। "তাঁর জন্য তায়াম্মুমই যথেষ্ট হতো, জখম-এর উপর পট্টি বেঁধে তার উপর মাসাহ করে নিত ও বাকি সমস্ত শরীর ধুয়ে নিত"।[৩]

(١١٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا.

১১৭ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন ঃ "শারীআতের বিধি মতে মানুষ তায়াম্মুম দ্বারা মাত্র এক ওয়াক্তেরই নামায পড়বে তারপর অন্য নামাযের জন্য পুনরায় তায়াম্মুম করবে"।[৪]

---

[১]দারাকুৎনী; তিনি মাওকূফ ও বাযযার- মারফূরূপে; এবং ইমাম হাকিম ও ইবনু খুযাইমাহ সহীহ্ বলেছেন।
[২]ইবনু মাজাহ; অতি দুর্বল সনদে।
[৩]আবূ দাউদ, দুর্বল সনদে এবং তাতে বর্ণনাকারীর ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে (এবং উভয় বর্ণনার মধ্যেও পার্থক্য বিদ্যমান- সুবুলুস্ সালাম)।
[৪]দারাকুতনী, অতি দুর্বল সনদে একে বর্ণনা করেছেন।

১০ম অনুচ্ছেদ

باب الحيض
ঋতুর বর্ণনা

(١١٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ.

১১৮ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; আবূ হুবাইসের কন্যা ফাতিমা 'ইস্তিহাযা'[১] নামক ব্যাধিতে ভুগতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ "ঋতুর রক্ত অবশ্য কাল, তা চেনা যায়। যখন এরূপ রক্ত পাবে তখন নামায বন্ধ করে দাও। তারপর যখন অন্য রক্ত বের হয় তখন উযূ করে নামায আদায় কর।"

আবূ দাউদ, নাসাঈ। ইবনু হিব্বান ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। আবূ হাত্বিম একে মুন্‌কার হাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন। (অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী হাদীসকে মুন্‌কার হাদীস বলে।) –পরিভাষা দ্রষ্টব্য।

وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: وَلْتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَتَوَضَّأُ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ.

আবূ দাউদে উমায়িসের কন্যা আসমা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, একটা বড় পানির পাত্রে বসবে (রক্তের রং পরীক্ষার জন্য), যদি দেখ যে, রক্তের রং হলদে রয়েছে তবে যুহর ও আসরের জন্য একবার গোসল করবে এবং মাগরিব ও ইশার নামাযের জন্য একবার গোসল করবে। ফজরের জন্য একবার গোসল করবে আর এর মাঝে মাঝে (প্রত্যেক নামাযের জন্য) উযূ করবে।

[১] ঋতু (হায়েয) ছাড়া যে রক্তস্রাব মেয়েদের হয়ে থাকে তাকে 'ইস্তিহাযা' বলে।

(١١٩) وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ، وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ، قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ.

১১৯ ঃ জাহাশের কন্যা হামনা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন– "আমার 'ইস্তিহাযা' নামক ব্যাধির জন্য অত্যন্ত কঠিন রক্তস্রাব হতো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এর ব্যবস্থার জন্য এলাম।" তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "এটা শাইতানের আঘাত হতেই (হচ্ছে), তুমি ছয় বা সাত দিন ঋতু (র-নিয়ম) পালন করবে, তারপর ঋতু-স্নান করে পবিত্র হয়ে প্রতি মাসে চব্বিশ বা তেইশ দিন যথারীতি নামায আদায় করবে, রোযা রাখবে ও নামায পড়বে, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। এভাবে ঋতুবতী মেয়েদের ন্যায় প্রতি মাসে করতে থাকবে। যদি তুমি সক্ষম হও তবে যুহরকে পিছিয়ে দিয়ে এবং আসরকে কিছু এগিয়ে নিয়ে গোসল করে উভয় ওয়াক্তের নামায একসাথে পড়বে। এভাবে মাগরিবকে পিছিয়ে ও এশাকে এগিয়ে নিয়ে গোসল করে উভয় নামায আদায় করবে; এবং ফজর নামাযের জন্য গোসল করে তা আদায় করবে। এটাই আমার নিকটে বেশী পছন্দ"।[১]

[১] আবূ দাউদ, তিরমিযী আহমাদ, ইবনু মাজাহ; তিরমিযী একে সহীহ্ বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) একে হাসান হাদীস বলে মন্তব্য করেছেন।

(١٢٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الدَّمَ، فَقَالَ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي»، وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ». وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.

১২০ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; জাহাশের কন্যা উম্মু হাবিবাহ তাঁর রক্তস্রাবের অসুবিধার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বললেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন– "তুমি এর আগে তোমার ঋতুর জন্য যে ক'দিন অবস্থান করতে সে ক'দিন তুমি ঋতুর বাধা নিষেধগুলো মেনে চলবে। তারপর ঋতুস্নান করবে।" এরপর উম্মু হাবিবা প্রত্যেক নামাযের জন্যই গোসল করতেন[১]।[২]

(١٢١) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

১২১ ঃ উম্মু আত্বীয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ "আমরা ঋতুর পরবর্তী মেটে ও হলদে রঙের রক্তকে কিছু (দোষণীয়) বলে মনে করতাম না"।[৩]

(١٢٢) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২২ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; ইয়াহুদীরা ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে পানাহার বর্জন করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "তোমরা সহবাস ছাড়া সবই তাদের সাথে করবে"।[৪]

(١٢٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৩ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋতুর অবস্থায় আমাকে তহবন্দ পরার হুকুম দিতেন, (আমি সে মতই করতাম) তারপর তিনি আমার সাথে (সঙ্গম ছাড়া) প্রেমালিঙ্গন করতেন"।[৫]

[১]মুসলিম।

[২]বুখারীর একটি বর্ণনায় আছে, "প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করবে।" এ বর্ণনাটি আবূ দাউদে ও অন্যান্য কিতাবেও অন্য সনদে রয়েছে।

[৩]বুখারী, আবূ দাউদ, এ শব্দগুলি আবূ দাউদের।

[৪]মুসলিম।

[৫]বুখারী, মুসলিম।

(١٢٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ.

(١٢٥) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

(١٢٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

(١٢٧) وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضَعَّفَهُ.

(١٢٨) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ.

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১২৪ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; যে ব্যক্তি ঋতু অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করবে তার প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "ঐ ব্যক্তি যেন এক দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) বা অর্ধ দিনার খায়রাত (দান) করে।"[১]

১২৫ ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "ঋতুর অবস্থায় মেয়েরা কি নামায ও রোযা হতে বিরত থাকে না?" (অর্থাৎ বিরত থাকতে হয়)– বুখারী, মুসলিম। (এটা একটা দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ)।

১২৬ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; "যখন আমরা হাজ্জ পালন করার উদ্দেশ্যে সারিফা[২] নামক স্থানে গিয়ে পৌছলাম তখন আমার ঋতু আরম্ভ হলো।" রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ "তুমি পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কা'বা শরীফ তাওয়াফ ছাড়া হাজ্জের অন্যান্য কাজ সকলের মতই করে যাবে"– (এটা একটা দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ)।[৩]

১২৭ ঃ মুআয (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "ঋতু অবস্থায় স্ত্রীর সাথে (দাম্পত্য কার্যকলাপের মধ্যে) কি কি বৈধ হবে?" তিনি বললেন ঃ "কোমরের উপরিভাগ (অর্থাৎ সঙ্গম ছাড়া অন্যান্য কাজ) বৈধ"– আবূ দাউদ, তিনি এটিকে যঈফ বলেছেন।

১২৮ ঃ উম্মু সালমাহ হতে বর্ণিত; "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নিফাসের (সন্তান প্রসব জনিত রক্তস্রাবের) জন্য মেয়েরা চল্লিশ দিন অপেক্ষমান থাকতেন[৪]।"[৫]

---

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইবনুল কাত্তান ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। অন্য মুহাদ্দিস-এর মাওকুফ হওয়ার উপর অধিক জোর দিয়েছেন।

[২]সারিফা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম।

[৩]বুখারী, মুসলিম। [৪]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু মাজাহ; শব্দগুলো আবূ দাউদের।

[৫]আবূ দাউদের শব্দে আরো আছে, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিফাসের কারণে ছুটে যাওয়া নামায কাযা পড়বার আদেশ তাদের করতেন না।"
তবে বিভিন্ন হাদীস হতে জানা যায় যে, যদি চল্লিশ দিন আগেই রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায় তবে তখনই পবিত্র হতে পারবে। চল্লিশ দিন পরের রক্ত স্রাবকে নিফাস বলে গন্য করা হবে না। –সুবুলুস সালাম।

২য় অধ্যায়

كتاب الصلاة
নামায

১ম পরিচ্ছেদ

باب المواقيت
নামাযের সময়

(١٢٩) عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس». رواه مسلم.

১২৯ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যুহরের সময়- যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে গিয়ে পৌছে, আর মানুষের ছায়া তার সমপরিমাণ হয়, তথা আসরের সময় না আসা পর্যন্ত (তা বিদ্যমান থাকে)। আসরের সময়- (ছায়া সমান হওয়ার পর হতে) সূর্যের রং ফিকে হলুদ বর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। মাগরিবের সময়- সূর্যাস্ত হতে আরম্ভ করে পশ্চিম আকাশের লাল আভা বিলীন না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এশার নামাজের সময় অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। ফজরের সময়- সুবহি সাদিক্ব আরম্ভ হওয়া থেকে সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত।[১]

وله من حديث بريدة في العصر: «والشمس بيضاء نقية» ومن حديث أبي موسى: «والشمس مرتفعة».

মুসলিমে বুরাইদাহ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে আসরের সময় সম্পর্কে আছে সূর্য পরিষ্কার সাদা থাকা পর্যন্ত আসরের সময় বিধ্যমান থাকে।

আর আবূ মূসা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, "এবং সূর্য উঁচুতে থাকা পর্যন্ত" (আসরের সময় থাকে)।

---

[১] মুসলিম

(١٣٠) وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ. وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩০ ঃ আবূ বারযাহ আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়তেন তারপর আমাদের লোক মদিনার দূর প্রান্তের বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার পরও সূর্যের কিরণ উজ্জ্বল থাকতো। এশার নামাজ বিলম্ব করাকে তিনি পছন্দ করতেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো ও পরে গল্প করাকে মন্দ জানতেন; আর তিনি ফজরের নামায পড়ে এমন সময় ফিরতেন যখন লোক তার পাশের সঙ্গীকে চিনতে পারত। আর তিনি ষাট আয়াত হতে একশো আয়াত (এক রাকআত) নামাযে পড়তেন।[১]

وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: «وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُقَدِّمُهَا، وَأَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا، إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ.

বুখারী ও মুসলিমে জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, ঈশার নামায কখনও তাড়াতাড়ি আবার কখনও দেরিতে পড়তেন। লোক তাড়াতাড়ি জমায়েত হয়ে গেলে দেরি করতেন না। আর লোক দেরিতে উপস্থিত হলে দেরিতেই পড়তেন। আর ফজরের নামায তিনি আবছা (ক্ষীণ) আঁধারে পড়তেন।

وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: «فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً».

আবূ মূসা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত; অন্য হাদীসে আছে, ফজরের নামায ক্বায়িম করতেন যখন সুবহি সাদিক্ব হতো। কিন্তু লোক একে অপরকে তখনও সহসা চিনতে পারত না– মুসলিম।

(١٣١) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩১ ঃ রাফি' ইবনু খাদিজ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায সমাধা করে ফিরার পরও আমাদের লোক তাঁর 'নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হবার দূরবর্তী স্থানটি' দেখতে পেতেন।[২]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।

(١٣٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا، لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩২ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে ঈশার নামায পড়তে দেরি করেছিলেন, এমন কি রাতের বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি বের হয়ে নামায পড়লেন এবং বললেন ঃ এটাই হচ্ছে ঈশার নামাযের উপযুক্ত সময়, যদি না আমি আমার উম্মাতের উপর এ সময়টাতে এশা পড়া মুশকিল হবে বলে মনে না করতাম।[১]

(١٣٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৩ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রোদের প্রখরতার সময় (যুহরের নামায) প্রখরতা কমে যাওয়ার পরে পড়বে, কেননা রোদের প্রখরতা দোযখের আগুনের তীব্রতা থেকে হয়।[২]

(١٣٤) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

১৩৪ ঃ রাফি' ইবনু খাদিজ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফজরের নামায স্পষ্ট সুবহি সাদিক্ব পর্যন্ত সমাধা কর। কেননা তা তোমাদের জন্য অধিক সাওয়াবের কারণ।[৩]

(١٣٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نَحْوُهُ، وَقَالَ: «سَجْدَةً» بَدَلَ «رَكْعَةً» ثُمَّ قَالَ: وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ.

১৩৫ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের এক রাকআত সূর্যোদয়ের আগে পড়তে পারল সে ফজরের নামাজ পেল, আর যে ব্যক্তি আসরের নামাযের এক রাকআত সূর্যাস্তের আগে পড়ল, সে আসরের পূর্ণ নামাযই সময়ের মধ্যে পড়ল।[৪]

এবং মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসেও অনুরূপ কথা রয়েছে। তাতে রাকআতের পরিবর্তে সিজদাহ শব্দ রয়েছে এবং পরে সিজদার অর্থ এখানে রাকআত হবে বলা হয়েছে।

---

[১]মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।
[৪]বুখারী, মুসলিম।

(١٣٦) وعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغِيبَ الشَّمْسُ». مُتَّفَقٌ عليه. ولَفْظُ مُسْلِمٍ: «لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ».

১৩৬ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ফজরের নামাযের সময় হওয়ার পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের নামায ছাড়া অন্য কোন নামায (পড়ার বিধান) নেই। আর আসর নামাযের পরও সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নামায নেই। মুসলিমে (صبح) শব্দের বদলে সালাতিল ফাজার (صلوة الفجر) শব্দ রয়েছে। উভয় শব্দের অর্থ একই।

ولَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ، وَحِيْنَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ.

এবং মুসলিমে উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনটি এমন সময় রয়েছে যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়া, মৃতকে কবরস্থ করা নিষেধ করতেন– (ক) যখন সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উদিত হয় ও উপরে উঠে না আসে, (খ) এবং ঠিক দুপুর হলে যতক্ষণ না সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে যায়, (গ) আর যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার জন্য নুইয়ে পড়ে।

وَالْحُكْمُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ، وَزَادَ: «إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوَهُ.

ঠিক দুপুরে নামায না পড়া সম্পর্কে ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে দুর্বল সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে অতিরিক্ত একথাও আছে, "জুমুআর দিন ব্যতীত"[১]।

(١٣٧) وعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لا تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

১৩৭ ঃ যুবাইর ইবনু মুত্‌য়িম (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে বানি আব্দি মানাফ (এরা কা'বা ঘরের সেবক ছিলেন), জনসাধারণ তাদের ইচ্ছামত রাত-দিনের যে কোন সময়ে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করুক বা নামায পড়ুক, তোমরা তাদের কোন বাধা দিবে না।[২]

[১]আবূ দাউদেও আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে একটি হাদীসে এরূপই রয়েছে।
[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।

(١٣٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ.

১৩৮ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, 'শাফাক্ব' এর অর্থ হুম্‌রা (সূর্যাস্তের পরবর্তী পশ্চিমাকাশের লাল আভা)।[১]

(١٣٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ، فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ، أَيْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ». رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ، وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ، وَفِي الْآخَرِ: «إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ».

১৩৯ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফজর দুই প্রকার– এক ফজর পানাহার হারাম করে আর উহাতে নামায পড়া হালাল, আর অন্য ফজর (সুবহি কাযিব) যাতে ফজরের নামায পড়া হারাম এবং পানাহার করা হালাল।[২]

হাকিমে জাবির (রাঃ) হতে অনুরূপ আরো একটি হাদীস আছে তাতে আরো আছে, যে ফজরে পানাহার হারাম তার আলোক পূর্বাকাশের দিগন্তে প্রসারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে (যাকে সুবহি সাদিক্ব বলা হয়)। আর অন্য ফজরের আলোক রেখা নেকড়ে বাঘের লেজের ন্যায় উর্দ্ধমুখী থাকে (যাকে সুবহি কাযিব বলা হয়)।

(١٤٠) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

১৪০ ঃ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সময়ের প্রথম ভাগে নামায ক্বায়িম করা একটা উৎকৃষ্টতর পুণ্য কাজ।[৩]

---

[১] দারাকুৎনী। ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন। আর অন্য মুহাদ্দিস একে ইবনু উমার (রাঃ) সাহাবী পর্যন্ত মাওকুফ বলেছেন।

[২] ইবনু খুযাইমাহ ও হাকিম এবং এরা একে সহীহ্ও বলেছেন।

[৩] তিরমিযী, হাকিম; এরা সহীহ্ও বলেছেন। এর মূল বক্তব্য বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে।

(١٤١) وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللهِ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ؛ دُونَ الْأَوْسَطِ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.

১৪১ ঃ আবূ মাহ্যূরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নামাযের সময়ের প্রথমাংশে নামায ক্বায়িম করায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, মধ্যমাংশে ক্বায়িম করায় তাঁর অনুগ্রহ এবং শেষাংশে আল্লাহ্র ক্ষমা লাভ করা যায়।[১]

তিরমিযীতে ইবনু উমার হতে এরূপ একটি হাদীস রয়েছে। তাতে মধ্যমাংশ শব্দ নেই। এটির সনদও দুর্বল।

(١٤٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.

১৪২ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফজর নামাযের সময় হওয়ার পর ফজরের দুরাকআত (সুন্নাত) ছাড়া আর কোন নামায (পড়া বৈধ) নেই[২]।[৩]

(١٤٣) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ. قُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا قَالَ: «لَا». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِمَعْنَاهُ.

১৪৩ ঃ জননী উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়ার পর আমার ঘরে প্রবেশ করলেন ও দুরাকআত নামায পড়লেন। আমি তাঁকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন ঃ "যুহরের পরের দুরাকআত সুন্নাত নামায অবসরের অভাবে পড়া হয়নি তাই এখন তা পড়ে নিলাম" আমি তাঁকে বললাম ঃ "আমারও কি তা ছুটে গেলে পড়ে নিব?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ "না (তা করবে না)"[৪]।[৫]

---

[১]ইমাম, দারাকুৎনী এটা অতি দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।

[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু মাজাহ।

[৩]মুহাদ্দিস আবদুর রায্যাকের সংকলনে আছে, "ফজর উদিত হলে ফজরের দুরাকআত নামায ছাড়া আর কোন সুন্নাত নামায নেই।

দারাকুতনীতে আম্র ইবনুল আস (রাঃ) হতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

[৪]আহমাদ। [৫]আবূ দাউদেও আয়িশা (রাঃ) হতে এই মর্মে একটি হাদীস রয়েছে।

২য় পরিচ্ছেদ

باب الأذان

আযান (নামাযের সময় ঘোষণা)

(١٤٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: طَافَ بِيْ – وَأَنَا نَائِمٌ – رَجُلٌ، فَقَالَ: تَقُولُ «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ» فَذَكَرَ الْأَذَانَ بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ بِغَيْرِ تَرْجِيعٍ، وَالْإِقَامَةَ فُرَادَى، إِلاَّ «قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ» قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فقال: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ»، الحديث أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

১৪৪ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু যায়িদ ইবনু আবদি রাব্বিহি (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ স্বপ্নযোগে দেখলাম, কোন লোক আমাকে পরিভ্রমণ করে বলছে ঃ তুমি বল, 'আল্লাহু আক্‌বার' 'আল্লাহু আক্‌বার' ইত্যাদি আযানের শব্দগুলো। এতে আল্লাহু আক্‌বার চারবার ছিল কিন্তু 'তারজী'[১] ছিল না। আর ইক্বামাতের সব বাক্যই একবার করে ছিল কিন্তু তার মধ্যে 'ক্বাদ্‌কামাতিস্ সালাত' বাক্যটি দুবার ছিল।

রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) বলেন ঃ সকাল হলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসলাম। তিনি এই স্বপ্ন প্রসঙ্গে বলেন ঃ স্বপ্নটি অবশ্যই সত্য। (হাদীসটি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে)। আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন।

وَزَادَ أَحْمَدُ فِي آخِرِهِ قِصَّةَ قَوْلِ بِلَالٍ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ».

ইমাম আহমাদ এই হাদীসের শেষাংশে– ফজরের নামাযের আযান সম্পর্কীয় বিলাল (রাঃ)-এর ঘটনাটিতে– 'নামায ঘুম হতে উত্তম' অংশটি বাড়িয়েছেন।[২]

وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْفَجْرِ «حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ» قَالَ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ».

---

[১]'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ও 'আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্'-কে আস্তে আস্তে আগে বলে নিয়ে পরে যথারীতি উচ্চস্বরে বলাকে তারজী' বলে।

[২]ইবনু খুযাইমাতে আনাস (রাঃ)-এর রিওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষানুযায়ী মুআয্যিন্ ফজরের আযানে 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' বলার পর 'আস্ সালাতু খাইরুম্ মিনান্নাউম' বলবে।

(١٤٥) وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الأَذَانَ، فَذَكَرَ فِيهِ التَّرْجِيعَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَلَكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ، وَرَوَاهُ الْخَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعاً.

১৪৫ ঃ আবূ মাহ্যূরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যে আযান শিখিয়েছিলেন তাতে তিনি 'তারজী'-এর উল্লেখ করেছেন।[১] কিন্তু এই হাদীসের প্রথমে তাক্বীর মাত্র দুবার বলার কথা উল্লেখিত হয়েছে। আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাতে চারবার তাকবীর বলার কথা উল্লেখ করেছেন।

(١٤٦) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلَّا الإِقَامَةَ. يَعْنِي إِلَّا قَوْلَهُ. قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الاسْتِثْنَاءَ، وَلِلنَّسَائِيِّ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالاً.

১৪৬ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ বিলাল (রাঃ)-কে জোড় বাক্যে 'আযান' ও বিজোড় বাক্যে 'ইক্বামাত' দেয়ার আদেশ করা হয়েছিল। কিন্তু "ক্বাদকামাতিস সালাত" বাক্যটি দু'বার বলতে বলা হয়েছিল[২]।[৩]

(١٤٧) وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالاً يُؤَذِّنُ، وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

وَلِابْنِ مَاجَهْ: وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ: لَوَى عُنُقَهُ لَمَّا بَلَغَ «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» يَمِيناً وَشِمَالاً، وَلَمْ يَسْتَدِرْ. وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

১৪৭ ঃ আবূ জুহাইফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি বিলাল (রাঃ)-কে দেখেছি তিনি তাঁর দু'কানে আঙ্গুল দিয়ে আযান দিচ্ছেন আর আমি তাঁর আযানে এদিক ওদিক মুখ ফেরানোর অনুসরণ করছি (লক্ষ্য করছি)[৪]।[৫]

(١٤٨) وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ فَعَلَّمَهُ الأَذَانَ. رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

১৪৮ ঃ আবূ মাহ্যূরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তাঁর কণ্ঠস্বর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দ হওয়ায় তাঁকে তিনি আযান শিখিয়ে দেন– ইবনু খুযাইমাহ।

---

[১]মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]তবে ইমাম মুসলিম 'ক্বাদ কামাতিস্ সালাত' দুবার বলতে হয়– তার উল্লেখ করেন নি। (কেবল বুখারীতে দুবার বলার কথা রয়েছে)। আর নাসাঈতে আছে, বিলাল (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ আদেশ করেছিলেন।
[৪]আহ্মাদ ও তিরমিযী একে সহীহ বলেছেন।
[৫]ইবনু মাজায় আছে। 'এবং তিনি তাঁর আঙ্গুলদ্বয় তাঁর দুকানে দিয়েছিলেন।'
আবূ দাউদে আছে, 'হাইয়্যা আলাস্ সালাহ্' বলার সময় তিনি তাঁর গ্রীবাকে গর্দান ডানে ও বামে ফিরাতেন, তবে তিনি সম্পূর্ণভাবে ঘুরে যেতেন না। এর মূল বুখারী, মুসলিমে রয়েছে।

(١٤٩) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِيدَيْنِ، مِنْ غَيْرِ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَنَحْوُهُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ.

১৪৯ ঃ জাবির ইবনু সামূরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আযহার নামায বিনা আযান ও ইক্বামাতে একাধিকবার পড়েছি[১]।[২]

(١٥٠) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ فِي نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ: ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫০ ঃ আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাঃ) হতে একটি দীর্ঘ হাদীসে সাহাবাগণের ফজরের নামাযের সময় ঘুমিয়ে পড়া প্রসঙ্গে বর্ণিত; অতঃপর বিলাল (রাঃ) আযান দিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সম্পাদন করলেন, যেমন প্রতিদিন ঠিক সময়ে নামায পড়লে করতেন– মুসলিম।[৩]

وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ.

মুসলিমে জাবির (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত আছে, (হাজ্জের সময় আরাফাহ্ হতে মিনা ফেরার পথে) মুয্দালিফায় এসে মাগরিব ও ঈশার নামায একই আযানে ও দু ইক্বামাতে পড়লেন।

وَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: «لِكُلِّ صَلَاةٍ» وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

মুসলিমে ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিব ও ঈশার নামাযে এক ইক্বামাতে জমা করে (একসাথে) পড়লেন। কিন্তু আবূ দাউদে প্রত্যেক নামাযের জন্য কথাটির উল্লেখ আছে। এবং আবূ দাউদের আর একটি রিওয়ায়াতে আছে, কোন নামাযের জন্যেই আযান দেওয়া হয়নি।[৪]

---

[১]মুসলিম।
[২]ইবনু আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবী (রাঃ) হতেও বুখারী এবং মুসলিমে এইরূপ হাদীস রয়েছে।
[৩]কোন এক অভিযান হতে ফেরার পথে রাত্রি যাপনকালে ঘুম হতে জেগে উঠতে না পারায় ফজরের নামায সূর্যোদয়ের পর আযান ও ইক্বামাতসহ কোন এক ময়দানে জামাআত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদা করেছিলেন।
[৪]সফরে যুহর আসরকে ও মাগরিব ঈশাকে একই সময়ে জমা করে পড়ার বিশেষ পদ্ধতি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হওয়ায় তা ফুক্বাহা ও মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে।

(١٥١) وَعَن ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ.

১৫১ ঃ ইবনু উমার ও আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিলাল তো বস্তুতঃপক্ষে রাতে (সুবহি সাদিক্বের আগে) আযান দেয়, অতএব তোমরা পানাহার করতে (সাহারী খেতে) থাকবে যতক্ষণ না ইবনু উম্মি মাকতুম ফজরের নামাযের আযান দেয়। তিনি ছিলেন একজন অন্ধ মানুষ তাই 'সকাল করে ফেললেন, সকাল করে ফেললেন' না বলা পর্যন্ত তিনি (ফজরের) আযান দিতেন না।[১]

(١٥٢) وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: أَنَّ بِلاَلاً أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: أَلاَ إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضَعَّفَهُ.

১৫২ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; বিলাল (রাঃ) ফজরের (অল্প) আগে আযান দিয়েছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে– 'এ বান্দাহ অবশ্য ঘুমিয়ে গিয়েছিল বলে' ঘোষণা দিতে নির্দেশ করলেন।[২]

(١٥٣) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلُهُ.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فِي فَضْلِ الْقَوْلِ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً سِوَى الْحَيْعَلَتَيْنِ، فَيَقُولُ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.

১৫৩ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা যখন আযান শুনবে তখন মুয়াযযিন যা বলেন তোমরা তাই বলবে[৩]।[৪]

মুয়াবিয়া (রাঃ) হতেও এইরূপ হাদীস বুখারীতে বর্ণিত আছে।

এবং মুসলিমে ইবনু উমার (রাঃ) হতে আযানের জবাবের ফাযিলাত প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে, মুয়াযযিন যা বলবেন শ্রোতা সেইসব বাক্যই বলবেন। তবে 'হাইয়্যা আলাস্ সালাহ্, হায়্যা আলাল্ ফালাহ্' দুটির জবাবে বলবে– 'লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।' (লা হাওলা.... এর অর্থ– পাপ কাজ হতে বিমুখ থাকার ও সৎ কাজে সক্ষম হওয়ার শক্তি আল্লাহ্ ছাড়া আমার নেই।)[৫]

[১]বুখারী, মুসলিম। এই হাদীসের শেষাংশে কিছু ইদরাজ বা রাবীর বক্তব্য রয়েছে।
[২]আবূ দাউদ, তিনি একে যঈফ বলেছেন (অতএব তা অপ্রমাণ্য)।
[৩]বুখারী, মুসলিম।
[৪]আযানের সময় শাহাদাতের কালিমা বা বাক্য শুনে আঙুল চুম্বন বা চোখে হাত বুলানোর কোন প্রমাণ নেই। এটা সম্পূর্ণ বিদ'আতী কাজ। (মিশরীয় ছাপা, বুলুঃ -এর টীকা)
[৫]'আস্‌সলাতু খাইরুম মিনান্নাউম'-এর জবাবে 'সাদ্দাকতা অবারাকতা' বলা সাধারণভাবে যুক্তিযুক্ত মনে করা যায়, কিন্তু এর জন্য কোন নির্ভরশীল শারয়ী দলিল নেই– সুবুলুস সালাম।

(١٥٤) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، فَقَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১৫৪ ঃ উসমান ইবনু আবুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে আমার সম্প্রদায়ের জন্য (নামাযের) ইমাম করে দিন। তিনি বলেন ঃ তুমি তাদের ইমাম হলে, তবে তুমি তাদের দুর্বল লোকের প্রতি খেয়াল রাখবে এবং এমন লোককে মুয়াযযিন নিয়োগ করবে যে আযানের বিনিময়ে কোন মজুরী নেবে না।[১]

(١٥٥) وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

১৫৫ ঃ মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেন ঃ যখন নামায (এর সময়) উপস্থিত হবে তখন তোমাদের একজন আযান দেবে (এটা একটা বড় হাদীসের অংশ বিশেষ)।[২]

(١٥٦) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ» الْحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَضَعَّفَهُ.

১৫৬ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রাঃ)-কে বলেন, আযান থেমে থেমে দিবে আর ইক্বামাত অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি বলবে। আযান ও ইক্বামাতের মধ্যে একটা লোক খানা খেয়ে উঠতে পারে ঐ পরিমাণ সময়ের ব্যবধান রাখবে। (হাদীসটির আরো অংশ আছে।) তিরমিযী একে যঈফ বলেছেন।

وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ». وَضَعَّفَهُ أَيْضًا.

ইমাম তিরমিযী সংকলিত আর একটি হাদীস যা আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তাতে আছে ঃ

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী একে হাসান বলেছেন, হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।

[২]বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।

وَلَهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ». وَضَعَّفَهُ أَيْضًا.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উযূ আছে এরূপ ব্যক্তিই যেন আযান দেয়। এটাকেও তিনি যঈফ বলেছেন।[১]

আর যিয়াদ ইবনু হারিস (রাঃ) হতে, তিরমিযীর অন্য আর একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আযান দিবে সেই ইক্বামাত দিবে। এটাকেও ইমাম তিরমিযী যঈফ বলেছেন।

وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ، يَعْنِي الْأَذَانَ، وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ، قَالَ: فَأَقِمْ أَنْتَ. وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا.

আবূ দাউদে আবদুল্লাহ্ ইবনু যায়িদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, রাবী বলেন ঃ "আমি আযান (স্বপ্ন) দেখেছি। আর আমি তা দিতেও চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বেশ তুমি ইক্বামাত দেবে। এর সনদেও দুর্বলতা আছে।[২]

(١٥٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ، وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ». رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ، وَضَعَّفَهُ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ.

১৫৭ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আযানের কর্তৃত্ব মুয়াযযিনের উপর ন্যস্ত আর ইক্বামাত ইমাম সাহেবের কর্তৃত্বাধীন বা ইখতিয়ারে।[৩]

বাইহাক্বীতে অনুরূপ একটি হাদীস আলী (রাঃ)-এর বচন বলে বর্ণিত হয়েছে।

---

[১]বিনা উযূতে আযান নাজায়িয ও জায়িয হওয়া উভয় অভিমতই পাওয়া যায়। তবে উযূ সহ আযান দেওয়াই শ্রেয়– সুবুলুস সালাম।

[২]প্রয়োজনে মুয়ায্যিন ছাড়া অন্য লোকও ইক্বামাত দিতে পারে। (সুবুলুস সালাম)

[৩]ইবনু আদী, তিনি হাদীসটিকে যঈফও বলেছেন।

(١٥٨) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

১৫৮ ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'আ (আল্লাহ্‌র দরবারে) অগ্রাহ্য হয় না।[১]

(١٥٩) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ.

১৫৯ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে (নিম্নের দু'আটি) বলবে তার জন্য আমার শাফা'আত কিয়ামাতের দিন ওয়াজিব হবে।

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রব্বা হা-যিহিদ্ দা-ওয়াতিত্ তাম্মাতি ওয়াস সলাতিল্ ক্বাইমাতি আতি মুহাম্মাদানিল্ অসিলাতা অল্ ফাযীলাতা অব্‌আস্‌হু মাক্বামাম্ মাহ্‌মুদানিল্লাযী অ-য়াদ্‌তাহু।

অর্থ ঃ হে এই (মহিমা) পূর্ণ আহ্বান ও সুপ্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু! তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াসিলা ও ফাযিলাত প্রদান কর এবং তাঁকে প্রশংসাপূর্ণ উচ্চাসন দান কর– যা দেওয়ার ওয়াদা তুমি তাঁকে দিয়েছ[২]।[৩]

---

[১]নাসাঈ; ইমাম ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন।

[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।

[৩]ওয়াসিলা অর্থ এখানে জান্নাতের বিশেষ এক আলিশান প্রাসাদ (হাদীস)। ফাযীলাত অর্থ মানবকুলের ওপর সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা।

৩য় পরিচ্ছেদ

باب شروط الصلاة

নামাযের শর্তাদি

(١٦٠) عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ**». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১৬০ ঃ আলী ইবনু ত্বাল্ক (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযে বাতকর্ম (বায়ূ নির্গত করবে), সে (নামায ছেড়ে) সরে গিয়ে উযূ করবে ও নামায পুনরায় পড়বে।[১]

(١٦١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «**لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ**». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

১৬১ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঋতুবতী (সাবালিকা) মেয়েদের উড়না (মস্তকাবরণ) ছাড়া আল্লাহ্ নামায ক্ববূল করবেন না।[২]

(١٦٢) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «**إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ**». وَلِمُسْلِمٍ: **فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «**لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ**».

১৬২ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ যদি কাপড় বড় থাকে তবে তা দিয়ে শরীরকে ঢেকে নাও। মুসলিমে আছে, (বড়) চাদর হলে তার কিনারাদ্বয়কে দু-কাঁধের উপর পাল্টা পাল্টি করে রেখে নেবে। কিন্তু ছোট কাপড় হলে কেবল তহবন্দরূপে পরে নামায পড়বে[৩]।[৪]

---

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।
[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু মাজাহ। ইবনু খুযাইমা একে সহীহ্ বলেছেন।
[৩]বুখারী, মুসলিম
[৪]এবং বুখারী, মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; অন্য হাদীসে আছে– (বড় কাপড় থাকলে) ঘাড়ের উপর কাপড় না দিয়ে যেন কেউ নামায না পড়ে।

(١٦٣) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ، وَخِمَارٍ بِغَيْرِ إِزَارٍ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ.

১৬৩ ঃ উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মেয়েরা তহবন্দ ব্যতীত শুধু কি জামা ও ওড়না (মস্তকাবরণ) পরে নামায পড়তে পারবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, পারবে– যদি জামা দ্বারা পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা যায়।[১]

(١٦٤) وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ، فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَنَزَلَتْ: الْآيَةُ ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَضَعَّفَهُ.

১৬৪ ঃ আমির ইবনু রাবিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি অন্ধকার রাত্রে ছিলাম। নামাযের সময় কিবলার দিক নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়লো। আমরা (অনুমানের উপরই কিবলা ঠিক করে) নামায 'আদা করলাম। কিন্তু ভোরে সূর্যদয় কালে জানা গেল যে, আমরা কিবলামুখী হয়ে নামায আদা করিনি। এমন সময় কুরআন নাযিল হয়ে এ ঘোষণা করল যে, যে কোন দিকে তোমরা মুখ কর না কেন, সেই দিকেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি রয়েছে।[২]

(١٦٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৬৫ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলবাসীদের জন্যে) পূর্ব ও পশ্চিম-এর মধ্যে কিবলা রয়েছে[৩]।[৪]

[১]আবূ দাউদ, মুহাদ্দিসগণ এর মাওকুফ (সাহাবীর বক্তব্য) হওয়াকে সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন।
[২]তিরমিযী, তিনি একে যঈফ বলেছেন।
[৩]তিরমিযী; ইমাম বুখারী (রহঃ) একে মজবুত সনদের হাদীস বলে মন্তব্য করেছেন।
[৪]দেশের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে কিবলার দিক নির্ণিত হয়। কা'বা শরীফের উত্তর দিকে যাদের অবস্থান তাদের কিবলা দক্ষিণ, যাদের দক্ষিণে অবস্থান তাদের উত্তর দিক, আর যাদের পূর্ব দিকে অবস্থান তাদের পশ্চিম, আর পশ্চিম-এর অবস্থানকারীদের কিবলা পূর্ব দিক হবে।

(١٦٦) وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، زَادَ الْبُخَارِيُّ: يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ.

১৬৬ ঃ আমির ইবনু রাবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে কোন দিকে গমনকারী সাওয়ারীর (জন্তুর) উপর নামায পড়তে দেখেছেন।[১]

ইমাম বুখারী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন, (রুকু সিজদার সময়) মাথা নুইয়ে ইঙ্গিত করতেন। আর এরূপ ফরয নামাযে করতেন না।

وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: وَكَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

আবূ দাউদে আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরকালে যখন নফল নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি সাওয়ারী জন্তুটিকে কিবলামুখী করে নিয়ে আল্লাহু আকবার বলে নামায আরম্ভ করতেন, তারপর তাঁর সাওয়ারীর মুখ যে কোন দিকে যেতো। সে দিকেই নামায পড়তেন। এর সনদ হাসান।

(١٦٧) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «**الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ**». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَهُ عِلَّةٌ.

১৬৭ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবরস্থান ও গোসল খানা ব্যতীত পৃথিবীর সব জায়গা নামায পড়ার ক্ষেত্র।[২]

(١٦٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَضَعَّفَهُ.

১৬৮ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত স্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন– (১) আবর্জনা নিক্ষেপ করার স্থানে, (২) জন্তু জবাহ করার স্থানে, (৩) কবরস্থানে, (৪) চালু রাস্তায়, (৫) গোসল খানায়, (৬) উট বাঁধার স্থানে, (৭) কা'বা ঘরের ছাদের উপর।[৩]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]তিরমিযী, হাদীসটির সনদ ত্রুটি যুক্ত।
[৩]তিরমিযী; তিনি একে যঈফ বলেছেন।

(١٦٩) وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৯ ঃ আবূ মারসাদ গানাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন ঃ তোমরা কবরকে সামনে রেখে নামায পড়বে না ও তার উপর বসবে না।[১]

(١٧٠) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذًى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

১৭০ ঃ আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি কোন মুসলমান মাসজিদে এসে তার জুতায় কোন ঘৃণ্য বা নাপাক বস্তু দেখে তবে যেন তা মুছে পরিষ্কার করার পর তা পরে নামায পড়ে।[২]

(١٧١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১৭১ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কেউ যদি তার (চামড়ার) মোজায় কোন ঘৃণ্য বস্তু পাড়ায় (পা-চাপা দেয়) তবে ঐ মোজা দুটির পবিত্রতা মাটি দিয়ে হবে (অর্থাৎ মাটিতে ঘসে পাক সাফ করে নেবে)।[৩]

(١٧٢) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭২ ঃ মুয়াবিয়া ইবনু হাকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অবশ্যই নামায মানুষের নিজস্ব কথা-বার্তা বলার ক্ষেত্র নয়, এটা তো কেবল আল্লাহর পবিত্রতা (তাস্‌বীহ্‌), শ্রেষ্ঠত্ব (তাক্‌বীর ঘোষণা ও কুরআন পাঠের ক্ষেত্র)।[৪]

[১]মুসলিম।
[২]আবূ দাউদ, ইবনু খুযাইমা একে সহীহ্ বলেছেন।
[৩]আবূ দাউদ, ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।
[৪]মুসলিম।

(١٧٣) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

১৭৩ ঃ যায়িদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা নামাযে একে অপরের সাথে প্রয়োজনীয় কথা-বার্তা বলতাম- ইতোমধ্যে কুরআনে এ ঘোষণাটি নাযিল হল। "তোমরা যাবতীয় নামাযের সুপ্রতিষ্ঠার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ। আর বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামায (আসর)-এর প্রতি এবং আল্লাহ্‌র বন্দেগীর (ইবাদাত) জন্য নীরব হয়ে দাঁড়াও।" তখন আমাদের প্রতি নীরব থাকার আদেশ হল এবং নিজেদের মধ্যে কথা বলা নিষেধ হয়ে গেল।[১]

(١٧٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، زَادَ مُسْلِمٌ: «فِي الصَّلَاةِ».

১৭৪ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (নামাযে ভুল সংশোধনের জন্য) পুরুষদের সুবহানাল্লাহ বলা এবং মেয়েদের হাতে তালি বাজানো উচিত।[২]

(١٧٥) وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ، مِنَ الْبُكَاءِ. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১৭৫ ঃ মুত্বাররিফ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু শিখ্‌খির তার পিতা আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছি যে, নামাযের মধ্যে তাঁর আল্লাহর ভয়ে কান্নার ফলে তাঁর বক্ষদেশে (বুকের মধ্যে) হাঁড়ির মধ্যে রাখা ফুটন্ত পানি 'গরগর' শব্দের মত শব্দ হতো।[৩]

[১] বুখারী, মুসলিম- শব্দগুলো মুসলিমের।
[২] বুখারী, মুসলিম। মুসলিমে 'নামাযে শব্দটি বেশি আছে।
[৩] আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ ও নাসাঈ। ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।

(١٧٦) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَدْخَلَانِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي، تَنَحْنَحَ لِي. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

১৭৬ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আমার উপস্থিতি, দিনে দুটি সময়ে ছিল। ফলে, যখন তাঁর (নফল) নামায পড়ার সময় আমি যেতাম তখন তিনি (অনুমতি জ্ঞাপক) 'আখ্আখ্' শব্দ করতেন (গলা খাকড়ানি দিতেন)।[১]

(١٧٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هٰكَذَا وَبَسَطَ كَفَّهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

১৭৭ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি বিলাল (রাঃ)-কে বললাম ঃ কেমন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার সময় তাঁদের (সাহাবীদের) সালামের জবাব দিতেন? বিলাল (রাঃ) হাত উঠিয়ে দেখিয়ে বললেন, তিনি এইভাবে হাত উঠাতেন, (অর্থাৎ হাতের ইশারায় জবাব দিতেন)।[২]

(١٧٨) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: «وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ».

১৭৮ ঃ আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাইনাব (রাঃ)-এর কন্যা 'উমামা'-কে নামায পড়ার সময় কোলে উঠিয়ে নিতেন, যখন তিনি সিজদায় যেতেন, তখন তিনি রেখে দিয়ে সিজদাহ করতেন। আবার যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে উঠাতেন।[৩]

(١٧٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ**». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১৭৯ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুটি কালো জন্তুকে নামায পড়ার সময়েও হত্যা করবে, সাপ ও কাঁকড়া বিছা।[৪]

---

[১]নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।
[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী; তিনি সহীহ্ বলেছেন।
[৩]বুখারী, মুসলিম। মুসলিমে আছে, "তিনি মাসজিদে তখন লোকদের নামায পড়াচ্ছিলেন।"
[৪]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ। ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

باب سترة المصلى
নামাযীর সুত্রা (আড়াল)

(١٨٠) عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَوَقَعَ فِي الْبَزَّارِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «أَرْبَعِينَ خَرِيفًا».

১৮০ ঃ আবূ জুহাইম ইবনু হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার পাপ সম্বন্ধে যদি অতিক্রমকারী অবগত থাকতো, তবে সে তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে ৪০ (বছর) দাঁড়িয়ে থাকাকেই তার জন্য উত্তম মনে করতো।[১]

(١٨١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي، فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১৮১ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ 'তাবুক যুদ্ধে' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযীর সুত্রা (আড়) প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ তা উটের পালানের পেছনের কাঠির সমান ও সাদৃশ্য হবে।[২]

(١٨٢) وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ». أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.

১৮২ ঃ সাবরা ইবনু মা'বাদ জুহ্নী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নামায পড়ার সময় সুত্রা করে নেবে যদিও একখানা তীর দিয়ে তা করা হয়।[৩]

---

[১]বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো বুখারীর। বাযযারে অন্য সনদে 'চল্লিশ বছর' বলে উল্লেখিত হয়েছে।
[২]মুসলিম।
[৩]হাকিম।

(١٨٣) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ - إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ**». الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: «**الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ**». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ دُونَ الْكَلْبِ.

وِلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ دُونَ آخِرِهِ، وَقَيَّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ.

১৮৩ ঃ আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নামায পড়ার সময় যদি উটের পালানের শেষাংশের কাঠির পরিমাণ একটা সুত্‌রা দেয়া না হয় আর উক্ত নামাযীর সামনে দিয়ে (সাবালগ) স্ত্রীলোক, গাধা ও কালো কুকুর চলে যায় তবে নামায (এর-একাগ্রতা) নষ্ট হবে। (এটা একটা দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ)। এতে একথাটিও আছে যে, কালো কুকুর শাইতান।"[১]

মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে আর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতেও এইরূপ আছে, তবে তাতে কুকুরের উল্লেখ নেই।

আর আবূ দাউদ ও নাসাঈতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এইরূপই বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে উক্ত হাদীসের শেষাংশ (কুকুরের উল্লেখ) নেই। এবং তাতে স্ত্রীলোককে 'ঋতুবতী' বিশেষণের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

(١٨٤) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: **إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُه مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ.

১৮৪ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ার সময় কোন বস্তুকে সুতরা বানিয়ে নেয় যদি তার পরেও কেউ উক্ত সুত্‌রার ভিতর দিয়ে যায় তবে তাকে বাধা দিবে, তাতেও বিরত না হলে তার সাথে লড়ে যেতে হবে (কঠোরভাবে তাকে বাধা দিতে হবে)। কেননা সে শাইতান (প্রকৃতির)।[২]

---

[১] মুসলিম।

[২] বুখারী, মুসলিম। অন্য এক বর্ণনায় আছে, "অবশ্যই ঐ লোকের সাথে শাইতান-সাথী হয়েছে।"

(١٨٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ بَلْ هُوَ حَسَنٌ.

১৮৫ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায ক্বায়িম করতে যাবে তখন যেন তার সম্মুখে কিছু স্থাপন করে, কিছু না পেলে লাঠি খাড়া করে নিবে, তা না পেলে একটা রেখা টেনে দিবে। এর ফলে সুত্রার বাইরের সামনে দিয়ে কেউ গেলে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[১]

(١٨٦) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

১৮৬ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নামাযকে কোন কিছু নষ্ট করতে পারবে না; তবে তোমরা সাধ্যানুযায়ী প্রতিহত করতে (বাধা দিতে) থাকবে।[২]

৫ম পরিচ্ছেদ

باب الحث على الخشوع فى الصلاة

নামাযে একাগ্রতা ও বিনয় নম্রতার প্রতি উৎসাহিতকরণ

(١٨٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: «أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الْيَهُودِ».

১৮৭ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুখতাসির' রূপে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন[৩]।[৪]

আয়িশা (রাঃ) হতে বুখারীতে আছে, 'মুখতাসির অবস্থায় নামাযে দাঁড়ান' হচ্ছে ইয়াহূদী জাতির কাজ যা তারা তাদের উপাসনায়(প্রার্থনা) করে থাকে।

[১]আহমাদ, ইবনু মাজাহ। ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন। যিনি একে 'মুয্তারিব্' (শব্দ বিন্যাসে ত্রুটি) বলে ধারণা করেছেন তিনি ভুল করেছেন। বরং হাদীসটি হাসান।

[২]আবূ দাউদ। এর সনদ দুর্বল।

[৩]বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো মুসলিমের।

[৪]'মুখ্‌তাসির' এর একাধিক অর্থ আছে; যেমন, কোমরে হাত রাখা, নামাযের ক্রিয়াকলাপগুলোকে সংক্ষিপ্ত করা ইত্যাদি। যা একাগ্রতা ও নিষ্ঠার প্রতিকূল।

(١٨٨) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৮ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাতের খাবার সামনে এসে গেলে মাগ্‌রিবের নামায পড়ার আগেই খানা খেয়ে নেবে।[১]

(١٨٩) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَاحِدَةً أَوْ دَعْ». وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ.

১৮৯ ঃ আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নামাযে দাঁড়িয়ে (পড়াকালে) যেন কেউ কঙ্কর ধুলাবালি মুছে অপসারিত না করে। কেননা, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ নামাযী ব্যক্তির সম্মুখে সমাগত হয়।[২]

সহীহ্ সনদে মুআইকিব্ (দাউসী) হতে এর কারণ দর্শান (আল্লাহ্‌র রাহমাত নামাযীর সম্মুখে আসে) ছাড়া পূর্বের মত আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

(١٩٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَنَسٍ - وَصَحَّحَهُ -: «إِيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ».

১৯০ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে এদিকে-সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করায় তাঁর উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- এটা 'শাইতানের রাহাজানি', (নামাযকে নষ্ট করার জন্য) শাইতান নামাযের মধ্যে এইরূপ রাহাজানি করে থাকে।[৩]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। সহীহ্ সনদ সহকারে। আহমাদে আছে, 'একই দফায় তা করবে, না হয় বাদ দেবে।
[৩]বুখারী, তিরমিযীতে এ হাদীস রয়েছে আনাস হতে এবং তিনি একে সহীহ্‌ও বলেছেন। তাতে আছে, নামাযে এদিক-সেদিক দেখা হতে অবশ্য বিরত থাকবে; কেননা এটা একটা সর্বনাশকর কার্য। তবে বাধ্য হয়ে তা করতে হলে নফল নামাযে (করবে)।

(١٩١) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ».

১৯১ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে থাকে সে প্রকৃতপক্ষে তার প্রভুর সাথে বাক্যালাপ করে। অতএব, সে যেন তার সম্মুখে বা ডান দিকে থুথু না ফেলে, তবে বাঁ দিকে তার পায়ের নিচে কোন উপায় না থাকলে ফেলতে পারে।[১]

(١٩٢) وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِهَا فِي قِصَّةِ أَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، وَفِيهِ: «فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي».

১৯২ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আয়িশা (রাঃ)-এর একখানা পর্দা ছিল তা দিয়ে তিনি তাঁর ঘরের একপাশ ঢেকে রেখেছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ "তুমি তোমার এ পর্দাটা আমার সামনে হতে সরিয়ে নাও। কেননা এর চিত্রগুলো নামাযে আমার মনে উদিত হতেই থাকছে।[২]

আবূ জাহমির আম্বিজানিয়া[৩] চাদরের ঘটনায় আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, "পর্দাখানির চিত্রগুলো আমাকে নামাযে অমনযোগী বা উদাসীন করে দিচ্ছে।"[৪]

[১]বুখারী, মুসলিম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'বাঁ দিকে অথবা তার পায়ের নীচে।'

[২]বুখারী।

[৩]'আম্বিজানিয়া' রেখা ও চিত্রবিহীন মোটা প্লেন চাদর। খামিসা নামক নকসাদার পর্দা সরিয়ে নিতে বলেছেন।

[৪]বুখারী, মুসলিম।

(١٩٣) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৯৩ ঃ জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকেরা যেন তাদের চোখ নামাযে আকাশ পানে উঠান বন্ধ রাখে; অন্যথায় তাদের চোখ (দৃষ্টিশক্তি) তাদের কাছে ফিরে না আসতেও পারে।[১] (অর্থাৎ এগুলো নামাযের একাগ্রতা নষ্টকারী কাজ) এ থেকে বিরত থাকতেই হবে।

وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ».

আয়িশা (রাঃ) হতে মুসলিমের আর এক হাদীসে আছে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, খাবার উপস্থিত রেখে নামায পড়া যায় না আর প্রস্রাব পায়খানার যন্ত্রণা চেপে রেখেও নামায পড়া যায় না।

(١٩٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: «فِي الصَّلَاةِ».

১৯৪ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'হাই' উঠা শাইতানের প্রভাব হতে হয়ে থাকে। যদি কারো তা উঠে তবে যেন সে সাধ্যানুযায়ী তা প্রতিহত করে[২]।[৩]

[১]মুসলিম।
[২]মুসলিম, তিরমিযী। তিরমিযীতে 'নামাযে' (হাই উঠা) কথাটিও রয়েছে।
[৩]বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য যে, নামাযের মনযোগ হরণকারী বস্তুকে যতদূর সম্ভব দূর করে নামায পড়তে হবে।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

باب المساجد
মাসজিদ সংক্রান্ত বিধান

(١٩٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَ إِرْسَالَهُ.

১৯৫ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকবসতি ক্ষেত্রে মাসজিদ তৈরী করতে, তা পরিষ্কার ও সুবাসিত করে রাখতে আদেশ করেছেন।[১]

(١٩٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ مُسْلِمٌ: «وَالنَّصَارَى».

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا: كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا. وَفِيهِ: أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ.

১৯৬ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ ইয়াহূদী জাতির ধ্বংস সাধন করুন, তারা তাদের নাবীগণের কবরগুলোকে সিজদাহ বা উপাসনার ক্ষেত্রে পরিণত করেছে।[২]

বুখারী ও মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; "তাদের মধ্যে থেকে কোন সৎলোক মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মাসজিদ তৈরী করত।" এই রিওয়ায়াতে আরো আছে– এরা সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।[৩]

---

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী– তিনি এর মুরসাল হওয়াকে ঠিক বলেছেন।

[২]বুখারী, মুসলিম। মুসলিমে খৃষ্টান জাতির কথাও বলা হয়েছে।

[৩]কবরকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে ইসলামের নামে যতটা ইসলামকে অন্তঃসার শূন্য ও ধ্বংস করা হয়েছে তার তুলনা আর কোথাও নেই। এই ধ্বংসাত্মক পরিণতি হতে রেহাই দেয়ার জন্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উপর মট (ঘর) উপাসনা ক্ষেত্র তৈরী ইত্যাদি শির্ক-বিদ্আত্ মুখী সমস্ত বস্তুকে এমন কি কবরকে আধ হাতের বেশি উঁচু করা ও কবরকে পাকা করা পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন। এটা অতি বাস্তব সত্য যে, কাঁচা কবরকে কেন্দ্র করে শির্ক বিদ্আতের আখড়া হতে দেখা যায় না।

(١٩٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلاً، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِ الْمَسْجِدِ»، الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৯৭ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সৈন্য (নাজদে) পাঠিয়েছিলেন– তারা একজনকে ধরে নিয়ে এসে মাসজিদের কোন একটি স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে রেখে ছিল। (হাদীসটির বাকি অংশ যথাস্থলে বর্ণিত হয়েছে)[১]।[২]

(١٩٨) وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانَ يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৯৮ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; উমার (রাঃ) হাস্সান (রাঃ)-কে মাসজিদে কবিতা পাঠরত অবস্থায় পেয়ে তার দিকে অসন্তুষ্টির ভাব নিয়ে তাকালেন। ফলে হাস্সান (রাঃ) তাঁকে বললেন ঃ "আমি মাসজিদে এমন ব্যক্তির উপস্থিতিতে কবিতা পাঠ করেছি যিনি আপনার চেয়ে উত্তম ছিলেন। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে)।[৩]

(١٩٩) وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৯৯ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি কেউ হারানো বস্তু মাসজিদে সন্ধান করছে বলে শোনা যায় তবে তাকে বলবে ঃ "আল্লাহ্ যেন তোমাকে তা আর ফিরিয়ে না দেন।" কেননা মাসজিদ এইরূপ কাজের জন্য সৃষ্টি হয়নি।[৪]

(٢٠٠) وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

২০০ ঃ উক্ত রাবী হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমরা কোন লোককে মাসজিদে বেচাকেনা করতে দেখবে তখন তোমরা বলবে আল্লাহ্ তোমার ব্যবসাকে যেন লাভজনক না করেন।[৫]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বোঝা যাচ্ছে ধর্মীয় ব্যাপার হলে মাসজিদকে এরূপ কাজে ব্যবহার করা যায়, তবে মাসজিদুল হারামকে নয়। ঐ লোকটি পরে মুসলমান হলেও বাঁধবার সময় কাফির ছিল। তার নাম ছিল সুমামা ইবনু উসাল– সুবুলুস্ সালাম।
[৩]বুখারী, মুসলিম।
[৪]মুসলিম।
[৫]নাসাঈ, তিরমিযী–তিনি হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন।

(٢٠١) وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

২০১ ঃ হাকিম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মাসজিদে 'হদ্দ' জারী ও কিসাস' (শারীআতের বিধান অনুযায়ী সাজা দেয়া) করা যায় না[১]।[২]

(٢٠٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ، لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২০২ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ খন্দকের যুদ্ধে সা'দ (রাঃ) জখমী আহত হয়েছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকটে রেখে তাঁর সেবা করার উদ্দেশ্যে মাসজিদের মধ্যে তাঁর থাকার জন্য একটা তাঁবু স্থাপন করেন।[৩]

(٢٠٣) وَعَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتُرُنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ. الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২০৩ ঃ তাঁর থেকে আরো বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি আমাকে আড়াল করে রেখেছেন আর আমি (তাঁর পিছন থেকে) মাসজিদে খেলা দেখান কাজে রত হাবশীদের প্রতি দৃষ্টি করছি। (হাদীসটি আরো দীর্ঘ রয়েছে)।[৪]

(٢٠٤) وَعَنْهَا أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَتْ تَأْتِينِي، فَتَحَدَّثُ عِنْدِي. الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২০৪ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; একজন কৃষ্ণবর্ণী (কালো বর্ণের) রমণীর জন্য মাসজিদে (আশ্রয় স্বরূপ) একটা তাঁবু ছিল। সে আমার নিকটে এসে প্রায় বাক্যালাপ করতো।[৫] (হাদীসটি এখানে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত)[৬]।[৭]

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ, দুর্বল সনদে।

[২]হাকিম, দারাকুতনী ও ইবনু সাকানও বর্ণনা করেছেন। তালখীসে হাদীসটির সনদকে নির্দোষ বলা হয়েছে।

[৩]বুখারী, মুসলিম। [৪]বুখারী, মুসলিম। [৫]বুখারী, মুসলিম।

[৬]এই হাদীসের বাকী অংশের মর্মানুবাদ ঃ মেয়েটি আরব গোত্রের দাসী ছিল। তাদের কোন একটি বালিকার একখানা গলার হার মাটি হতে একটা চিল গোস্তের টুকরো ভেবে উঠিয়ে নিয়ে যায়। মেয়েটি ঐ বালিকার নিকটে ছিল বলে তার প্রতি সন্দেহ করে ও তারা মেয়েটির সর্বাঙ্গ তল্লাসী চালায়– এমনকি তার গুপ্তাঙ্গে পর্যন্ত তল্লাসী চালান হয়। পরক্ষণে চিল হারটি ওখানেই ফেলে দেয়। মেয়েটি তার সততার প্রমাণ দেখিয়ে তাদেরকে বর্জন করে; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থাকার জন্য মাসজিদেই জায়গা করে দেন। মেয়েটি আয়িশা (রাঃ)-এর নিকটে এসে ঐ ঘটনা স্মরণ করে প্রায়ই ঐ মর্মে কবিতা পাঠ করত। ওয়া ইয়াওমিল্ বিশহি মিন্ তায়াজীবি রাব্বিনা, আলা ইন্নাহু মিন্ দারাতিল্ কুফ্রি নাজ্জানী– সুবুলুস সালাম।

[৭]এ হাদীস হতে বোঝা যায়, অসহায় মুসলিম পুরুষ বা রমণীকে মাসজিদে অবস্থান করতে দেওয়া যেতে পারে– যদি তাতে কোন ফিত্না সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকে–সুবুলুস সালাম।

(٢٠٥) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২০৫ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "মাসজিদে থুথু ফেলা গুনাহের কাজ আর তা মুছে ফেলাতে তার সংশোধন।"[১]

(٢٠٦) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

২০৬ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকজন মাসজিদের বাহ্যিক আড়ম্বর (চাকচিক্য) নিয়ে গর্ব করার আগে কিয়ামাত ক্বায়িম হবে না। (অর্থাৎ এটা কিয়ামাতের বিশেষ আলামাত)।[২]

(٢٠٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

২০৭ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "জাঁকজমকপূর্ণ মাসজিদ তৈরী করার নির্দেশ আমি পাইনি।" (এটা আল্লাহর অভিপ্রেত নয় বলে বোঝা যাচ্ছে)।[৩]

(٢٠٨) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي، حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاسْتَغْرَبَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

২০৮ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের পূণ্যজনক কাজগুলো আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। এমনকি ক্ষুদ্র খড়কুটোগুলো কোন লোক মাসজিদ হতে বাহিরে নিক্ষেপ করে এমন কাজও। আবূ দাউদ, তিরমিযী গরীব সূত্রে।এবং ইবনু খুযাইমাহ হাদীসটি সহীহ্ বলেছেন।

(٢٠٩) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২০৯ ঃ আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করবে তখন যেন সে দু'রাক'আত (দাখিলী-মাসজিদ নামায) পড়ার পূর্বে না বসে[৪]।[৫]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]আবূ দাউদ, আহমাদ, নাসাঈ ইবনু মাজাহ। ইমাম ইবনু খুযাইমাহ সহীহ্ বলেছেন।
[৩]আবূ দাউদ। ইমাম ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।
[৪]বুখারী, মুসলিম।
[৫]এ প্রসঙ্গে দ্বিমত থাকার কোন কারণ থাকতে পারে না। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী হানাফী (রহঃ) তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত কিতাব 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগা'য় বলেছেন ঃ অর্থ, জুমুআর দিনে ইমামের খুত্বা চলাকালীন যখন মাসজিদে আসবে তখন দুরাকআত (দাখিলী মাসজিদ) নামায পড়বে।...... এতে তোমার দেশবাসীর উগ্র আচরণে প্রতারিত যেন না হও। কারণ এ প্রসঙ্গে এমন সহীহ্ হাদীস রয়েছে যার উপর আমল করা ওয়াজিব। হুজ্জাঃ ২য় খণ্ড, ২৯পৃষ্ঠা।

৭ম পরিচ্ছেদ

باب صفة الصلاة
নামাযের বিবরণ

(٢١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

২১০ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খাল্লাদ ইবনু রাফি'কে) বলেছেন ঃ "যখন নামাযে দাঁড়াতে যাবে (তার পূর্বে) উযূ ভালভাবে করে নেবে, তারপর ক্বিবলামুখী হয়ে 'আল্লাহু আক্‌বার' বলবে (ও তাহরিমা বাঁধবে), তারপর কুর্‌আনের যে অংশ তোমার জন্য সহজ হবে তা পাঠ করবে। তারপর রুকুতে যাবে ও স্থিরভাবে রুকু করবে। তারপর রুকু হতে উঠে সোজা দাঁড়াবে, তারপর সিজদায় যাবে ও সিজদার অবস্থায় ধীর-স্থির ভাবে থাকবে। তারপর উঠবে ও স্থিরভাবে বসবে। তারপর সিজদা করবে ও সিজদার অবস্থায় ধীর-স্থিরভাবে থাকবে। অতঃপর অবশিষ্ট (রাক্‌আতগুলো) এইভাবেই আদা করবে।"[১]

وَلِابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ: «حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِماً» وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ. وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ.

আহমাদে ও ইবনু হিব্বানেও রিফাআ ইবনু রাফি' (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ইবনু মাজাহর অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

আর আহমাদের শব্দে আছে, (রুকু হতে উঠার পর) তোমার পিঠকে ঠিক সোজা করে দাঁড়াবে– যাতে করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থিগুলি স্ব-স্ব স্থানে ফিরে যেতে পারে।

وَلِلنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ: إِنَّهَا لَنْ تَتِمَّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ تَعَالَى، وَيَحْمَدَهُ، وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ. وفيها: فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ،

নাসাঈ ও আবূ দাউদে উক্ত সাহাবী রিফাআ হতে আছে, "তোমাদের কারো নামায অবশ্য ততক্ষণ পূর্ণভাবে আদা হবে না যতক্ষণ না সে আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী ঠিকভাবে উযূ করে,

[১] বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহতেও 'ধীর-স্থিরভাবে দাঁড়াবে' বলে উল্লেখ রয়েছে।

وَكَبِّرْهُ، وَهَلِّلْهُ. وَلِأَبِي دَاوُدَ «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ» وَلِابْنِ حِبَّانَ: «ثُمَّ بِمَا شِئْتَ».

তারপর 'আল্লাহু আক্‌বার' বলে আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও সানা পাঠ করে। এতে আরো আছে– 'যদি তোমার কুরআন জানা থাকে তবে তা পড়বে অন্যথায় 'আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্, আল্লাহ্ আক্‌বার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে।[১]

(٢١١) وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى، حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

২১১ ঃ আবূ হুমাইদ সায়িদী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আল্লাহু আক্‌বার' বলে (রুকুতে যাওয়ার সময়) তাঁর উভয় হাতকে উভয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি। আর তিনি রুকুতে তাঁর দু-হাঁটু দু-হাত দ্বারা ধরতেন ও তাঁর পিঠকে নুইয়ে দিতেন, আর যখন মাথা উঠাতেন, তখন সোজা হতেন যাতে তাঁর পিঠের শিরদাঁড়ার হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে ফিরে যেত। তারপর সিজদায় গিয়ে কেবল তাঁর হাতের তালুদ্বয়কে (মেঝেতে) রাখতেন, হাতের অন্য অংশকে বিছাতেন না এবং হাতদুটিকে সংকোচও করতেন না। আর দু-পায়ের আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগকে কিবলামুখী করতেন। আর দু-রাকআত শেষে (মধ্য বৈঠকে) বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতেন এবং ডান পা-কে (আঙ্গুল ভরে) খাড়া করে রাখতেন। আর যখন শেষ বৈঠকে বসতেন তখন বাম পা-কে (ডান পায়ের নিচ দিয়ে) ডান দিকে বাড়িয়ে দিতেন ও ডান পা-কে খাড়া করতেন এবং মেঝের উপরে পাছা রেখে বসতেন।[২]

[১] আবূ দাউদে আছে, তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, তারপর আল্লাহ্ যা পড়ার তাওফিক্ব দেন তা পড়বে। ইবনু হিব্বানে আছে, 'ফাতিহার পর 'তুমি' যা পড়ার ইচ্ছা করবে (কুর্‌আন হতে পড়বে)।

[২] বুখারী।

(٢١٢) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ – إِلَى قَوْلِهِ – مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ، لَا إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، إِلَى آخره». رَوَاهُ مُسْلِم، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ.

২১২ ঃ আলী ইবনু আবী তালীব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (রাত্রিকালে) নামাযে দাঁড়াতেন তখন (তাকবীর তাহ্‌রীমার পর) বলতেন ঃ "আমি আমার মুখমণ্ডলকে তাঁরই দিকে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে ফিরালাম– যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন– "আর আমি তো মুশ্‌রিক নই। আমার নামায, ইবাদাত-বন্দেগী, জীবন-মরণ সর্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিমিত্তে, তাঁর কোনই শারীক নেই; আমি এই (খাঁটি তাওহীদের জন্য আদিষ্ট আবির্ভূত হয়েছি।" আর আমি তো আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণকারীদের একজন (মুসলিম)। হে আল্লাহ্ তুমি তো বাদশাহ্, তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; তুমিই আমার রব্ আর আমি তোমার দাস। [আমি নিজের উপর জুলুম করেছি আর আমি নিজের অপরাধ নিজেই স্বীকার করছি। আমার যাবতীয় পাপ তুমি ক্ষমা কর। বস্তুতঃ অপরাধ ক্ষমাকারী তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। উত্তম চরিত্রের পথে আমাকে পরিচালিত কর– উত্তম চরিত্রের দিকে হিদায়াতকারী তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। কু-চরিত্রাবলী আমার থেকে দূর কর, তুমি ছাড়া এটা দূর করার আর কেউ নেই। আমি তোমার দ্বারে বার বার উপস্থিত হচ্ছি আর তোমার আনুগত্য ঘোষণা করছি। তোমারই হাতে মঙ্গল, মন্দ তোমার পানে অর্পিত হয় না। আমি তো তোমার সাথে ও তোমার দিকেই। তুমি মঙ্গলময় ও মহান। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাইছি আর তোমার নিকটে ফিরে আসছি। অর্থাৎ পাপ পথ ত্যাগ করার শপথ গ্রহণ করছি][1]

[1] মুসলিম। এর অন্য রিওয়ায়াতে আছে, রাত্রের নামাযে এ দু'আটি পড়তেন।

(٢١٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: أَقُولُ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২১৩ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাকবীর তাহরীমার পর) কিরআতের আগে একটু সময় নীরব থাকতেন। আমি তাঁকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন ঃ আমি তখন এই দু'আটি বলে থাকি ঃ "হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে আমার পাপগুলি হতে এমন দূরে রাখ যেমনটি দূরত্ব করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে আমার পাপ ময়লা হতে এরূপভাবে পরিষ্কার ও পবিত্র কর যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে পাপ হতে (পবিত্র করার জন্য) পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার কর[১]।"[২]

(٢١٤) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا، وَهُوَ مَوْقُوفٌ.

وَنَحْوُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْخَمْسَةِ، وَفِيهِ: وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ».

২১৪ ঃ উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি (নামাযে তাকবীর তাহরীমার পর) বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্ আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তুমি প্রশংসাময়, তোমার নাম মহত্ত্বপূর্ণ কল্যাণময়, তোমার মর্যাদা সুমহান ও তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য (প্রভূ) নেই[৩]।"[৪]

জ্ঞাতব্য যে, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেন ঃ "যদি কোন লোক আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণিত; 'আল্লাহুম্মা বায়িদ বাইনি' সানা পড়ে কিরআত আরম্ভ করে তবে সে ভালই করবে।"

উচ্চারণ ঃ সুব্হা-নাকা আল্লাহুম্মা অবিহামদিকা অ-তাবা রাকাসমুকা অ-তা'আলা জাদ্দুকা অ-লা ইলাহা গাইরুকা। -আবূ দাউদ।

নামায আরম্ভের পূর্ব মুহূর্তে 'ইন্নি অজ্জাহতু....' বা অন্য কোন দু'আ পাঠ করার কোন প্রমাণ শারীআতে নেই শারিহ্ বেকায়ার ১ম খণ্ড; ১৬৬পৃঃ, ১নং টীকা।

---

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বা-ইদ বাইনী অ-বাইনা খাত্বাইয়া-ইয়া কামা বাআত্তা বাইনাল মাশরিক্বি অল মাগরিবি, আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মিনাল খাত্বাইয়া কামা-ইউনাক্কাস সাওবুল আবইয়াযু মিনাদ দানাসি। আল্লাহুম্মাগসিল খাত্বা-ইয়া ইয়াবিলমা-য়ি অস্সালজি অল বারাদি।

[৩]মুসলিম, মুনক্বাতে সনদে; দারাকুৎনী মাওসুল (সংযুক্ত) মূলতঃ হাদীসটি মাওকুফ

[৪]আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতেও অনুরূপ একটি মারফু হাদীস আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তাতে আছে, তাকবীর তাহ্রীমার পর (সানার শেষাংশে) এ অংশটুকুও বলতেন, "সম্যক শ্রোতা ও জ্ঞাতা আল্লাহর সমীপে বিতাড়িত ও ধিকৃত শাইতানের কুমন্ত্রণা ও তার তন্ত্রমন্ত্রের ফুঁকফাক হতে আশ্রয় চাইছি।"

(٢١٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২১৬ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত তাঁর উভয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন –নামায আরম্ভকালে, রুকুতে যাওয়াকালীন তাক্‌বীর বলার সময় আর রুকু হতে মাথা উঠানোর সময়।[১]

وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ.

আবূ হুমাইদ (রাঃ) হতে আবূ দাউদে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন তারপর আল্লাহু আকবার বলতেন।

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ. نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، لَكِنْ قَالَ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রাঃ) হতে মুসলিমে ইবনু উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত; উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীসে আরো আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত তাঁর কানের লতি বরাবর নিয়ে যেতেন।

(٢١٧) وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

২১৭ ঃ ওয়ায়িল ইবনু হুজ্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছিলাম, তিনি তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে তাঁর সিনার (বুকের) উপরে স্থাপন করলেন।[২]

---

[১] বুখারী, মুসলিম।
[২] ইবনু খুযাইমাহ।

(٢١٨) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لاِبْنِ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ: «لاَ تُجْزِىءُ صَلاَةٌ لا يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

وَفِيْ أُخْرَى لأَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟» قُلْنَا نَعَمْ؛ قَالَ: «لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا».

২১৮ ঃ উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার নামায সিদ্ধ হয় না।[১]

ইমাম দারাকুৎনী ও ইমাম ইবনু হিব্বানের সংকলিত হাদীসে আছে, যে নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয় না সে নামায যথেষ্ট নয়।

আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবনু হিব্বানে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা হয়তো ইমামের পেছনে (কুরআন) পড়। আমরা বললাম ঃ হ্যাঁ পড়ি। তিনি বলেন ঃ সূরা ফাতিহা ছাড়া পড়বেনা। কেননা, যে এটা পড়েনা তার নামায সিদ্ধ হয় না।[২]

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ প্রসঙ্গে মতভেদ আছে তা সত্য কিন্তু বিশিষ্ট ইমাম ও মুজতাহিদগণের গভীর ও বিস্তারিত পর্যালোচনার পর এ মাসআলার চিত্রটা নিম্নরূপ দাঁড়িয়েছে উপরোক্ত হাদীসগুলোর প্রমাণের ভিত্তিতে শাফিঈ, মালিকী হাম্বলী এবং হানাফী মাযহাবের মুহাক্কিক আলিম ইমামের পিছনে মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ জরুরী বলে মন্তব্য করেছেন।

(ক) মাওলানা আব্দুল হাই হানাফী লিখিত 'গাইসুল গামাম' নামক কিতাবের ১৫৬ পৃষ্ঠায় আছে, ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর পরবর্তী অভিমত হচ্ছে– সন্দেহ নিরসনমূলক সতর্কতার কারণে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়াটাই উত্তম। আর তাকে মাকরূহ বলাও চলবে না এজন্য যে, ইমামের পিছনে 'কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে' বলে হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ রয়েছে।

(খ) মুহাদ্দিস আতা (রহঃ) (তাবিঈ মৃত্যু ১১৪ হিঃ) বলেন ঃ ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) তাঁদের ১ম মত পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় অভিমতের (মুক্তাদির পক্ষে সূরা ফাতিহা পাঠের প্রয়োজনীয়তার) দিকে ফিরে এসেছেন। (মীযানুল কুবরা ইত্যাদি)

(গ) ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর শিষ্য আবদুল্লাহ্ ইবনু মুবারক (রহঃ) (মৃত্যু ১৮১ হিঃ) বলেন, আমি ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করি এবং (কুফাবাসীদের ছাড়া) লোকেরাও তা পড়ে থাকে। –তিরমিযী ৪২ পৃষ্ঠা।

(ঘ) মুহাদ্দিস বদরুদ্দিন আইনী হানাফী (মৃত্যু ৮৫৫ হিঃ) বলেন ঃ আমাদের অনেক হানাফী ইমাম ও মুজতাহিদ ইমামের পেছনে মুকতাদির সূরা ফাতিহা পাঠ করা সমস্ত নামাযেই উত্তম বলে জানতেন। –উমদাতুল কারী– বুখারীর টীকা।

(ঙ) শাহ আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) (মৃঃ ১১১৬ হিজরী) বলেছেন ঃ সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। –গুনিয়াতুত্ তালিবীন ৭২৩ পৃষ্ঠা।

(চ) শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রহঃ) বলেন ঃ ইমামের কিরআত শোনা গেলে =====

(٢١٩) وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২১৯ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাকার ও উমার (রাঃ) এঁরা সকলেই (সূরা) আলহাম্‌দু দ্বারা নামাযের আরম্ভ করতেন।[১]

زَادَ مُسْلِمٌ: لَا يَذْكُرُونَ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا.

মুসলিমে আরো আছে, কিরআতের প্রথমে বা শেষে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' (প্রকাশ্যভাবে) তাঁরা উল্লেখ করতেন না।

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ: لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

আহমাদ, নাসাঈ ও ইবনু খুযাইমায় আছে, তাঁরা [(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাকার ও উমার (রাঃ)] 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' সশব্দে পড়তেন না।

وَفِي أُخْرَى لِابْنِ خُزَيْمَةَ: «كَانُوا يُسِرُّونَ». وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ النَّفْيُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، خِلَافًا لِمَنْ أَعَلَّهَا.

ইবনু খুযাইমার অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে, "তাঁরা বিস্‌মিল্লাহ্‌ গোপনে মনে মনে পড়তেন।"

এ থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মুসলিমে 'তাঁরা বিস্‌মিল্লাহ্‌'র উল্লেখ করতেন না এর অর্থ হবে তাঁরা সশব্দে পড়তেন না, কিন্তু যিনি এ হাদীসগুলোকে দুর্বল বলেছেন তাঁর কথা আলাদা।[২]

====সাকতা বা আয়াতের মধ্যস্থিত নীরবতার সময় মুক্তাদী সূরা ফাতিহা ক্রমশ পড়ে নেবে। আর ইমামের কিরআত শোনা না গেলে স্বাধীনভাবেই তা পড়বে। হুজ্জাতুল্লাহিল বালীগা।

(ছ) মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী (রহঃ) বলেন ঃ আমি আশা করছি যে, এটাই (মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ) তাঁদের (ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) প্রভৃতির) অভিমত হবে। আর মাকরূহ ও হারাম বলে সাব্যস্ত করণ তাঁদের অনুগামীদের সৃজন মাত্র। –ইমামুল কালাম। তিনি আরো বলেছেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কোন সহীহ্‌ হাদীস নেই যার দ্বারা ইমামের পেছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর যেগুলি নিষেধ করার পক্ষে বর্ণিত হয়েছে; হয় তা ভিত্তিহীন অথবা সহীহ্‌ নয়– যঈফ। তা'লিকুল মুমাজ্জাদ, ১০১পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[১] বুখারী, মুসলিম।
[২] অন্য সহীহ হাদীস হতে এ দুর্বলতার নিরসনও হয়েছে। মিশরীয় ছাপা বুলূগুল মারামের টীকা।

(٢٢٠) وَعَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ «وَلَا الضَّالِّينَ» قَالَ: آمِينَ. وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

(٢٢١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَءُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَوَّبَ وَقْفَهُ.

(٢٢٢) وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ، رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: آمِينَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ ابْنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ.

২২০ ঃ নুআইমুল মুজ্‌মির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-এর পিছনে নামায পড়েছি, তিনি বিস্‌মিল্লাহ্ পড়লেন তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন, তারপর 'অলায্ যাল্লীন্' পর্যন্ত পড়ে 'আমিন' বললেন এবং প্রত্যেক সিজদাহ্ যাওয়াকালে ও সিজদাহ হতে উঠার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। তারপর তিনি সালাম ফেরানোর পর বলতেন ঃ আল্লাহ্‌র ক্বসম আমি তোমাদের মধ্যে নামাযের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্য রক্ষাকারী।[১]

২২১ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সূরা ফাতিহা পাঠের সময় 'বিস্‌মিল্লাহ্' পাঠ করবে। কেননা ওটা তারই একটা আয়াত।[২]

২২২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সূরা ফাতিহা পড়া সমাপ্ত করতেন তখন তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু করতেন ও 'আমীন' বলতেন[৩]।[৪]

[১] নাসাঈ, ইবনু খুযাইমাহ।

[২] দারাকুতনী; হাদীসটির মাওকুফ হওয়াকে তিনি ঠিক বলে মন্তব্য করেছেন।

[৩] দারাকুৎনী, তিনি একে হাসান বলেছেন; হাকিম– একে সহীহ্ বলেছেন। ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী ওয়ায়িল ইবনু হুজর হতে (সশব্দে 'আমীন বলার পক্ষে) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৪] আবূ দাউদের আর একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন উচ্চস্বরে বলেছিলেন। তিনি এর সনদকে সহীহ্ বলেছেন ও ইমাম দারাকুৎনীও হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন– (মিশরীয় ছাপা, বুলূগুল মারাম টীকা ৫৭ পৃঃ)

সশব্দে 'আমীন' বলার প্রমাণ বহু সহীহ্ হাদীসে রয়েছে। আতা (রহঃ) বলেন ঃ আমি দুইশো জন সাহাবী (রাঃ)-কে এমন শব্দযোগে 'আমীন' বলতে শুনেছি যে, তার ফলে মাসজিদে নাববীতে গমগমানী বা প্রতিধ্বনী শোনা যেত।

বাইহাক্বী। শাফিঈ, মালিকী, হাম্বলী মাযহাবের সমস্ত ইমাম ও মুজ্‌তাহিদগণ, বড় পীর শাহ্ আব্দুল ক্বাদির জিলানী (রহঃ) দ্বারা সশব্দে 'আমীন' বলা সমর্থিত ও সমাদৃত হয়েছে। রাওযা, নায়ল, ফাত্‌হুল ক্বাদীর, তা'লীকুল মুমাজ্জাদ, দূর্রে মুখতার গুনিয়া ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

(٢٢٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيْعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ، فَقَالَ: «قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ» الْحَدِيْثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ.

২২৩ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ কোন একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বলল ঃ "আমি কুরআনের কোন অংশ গ্রহণে (আয়ত্ব করতে) সক্ষম নই, তাই আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমার (নামাযের) জন্য যথেষ্ট হয়। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি বল, 'সুব্হানাল্লাহ্' 'আল্হামদু লিল্লাহ্' 'ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার', 'ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীউল আযীম্'– (সংক্ষিপ্ত)।[১]

(٢٢٤) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَاناً، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى، وَيَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২২৪ ঃ আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায পড়াতেন, তিনি যুহর ও আসরের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য দুটি সূরা পড়তেন; কখনও কখনও আমাদের তিনি কোন কোন আয়াত শুনিয়ে পড়তেন আর প্রথম রাকআতকে (অপেক্ষাকৃত) লম্বা করতেন আর শেষের দু'রাক'আতে (কেবল) সূরা ফাতিহা পড়তেন।[২]

---

[১] আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ। ইবনু হিব্বান, দারাকুত্নী ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।
[২] বুখারী, মুসলিম।

(٢٢٥) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ﴿الم تنزيل﴾ السجدة وفي الْأُخْرَيَيْنِ قدر النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَفِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ، عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَالْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২২৫ ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুহর ও আসরের 'ক্বিয়াম'-কে (কিরআতকালীন দাঁড়ানো অবস্থাকে) আন্দাজ করতাম। তাঁর যুহরের প্রথম দু'রাক'আতের ক্বিয়াম 'সাজদাহ' সূরা পাঠের সময়ের পরিমাণ মত, আর শেষের দু'রাক'আতের ক্বিয়ামকে এর অর্ধেক পরিমাণ, আর আসরের প্রথম দু'রাক'আতের ক্বিয়ামকে যুহরের শেষের দু'রাক'আতের ক্বিয়ামের অনুরূপ, আর শেষের দু'রাক'আতের ক্বিয়ামকে এর অর্ধেক মত আন্দাজ করতাম[১]।[২]

(٢٢٦) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ فُلَانٌ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ، وَفِي الصُّبْحِ بِطِوَالِهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَذَا. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

২২৬ ঃ সুলাইমান ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ অমুক সাহাবী (অর্থাৎ আমর ইবনু সালামা মদীনা শরীফের তৎকালীন গভর্নর) যুহরের ফরয নামাযের প্রথম দু'রাক'আতকে লম্বা করতেন ও আসরকে হালকা করতেন এবং মাগরিবের নামাযে কুরআনের ক্বিসারিমুফাস্সাল, ইশা'র নামাযে অসাতি মুফাসসাল ও ফজরের নামাযে ত্বিওয়ালি মুফাস্সালির সূরা পাঠ করতেন। (তা শুনে) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এই বলে মন্তব্য করলেন– এমন কোন ব্যক্তির পিছনে আমি নামায পড়িনি, যাঁর নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সাথে এর থেকে বেশী সাদৃশ্য (বা অনুরূপ) হতে পারে[৩]।[৪]

[১]মুসলিম।
[২]যুহরের শেষের দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরাও পড়তেন বলে প্রমাণিত হচ্ছে।
[৩]নাসাঈ, সহীহ্ সনদে।
[৪]কুরআন মাজীদের প্রথম হতে সূরা হুজরাতের আগের অংশ সম্পূর্ণই তিওয়াল বা দীর্ঘ সূরা বিশিষ্ট। তার পর হতে শেষ পর্যন্ত অংশের সূরাগুলির অপেক্ষাকৃত কলেবর অনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত। তিওয়ালি মুফাস্সাল, অসাতি মুফাস্সাল, ও ক্বিসারি মুফাস্সাল এই তিন নামে যথাক্রমে অভিহিত করা হয়।

(٢٢٧) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২২৭ ঃ জুবাইর ইবনু মুত্ব্ইম (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের নামাযে সূরা 'আততূর' পড়তে শুনেছি।[১]

(٢٢٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (آلم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ، «وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «يُدِيمُ ذَلِكَ».

২২৮ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিন ফজরের নামাযে সূরা 'আলিফ লাম মীম্ তানযিল' সাজদাহ এবং 'হাল্ আতা আলাল ইন্সান' পড়তেন।[২]

ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তাবারানীতে আছে, তিনি ফজরে এই সূরা দুটি বরাবর পড়তেন।

(٢٢٩) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ، وَلَا آيَةُ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

২২৯ ঃ হুযাইফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছিলাম (তাতে দেখলাম), যখনই কিরআতের সময় কোন রাহ্মাতের আয়াত অতিক্রান্ত হচ্ছে তখনই তিনি থেমে যাচ্ছেন ও উক্ত রাহমাত (আল্লাহ্র নিকটে) চাচ্ছেন, আর যখন কোন আযাবের আয়াত অতিক্রান্ত হচ্ছে তখনই তিনি তা থেকে পানাহ্ বা নিরাপত্তা চাচ্ছেন।[৩]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

(٢٣٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৩০ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা এ ব্যাপারে সজাগ হয়ে যাও যে, আমাকে রুকু ও সিজদার অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব তোমরা রুকুতে তোমার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব বর্ণনা কর এবং সিজদায় গিয়ে আল্লাহর নিকটে জোর প্রার্থনা কর, এতে প্রার্থনা কবূল হওয়ার পক্ষে তোমাদের জন্য যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।[১]

(٢٣١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৩১ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে ও সিজদায় (এরূপ) বলতেন ঃ হে আমাদের প্রভু আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসাপূর্ণ পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে ক্ষমা কর।[২]

(٢٣٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِداً، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৩২ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন, 'আল্লাহ্ আক্‌বার' বলতেন। তারপর রুকুতে যাবার সময় 'আল্লাহ্ আকবার' (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলতেন, তারপর সামি আল্লাহুলিমান হামিদাহঃ (আল্লাহ্ তাঁর প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনলেন) বলতেন, যখন তিনি রুকু হতে মাথা উঠাতেন। তারপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন, রব্বানা লাকাল হাম্‌দ (হে আল্লাহ্! তোমার জন্য যাবতীয় প্রশংসা)। তারপর সিজদার জন্য ঝুঁকে পড়ার সময় আল্লাহ্ আকবার বলতেন। তারপর যখন সিজদাহ হতে মাথা উঠাতেন তখন আল্লাহ্ আকবার বলতেন। তারপর সিজদায় যাওয়ার সময় আল্লাহ্ আকবার বলতেন। তারপর যখন সিজদাহ হতে মাথা উঠাতেন তখন আল্লাহ্ আকবার বলতেন। তারপর তিনি তাঁর নামায শেষ করা পর্যন্ত প্রতি রাকআতেই এরূপ করতেন। আর তিনি আল্লাহ্ আকবার বলতেন– যখন দুরাকআতের পর তাশাহহুদ শেষে (তৃতীয় রাকআতের জন্য) দাঁড়াতেন।[৩]

[১] মুসলিম। (সিজদার অবস্থায় যে কোন প্রার্থনা করা বৈধ।)
[২] বুখারী, মুসলিম। উচ্চারণ ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা অবিহাম্‌দিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী।"
[৩] বুখারী, মুসলিম।

(٢٣٣) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ - وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ - اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৩৩ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু হতে মাথা তুলে বলতেন, হে আল্লাহ্! তোমার জন্য আসমান যমীন ভরপুর প্রশংসা আর এর ছাড়া আরো অন্য বস্তু পরিপূর্ণ প্রশংসাও– যা তুমি চাও। তুমি প্রশংসা ও মর্যাদার একমাত্র অধিকারী, এটা বড়ই ন্যায্য কথা যা তোমার বান্দাহ বলল, আমরা তো সব তোমারই দাস। হে আল্লাহ্! তুমি যা দাও তা রুখবার (প্রতিরোধ) কেউ নেই, আর তুমি যা রুখে দাও তা দেবারও কেউ নেই। আর কোন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মর্যাদা তোমার মর্যাদার নিকট তার কোন কাজে আসবে না।[১]

(٢٣٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৩৪ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি সাতটি হাড়ের উপর (ভর করে) সিজদাহ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। (১) কপাল– তিনি তাঁর নাকও ঈশারা করে দেখালেন (২-৩) দু-হাত (৪-৫) দু-হাঁটু ও (৬-৭) দু-পায়ের পাতার (অগ্র ভাগের) উপর।[২]

(٢٣٥) وَعَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى وَسَجَدَ، فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৩৫ ঃ ইবনু বুহাইনাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে সিজদাহ্ করতেন তখন পার্শ্বদেশ হতে তাঁর হাত দুটিকে দূরে রাখতেন ফলে তাঁর বগলদুটির উজ্জ্বলতা প্রকাশ পেতো।[৩]

[১]মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]বুখারী, মুসলিম।

(٢٣٦) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৩৬ ঃ বারা ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি যখন সিজদাহ করবে তখন তোমার দু-হাতের তালু মাটিতে রাখবে ও কনুই দুটি উঠিয়ে রাখবে।[১]

(٢٣٧) وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

২৩৭ ঃ ওয়াইল ইবনু হুজ্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর সময় আঙ্গুলগুলি (হাঁটুর উপর) ফাঁক-ফাঁক করে স্থাপন করতেন, আর যখন সিজদায় যেতেন তখন তাঁর আঙ্গুলগুলোকে মিলিতভাবে রাখতেন।[২]

(٢٣٨) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

২৩৮ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চার জানু আসনে বসে নামায পড়তে দেখেছি[৩]।[৪]

(٢٣٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

২৩৯ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে মাফ কর, আমার প্রতি রাহম কর, আমাকে সু-পথে পরিচালিত কর, আমাকে সুখী কর ও উপজীবিকা দান কর।[৫]

---

[১]মুসলিম।

[২]হাকিম।

[৩]নাসাঈ, ইবনু খুযাইমাহ সহীহ্ বলেছেন।

[৪]রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া হতে পড়ে গিয়ে পায়ে ব্যাথা পেয়েছিলেন; সেই সময়ে তিনি এইভাবে বসে নামায পড়েছেন– সুস্থ অবস্থায় নয়। –সুবুলুস সালাম।

[৫]আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। শব্দগুলো আবূ দাউদের ইমাম হাকিম সহীহ্ বলেছেন।
উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মাগ ফিরলী অয়ার্ হামনী অহ্‌দিনী অ-আফিনী অরযুক্নী।"

(٢٤٠) وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. رواه البخاري.

২৪০ ঃ মালিক ইবনু হুয়াইরিস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছেন যে, বিজোড় রাকআতের সিজদার পর ঠিকভাবে না বসে দাঁড়াতেন না[১]।[২]

(٢٤١) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৪১ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাস যাবৎ রুকুর পর 'কুনূত' পড়েছেন, এতে তিনি আরবের কাফির-মুশরিক সম্প্রদায়ের জন্য বদ্‌দু'আ করেছিলেন; তারপর তিনি তা বন্ধ করেন।[৩]

وَلِأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَزَادَ: فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

আহ্‌মাদ ও দারাকুতনীতে অন্য সনদে কিছু বেশি আছে কিন্তু ফজরের নামাযে তিনি ইহকাল (মৃত্যুর আগ পর্যন্ত) ত্যাগ না করা পর্যন্ত 'কুনূত' পড়া বাদ দেননি।

(٢٤٢) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ عَلَى قَوْمٍ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

২৪২ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে আশীর্বাদ বা বিপক্ষে বদ্‌ দু'আ (অভিসম্পাত) করার জন্য 'কুনূত' পড়তেন[৪]।[৫]

---

[১]বুখারী।

[২]দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকআতের জন্য উঠবার আগে একটু বসাকে 'জালসায়ি ইস্‌ তিরাহাত' বলা হয়। এর জায়িয হওয়াতে কোন মতভেদ নেই; তবে আফযালিয়াত (উত্তম হওয়া) প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে– যদিও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত; হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মূলে এটা অবশ্য পালনীয় হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত।

[৩]বুখারী, মুসলিম।

[৪]কুনূত শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। রুকুর আগের কুনূত ও রুকুর পরের কুনূতের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে; ঐরূপ বিশেষ কোন সময়ের জন্য নির্দিষ্ট কুনূত ও সময়ের সাথে নির্দিষ্ট না করা কুনূতের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। অতএব রুকুর আগের কুনূতের অর্থ হবে কিরআতের জন্য অধিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, আর রুকুর পরের কুনূতের অর্থ দু'আর জন্য অধিক্ষণ দাঁড়ান।

[৫]ইবনু খুযাইমাহ, একে সহীহ্‌ বলেছেন।

(٢٤٣) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.

২৪৩ ঃ সা'দ ইবনু ত্বারিক আল-আশ্‌যাঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে বললাম, হে পিতা! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে এবং আবূ বাকার, উমার, উসমান ও আলী (রাঃ)-এর পিছনে নামায পড়েছেন—তাঁরা কি ফজরের নামাযে কুনূত পড়তেন? তিনি বললেন ঃ হে পুত্র! এটা নতুন ব্যাপার (বিদ্‌'আত)।[১]

(٢٤٤) وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: «وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ». زَادَ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي آخِرِهِ: «وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ».

২৪৪ ঃ হাসান ইবনু আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু সাধু বাক্য শিখিয়েছিলেন যা আমি বিত্‌র নামাযের কুনূতে পড়ে থাকি। (তা নিম্নরূপ)

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাহদিনী ফি-মান হাদাইতা অ আ'-ফিনী ফী-মান আ' ফাইতা অ-তা অল্লানী ফি-মান তা ওয়াল্লাইতা, অবারিক লী ফি-মা আ'ত্বাইতা, অক্বিনী শার্‌রা মা-ক্বাযাইতা; ফাইন্নাকা তাক্বযী অলা ইউক্বযা আলাইকা ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মাঁও ওয়ালাইতা অলা ইয়াইযযু মান্‌ আদাইতা, তাবারাকতা রাব্বানা ওয়াতাআলাইতা; অ সাল্লাল্লাহু আলান্‌ নাবী।[২]

[১]তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।

[২]নাসাঈ, ২৫২ পৃষ্ঠা। যাদুল মা'দ ১ম খণ্ড, ৯২ পৃষ্ঠা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তুমি যাদের হিদায়াত করেছ, তুমি যাদের সুখ-শান্তি দিয়েছ, তাদের মত আমাকে হিদায়াত ও সুখশান্তি দান কর। যাদের তুমি অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ তাদের মত আমারও অভিভাবক হও। যা তুমি আমাকে দান করেছ তাতে বারাকাত দান কর। আমার জন্য যে ফায়সালা (বরাদ্দ) তুমি করেছ তার অমঙ্গল হতে আমাকে রক্ষা কর, বস্তুতঃপক্ষে তুমিই তো ফায়সালা দান করে থাক আর তোমার প্রতি তো কোন ফায়সালা আরোপ করা যায় না। তুমি যাকে ভালবেসেছ সে তো অসম্মানিত হয় না, হে আমাদের প্রভু! তুমি কল্যাণময় ও মহান।[১]

ইমাম তাবারাণী ও ইমাম বাইহাকীর বর্ণনায় আরো আছে, "তুমি যার প্রতি বিরাগী (অসন্তুষ্ট) হও সে সম্মান লাভ করতে পারে না।"

নাসাঈতে অন্য সূত্রে আরো আছে, "আর আল্লাহ্র নাবীর উপর দরূদ নাযিল হোক।"

وَلِلْبَيْهَقِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُوْ بِهِ فِي الْقُنُوتِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ. وَفِيْ سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

বায়হাকীতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দু'আ শিখিয়ে দিতেন, যার দ্বারা আমরা ফজরের কুনূতের সময় দু'আ করতাম। এই হাদীসের সনদে দুর্বলতা আছে[২]।[৩]

---

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ ইবনু মাজাহ।
[২]বাইহাকী।
[৩]বাইহাকীর অন্য সূত্রে বিত্র নামাযেও দু'আ কুনূত পড়ার কথা আছে– সুবুলুস সালাম।

(٢٤٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ». أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ.

وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ ابْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ. فَإِنَّ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا.

(٢٤٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ.

২৪৫ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে সিজদায় যাবে তখন যেন উটের মত না বসে; যেন সে হাঁটু দুটি রাখার আগে তার দু-হাত মাটিতে রাখে।[১]

এ হাদীসটি ওয়ায়িল (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত; হাদীস থেকে মজবুত; উক্ত হাদীসে আছে– আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদার সময় তাঁর দু-হাতের আগে দু-হাঁটু মাটিতে রাখতে দেখেছি।[২]

২৪৬ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাশাহ্হুদের (আত্তাহিয়াতু পড়ার) জন্য বসতেন তখন বাম হাত বাম হাঁটুর উপর ও ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন এবং (আরাবীয় পদ্ধতিতে) তিপান্ন গণনার অবস্থার মত (ডান) হাতের তর্জনী ছাড়া আঙ্গুলগুলিকে গুটিয়ে নিতেন এবং তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন। (অর্থাৎ তাশাহ্হুদের শেষ দিকে ইল্লাল্লাহ্ বলার সময় উক্ত আঙ্গুলকে উপর-নীচ নামা-উঠা করে আল্লাহ্র একত্বের প্রতি ইশারা করতেন)[৩]।[৪]

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ।

[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। কেননা আগে হাত রাখার প্রথম হাদীসটির শাহিদ বা সমর্থক হাদীস ইবনু উমার (রাঃ) হতে রয়েছে। যেটিকে ইমাম ইবনু খুযাইমাহ (রহঃ) সহীহ্ বলে ঘোষণা করেছেন, এবং ইমাম বুখারীও এটাকে মুআল্লাক্ব-মাওকুফরূপে উল্লেখ করেছেন।

[৩]মুসলিম।

[৪]মুসলিমে অন্য রিওয়ায়াতে আছে, আঙ্গুলগুলোকে গুটিয়ে নিয়ে কেবল তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন।

(٢٤٧) وَعَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: اَلْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: «التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

২৪৭ ঃ আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, যখন তোমাদের কেউ নামায পড়বে তখন বলবে ঃ যাবতীয় মৌখিক ও আর্থিক উপাসনা, ইবাদাত-বন্দেগী, আল্লাহ্‌র জন্য– হে নাবী আপনার উপর সালাম, আল্লাহ্‌র করুণা ও বারাকাত অবতীর্ণ হোক, এবং আমাদের উপর ও আল্লাহ্‌র নেক বান্দাহ্‌র উপর সালাম বর্ষিত হোক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোনই উপাস্য (প্রভূ) নেই এবং এই সাক্ষ্যও দিচ্ছি যে– মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাস ও রাসূল। তার পরে যে কোন পছন্দমত দু'আ সে পড়বে।[১]

وَلِلنَّسَائِيِّ: «كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ». وَلِأَحْمَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ.

নাসাঈতে আছে, আমাদের উপর তাশাহহুদ ফরয হওয়ার আগে আমরা উপরোক্ত তাশাহ্‌হুদ পড়তাম।

আহমাদে আছে, বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাশাহ্‌হুদ শিখিয়েছিলেন আর আদেশ করেছিলেন যে, লোকদেরকেও তিনি যেন তা শিখিয়ে দেন।[২]

وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: «اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ» إِلَى آخِرِهِ.

---

[১] বুখারী, মুসলিম; শব্দগুলো বুখারীর।

[২] মুসলিমে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তাশাহ্‌হুদ শিখিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ ছিল– 'সমস্ত মৌখিক বন্দেগী, কল্যাণকর শারীরিক উপাসনা (প্রার্থনা), সমস্ত আর্থিক পুণ্যকার্য মহান আল্লাহ্‌র জন্যই। হে নাবী! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও বারাকাত বর্ষিত হোক, আর আমাদের উপর ও আল্লাহ্‌র নেককার বান্দাদের ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য (প্রভূ) নেই এবং এ সাক্ষ্যও দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল।

(٢٤٨) وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يَدْعُوْ فِي صَلَاتِهِ، وَلَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: عَجِلَ هَذَا، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُوْ بِمَا شَاءَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

২৪৮ ঃ ফুযালা ইবনু উবাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নামায পড়ার সময় শুনলেন যে, সে দু'আ করল বটে কিন্তু হাম্দ (আল্লাহর প্রশংসা) করল না ও দরূদও পড়ল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকটি তাড়াহুড়ো করেছে– অর্থাৎ নামাযকে পূর্ণাঙ্গ করেনি। তারপর তিনি তাকে ডাকলেন ও বললেন, যখন তোমাদের কেউ নামায সমাপ্ত করবে তখন সে প্রথমে আল্লাহ্র হামদ ও সানা পড়বে, তারপর নাবীর ওপর দরূদ পড়বে, তারপর স্বীয় পছন্দমত দু'আ করবে।[1]

[1]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ। ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনু হিব্বান এবং হাকিমসহীহ্ বলেছেন।

(٢٤٩) وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ؟ ثُمَّ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَزَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيهِ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا؟.

২৪৯ ঃ আবূ মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ বাশীর ইবনু সা'দ (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ আমাদেরকে আপনার উপর দরূদ পাঠের আদেশ করেছেন, তবে আমরা কিরূপে আপনার উপর দরূদ পাঠ করব? তিনি একটু নীরব থেকে বললেন ঃ বল–

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ অ-আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিউঁ অ-আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বা-রাক্‌তা আলা ইবরাহীমা ফিল আ-লামীনা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তাঁর আত্মীয়-স্বজনের উপর দরূদ নাযিল কর, যেরূপে ইব্‌রাহীমের উপর দরূদ নাযিল করেছ এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আত্মীয় স্বজনের উপর বারাকাত নাযিল কর, যেরূপে জগতবাসীর মধ্য হতে ইব্‌রাহীমের উপর বারাকাত নাযিল করেছ। বস্তুতঃ তুমি প্রশংসিত-মর্যাদাবান। এবং সালাম (শান্তি) বর্ষণ এইভাবে করবে–যেভাবে তোমরা শিখেছ[১]।[২]

[১]মুসলিম।
[২]ইবনু খুযাইমাতে আরো আছে, 'তবে নামাযে দরূদ পড়তে হলে কিরূপে আপনার উপর দরূদ পড়ব?'

(٢٥٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ.

২৫০ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ তাশাহ্হুদ পড়ে শেষ করবে তখন যেন চারটি বস্তু হতে আল্লাহ্র নিকট এই বলে আশ্রয় ভিক্ষা করে– হে আল্লাহ্! অবশ্যই আমি জাহান্নামের শাস্তি হতে, ক্বরের আযাব হতে, জীবন ও মরণের ফিত্না (বিপর্যয়) হতে এবং মাসীহ্ দাজ্জালের ফিত্নার অনিষ্টসাধন হতে তোমার নিকটে আশ্রয় চাইছি[১]।[২]

(٢٥١) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي! قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৫১ ঃ আবূ বাকার সিদ্দিক্ব (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ঃ আমাকে একটি দু'আ শিখিয়ে দিন– ওটা আমি আমার নামাযে পড়ব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি বল– 'হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার উপর অনেক জুলুম করেছি আর তুমি ব্যতীত পাপ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। কাজেই তুমি স্বীয় ক্ষমাগুণে আমাকে যথাযোগ্যভাবে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর; বস্তুতঃ তুমিই তো ক্ষমাশীল ও দয়াময়।[৩]

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]মুসলিমের অন্য আর একটি হাদীসে আছে, 'যখন শেষ তাশাহ্হুদ পড়া সমাপ্ত করবে' (তারপর উপরোক্ত দু'আটি পড়বে)।

[৩]বুখারী, মুসলিম।

(٢٥٢) وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

২৫২ ঃ ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়েছি। তিনি (নামায সমাপ্তকালে) ডান দিকে 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' এবং বাম দিকেও উনুরূপ 'আস্সালামু আলাইকুম অ-রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলে সালাম ফেরালেন।[১]

(٢٥٣) وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৫৩ ঃ মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের সমাপ্তিতে বলতেন ঃ আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শারীক নেই, তাঁরই রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা এবং তিনি সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। 'হে আল্লাহ্! তুমি যা দেবে তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই এবং তুমি যা হতে বঞ্চিত করবে তা দেয়ারও কেউ নেই, আর তোমার সমীপে ধন-দৌলত ধনীর কোনই উপকারে লাগবে না।[২]

(٢٥٤) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

২৫৪ ঃ সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের শেষে (আল্লাহ্র নিকট এই বলে) আশ্রয় ভিক্ষা করতেন– 'হে আল্লাহ্! আমি কৃপণতা হতে আশ্রয় চাচ্ছি, কাপুরুষতা হতে আশ্রয় চাচ্ছি, লাঞ্ছিত বয়ঃক্রমে পতিত হওয়া হতে পানাহ্ চাচ্ছি, দুনিয়ার ফিত্না হতে ও কবরের আযাব হতেও পানাহ্ চাচ্ছি।[৩]

[১] আবু দাউদ, সহীহ্ সনদে।
[২] বুখারী, মুসলিম।
[৩] বুখারী।

(٢٥٥) وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৫৫ ঃ সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সম্পূর্ণ করতেন তখন তিনবার আস্তাগ্ ফিরুল্লাহ্ বলতেন (আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা চাইছি) আর বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি শান্তির আকর, তোমার নিকট হতেই শান্তি সমাগত হয়। তুমি কল্যাণময়–হে মর্যাদাবান, হে সম্মানিত সম্ভ্রান্ত![1]

(٢٥٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ التَّكْبِيرَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ.

২৫৬ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত (ফরয) নামাযের পরে তেত্রিশবার 'সুব্হানাল্লাহ্' (আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করছি), তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ্ (আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করছি), ও তেত্রিশবার 'আল্লাহ্ আকবার' (আমি আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করছি) বলবে–এটা মোট ৯৯ বার হল। তারপর একশো পূরণ করতে হলে– 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু...., (আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে আর কোন উপাস্য (প্রভু) নাই, তাঁর কোন শরীক নাই, তিনি একক তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, তিনি সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান)। তার পাপগুলি ক্ষমা করা হবে যদিও তা পরিমাণে সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়।[2]

অন্য রিওয়ায়াতে আছে, 'আল্লাহ আকবার' চৌত্রিশ বার (বলে একশো পূরণ করবে)।

[1]মুসলিম।
[2]মুসলিম।

(٢٥٧) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ.

২৫৭ ঃ মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ হে মুআয! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি অবশ্যই প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে এ দু'আটি বলতে ছাড়বে না– "আল্লাহুম্মা আ-ইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা" "হে আল্লাহ্! তোমার ধ্যান, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তোমার উত্তম বন্দেগী করার জন্য আমাকে মদদ (সাহায্য) কর"।[১]

(٢٥٨) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَزَادَ فِيهِ الطَّبَرَانِيُّ: «وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ».

২৫৮ ঃ আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কেউ আয়াতুল কুরসী প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে পাঠ করবে তার জান্নাতে প্রবেশ করার বাধা মাত্র তার মৃত্যুই থাকবে।[২]

তাবারানীতে আরো আছে, "এবং কুলহু আল্লাহু আহাদ।"

(٢٥٩) وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

২৫৯ ঃ মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখছ, ঐভাবে তোমরা নামায আদা কর।[৩]

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ; একটি মজবুত সনদে।
[২]নাসাঈ; ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।
[৩]বুখারী।

(٢٦٠) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، وَإِلَّا فَأَوْمِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

২৬০ ঃ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে যদি তাতে অক্ষম হও তবে বসে নামায পড়বে, যদি তাতেও সক্ষম না হও– তবে কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে পড়বে। যদি তাতে সক্ষম না হও তবে ইশারা ইঙ্গিতেও নামায আদায় করবে[১]।[২]

(٢٦١) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَرِيْضٍ – صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا، – وَقَالَ: «صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيْمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُوْدَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِكَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ، وَلٰكِنْ صَحَّحَ أَبُوْ حَاتِمٍ وَقْفَهُ.

২৬১ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক রুগ্ন ব্যক্তিকে বালিশের উপর (সিজদাহ দিয়ে) নামায পড়তে দেখে ওটাকে টেনে ফেলে দিয়ে বললেন, পারলে সমতল স্থানে নামায পড়বে, অন্যথায় এমনভাবে ইশারা করে নামায পড়বে যেন তোমার সিজদার ইশারা রুকুর ইশারা হতে অপেক্ষাকৃত নীচু হয়।[৩]

কিন্তু ইমাম আবূ হাতিম রিওয়ায়াতটিকে মাওকুফ বলেছেন।

---

[১]বুখারী।

[২]নামায ইচ্ছাকৃতভাবে তরককারীদের (ত্যাগ) প্রসঙ্গে আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের অভিমত ঃ নামাযের ইনকারকারী (আপত্তি) সকল ইমাম ও মুজ্‌তাহিদের মতে কাফির বলে গণ্য হবে; যে ব্যক্তি নামাযকে ইনকার করে না, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে তা তরক করে, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম ইসহাক ও কিছু সংখ্যক শাফিঈ ও মালিকী আলিমের মতে সে কাফির বলে গণ্য হবে; ইমাম মালিক ও শাফিঈর মতে ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগকারী তাওবা না করলে তার উপর কতলের হদ্দ জারী করতে হবে। ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর মতে, নামায তরককারীকে নামায না পড়া পর্যন্ত জেলে আবদ্ধ রাখতে হবে। –মিরআত, নাইল, গুনিয়া ইত্যাদি।

[৩]বাইহাকী, মজবুত সনদে।

পরিচ্ছেদ- ৮

باب سجود السهو وغيره
সাহু-সিজদাহ, তিলাওয়াতের সিজদাহ ইত্যাদি

(٢٦٢) عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.

২৬২ ঃ আবদুল্লাহ ইবনু বুহাইনাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের যুহরের নামায পড়িয়েছিলেন, তাতে তিনি প্রথম দু-রাকআতের পর ভুল করে না বসেই দাঁড়িয়ে যান, ফলে মুকতাদিগণও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যান। যখন তিনি নামায সমাপ্ত করলেন এবং লোকেরা তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষায় রয়েছেন, এমন সময় তিনি বসা অবস্থায় আল্লাহু আকবার বললেন ও সালাম ফিরানোর আগেই দুটি সিজদাহ করলেন তারপর সালাম ফিরালেন।[১]

অন্য আর একটি বর্ণনায় মুসলিমে আছে, প্রত্যেক সাহু-সিজদার জন্য বসা অবস্থায় আল্লাহু আকবার বলতেন ও সিজদাহ করতেন এবং মুকতাদিগণও তাঁর সাথে সিজদাহ করতেন, এ সিজদাহ দুটি হল প্রথম তাশাহহুদে ভুল করে না বসার জন্য।

[১] বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। শব্দগুলো বুখারীর।

(٢٦٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا، أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ ﷺ ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ، قَالَ: بَلَى قَدْ نَسِيتَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «صَلَاةَ الْعَصْرِ».
وَلِأَبِي دَاوُدَ: فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَأَوْمَئُوا أَيْ نَعَمْ. وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، لَكِنْ بِلَفْظِ: «فَقَالُوا». وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ».

২৬৩ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরাহ্নের কোন এক নামায (আসরের ফরয) দু-রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দেন তারপর মাসজিদের সম্মুখস্থ একটি কাঠের নিকটে দাঁড়িয়ে যান ও তাঁর হাত ঐ কাঠের উপরে রাখেন। মুসল্লিদের মধ্যে আবূ বাকার ও উমার (রাঃ)-এর মত বড় বড় সাহাবী রয়েছেন কিন্তু তাঁরা তার সাথে কথা বলতে ভয় করছেন, আর লোকের মধ্যে যাঁরা তাড়াহুড়া করতে অভ্যস্ত তাঁরা বের হয়ে গেছেন। লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলতে আরম্ভ করে ঃ নামায কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে? (এমন সময়) লোকের মধ্যে যাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলইয়াদাইন (লম্বা হাতওয়ালা) বলে সম্বোধন করতেন (নাম খিরবাক ইবনু আমর) তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ভুল করেছেন, না নামায কমানো হয়েছে? তখন তিনি বলেন ঃ আমি ভুল করিনি এবং নামাযও কমানো হয়নি! সাহাবী বললেন ঃ হ্যাঁ আপনি ভুল করেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকআত নামায পড়লেন, তারপর সালাম ফিরালেন, তারপর আল্লাহু আকবার বলে সিজদাহ্ করলেন– পূর্ববর্তী সিজদার অনুরূপ বা তার থেকে কিছু লম্বা। তারপর মাথা উঠালেন ও আল্লাহু আকবার বলেন– তারপর মাথা রাখলেন ও আল্লাহু আকবার বললেন ও পূর্বের মত বা তার থেকে লম্বা সিজদাহ করলেন, তারপর মাথা উঠালেন ও আল্লাহু আকবার বললেন[১]।[২]

[১]বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো বুখারীর।
[২]মুসলিমে আর একটি রিওয়ায়াতে আছে, "ঐটি আসরের নামায ছিল।"
আবূ দাউদে আছে, তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ যুলইয়াদাইন কি ঠিক বলেছেন? লোকেরা ইশারাতে হ্যাঁ বললো।
বুখারী, মুসলিমেও এরূপ আছে, কিন্তু তাতে একবচন শব্দের বদলে বহুবচন শব্দ রয়েছে।
তাঁর অন্য রিওয়ায়াতে আছে, তিনি সাহু-সিজদা করেননি যতক্ষণনা আল্লাহ্ তাকে এ ব্যাপারে একীন (ওয়াকিফহাল) করিয়েছিলেন।

(٢٦٤) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ.

২৬৪ ঃ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের নামায পড়াতে গিয়ে (একদিন) ভুল করলেন। ফলে তিনি দুটি সুহ সিজদাহ করলেন– তারপর তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরালেন।[১]

(٢٦٥) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৬৫ ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি তোমাদের কেউ নামাযে এই বলে সন্দেহ করে যে; সে তিন রাকআত পড়ল না চার রাকআত পড়ল, তবে সে যেন যা সন্দেহজনক তা বাদ দিয়ে তার নিকটে নিশ্চিত যা তার উপর ভিত্তি করে নামায পড়ে।

এবং শেষে সালাম ফেরানোর আগে দুটো সাহু-সিজদাহ করবে। ফলতঃ যদি তার নামায এক রাকআত বেশী হয়ে ৫ রাকআত হয়ে যায় তবে সাহু-সিজদার ফলে তার নামায ৬ রাকআত পূর্ণ হবে (তার দু'রাক'আত বাড়তি নামায নফল নামাযরূপে গণ্য হবে।)

আর যদি নামায পূর্ণ হয়ে থাকে তবে সাহু-সিজদাহ দুটি শাইতানের জন্য নাকে খত দেওয়ার সামিল হবে।[২]

[১]আবূ দাউদ; তিরমিযী এবং তিনি হাসান বলেছেন। ইমাম হাকিমও রিওয়ায়াত করেছেন ও সহীহ্ বলেছেন।
[২]মুসলিম।

(٢٦٦) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي. وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَلْيُتِمَّ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ». وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ.

وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ مَرْفُوعًا: مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

২৬৬ ঃ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন, তাঁর সালাম ফিরানোর পর তাঁকে বলা হল– হে আল্লাহর রাসূল! নামাযে কি কোন কিছু নতুন ব্যবস্থার সংযোগ হয়েছে? তিনি বলেন ঃ তা আবার কি! লোকেরা বলল ঃ আপনি এইরূপে নামায পড়লেন। তারপর তিনি তাঁর দু-পাকে ভাঁজ করে কিবলামুখী হয়ে দুটি সিজদাহ করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন, তারপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন ঃ যদি নামাযে নতুন কিছু ঘোটতো তবে তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিতাম। কোন প্রকার নতুন কিছু ঘটে তবে আমি তোমাদের জানিয়ে দিব। কিন্তু আমিও তোমাদের মত মানুষ, তোমরা যেমন ভুল কর তেমনি আমিও ভুল করি। যখন আমি ভুল করব তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। যদি কেউ তার নামাযে সন্দেহে পড়ে তবে নিশ্চিত যা তাই ধরে নিয়ে নামায পুরো করে তারপর দুটো সাহু-সিজদাহ করবে[১]।[২]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]বুখারীর আর একটি রিওয়ায়াতে আছে, নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে তারপর সাহু-সিজদাহ করবে।

মুসলিমে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি সাহু-সিজদাহ করেছেন। সালাম ফিরার ও কথা বলার পর।

আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার (রাঃ) হতে বর্ণিত; একটি মারফু' রিওয়ায়াতে– আহমাদ, আবূ দাউদ ও নাসাঈতে রয়েছে, "যে ব্যক্তি নামাযে সন্দেহ করবে সে যেন সালামের পর দুটো সিজদাহ করে। –ইবনু খুযাইমাহ সহীহ্ বলেছেন।

(٢٦٧) وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِماً، فَلْيَمْضِ، وَلَا يَعُودُ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِماً فَلْيَجْلِسْ، وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

২৬৭ ঃ মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নামাযে সন্দেহ বশতঃ দু'রাকআতের পর না বসে খাড়া হয়ে যায়, যদি পুরা খাড়া হয়েই যায় তবে বসার দিকে আর ফিরতে হবে না। বরং নামায শেষ করে দুটি সাহু-সিজদাহ করবে। আর যদি ঠিক সোজা হয়ে খাড়া না হয়ে থাকে তবে বসে পড়বে; এর ফলে তাকে কোন সাহু-সিজদাহ করতে হবে না।[১]

(٢٦٨) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

২৬৮ ঃ উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইমামের পিছনের লোকদের জন্য (এককভাবে) কোন সাহু-সিজদাহ নেই, ইমাম ভুল করলে তাঁকে ও মুকতাদির সকলকেই সাহু-সিজদা করতে হবে।[২]

(٢٦٩) وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

২৬৯ ঃ সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক নামাযীর ভুলের জন্য সালাম ফেরানোর পর দুটি সিজদাই যথেষ্ট হবে[৩]।[৪]

[১]আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, দারাকুৎনী; শব্দ দারাকুৎনির দুর্বল সনদে।
[২]বায্যার, বাইহাক্বী-দুর্বল সনদে।
[৩]আবূ দাউদ; ইবনু মাজাহ দুর্বল সনদে।
[৪]মুকতাদির ভুলের জন্য সাহু-সিজদাহ নেই। এটা অনেক আলিমের অভিমত। একাধিক ভুলের জন্য মাত্র দুটি সাহু-সিজদাহ যথেষ্ট। সালাম ফেরানোর আগে সাহু-সিজদাহ করা অধিক যুক্তি-যুক্ত। আবার কেউ কেউ সালামের আগে ও পরে সাহু-সিজদাহ করার উভয় বিধিকেই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য বলেছেন– সুবুলুস সালাম।

(٢٧٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي «إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ» وَ«اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৭০ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে "ইযাস্-সামা-উন্ শাক্কাত" ও "ইক্‌রা বিস্‌মি রাব্বিকা" সূরা দুটিতে সিজদাহ করেছি।[১]

(٢٧١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: (ص) لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

২৭১ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; সূরা "সদ" এর তিলাওয়াতের সিজদাহ (ততটা) জরুরী নয়। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ সূরা পাঠে সিজদাহ করতে দেখেছি।[২]

(٢٧٢) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

২৭২ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা "আন-নাজ্‌ম" এ সিজদাহ করেছিলেন।[৩]

(٢٧٣) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৭৩ ঃ যায়িদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি সূরা "আন্-নাজ্‌ম" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠ করে শুনিয়েছিলাম– তিনি তাতে সিজদাহ করেননি।[৪]

(٢٧٤) وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُولاً مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَزَادَ: «فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَأْهَا». وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

২৭৪ ঃ খালিদ ইবনু মা'দান (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ সূরা "হাজ্ব"-কে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তাতে দুটি সিজদাহ থাকার জন্য[৫]।[৬]

[১]মুসলিম।
[২]বুখারী।
[৩]বুখারী।
[৪]বুখারী, মুসলিম।
[৫]আবূ দাউদ (তাঁর মারাসিল গ্রন্থে)।
[৬]আহমাদ ও তিরমিযীতে উক্‌বা ইবনু আমির (রাঃ) হতে মাওসূলরূপে তাতে আরো আছে, যে ব্যক্তি সিজদাহ দুটি না করবে সে যেন তা (সূরা হাজ্ব) পাঠ না করে। –এর সনদ যঈফ।

(٢٧٥) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

২৭৫ ঃ উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ হে জনগণ, আমরা (কুরআন পাঠের সময়) সিজদার আয়াত অতিক্রম করে থাকি ঐরূপ ক্ষেত্রে যে সিজদাহ করবে সে ঠিক করবে, আর যে সিজদাহ করবে না তার উপরও কোন পাপ পতিত হবে না।[১]

وَفِيهِ: إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ. وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ.

তাতে আরো আছে, আল্লাহ অবশ্যই তিলাওয়াতের সিজদাহকে ফরয করেননি; তবে যদি কেউ তা করতে চায় (তা ঐচ্ছিক হবে)। এটা মুয়াত্তা নামক কিতাবে আছে।

(٢٧٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ لِينٌ.

২৭৬ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কুরআন মাজীদ পাঠ করে শুনাতেন, যখন তিনি সিজদার আয়াত অতিক্রম করতেন তখন আল্লাহু আকবার বলতেন ও সিজদাহ করতেন, আর আমরাও তাঁর সাথে সিজদাহ করতাম।[২]

(٢٧٧) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا لِلّٰهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

২৭৭ ঃ আবূ বাকরহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যখন কোন্ খুশীর খবর পৌছতো তখন তিনি আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে সিজদায় পরে যেতেন।[৩]

---

[১]বুখারী।
[২]আবূ দাউদ কিছুটা দুর্বল সনদে।
[৩]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু মাজাহ।

(٢٧٨) وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: سجد النبي ﷺ فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني، فبشرني، فسجدت لله شكراً. رواه أحمد، وصححه الحاكم.

২৭৮ ঃ আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদাহ করেছিলেন এবং তা দীর্ঘ করেছিলেন– তারপর তাঁর মাথা উঠিয়ে বলেছিলেন, আমার নিকট জিবরাঈল (আঃ) এসেছিলেন ও আমাকে শুভ সংবাদ দান করেছিলেন, ফলে আমি আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিজদাহ্ করলাম।[১]

(٢٧٩) وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ بعث علياً إلى اليمن، فذكر الحديث. قال: فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله ﷺ الكتاب خر ساجداً، شكراً لله على ذلك. رواه البيهقي، وأصله في البخاري.

২৭৯ ঃ বারা ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রাঃ)-কে ইয়ামান প্রদেশে পাঠিয়েছিলেন। (ঘটনাটি একটি হাদীসে রয়েছে) আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পত্র দিয়ে ইয়ামানবাসীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সংবাদ জানিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত পত্র পড়ার পর আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সিজদায় পরে গেলেন। বাইহাকী, এর মূল বক্তব্য বুখারীতে রয়েছে।

[১] আহমাদ। হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।

৯ম পরিচ্ছেদ

باب صلاة التطوع

নফল নামাযের অধ্যায় (যা ফরজ নয় এমন সব নামায)

(٢٨٠) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَلْ»، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذٰلِكَ؟» فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৮০ ঃ রাবিয়াহ্ ইবনু কা'ব আসলামী (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ (আমার নিকট) তুমি (কিছু) চাও, উত্তরে আমি বললাম ঃ আমি চাইছি– "আপনার সাহচর্য্য জান্নাতে।" তিনি বলেন ঃ এর ছাড়া আরো কিছু? আমি বললাম ঃ এটিই। তখন তিনি বললেন ঃ তবে তুমি বেশি সিজদাহ্ দ্বারা (বেশি নফল নামায পড়ে) এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর।[১]

(٢٨١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِيْ بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِيْ بَيْتِهِ.

২৮১ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশ রাকআত (নফল নামায) এর কথা স্মরণে রেখেছি। তা হচ্ছে যুহরের ফরযের আগে দু-রাকআত, তারপরে দু-রাকআত, আর মাগরিবের পরে বাড়ীতে দু-রাকআত, ঈশার পরে বাড়ীতে দু-রাক'আত, আর দু-রাক'আত ফজরের আগে।[২]

উভয়েরই অন্য আর একটি রিওয়ায়াতে আছে, "আর দু'রাকআত জুমু'আর পর বাড়ীতে।"

وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

মুসলিমে আছে, ফজর হয়ে গেলে কেবল হালকা দু'রাক'আত (সুন্নাত) নামাযই তিনি পড়তেন।

---

[১]মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।

(٢٨٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

২৮২ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামাযের আগে চার রাকআত এবং ফজরের নামাযের আগে দু'রাক'আত সুন্নাত নামায পড়া বাদ দিতেন না।[১]

(٢٨٣) وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُداً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

২৮৩ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের আগের দু'রাক'আত সুন্নাত নামাযের চেয়ে আর কোন নফল নামাযের এত বেশী গুরুত্ব দিতেন না।[২] [৩]

(٢٨٤) وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: «تَطَوُّعاً».

২৮৪ ঃ উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবিবাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রে বারো রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়বে তার বদলে তার জন্য জান্নাতে একখানা অট্টালিকা নির্মিত হবে।[৪]

অন্য রিওয়ায়াতে ঐ বারো রাকআতকে "নফল নামায" বলে বর্ণিত; হয়েছে।

وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ وَزَادَ: أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

তিরমিযীতে ঐরূপই আছে, তবে তাতে নিম্ন বর্ণিত; তাফসীলটি রয়েছে– যুহরের আগে চার রাকআত ও পরে দু'রাক'আত, মাগরিবের পরে দু'রাক'আত, এশার পরে দু'রাক'আত, ফজরের আগে দু'রাক'আত।

وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ».

উম্মু হাবিবাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যুহরের ফরযের আগে চার রাকআত ও পরে চার রাকআত (সুন্নাত নামায)-এর প্রতি যত্নবান থাকে তার উপর জাহান্নাম হারাম হয়ে যায়– আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।

---

[১]বুখারী।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]তবে মুসলিমে আছে, ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) নামায দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুর চেয়ে উত্তম।
[৪]মুসলিম।

(٢٨٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَصَحَّحَهُ.

২৮৫ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির উপর রাহম করুন যে আসরের (ফরয) নামাযের আগে চার রাকআত (নফল নামায) পড়ে থাকে।[১]

(٢٨٦) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

২৮৬ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মাগরিবের আগে (নফল) নামায পড়, মাগরিবের আগে (নফল) নামায পড়। অতঃপর আবশ্যিক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি তৃতীয় দফায় বললেন ঃ যে ব্যক্তি এটা পড়তে ইচ্ছে করবে[২]।[৩]

وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ.

ইবনু হিব্বানের একটি রিওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের আগে দু'রাক'আত নফল নামায পড়েছিলেন।

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرَانَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا.

মুসলিমে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; আমরা দু'রাক'আত (নফল) নামায সূর্য ডোবার পর পড়তাম আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তা দেখতেন এবং তা পড়ার জন্য আমাদেরকে না হুকুম করতেন, আর না নিষেধ করতেন।

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী– তিরমিযী একে হাসানও বলেছেন, ইবনু খুযাইমাহ সহীহ্ বলেছেন।

[২]বুখারী।

[৩]এখানে মাগরিবের আগে অর্থ– সূর্যাস্তের পরে ও মাগরিবের ফরয নামায পড়বার আগে।

(٢٨٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

২৮৭ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের (ফরয) নামাযের আগের (সুন্নাত) দু'রাক'আতকে এমন হালকা করে পড়তেন যাতে আমার মনে প্রশ্ন জাগতো তিনি কি এতে সূরা ফাতিহা পড়লেন?[১]

(٢٨٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» وَ «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৮৮ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত নামাযে "কূল ইয়া আইয়ুহাল্ কাফিরূণ" ও "কূল হু-আল্লাহু আহাদ" পড়তেন।[২]

(٢٨٩) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

২৮৯ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) নামায পড়ার পর ডান কাতে শুতেন।[৩]

(٢٩٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

২৯০ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ফজরের ফরয নামাযের আগে দু'রাক'আত (সুন্নাত) নামায পড়বে সে যেন ডান কাতে শয়ন করে।[৪]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]মুসলিম।
[৩]বুখারী।
[৪]আহমাদ, আবূ দাউদ; তিরমিযী– তিনি একে সহীহ্ বলেছেন।

(٢٩١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِلْخَمْسَةِ - وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ - بِلَفْظِ «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى». وَقَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا خَطَأٌ.

২৯১ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাতের নফল নামায দু-দু রাকআত করে (পড়তে হয়)। যদি কেউ সকাল হয়ে যাবার আশঙ্কা করে তবে তখন সে মাত্র এক রাকআত নামায পড়বে, যা তার পূর্ববর্তী নামাযকে বিজোড় করে দেবে।[১]
এবং আবূ দাঊদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ-এর বর্ণিত হাদীসের শব্দগুলো এইরূপ- "রাতের ও দিনের নামায দু-রাকআত করে। ইমাম ইবনু হিব্বান এর সনদকে সহীহ্ বলেছেন এবং ইমাম নাসাঈ রিওয়ায়াতটিতে ভুল আছে বলেছেন (অর্থাৎ দিনের কথাটি ভুলক্রমে কোন রাবী দ্বারা সন্নিবেশিত হয়েছে); (তবে হাদীসটি কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে সহীহ্ বলে সাব্যস্ত হয়েছে)।

(٢٩٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

২৯২ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফরয নামায ছাড়া নফল নামাযের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম নামায হচ্ছে- রাতের নামায।[২]

(٢٩٣) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ.

২৯৩ ঃ আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত; বিতর নামায পড়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী। যদি কেউ পাঁচ রাকআত বিতর নামায পড়া পছন্দ মনে করে, সে তাই পড়বে; আর যে তিন রাকআত বিতর পড়া পছন্দ মনে করবে সেও তাই পড়বে; আর যে এক রাকআত বিতর পড়া পছন্দ মনে করবে সেও তাই পড়বে।[৩]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]মুসলিম।
[৩]আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। আর ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন; ইমাম নাসাঈ-এর সনদের মাওকুফ হওয়াকেই অপেক্ষাকৃত বেশি যুক্তি যুক্ত বলেছেন।

(٢٩٤) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

২৯৪ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন ঃ বিতর নামায ফরয নামাযের মত জরুরী নয়, বরং এটা একটি তরিকা, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবর্তন করেছেন।[১]

(٢٩٥) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنَ الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ، وَقَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.

২৯৫ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযানে ক্বিয়াম বা রাতের নামায জামাআত করে (তিন দিন পর পর) সম্পাদন করলেন। তারপর (চতুর্থ) রাতে লোকেরা তাঁর অপেক্ষায় থাকলেন; কিন্তু তিনি আর মাসজিদে এলেন না। তিনি বলেন ঃ আমি রাতের এই বিতর (নফল নামায) তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাবার আশঙ্কা করছি।[২]

(٢٩٦) وَعَنْ خَارِجَةَ ابْنِ حُذَافَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ»، قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْوِتْرُ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

২৯৬ ঃ খারিজা ইবনু হুযাফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ একটি নামায দান করে তোমাদেরকে একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন। তা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম। আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেটা কি? তিনি বলেন ঃ 'বিতর নামায', যা পড়া হয় এশা নামাযের পর হতে ফজরের সময় হওয়ার আগ পর্যন্ত।[৩]

وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ.

ইমাম আহ্‌মাদ আম্‌র ইবনু শুয়াইব তিনি তাঁর পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা হতে এ মর্মে আরো হাদীস বর্ণনা করেছেন।

---

[১] নাসাঈ, তিরমিযী– তিনি হাসান বলেছেন এবং হাকিম সহীহ বলেছেন।
[২] ইবনু হিব্বান।
[৩] আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু মাজাহ। ইমাম হাকিম একে সহীহ্‌ বলেছেন।

(٢٩٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ لَيِّنٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ أَحْمَدَ.

২৯৭ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিতর নামায জরুরী বা অবধারিত অতএব যে তা না পড়বে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (অর্থাৎ আমাদের অনুসারী নয়)[১]।[২]

(٢٩٨) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ.

২৯৮ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযানে বা অন্য সময়ে এগারো রাকআতের বেশি (নফল) নামায পড়তেন না। (তারাবীহ্ বা তাহাজ্জুদ যাই হোক না কেন)। তিনি চার রাক'আত নামায যেমন উত্তমরূপে পড়তেন তুমি তার সৌন্দর্য ও প্রসারতা সম্বন্ধে আমাকে আর জিজ্ঞেস করনা। তারপর আর চার রাকআত যেমন ভাবে পড়তেন তারও সৌন্দর্য ও সুদীর্ঘতা সম্বন্ধে আমাকে আর জিজ্ঞেস কর না। তারপর তিন রাকআত (বিতর) পড়তেন।

আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতর নামায পড়বার আগে ঘুমিয়ে যান? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ হে আয়িশা! আমার চোখ দুটি ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না (জেগেই থাকে)[৩]।[৪]

[১]আবূ দাউদ দুর্বল সনদে; ইমাম হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।

[২]আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) কর্তৃক যে দুর্বল রিওয়ায়াতটি রয়েছে সেটি উপরোক্ত হাদীসের মর্মানুরূপ বা শাহিদ।

[৩]বুখারী, মুসলিম।

[৪]উক্ত কিতাব দুটির উক্ত রাবীর বর্ণিত অন্য আর একটি হাদীসে আছে, তিনি রাতে ১০ রাক'আত (নফল) নামায পড়তেন, আর ১ রাক'আত বিতর পড়তেন, তারপর ফজরের সুন্নাত দু'রাক'আত পড়তেন, ফলে এইরূপে তিনি মোট ১৩ রাক'আত নফল নামায পড়তেন।

(٢٩٩) وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا.

২৯৯ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামায ১৩ রাকআত পড়তেন। তার মধ্যে ৫ রাকআত বিতর নামায পড়তেন এবং তাতে একটি মাত্র বৈঠক শেষ রাকআতে গিয়ে করতেন।[১]

(٣٠٠) وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

৩০০ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায পড়ার পর হতে রাতের সমস্ত অংশেই তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন, তাঁর তাহাজ্জুদ নামাযের সর্বশেষ সময় ছিল সাহার বা ফজর হওয়া পর্যন্ত।[২]

(٣٠١) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ. فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩০১ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র ইব্নুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে আব্দুল্লাহ! তুমি উমুক ব্যক্তির মত হয়ো না, সে রাতে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তো, পরে তা ছেড়ে দিয়েছে[৩]।[৪]

(٣٠٢) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ! فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

৩০২ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আহ্লে কুরআন (কুরআন মান্যকারী ব্যক্তিগণ)! তোমরা বিতর নামায পড়। কেননা আল্লাহ্ বিতর বা জোড় শুন্য তাই তিনি বিজোড় (বিতর) নামায ভালবাসেন।[৫]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]বুখারী, মুসলিম
[৪]এ হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে-তাহাজ্জুদ নফল নামায ও পুণ্যের কাজ। যথারীতি সম্পাদন করতে থাকার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে– অনুবাদক।
[৫]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ –ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন।

(٣٠٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩০৩ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তোমাদের রাতের নামাযের শেষ নামায কর 'বিতর' নামাযকে।[১]

(٣٠٤) وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلاَثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৩০৪ ঃ ত্বলক ইবনু আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি এক রাতে দু'দফা বিতর নামায নাই (এক রাতে দু'দফা বিতর নামায পড়া যায় না।)।[২]

(٣٠٥) وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُوتِرُ «بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» وَ«قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» وَ«قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ.

৩০৫ ঃ উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর নামাযে– "সাব্বি হিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা" ও "কুল ইয়া-আইয়ু হাল কাফিরূণ" এবং "কুল হু অল্লাহু আহাদ" (সূরা তিনটি পড়তেন।)[৩]

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، وَفِيهِ: كُلُّ سُورَةٍ فِي رَكْعَةٍ، وَفِي الْأَخِيرَةِ «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» وَ«الْمُعَوِّذَتَيْنِ».

আয়িশা (রাঃ) হতে এইরূপই আবূ দাউদ ও তিরমিযীতেও আছে। তাতে একথাও রয়েছে যে, প্রত্যেক রাকআতে ১টি করে সূরা পড়তেন। অবশেষে সূরা "কুল হু অল্লাহু আহাদ" ও সূরা "ফালাক্ব" ও "নাস" পড়তেন।

(٣٠٦) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلِابْنِ حِبَّانَ: مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ، فَلاَ وِتْرَ لَهُ.

৩০৬ ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সকাল হবার আগেই বিতর নামায পড়[৪]।[৫]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]ইমাম আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ। ইমাম ইব্‌নু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।
[৩]আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিনি (নাসাঈ) তাঁর রিওয়ায়াতে বলেছেন ঃ কেবল শেষ রাকআতেই সালাম ফিরাতেন।
[৪]মুসলিম।
[৫]ইবনু হিব্বানে রয়েছে, যে ব্যক্তি সকাল করে ফেললো তবু বিতর নামায পড়লো না, তার বিতর নামায নাই।

(٣٠٧) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

৩০৭ ঃ উক্ত সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিতর নামায না পড়েই শুয়ে গেল বা পড়তে ভুলে গেল সে যেন সকাল হলে বা মনে পড়লে তা পড়ে নেয়।[১]

(٣٠٨) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩০৮ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি শেষ রাতে জাগ্রত হতে না পারার আশঙ্কা করবে সে যেন রাতের প্রথমাংশেই বিতর নামায পড়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার ভরসা রাখবে, সে শেষ রাতেই তা পড়বে। কেননা শেষ রাতের নামায (রাতের ও দিনের কর্তব্যরত ফেরেশ্‌তার উভয় দল দ্বারা) আল্লাহর দরবারে উপস্থাপিত হয়ে থাকে এবং এটা উত্তমও।[২]

(٣٠٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ ذَهَبَ وَقْتُ كُلِّ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَالْوِتْرِ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৩০৯ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফজর হয়ে গেলে রাতের নামাযের (বিতরের রাতের নফল নামাযের) সময় শেষ হয়ে যায়। অতএব তোমরা ফজর হওয়ার আগেই বিতর নামায পড়ে নিবে।[৩]

---

[১]আবূ দাঊদ, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু মাজাহ।
[২]মুসলিম।
[৩]তিরমিযী।

(٣١٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعاً، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ.

وَلَهُ عَنْهَا: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا.

৩১০ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশ্তের নামায[১] চার রাকআত পড়তেন এবং আল্লাহ্র মর্জি হলে কিছু বেশীও পড়তেন।[২]

উক্ত হাদীসের রাবী আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি যুহা বা চাশ্তের নামায পড়তেন? তিনি বলেন ঃ না; তবে তিনি কোন সফর হতে বাড়ী ফিরলে তা পড়তেন– মুসলিম[৩]।[৪]

(٣١١) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «**صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ**». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৩১১ ঃ যায়িদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্র প্রতি অনুরাগী ব্যক্তিদের নফল নামায তখন (পড়া হয়) যখন বাচ্চা উটের পা গরম বালুতে দগ্ধ হয়।[৫]

(٣١٢) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ**». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاسْتَغْرَبَهُ.

৩১২ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি বার রাকআত চাশ্তের নামায পড়বে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একখানা অট্টালিকা নির্মাণ করবেন।[৬]

(٣١٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتِي، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

৩১৩ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করে চাশ্তের ৮ রাকআত নামায পড়েছিলেন।[৭]

---

[১] দিনের প্রথম ভাগে সূর্যের কিরণ প্রখর হয়ে উঠার সময়কে চাশ্তের সময় বলে।

[২] মুসলিম।

[৩] নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে, চাশ্তের নামায মুস্তাহাব সহীহ্ হাদীস হতে চার রাকআত ও দু'রাক'আত সাব্যস্ত হয়েছে– সুবুলুস সালাম।

[৪] উক্ত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাশ্তের নামায পড়তে দেখিনি। অবশ্য আমি তা পড়ে থাকি–মুসলিম।

[৫] তিরমিযী।

[৬] তিরমিযী। তিনি হাদীসটিকে গরীব (একক সনদ বিশিষ্ট) বলেছেন।

[৭] ইবনু হিব্বান, তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে রিওয়ায়াত করেছেন।

১০ম পরিচ্ছেদ

باب صلاة الجماعة والإمامة

জামা'আতে নামায সম্পাদন ও ইমামতি

(٣١٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا» وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ: «دَرَجَةً».

৩১৪ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জামা'আতের সাথে সম্পাদিত নামায, একাকী নামায পড়া থেকে মর্যাদায় ২৭ গুণ বেশী উত্তম[১]।[২]

(٣١٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৩১৫ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কৃসম, আমার ইরাদা হচ্ছে যে, "জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে হুকুম দিই এবং তা জমা হবার পর নামাযের (প্রস্তুতির) জন্য আদেশ করি। তারপর নামাযের জন্য আযান দেয়া হোক। তারপর কোন ব্যক্তিকে লোকেদের ইমামতি করতে আদেশ দিয়ে মাসজিদ ছেড়ে ঐ সব লোকেদের নিকট যাই যারা (জামা'আতে) নামায পড়ার জন্য (মাসজিদে) উপস্থিত হয় না। উপরন্তু তারা তাদের ঘরেই থাকে আর আমি তাদের ঘরগুলিকে জ্বালিয়ে দেই।" আল্লাহ্র কৃসম, যদি তারা একথা জানতে পারত যে, মাসজিদে গোস্তের একখানা মোটা হাড় বা দুখানা ভালো ক্ষুর পাবে, তবে নিশ্চয়ই তারা এশার নামাযের জন্যে (জামা'আতে) হাজির হতো।[৩]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত; "২৫ গুণ বেশি উত্তম।" আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বুখারীতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত; কিন্তু তাতে হিস্সা-এর স্থলে দরজা শব্দ আছে।

[৩]বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলি বুখারীর।

(٣١٦) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩১৬ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সর্বাপেক্ষা ভারী নামায হচ্ছে মুনাফিক্বদের জন্য এশা ও ফজরের নামায। যদি তারা অবগত থাকত যে, উক্ত নামাযের মধ্যে কি (কল্যাণ) রয়েছে তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামা'আতে হাজির হতো।[১]

(٣١٧) وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩১৭ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; একজন অন্ধলোক (উমার ইবনু উম্মি মাক্তুম রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এলেন ও বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! মাসজিদে নিয়ে যাওয়ার মত আমার কোন লোক নেই। এটা শুনে তিনি তাকে (জামা'আতে হাজির হওয়া হতে) অব্যাহতি দিলেন। যখন লোকটি ফিরে গেল তখন তাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও? লোকটি বললেন ঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "তবে তুমি আযানে সাড়া দাও।" (অর্থাৎ আযানের ডাকে জামা'আতে হাজির হও)।[২]

(٣١٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ.

৩১৮ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আযান শুনার পরও যে (জামা'আতে) হাজির হয় না তার নামায (শুদ্ধ) হয় না, তবে যদি ওযর (শারিআত সম্মত কোন কারণ) থাকে তা আলাদা ব্যাপার হবে।[৩]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]মুসলিম।
[৩]ইবনু মাজাহ, দারাকুৎনী, ইবনু হিব্বান ও হাকিম; এর সনদ মুসলিমের সনদের শর্তানুযায়ী। কিন্তু মুহাদ্দিসীনদের কেউ কেউ 'মাউকূফ' হাদীস বলেছেন।

(٣١٩) وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا، تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا»؟ قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

৩১৯ ঃ ইয়াজিদ্ ইবনু আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামায পড়েছিলেন। যখন তিনি নামায শেষ করলেন তখন দেখলেন যে, দুটি লোক (জামা'আতে) নামায পড়েনি। তাদেরকে তিনি ডাকলেন। ফলে ঐ দু'জনকে যখন তাঁর নিকটে নিয়ে আসা হল তাদের বাহুদ্বয়ের মাংসপেশী (ভয়ে) কাঁপছিল। তারপর তাদের তিনি বললেন ঃ আমাদের সাথে জামা'আতে নামায পড়তে তোমাদেরকে কিসে বাঁধা দিল? তারা বলল ঃ আমরা আমাদের বাসায় নামায আ'দা করেছিলাম। তিনি তাদের বলেন ঃ এরূপ করবে না। যখন তোমরা বাড়ীতে নামায পড়ার পর (মাসজিদে এসে) ইমামকে নামায সমাধা করার আগেই পাবে তখন তোমরা তার সাথেও নামায পড়বে। এ নামায তোমার জন্য নফল বলে গণ্য হবে।[১]

[১]আহমাদ, এগুলো তারই শব্দ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ। তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।

(٣٢٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» فَقُولُوا: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعِينَ».

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

৩২০ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অনুসরণ করার জন্যই ইমাম মুকার্রার (নিয়োজিত) করা হয়। ফলে তিনি তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলবে, আর ইমাম সাহেব যতক্ষণ না তাকবীর বলেন তোমরা তা বলবে না। আর যখন তিনি রুকু করবেন তখন তোমরাও রুকু করবে। তিনি রুকু না করা পর্যন্ত তোমরা রুকুতে যাবে না। আর যখন তিনি "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" (তাঁর প্রশংসা যে করলো তিনি তা শুনলেন) বলেন, তখন তোমরা "রাব্বানা লাকাল হামদ্" (হে প্রভু! তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা) বলবে। আর তিনি যখন সিজদাহ্ করবেন তখন তোমরা সিজদাহ্ করবে। আর সিজদায় তোমরা ততক্ষণে যাবে না, যতক্ষণ না তিনি সিজদায় যান। যখন তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়েন তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়। আর যখন তিনি বসে নামায পড়েন তখন তোমরা সকলেই বসে নামায পড়[1]।[2]

[1]আবূ দাউদ; এটা তাঁরই শব্দ। এই হাদীসের মূল বিষয় বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে।

[2]ইমামের আগে বা সাথে যে রুকু সিজদা করে বা মাথা উঠায় তার নামায শুদ্ধ হয় না– সুবুলুস সালাম মিশরী ছাপা-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

(٣٢١) وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى فِيْ أَصْحَابِهِ تَأَخُّراً، فَقَالَ «تَقَدَّمُوْا، فَائْتَمُّوا بِيْ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩২১ ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিশিষ্ট সাহাবীদের কাছ থেকে দূরে দাঁড়াতে দেখে বলেন ঃ তোমরা (আমার কাছাকাছি) এগিয়ে এস এবং তোমরা আমাকে অনুসরণ কর আর তোমাদের অনুসরণ করবে যারা তোমাদের পিছনে থাকবে।[১]

(٣٢٢) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: اِحْتَجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُجْرَةً مُخَصَّفَةً، فَصَلَّى فِيْهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوْا يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ، اَلْحَدِيْثَ. وَفِيْهِ: «أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ، إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩২২ ঃ যায়িদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদুর দিয়ে একটি কুটির বানিয়েছিলেন আর তাতেই তিনি (নফল) নামায পড়তে লাগলেন। ফলে কিছু লোক (টের পেয়ে নফল নামাযেও) তাঁরই নামাযের অনুসরণ করতে লাগেন। (এটি একটি বড় হাদীসের অংশ বিশেষ– তাতে আছে) ফরয নামায ছাড়া অন্য সব নামায বাড়ীতে পড়া উত্তম।[২]

(٣٢٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَتُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ «بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا» وَ«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» وَ«اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ» «وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৩২৩ ঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; সাহাবী মুআয্ (রাঃ) তাঁর অধীনস্থ লোকদের নিয়ে এশা নামায পড়ালেন এবং ঐ নামায তাদের পক্ষে খুব দীর্ঘ করে ফেললেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (এটা জানতে পেরে) তাঁকে বললেন ঃ কি মুআয্! তুমি কি লোকদেরকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলতে চাও? যখন তুমি লোকদের ইমামতী করবে তখন অশ্‌শাম্‌সি অয্‌যুহাহা; সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা; ইক্‌রা বিসমি রাব্বিকা ও অল্লাইলি ইজা ইয়াগ্‌ শা-(এর অনুরূপ) সূরা পড়বে।[৩]

[১] মুসলিম।
[২] বুখারী, মুসলিম।
[৩] বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো মুসলিমের।

(٣٢٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، فِيْ قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَهُوَ مَرِيضٌ، قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ جَالِساً، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِماً، يَقْتَدِيْ أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِيْ بَكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩২৪ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুগ্ন অবস্থায় লোকদের নামায পড়ানোর ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আবূ বাকারের (রাঃ) বাম দিকে বসে গেলেন ও বসে বসেই লোকদের নামায পড়াতে লাগলেন আর আবূ বাকার দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইক্তিদা (অনুসরণ) করতে লাগলেন আর লোকেরা আবূ বাকারের (রাঃ) ইক্তিদা (অনুসরণ) করতে লাগল।[১]

(٣٢٥) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩২৫ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ লোকদের ইমামতী করবে তখন যেন নামায হালকা করে। কেননা তাদের মধ্যে ছোট, বড়, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোকও থেকে থাকে, আর যখন একাকী পড়বে তখন যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ পড়বে।[২]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।

(٣٢٦) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَقًّا، قَالَ: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، قَالَ: فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

৩২৬ ঃ আম্‌র ইবনু সালিমাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ তাঁর পিতা সালিমাহ বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে সত্য সত্যই এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন নামাযের সময় হবে তখন তোমাদের কেউ আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বেশি কুরআন জানে সে তোমাদের ইমামতী করবে।

রাবী আম্‌র বলেন ঃ লোকেরা দেখল কিন্তু আমার থেকে বেশি কুরআন পড়া লোক খুঁজে পেল না। তখন আমাকেই ইমামতী করার জন্য আগে বাড়িয়ে দিল। আমি তখন মাত্র ছয় কি সাত বছরের বালক মাত্র।[১]

(٣٢٧) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا - وَفِي رِوَايَةٍ «سِنًّا» - وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ، إِلَّا بِإِذْنِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩২৭ ঃ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন সম্প্রদায়ে তাদের মধ্যে সর্বাধিক কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি (নামাযে) ইমামতী করবে। যদি তারা সবাই কুরআন পাঠে সমতুল্য হয় তবে যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত বা তরীকা বেশি অবগত; সুন্নাতে সমতুল্য হলে যে হিজরাতে অগ্রগামী হবে, হিজরাতে সমতুল্য হলে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী ব্যক্তি, অন্য রিওয়ায়াতে সিলমান এর স্থানে সিন্নান্ আছে, যার অর্থ হবে বয়সে বড়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ কেউ যেন কোন ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন স্থানে তার বিনা অনুমতিতে ইমামতী না করে ও তার (কোন ব্যক্তির) বিছানা বা আসনে তাঁর অনুমতি ছাড়া না বসে।[২]

---

[১]বুখারী, আবূ দাউদ, নাসাঈ।
[২]মুসলিম।

(٣٢٨) وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «وَلاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً، وَلاَ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِراً، وَلاَ فَاجِرٌ مُؤْمِناً»، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ.

৩২৮ ঃ ইবনু মাজায় জাবির (রাঃ)-এর বর্ণিত; হাদীসে আছে, কোন স্ত্রীলোক যেন পুরুষের এবং কোন গ্রাম্য মূর্খ লোক কোন মুহাজির ব্যক্তির এবং কোন বদকার (দুরাচারী) মু'মিনের ইমামতী না করে। এর সনদ খুব দুর্বল।

(٣٢٩) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৩২৯ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কাতারগুলিকে খুব ভালভাবে জমিয়ে (ফাঁকশুন্য করে) নাও। এবং এক কাতারকে অন্য কাতারের কাছাকাছি কর এবং কাঁধগুলোকে সোজা ও বরাবর রাখ[১]।[২]

(٣٣٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৩০ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পুরুষদের উত্তম কাতার হচ্ছে প্রথম কাতার, আর মন্দ কাতার হচ্ছে পেছনের কাতার এবং মেয়েদের সর্বোত্তম কাতার পিছনেরটি আর মন্দ হচ্ছে প্রথমটি।[৩]

(٣٣١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৩১ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি কোন এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়ছিলাম। আমি তাঁর বাম পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথা পিছন হতে ধরে আমাকে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করালেন।[৪]

[১]আবূ দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।
[২]এই হাদীস অনুযায়ী দু'মুসল্লির মধ্যে কোন ফাঁক রেখে দাঁড়ান চলবে না। এতে বলা হয়েছে এক ইটকে অন্য ইটের সাথে গেঁথে দেয়ার মত ফাঁকশূন্য অবস্থায় দাঁড়াতে হবে।
[৩]মুসলিম।
[৪]বুখারী, মুসলিম।

(٣٣٢) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُمْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৩৩২ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছিলেন। ফলে আমি ও একটি ইয়াতিম ছেলে তার পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম এবং উম্মু সুলাইম আমাদের পিছনে একাকী ছিলেন।[১]

(٣٣٣) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، ثم مشي إلى الصف وَذَكَرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ – لَهُ النَّبِيُّ ﷺ –: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصاً، وَلَا تَعُدْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ: «فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ».

৩৩৩ ঃ আবূ বাক্‌রা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত রুকুর অবস্থায় পৌছেন। (অর্থাৎ) কাতার পর্যন্ত না পৌছেই রুকুর জন্য নুইয়ে পড়েন। অতঃপর হেঁটে কাতারে পৌছেন। এ কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলো ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, আল্লাহ্ তোমার নামাযের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করুন, তবে এরূপ আর করবে না।[২]

(٣٣٤) وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

وَلَهُ عَنْ طَلْقٍ: لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ. وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي حَدِيثِ وَابِصَةَ: أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوِ اجْتَرَرْتَ رَجُلاً؟

৩৩৪ ঃ অবিসাহ ইবনু মা'বাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোককে একাকী কাতারের পিছনে নামায পড়তে দেখেছিলেন, ফলে তাকে তিনি পুনরায় নামায পড়ার আদেশ দিলেন– আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী (তিনি হাদীসটিকে হাসানও বলেছেন) এবং ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।[৩]

---

[১]বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো বুখারীর।

[২]বুখারী। তবে আবূ দাউদে আছে, (উক্ত সাহাবী) কাতার পর্যন্ত না পৌছে রুকু আরম্ভ করেন ও রুকুর অবস্থায় এগিয়ে গিয়ে কাতারে সামিল হন।

[৩]হাদীসটি যঈফ, এজন্য ইমাম শাফিঈ নামায পুনরায় পড়তে বলেননি।

[৪]ইবনু হিব্বান ত্বালক্ব হতে অন্য এক হাদীসে বর্ণনা করেছেন ঃ "কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়ালে নামায সিদ্ধ হয় না।" তাবারাণীতে উক্ত অবিসাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আরো আছে, কোন কাতারে ঢুকে যাওনি বা একজন নামাযীকে আগের কাতার হতে পেছনে টেনে নাওনি কেন?

(٣٣٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৩৩৫ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমরা ইক্বামাত শুনবে তখন নামায পড়ার জন্য অগ্রসর হবে এবং ধীর ও শান্তভাব সহকারে তাড়াহুড়ো করবে না মোটেই, নামাযের যে অংশ (জামা'আতের সাথে) পাবে তাই পড়বে এবং যতটুকু পাবে না তা নিজে পূরণ করবে।[১]

(٣٣٦) وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مع الرَّجُلَيْنِ أزكى من صلاته مع الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৩৩৬ ঃ উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একাকী নামায পড়া হতে এক ব্যক্তির নামায আর ব্যক্তির সাথে পড়া উত্তম। আর দু-জনের সাথে জামাআত করে নামায পড়া একজনের সাথে নামায পড়া হতে উত্তম। তারপর যত বেশি (জামাআত বড়) হবে আল্লাহ্‌র নিকটে তা তত বেশি প্রিয় হবে[২]।

(٣٣٧) وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

৩৩৭ ঃ উম্মু অরাক্বাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (অরাক্বার মাকে) হুকুম করেছিলেন যে, সে তার বাড়ীর (মেয়েদের) ইমামতি করবে।[৪]

---

[১]বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো বুখারীর।
[২]আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।
[৩]ইবনু জুরাইয্ বলেন ঃ দুজন মুসল্লির মধ্যে কোন ফাঁক থাকতো না। বরং উভয়ের কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়ান হত।
[৪]আবূ দাউদ, হাদীসটিকে ইবনু খুযাইমাহ সহীহ্ বলেছেন।

(٣٣٨) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَنَحْوُهُ لِابْنِ حِبَّانَ عَنْ عَائِشَةَ.

৩৩৮ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনু উম্মি মাক্তুম নামক এক অন্ধ সাহাবীকে লোকদের ইমামতী করার জন্য (মাদীনায়) রেখে বাইরে গিয়েছিলেন।[১]

ইবনু হিব্বানেও এইরূপ আয়িশা (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

(٣٣٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

৩৩৯ ঃ আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জানাযার নামায প্রত্যেক 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালিমা পড়া ব্যক্তির জন্য পড়বে। আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালিমা পড়া ব্যক্তির পেছনে (মুক্তাদি হয়ে) নামায পড়বে।[২]

(٣٤٠) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ، وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

৩৪০ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নামায পড়তে আসবে তখন ইমাম যে অবস্থায় থাকুন না কেন তাঁর সাথে সেই মতই জামাআতে শামিল হবে ও তিনি যা করেন তাই করবে।[৩]

[১]আহ্মাদ, আবূ দাউদ।
[২]দারাকুত্নী। সনদ দুর্বল।
[৩]তিরমিযী। দুর্বল সনদে।

১১তম পরিচ্ছেদ

باب صلاة المسافر والمريض
মুসাফির ও রুগ্ন ব্যক্তির নামায

(٣٤١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَانِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৪১ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ প্রথম অবস্থায় নামায ফরয করা হয়েছিল দু-রাকআত, যা বহাল রাখা হয়েছে সফরের নামায হিসেবে। আর পুরো করা হয়েছে বাড়ীতে অবস্থানকারীর নামাযকে।[১]

وَلِلْبُخَارِيِّ: ثُمَّ هَاجَرَ، فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ.

বুখারীতে এ কথাও আছে, পরে যখন হিজরাত করলেন তখন চার রাকআত ফরয করা হল এবং সফরের নামায হিসেবে প্রথম অবস্থার দু-রাকআত ফরয বহাল থেকে গেল।

وَزَادَ أَحْمَدُ: إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَإِلَّا الصُّبْحَ، فَإِنَّهَا تُطَوَّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ.

আহমাদে আছে, মাগরিবের নামায দিনের নামাযের বিত্‌র (বিজোড়), তাই তিন রাকআত করা হল। আর ফজরের নামাযে কিরআত লম্বা হয়, ফলে তা দু-রাকআতই থেকে গেল।

(٣٤٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا، وَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

৩৪২ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে নামায ক্বসর ও করতেন আবার পুরোও পড়তেন, রোযা রাখতেন ও তা কাযাও করতেন।[২]

এ হাদীসের রাবীগুলো নির্ভরযোগ্য। তবে এটা মা'লুল (সুক্ষ্ম ত্রুটিযুক্ত) এবং বাইহাকীর বর্ণনায় বোঝা যাচ্ছে, আয়িশা (রাঃ)-এর এটা নিজস্ব কাজ বলে সাব্যস্ত; তিনি বলেছেন ঃ সফরে পুরো নামায পড়া, রোযা রাখা আমার জন্য কোন কঠিন কাজ নয়।

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]দারাকুতনী।

(٣٤٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَفِي رِوَايَةٍ: «كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ».

৩৪৩ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন যে, তাঁর প্রদত্ত রুখ্সতগুলো (বিধি-বিধান) কার্যকরী হোক, যেমন তিনি অপছন্দ করেন, তাঁর নিষিদ্ধ বস্তু সম্পাদিত হওয়াটাকে।[১]

ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন ঃ অন্য আর একটা রিওয়ায়াতে আছে। "যেমন তিনি তাঁর বিশেষ নির্দেশগুলোর কার্যকরী হওয়া পছন্দ করেন।"

(٣٤٤) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৪৪ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তিন মাইল বা তিন ফারসাখ দূরবর্তী স্থানে যেতেন তখন তিনি দু'রাক'আত নামায পড়তেন (অর্থাৎ ক্বসর নামায পড়তেন)[২]।[৩]

(٣٤٥) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৩৪৫ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন, আমরা মাদীনা হতে মক্কারদিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রাওয়ানা হলাম আর ঐ সফরে তিনি মাদীনা ফিরে না আসা পর্যন্ত দু'রাকআত দু'রাকআত করে নামায পড়তে থাকলেন।[৪]

---

[১]আহমাদ।

[২]ক্বসর ও জমা করে নামায পড়ার জন্য নির্ভরযোগ্য মতে নয় মাইলের দূরত্বের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, কিন্তু যাদুল মায়াদে আছে ক্বসর করা না করার জন্য সফরের দূরত্বের সীমা থেকে কিছু নির্দ্ধারণ করার কথা সঠিকভাবে নেই। যে কোন দূরত্বের সফরে নামায ক্বসর ও জমা করে পড়ার পক্ষে পূর্ববর্তী অনেক আলিম অভিমত ব্যক্ত করেছেন– মিশরীয় ছাপা, বুলূগুল মারাম-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

সফরে কোন স্থানে যদি অবস্থানের মেয়াদকাল প্রসঙ্গে স্থীর সিদ্ধান্তে না এসেই কাল কাটায় তবে ঐভাবে যতদিন থাকবে ক্বসর করবে, আর যদি মেয়াদকালের স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলে তবে তিন দিন থাকার সিদ্ধান্তে শাফিঈ ও মালিকীদের নিকট ক্বসর করতে হবে। হানাফীদের কাছে পনেরো দিনের অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলে ক্বসর করবে। অন্য হাদীস থেকে ১৯ দিন পর্যন্ত অবস্থানেও ক্বসর করা প্রমাণিত হয়েছে।

[৩]মুসলিম।

[৪]বুখারী, মুসলিম– শব্দগুলো বুখারীর।

(٣٤٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً يَقْصُرُ وَفِي لَفْظٍ: «بِمَكَّةَ، تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: «سَبْعَ عَشْرَةَ». وَفِي أُخْرَى: «خَمْسَ عَشْرَةَ».

وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «ثَمَانِيَ عَشْرَةَ». وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ: أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ.

৩৪৬ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৯ দিন অবস্থান করেছিলেন ও ক্বসর নামায পড়েছিলেন। অন্য শব্দে আছে 'মক্কায় ১৯ দিন' (থাকা অবস্থায়)[১]।[২]

(٣٤٧) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ فِي الْأَرْبَعِينَ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ: صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ ارْتَحَلَ.

৩৪৭ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার আগেই কোন অবস্থানক্ষেত্র ছেড়ে যেতেন, তখন যুহর নামাযকে আসরের নামাযের সময় পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যাত্রা বাতিল করতেন ও উভয় নামায জমা করতেন বা একই সাথে পড়তেন। আর অবস্থানক্ষেত্র ছাড়ার আগেই সূর্য পশ্চিমে গেলে যুহরের নামায আদা করেই সাওয়ারিতে আরোহণ করতেন।[৩]

আর ইমাম হাকিমের অরবায়ীন গ্রন্থে সহীহ সনদযুক্ত রিওয়ায়াতে আছে, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুহর ও আসরের উভয় নামায আদা করে সাওয়ারীর (যানবাহন) উপর আরোহণ করতেন।

আবূ নুআঈম-এর 'মুস্তাখ্‌রাজি মুসলিম' নামক গ্রন্থে আছে, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফরে থাকা কালীন যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যেত তখন তিনি যুহর ও আসরের নামায একত্র জমা করে পড়তেন, তারপর যাত্রা শুরু করতেন।

[১]বুখারী।

[২]আবূ দাউদে আছে– '১৭ দিন'। অন্য বর্ণনায় আছে– '১৫ দিন'।
আবূ দাউদে ইমরান ইবনু হুসাইনের বর্ণনায় আছে– '১৮দিন'।
আবূ দাউদে জাবির (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত; তাবুক নামক জায়গায় তিনি ২০ দিন থাকাকালে ক্বসর নামায পড়েছেন। হাদীসটির রাবীগুলি নির্ভরযোগ্য। তবে এর সনদ মাওসুল হওয়ার (সনদের অবিচ্ছেদ্যতার) ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

[৩]বুখারী, মুসলিম।

(٣٤٨) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৪৮ ঃ মুয়ায ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবুক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলাম। তিনি ঐ সফরে যুহর ও আসর একত্রে পড়তে থাকেন।[১]

(٣٤٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

৩৪৯ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ চার'বুরুদ'-এর কম দূরবর্তী স্থানের সফরে ক্বসর নামায পড়বে না। যেমন মক্কা হতে উসফান পর্যন্ত।[২]

(٣٥٠) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا». أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَهُوَ فِي مَرَاسِيلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مُخْتَصَراً.

৩৫০ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি তারাই যারা মন্দ কাজ করার পরে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী হয়। আর যখন সফর করে তখন নামায ক্বসর করে ও রোযা কাযা করে।[৩]

(٣٥١) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৩৫১ ঃ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমার 'বাওয়াসির' (অর্শ) ছিল, ফলে আমি নামায প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি উত্তরে বলেন ঃ দাঁড়িয়ে নামায পড়, যদি তা না পার তবে বসে নামায পড়; আর তা যদি না পার, তবে কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে নামায পড়।[৪]

---

[১]মুসলিম।

[২]দারাকুতনী। (দুর্বল সনদে) হাদীসটির মাওকুফ হওয়াই ঠিক, এভাবেই ইবনু খুযাইমাহ এটাকে সংকলন করেছেন।

[৩]তাবারানি আওসাত্ব নামক গ্রন্থে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন এবং সাঈদ ইবনু মুসাইয়িবের মুরসাল হাদীসরূপে বাইহাকীতে এটা সংক্ষিপ্তাকারে রয়েছে।

[৪]বুখারী।

(٣٥٢) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ ﷺ مَرِيضاً، فَرَآه يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: «صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلاَّ فَأَوْمِ إِيْمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ.

৩৫২ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক রুগ্ন ব্যক্তির খবরাখবর নিতে যান। তিনি তাকে বালিশের উপর নামাযের সিজদাহ করতে দেখে তা টেনে ফেলে দিয়ে বলেন ঃ মাটির উপর সিজদাহ করতে সক্ষম হলে মাটির উপর সিজদাহ করে নামায পড়বে। নতুবা এমনভাবে ইশারা করে নামায পড়বে, তাতে রুকুর ইশারা হতে সিজদার ইশারায় মাথা অপেক্ষাকৃত বেশি নিচু করবে।[১]

(٣٥٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْها قالت: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ مُتَرَبِّعاً رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৩৫৩ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'চার জানু' হয়ে বসে নামায পড়তে দেখেছি[২]।[৩]

[১]বাইহাকী, ইমাম আবূ হাতিম এর সনদের মাওকূফ হওয়াকেই ঠিক বলেছেন।

[২]নাসাঈ, ইমাম হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।

[৩]রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সাওয়ারী হতে পড়ে আহত থাকার সময় চার জানু বা আসন পেতে বসে নামায পড়েছিলেন।

১২তম পরিচ্ছেদ

باب صلوة الجمعة
জুমু'আর নামায

(٣٥٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৫৪ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছেন, জুমু'আ বর্জনের পাপ হতে লোক অবশ্য অবশ্য বিরত হোক, নতুবা আল্লাহ্ তাদের অন্তরগুলোর উপর মোহর মেরে দেবেন, এরপর তারা অবশ্যই গাফিল (ধর্মবিমুখ) হয়ে যাবে।[১]

(٣٥٥) وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ، نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.

৩৫৫ ঃ সালমাহ ইবনু আক্ওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জুমু'আর নামায সমাপ্তি করে এমন সময় ফিরতাম যে, ছায়া গ্রহণের মতো দেয়ালের পাশে কোন ছায়া থাকত না[২]।[৩]

(٣٥٦) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৩৫৬ ঃ সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ জুমু'আর নামাযের আগে আমরা না ক্বাইলুলা করতাম (দুপুরে ঘুমাতাম) আর না দুপুরের খানা খেতাম, বরং এসব জুমু'আর নামাযের পরেই হত।[৪]

---

[১]মুসলিম।

[২]বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো বুখারীর।

[৩]মুসলিমের অন্য একটা রিওয়ায়াতে আছে, আমরা পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তাঁর সাথে জুমু'আর নামায পড়তাম। তারপর ফেরার সময় ছায়া খুঁজতাম।

[৪]বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলি মুসলিমের। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, এরূপ নাবীর যুগে (করতাম)।

(٣٥٧) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৫৭ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। এমন সময় শাম (সিরিয়া) হতে খাদ্যদ্রব্যবাহী উটের দল এসে পৌঁছাল। এর ফলে মুসল্লিগণের মাত্র বারোজন ছাড়া সকলেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল।[১]

(٣٥٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

৩৫৮ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে জুমুআ বা অন্য নামাযের একটা রাকআত জামাআতের সাথে পাবে, সে যেন অন্য অর্থাৎ অবশিষ্ট রাকআত তার সাথে জুড়ে নেয়, এতে তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে।[২]

(٣٥٩) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِماً، فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِساً فَقَدْ كَذَبَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

৩৫৯ ঃ জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দেয়ার পর (মিম্বরের) উপরেই বসতেন, তারপর পুনরায় দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দিতেন। ফলে যে তোমাকে বলবে যে, তিনি বসে খুত্‌বা দিতেন সে অবশ্য মিথ্যা বলবে।[৩]

---

[১]মুসলিম।
[২]নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, দারাকুৎনী– শব্দগুলি দারাকুতনীর। এর সনদ সহীহ, তবে ইমাম আবূ হাতিম এ হাদীসের সনদের মুরসাল হওয়াটাকে জোরালো করেছেন।
[৩]মুসলিম।

(٣٦٠) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ»، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৬০ ঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভাষণ দিতেন তখন তাঁর চোখ দুটি লাল বর্ণ ধারণ করত ও কণ্ঠস্বর উঁচু হত, আর তার মেজাজে রাগ বেড়ে যেত; এমনকি মনে হত তিনি যেন কোন শত্রু সৈন্য সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করছেন। আর বলতেন সকাল-সন্ধ্যায় তোমরা আক্রান্ত হবে (অর্থাৎ বিপদ দ্বারা তোমরা সর্বদা বেষ্টিত রয়েছ)। আর বলতেন ঃ অতঃপর বক্তব্য এই যে, উত্তম হাদীস (বাণী) আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন); উত্তম হিদায়াত বা ত্বরিকা– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্বরিকা; নিকৃষ্টতর কাজ হচ্ছে বিদ'আত প্রত্যেক বিদ'আত কাজই পথভ্রষ্টতা।[১]

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: يَحْمَدُ اللهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ.

মুসলিমের আর একটা রিওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুমু'আর দিনের খুত্‌বায় থাকত, আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও সানা (গুণগান ও প্রশংসা কীর্তন) এর পরপরই উচ্চকণ্ঠে বক্তব্য রাখতেন।

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ». وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ».

মুসলিমের আর একটা রিওয়ায়াতে আছে যাকে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেন তাকে গুমরাহ্ করার কেউ নেই। আর যাকে গুমরাহ্ করেন তাকে হিদায়াত করার কেউ নেই।

আর নাসাঈতে আছে, প্রত্যেক গুমরাহীর পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম।

[১] মুসলিম।

(٣٦١) وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৬১ ঃ আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছি, তিনি বলতেন ঃ জুমু'আর নামায লম্বা করা ও খুতবা (অপেক্ষাকৃত) সংক্ষেপ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।[১]

(٣٦٢) وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَقْرَأُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৬২ ঃ উম্মু হিশাম বিনতু হারিসা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি সূরা (ক্বাফ্) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে শিক্ষা করেছি। তিনি সূরাটি প্রত্যেক জুমু'আয় মিম্বারে উঠে পড়তেন যখন লোকজনের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করতেন।[২]

(٣٦٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

৩৬৩ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইমামের খুত্‌বা দেওয়ার সময় যে মুসল্লি কথা বলবে সে গাধার মত ভারবাহী জীব মাত্র; আর যে তাকে 'চুপ থাক' বলে তার জুমু'আর নামায (সার্থক) হয়না।[৩]

وَهُوَ يُفَسِّرُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَرْفُوعاً: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ».

এ হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) কর্তৃক বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত 'মারফু' হাদীসের ব্যাখ্যা স্বরূপ। হাদীসটি হচ্ছে, যখন তুমি ইমামের খুত্‌বার সময় তোমার সাথীকে বলবে, 'চুপ থাক' তখন তুমি তোমার নামাযকে অর্থহীন করে দিলে।

[১]মুসলিম।
[২]মুসলিম।
[৩]আহমাদ (নির্দোষ সনদে)।

(٣٦٤) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: «صَلَّيْتَ»؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৬৪ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর খুত্‌বা দিচ্ছেন, এমন সময় একজন লোক মাসজিদে এলো, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি (সুন্নাত) নামায পড়েছ? সে বললো ঃ না; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উঠ, দু রাকআত নামায পড়।[১]

(٣٦٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ «بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» «وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ».

৩৬৫ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর নামাযে সূরা জুমুআ ও সূরা আল্ মুনাফিকূন পড়তেন।[২]

মুসলিমের নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি দু'ঈদের নামাযে ও জুমু'আর নামাযে 'সাব্বি হিস্‌মা রাব্বিকাল আলা' ও 'হাল্ আতাকা হাদিসুল গাসিয়া' সূরা দুটি পড়তেন।

(٣٦٦) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

৩৬৬ ঃ যায়িদ ইবনু আর্‌কাম (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামায পড়েছিলেন ও (ঐ দিনের) জুমু'আর নামাযের রুখসাত দিয়ে বললেন ঃ যার ইচ্ছা হয় সে জুমুআ পড়বে।[৩]

(٣٦٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৬৭ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর নামায পড়বে সে যেন জুমু'আর নামায পড়ার পর চার রাক্‌আত সুন্নাত নামায পড়ে।[৪]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]মুসলিম।
[৩]আবূ দাউদ, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন।
[৪]মুসলিম।

(٣٦٨) وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৬৮ ঃ সায়িব্ ইবনু ইয়াযিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; মুয়াবিয়া তাঁকে বলেছেন ঃ যখন তুমি জুমু'আর নামায পড়বে তখন অন্য কোন (নফল) নামাযকে তার সাথে মিলাবে না; যতক্ষণ না কথা বল বা বের হয়ে যাও। একথা নিশ্চিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এক নামাযকে অন্য নামাযের সাথে সংযোগ না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যতক্ষণ না আমরা কথা বলি বা (নামাযের) স্থান ত্যাগ করি।[১]

(٣٦٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৬৯ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি জুমু'আর জন্য গোসল করে' জুমু'আর জামাআতে হাজির হয় আর তার জন্য যতটা মুকাদ্দার (বিধি মুতাবেক) থাকে ততটা সুন্নাত নামায পড়ে। তারপর ইমাম সাহেব খুত্বা শেষ না করা পর্যন্ত নীরব থাকে। তারপর ইমাম সাহেবের সাথে নামায আদায় করে, তাকে এক জুমুআ হতে অন্য জুমুআ পর্যন্ত কৃত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়– উপরন্তু আরো তিন দিন।[২]

(٣٧٠) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ».

৩৭০ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ জুমু'আর দিনে এমন একটা সময় রয়েছে তাতে যদি কোন মুসলিম বান্দাহ নামাযে মাশগুল হয়ে আল্লাহ্র কাছে কোন কিছু চায় তবে আল্লাহ্ তাকে তা অবশ্যই দেবেন। সময়টা যে খুব স্বল্প তা তিনি হাতের ইঙ্গিতে বললেন[৩]।[৪]

---

[১]মুসলিম।

[২]মুসলিম। (মুকাদ্দার অর্থ– বিধি-ধার্য)।

[৩]বুখারী, মুসলিম।

[৪]মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা একটা অল্প সময়।

(٣٧١) وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ.

৩৭১ ঃ আবূ বুরদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি সেটা (দু'আ কবূল হওয়ার উক্ত সময়টি) হচ্ছে খুত্বার জন্য ইমামের মিম্বারে বসবার সময় হতে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত।[১]

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ، وَجَابِرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلاً أَمْلَيْتُهَا فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ.

আবদুল্লাহ্ ইবনু সালাম কর্তৃক ইবনু মাজায় ও জাবির (রাঃ) কর্তৃক আবূ দাউদ ও নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে, 'উক্ত সময়টি হচ্ছে আসরের সময় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সময় নির্দ্ধারণের ব্যাপারে ৪০ প্রকারেরও বেশী অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। বুখারীর টীকায় আমি (ইবনু হাজর) এগুলো লিপিবদ্ধ করেছি।[২]

(٣٧٢) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِداً جُمُعَةً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

৩৭২ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ ৪০ জন বা ততোধিক মুসল্লির জন্য জুমু'আর নামায (জামাআতে) পড়া একটা চিরাচরিত ত্বরিকা[৩]।[৪]

(٣٧٣) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ.

৩৭৩ ঃ সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'মিন ও মু'মিনা সকলের জন্য প্রতি জুমুআতে ইসতিগফার করতেন (ক্ষমা চাইতেন)।[৫]

---

[১]মুসলিম। ইমাম দারাকুতনী এটাকে আবূ বুরদাহর নিজস্ব কথা বলে নির্ধারণ করেছেন।
[২]ইমাম আহ্মাদ ইবনু হাম্বল ইবনু আবদুলবার্ উপরোক্ত মতটিকে পছন্দ করেছেন– মিশরীয় টীকা দ্রষ্টব্য।
[৩]দারাকুতনী। (দুর্বল সনদে)
[৪]জ্ঞাতব্য যে, সহীহ্ হাদীস হতে বিশেষ কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ মুসল্লির একত্রিত হওয়ার উপর জুমুআ ফরয হওয়ার প্রমাণ নেই। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানিফার অভিমত, ইমামসহ তিন জনের জামা'আত হলেই জুমু'আ ফরয হবে। কিছু সংখ্যক আলিমের অভিমত একাধিক লোক একত্রিত হলেই জুমু'আ পড়া ফরয– ফাতহুল আল্লাম।
[৫]বায্যার দুর্বল সনদে।

(٣٧٤) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، يُذَكِّرُ النَّاسَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ.

৩৭৪ ঃ জাবির ইবনু সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবাতে কুরআনের আয়াত পাঠ করে জনগণকে নাসিহাত (আদেশ-উপদেশ) করতেন।[১]

(٣٧٥) وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلاَّ عَلَى أَرْبَعَةٍ: مَمْلُوكٌ، وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيضٌ» رواه أبو داود وقال: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى.

৩৭৫ ঃ ত্বারিক ইবনু শিহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জামা'আতের সাথে জুমুআর নামায আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর একটি ফরয কাজ।

তবে চার প্রকার লোকের উপর তা ফরয নয়। ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক, বালক, রুগ্ন ব্যক্তি।[২]

তবে ইমাম হাকিমের রিওয়ায়াতে আছে, উক্ত ত্বারিক বর্ণনা করেছেন, আবূ মূসা (রাঃ) হতে। (অতএব, হাদীসটি মাওসুল। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত।)

(٣٧٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

৩৭৬ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসাফিরের উপর জুমু'আর নামায নেই[৩]।[৪]

---

[১]আবূ দাউদ– এর মূল মুসলিমে আছে।
[২]আবূ দাউদ– ইনি বলেছেন, ত্বারিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শোনেননি।
[৩]তাবারানী– দুর্বল সনদে।
[৪]জুমুআ আদায়ের জন্য শহরে জামে হওয়া, মুসলিম শাসকের বা তাঁর কোন প্রতিনিধির বা কাজীর অবস্থান ইত্যাদি শর্ত হিসেবে দাঁড় করানোর পিছনে কোন দলিল নেই। উপরন্তু জুমুআ যুহরের বদলি নামায।

(٣٧٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ، اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ.

৩৭৭ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঠিকভাবে মিম্বারে দাঁড়াতেন, তখন আমরা তাঁকে আমাদের সম্মুখে করে নিতাম।[১]

এই হাদীসের পৃষ্ঠপোষক হাদীস হচ্ছে, ইবনু খুযাইমাহ (রাঃ) কর্তৃক সংকলিত বারা ইবনু আযিব (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস।

(٣٧٨) وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصاً أَوْ قَوْسٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

৩৭৮ ঃ হাকাম ইবনু হায্ন (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জুমু'আর নামাযে উপস্থিত হয়েছিলাম। তিনি লাঠি বা ধনুকের উপর ভর করে (খুত্‌বায়) দাঁড়িয়েছিলেন।[২]

[১]তিরমিযী, (দুর্বল সনদে)।
[২]আবূ দাঊদ।

১৩শ পরিচ্ছেদ

باب صلاة الخوف
ভীতিপ্রদ অবস্থার নামায

(٣٧٩) عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِماً، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِساً، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. وَوَقَعَ فِي الْمَعْرِفَةِ لِابْنِ مَنْدَه: عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ أَبِيهِ.

৩৭৯ ঃ সালিহ ইবনু খাওয়াত (রাঃ) এমন এক সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, যিনি যাতুর্‌রিকা নামক যুদ্ধক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ভয়সঙ্কুল অবস্থায় নামায পড়েছিলেন। (রাবী ঐ দিনের নামাযের পদ্ধতি প্রসঙ্গে বলেন) এক দল (মুসলিম সেনা) নামায পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে কাতারবন্ধ হলেন, আর একদল শত্রু-সৈন্যের মুকাবিলায় থাকলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামাযে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের এক রাক্‌আত নামায তিনি পড়ালেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় রাক্‌আতে একাকী দাঁড়িয়ে রইলেন আর তাঁর পিছনের সাহাবীবৃন্দ তাঁদের অবশিষ্ট আর এক রাকআত নামায পড়ে নিয়ে শত্রুসেনার মুকাবিলায় গিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। এবার অপর দলটি এলে তিনি তাঁদের নিয়ে (তাঁর) অবশিষ্ট রাক্‌আতটি পড়লেন। তারপর তিনি তাশাহ্‌হুদে গিয়ে বসেই রইলেন, এই সুযোগে এ দলটিও তাঁদের বাকী আর এক রাকআত নিজেরা পড়ে নিলে তিনি তাঁদেরকে নিয়ে একই সাথে সালাম ফেরালেন।[১]

---

[১] বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো মুসলিমের। এবং ইবনু মান্‌দাহ-এর 'মা'রিফা' নামক গ্রন্থে 'সালিহ তাঁর পিতা (খাওয়াত) হতে' হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

(٣٨٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ، فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى بِنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاءُوا، فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৩৮০ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি নাজ্‌দ এলাকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (ধর্মযুদ্ধে) ছিলাম। আমরা শত্রুদের মুখোমুখী হলাম। (এমতাবস্থায়) শত্রুসেনার সামনে (আসরের) নামাযের জন্য কাতারবদ্ধ হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায পড়ালেন (নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে)।

একদল (মুসলিম সেনা) তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়াল আর একদল শত্রুসেনার সামনে এগিয়ে গেল। যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকলেন তাঁদের তিনি একটা রুকু ও দুটো সিজদাহ করালেন। তারপর এঁরা নামায না পড়া অন্য দলের স্থলে (শত্রুসেনার মুকাবিলায়) চলে গেলেন। এবারে নামায না-পড়া দলটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে এলে তিনি এঁদেরও একটি রুকু ও দুটি সিজদাহ করালেন। তারপর (তিনি একাকী) সালাম ফেরালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাম ফিরার পর পরবর্তী দলটির প্রত্যেকেই নিজেরা দাঁড়িয়ে নিজেদের একটি রুকু ও দুটি সিজদাহ করলেন।[১]

[১] বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো বুখারীর।

(٣٨١) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ، صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ، وَكَبَّرْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَكَعَ، وَرَكَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَرَفَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ، وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى السُّجُودَ قَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ سَجَدَ، وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي، وَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ، وَسَلَّمْنَا جَمِيعاً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ مِثْلُهُ، وَزَادَ: إِنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ.

وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضاً رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. وَمِثْلُهُ لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ.

৩৮১ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ভয়সঙ্কুল অবস্থার নামাযে উপস্থিত ছিলাম। আমরা দুটি কাতারে সারিবদ্ধ হলাম, একটি কাতার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে থাকলো, আর শত্রুসেনা দল আমাদের ও কিবলার মধ্যে রইলো। এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আল্লাহু আকবার' বললেন। আমরাও সকলেই 'আল্লাহু আকবার' বললাম। তারপর তিনি রুকু করলেন, আমরাও রুকু করলাম। তারপর তিনি রুকু হতে মাথা উঠালেন, আমরাও একই সাথে সকলেই মাথা উঠালাম। তারপর তিনি তাঁর নিকটতম কাতারটি সহ-সিজদায় পড়ে গেলেন আর পিছনের কাতারটি সিজদায় না গিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তাঁর সিজদাহ পূর্ণ হলে তাঁর নিকটের কাতারটি দাঁড়াল। হাদীসটির বাকী অংশ মূল কিতাবে শেষ পর্যন্তই বর্ণিত হয়েছে।

অন্য বর্ণনায় আছে, "তারপর তিনি সিজদাহ করলেন ও তাঁর সাথে প্রথম কাতারও সিজদাহ করল। তারপর যখন তাঁরা দাঁড়ালেন তখন দ্বিতীয় কাতার সিজদাহ করল। তারপর প্রথম কাতার পিছিয়ে গেল ও দ্বিতীয় কাতার অগ্রসর হল"– এর পর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ এতেও বর্ণিত হয়েছে, এরই বর্ণনার শেষাংশে আছে– তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালেন আমরাও তাঁর সাথে সকলেই সালাম ফিরালাম[১]।[২]

[১]মুসলিম।

[২]আবূ আইয়াশ যুরাক্বী (রাঃ) হতে বর্ণিত; আবূ দাউদে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাতে আছে, "এই ঘটনাটি 'উসফান' নামক যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছিল।"

জাবির (রাঃ) কর্তৃক নাসাঈতে অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের একদলকে দু'রাক'আত নামায পড়িয়েছিলেন, তারপর সালাম ফিরালেন। তারপর অন্য দলকে দু'রাক'আত নামায পড়ালেন, তারপর সালাম ফিরালেন।

আবূ বাক্‌রা (রাঃ) হতে আবূ দাউদে এইরূপ আরো একটা হাদীস রয়েছে।

(٣٨٢) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِهٰؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَهٰؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا.

৩৮২ ঃ হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভয়ের অবস্থায় (দু'দলের মধ্যে) এদের এক রাক্‌আত ও ওদের এক রাক্‌আত পড়িয়েছেন। (অর্থাৎ প্রত্যেক দলকে মাত্র এক রাক্‌আত করে নামায পড়িয়েছেন।) তাঁরা ঐ নামায (আর) পূর্ণ করেননি।[১]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এইরূপ একটি হাদীস ইবনু খুযাইমাতেও আছে।

(٣٨٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

৩৮৩ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভয়ের সময়ের নামায এক রাক্‌আত, তা যে কোন পদ্ধতিতে হোক।[২]

(٣٨٤) وَعَنْهُ مَرْفُوعًا: لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سَهْوٌ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

৩৮৪ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) কর্তৃক মারফূ সূত্রে বর্ণিত; ভয়ের নামাযে 'সাহু সিজদাহ' নেই[৩]।[৪]

---

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ। ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।
[২]বায্যার। দুর্বল সনদে।
[৩]দারাকুতনী– দুর্বল সনদে।
[৪]হাদীসটিকে ইবনু হিব্বান ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সহীহ্ বলেছেন। –মিশরীয় টীকা।

১৪তম পরিচ্ছেদ

باب صلاة العيدين
দু'ঈদের নামায

(٣٨٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৩৮৫ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঈদুল ফিত্‌র ঐটি যেটিতে জনগণ ইফতার বা রোযা রাখার দায়িত্ব হতে নিষ্কৃতি লাভ করে থাকে। আর ঈদুল আযহা ঐটি, যেটিতে জনগণ কুরবানী করে থাকে।[১]

(٣٨٦) وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّ رَكْباً جَاءُوا، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

৩৮৬ ঃ আবূ উমাইর ইবনু আনাস (রাঃ) তাঁর চাচা সম্পর্কীয় সাহাবী (রাঃ)-দের নিকট থেকে বর্ণনা করেন, একদল আরোহী বিদেশ থেকে এসে সাক্ষ্য দিল যে, গতকাল সন্ধ্যায় তারা আকাশে চাঁদ দেখেছে। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে রোযা ভেঙ্গে ফেলতে আদেশ করলেন ও পরের দিন সকালে ঈদগাহে যেতে আদেশ করলেন[২]।[৩]

(٣٨٧) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. يَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ - وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ -: (وَيَأْكُلُهُنَّ إِفْرَادًا).

৩৮৭ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিত্‌রের দিন ঈদগাহে যাবার আগে কিছু সংখ্যক (বিজোড়) খেজুর না খেয়ে যেতেন না[৪]।[৫]

---

[১]তিরমিযী।

[২]আহমাদ, আবূ দাউদ, শব্দ আবূ দাউদের ও তার সনদও সহীহ্।

[৩]২৯শে শাওয়ালে চাঁদ উঠার খবর পরের দিন বিলম্বে পাওয়া গেলে রোযা ছেড়ে দিতে হবে। এবং পরের দিন ২রা শাওয়াল ঈদ করতে (উদযাপন) হবে। ফলে বোঝা যাচ্ছে নামায আগের দিন না পড়ে সকলে মিলে পরের দিবসে একসাথে পড়া উচিত হবে।

[৪]বুখারী।

[৫]বুখারীতে অন্য আর একটি মুআল্লাক্ব সনদে এবং ইমাম আহমাদ ঐটিকে সংযুক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে, ঐ খেজুরগুলি তিনি একটি একটি করে খেতেন।

(٣٨٨) وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৩৮৮ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু বুরাইদাহ (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিত্‌র-এর দিন না খেয়ে ঈদগাহে বের হতেন না। আর ঈদুল আযহার দিন নামায না পড়ে কিছু খেতেন না।[১]

(٣٨٩) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ، يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৮৯ ঃ উম্মু আত্বীয়াহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রারম্ভিক-যৌবনা যুবতী ও ঋতুবতী মেয়েদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যাবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলাম। তারা হাজির হবে পুণ্য কাজে এবং মুসলিম সাধারণের সাথে দু'আতে সামিল হবে, তবে ঋতুবতী মহিলাগণ মুসল্লা (নামায পড়া) হতে পৃথক থাকবে।[২]

(٣٩٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৯০ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বাকার (রাঃ) ও উমার (রাঃ) তাঁরা সকলেই উভয় ঈদের নামায খুত্‌বা দেওয়ার আগেই পড়তেন।[৩]

(٣٩١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

৩৯১ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামায মাত্র দু'রাক'আত পড়েছেন, তার আগে বা পরে কোন নামায পড়েননি।[৪]

(٣٩٢) وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

৩৯২ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজান এবং ইক্বামাত ব্যাতিতই ঈদের নামায পড়েছেন।[৫]

[১]আহমাদ, তিরমিযী; ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]বুখারী, মুসলিম।
[৪]বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।
[৫]আবূ দাউদ, এর মূল বুখারীতে রয়েছে।

(٣٩٣) وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْئاً، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৩৯৩ ঃ আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের আগে কোন নামায পড়তেন না। যখন তিনি বাড়ী ফিরতেন– দুরাকআত নামায পড়তেন।[১]

(٣٩٤) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ – وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوْفِهِمْ – فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৯৪ ঃ উক্ত সাহাবী (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আয্হার দিন মুসল্লা বা ঈদগাহে যেতেন এবং সর্ব প্রথম কাজ হিসেবে তিনি নামায আরম্ভ করতেন। নামায শেষ করে জনগণের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন আর লোকেরা তাদের কাতারেই থাকত। অতঃপর তাদের তিনি উপদেশ দিতেন ও আদেশ করতেন।[২]

(٣٩٥) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ: «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْأُخْرَى، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيْحَهُ.

৩৯৫ ঃ আম্র ইবনু শুআইব (রাঃ) তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে রিওয়ায়াত করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঈদুল ফিত্‌র-এর নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর হচ্ছে প্রথম রাকআতে সাত ও পরবর্তী রাক'আতে পাঁচ আর কিরআত উভয় ক্ষেত্রেই তাকবীরের পর।[৩]

(٣٩٦) وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِـ «ق، وَاقْتَرَبَتْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

৩৯৬ ঃ আবূ ওয়াকিদ লাইসী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আয্হার নামাযে সূরা 'ক্বাফ্' ও সূরা 'ইক্তারাবাত' পড়তেন।[৪]

---

[১]ইবনু মাজাহ উত্তম সনদে।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী এ হাদীস প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী কর্তৃক সহীহ্ বলার কথা উল্লেখ করেছেন।
[৪]মুসলিম।

(٣٩٧) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيْدِ خَالَفَ الطَّرِيْقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَلِأَبِيْ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ.

৩৯৭ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে (যাতায়াতকালে) রাস্তা বদলাতেন।[১]

আবূ দাউদেও ইবনু উমার (রাঃ) হতে উনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

(٣٩٨) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا، فَقَالَ: قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

৩৯৮ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাদীনায় আসেন তখনকার যুগে তারা (মাদীনাবাসীগণ) দুটো দিনে খেলাধুলা করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ এই দুটো দিনের বদলে দুটো উত্তম দিন তোমাদেরকে দিয়েছেন। ঈদুল আযহার দিন, ঈদুল ফিত্‌রের দিন।[২]

(٣٩٩) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيْدِ مَاشِياً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

৩৯৯ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ সুন্নাত হচ্ছে ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া।[৩]

(٤٠٠) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيْدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ.

৪০০ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; ঈদের দিনে বৃষ্টি নামায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে তাঁদের নিয়ে ঈদের নামায আ'দা করেছিলেন।[৪]

---

[১] বুখারী।
[২] আবূ দাউদ, নাসাঈ উত্তম সনদে।
[৩] তিরমিযী– তিনি একে হাসান বলেছেন।
[৪] আবূ দাউদ (দুর্বল সনদে)

১৫তম পরিচ্ছেদ

باب صلاة الكسوف
চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নামায

(٤٠١) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «**إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللّٰهَ وَصَلُّوا، حَتَّى تَنْكَشِفَ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «**حَتَّى تَنْجَلِيَ**».

وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ: «**فَصَلُّوا، وَادْعُوا، حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ**».

৪০১ ঃ মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ইবরাহিমের (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্রের) মৃত্যুর দিনে সূর্যগ্রহণ হয়। এতে লোকেরা বলতে আরম্ভ করে যে, মহানাবীর সন্তান ইবরাহিমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, সূর্য-চন্দ্র দুটি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যে নিদর্শন বিশেষ। এদের গ্রহণ কোন মানুষের জন্ম বা মৃত্যুর কারণে হয় না। যখন তোমরা এইরূপ দেখবে তখন গ্রহণমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নামাযে রত থাকবে[১]।

(٤٠٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِياً يُنَادِي «الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ».

৪০২ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণের নামাযে কির'আত সশব্দে পড়তেন ও দুরাকআত নামাযে চারটি রুকু ও চারটি সিজদাহ করতেন[২]।

[১] বুখারী, মুসলিম।
বুখারীর অন্য আর একটি রিওয়ায়াতে আছে (গ্রহণমুক্ত হয়ে) 'উজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত'।
এবং আবূ বাকরা (রাঃ)-এর রিওয়ায়াতে আছে, নামায পড়বে ও দু'আ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদের এ অবস্থা কেটে যায়।

[২] বুখারী, মুসলিম।
এটা মুসলিমের শব্দ। তার অন্য আর একটি রিওয়ায়াতে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নামাযে জামাআতের জন্য ঘোষণাকারী পাঠিয়ে ঘোষণা করাতেন, 'আস্‌সালাতু জামিয়াহ্' (অর্থ) সমবেতভাবে নামায সম্পাদনের জন্য হাজির হোন।

(٤٠٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً نَحْواً مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৪০৩ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তাতে তিনি এই পদ্ধতিতে নামায পড়েছিলেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কির'আত পড়লেন, সূরা বাক্বারাহ্ পড়ার সমপরিমাণ সময় ধরে। তারপর একটি দীর্ঘ রুকু করলেন, তারপর মাথা উঠালেন, তারপর আবার দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কির'আত পড়লেন। এটা ছিল পূর্ববর্তী কির'আতের থেকে কম সময়ের জন্য, তারপর একটি দীর্ঘ রুকু করলেন। এটা পূর্ববর্তী রুকুর থেকে কিছু কম সময় ধরে ছিল।

তারপর সিজদাহ্ করলেন, তারপর উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন, এ ক্বিয়ামটা ছিল প্রথম ক্বিয়ামের থেকে কম সময়ের জন্য। তারপর দীর্ঘ রুকু করলেন, রুকুটা ছিল– প্রথম রুকুর থেকে কম সময়ের জন্য, তারপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ ক্বিয়াম করলেন– যা ছিল প্রথম ক্বিয়ামের থেকে কম সময়ের জন্য, তারপর রুকুতে দীর্ঘক্ষণ থাকলেন যা প্রথম রুকুর থেকে সময় কম ছিল, তারপর মাথা উঠালেন অতঃপর সিজদাহ্ করলেন ও নামায শেষ করলেন। ইত্যবসরে গ্রহণমুক্ত হয়ে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারপর লোকদের জন্য একটি ভাষণ দিলেন।[১]

[১]বুখারী, মুসলিম–শব্দগুলো বুখারীর।

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَّى حِينَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে, সূর্যগ্রহণ লাগলে তিনি আট রুকু ও চার সিজদায় (দু-রাক্‌আত) নামায আদা করেন।

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ.

আলী (রাঃ) হতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে– মুসলিম।[১]

وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

মুসলিমে জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬টি রুকু ও চারটি সিজদায় (দু'রাক্'আত) নামায পড়েছিলেন।

وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: صَلَّى، فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

আবূ দাউদে উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামায পড়লেন– পাঁচ রুকু ও দুই সিজদায়। দ্বিতীয় রাক্'আতেও তাই করলেন।

[১]সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের নামায বিভিন্ন পদ্ধতিতে পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। একে কেউ ওয়াজিব বলেছেন, তবে সুন্নাত হওয়াটা বেশী যুক্তিযুক্ত অভিমত।
অধিকাংশের মতে এ নামায দুরাক্‌আত, প্রত্যেক রাক্‌আতে দুটি ক্বিয়াম ও কির'আত দুটি, দুটি রুকু আর অন্য নামাযের অনুরূপ দুটি সিজদাহ– প্রতি রাক্‌আতের জন্য– মিশরীয় টীকা।

(٤٠٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: مَا هَبَّتِ الرِّيحُ قَطُّ، إِلَّا جَثَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.

৪০৪ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; ঝড় (তুফান) হলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটু পেতে বসে পড়তেন আর এই বলে প্রার্থনা করতেন, হে আল্লাহ! তুমি একে আমাদের জন্য রাহমাত (কল্যাণকর) কর, আর তাকে তুমি (আমাদের জন্য) আযাব (শাস্তি) করো না।[১]

(٤٠٥) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هٰكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلَهُ، دُونَ آخِرِهِ.

৪০৫ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূমিকম্পের সময় ছটি রুকু ও চারটি সিজদায় (দুরাক্'আত) নামায পড়লেন, এবং তিনি বলেন ঃ এরূপ হচ্ছে– আল্লাহ্র আয়াত বা বিশেষ নিদর্শন প্রকাশকালের নামায।[২]

১৬তম পরিচ্ছেদ

باب صلاة الاستسقاء
বৃষ্টি প্রার্থনার নামায

(٤٠٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلًا، مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

৪০৬ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি প্রার্থনার নামাযের জন্য বিনয়-নম্রভাবে দ্বীন-হীন বেশে, ব্যাকুল-বিনয় অন্তঃকরণে, ধীর পদক্ষেপে ও আকুলি-বিকুলিপূর্ণ ফারিয়াদ করতে করতে মাদীনার বাইরে গেলেন ও ঈদের নামাযের অনুরূপ দুরাক্'আত নামায পড়লেন। কিন্তু প্রচলিত খুত্বার মত তিনি তাতে খুত্বা দেননি।[৩]

[১]শাফিঈ ও ত্বাবারানী।
[২]বাইহাক্বী, ইমাম শাফিঈ ও আলী (রাঃ) হতে উক্ত হাদীসের শেষাংশ ছাড়া অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।
[৩]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ নাসাঈ, ইবনু মাজাহ; তিরমিযী, আবূ আওয়ানা ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।

(٤٠٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ، فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْماً يَخْرُجُونَ فِيهِ، فَخَرَجَ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوْهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ، وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلاَغاً إِلَى حِيْنٍ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ

৪০৭ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ জনসাধারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে অনাবৃষ্টির অভিযোগ জানালো, তিনি মিম্বার আনার নির্দেশ দিলেন– ফলে সেটা তাঁর জন্য মুসল্লায় রাখা হলো, তিনি লোকদেরকে নামাযের উদ্দেশ্যে বের হবার জন্য একটি নির্ধারিত দিনের ওয়াদাও করলেন। তারপর তিনি সূর্যের একাংশ প্রকাশিত হবার সময় বেড়িয়ে পড়লেন এবং মিম্বারের উপর বসলেন, তারপর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর মহীমা কীর্তন করলেন। তারপর বললেন, আপনারা আপনাদের দেশের খরা-পীড়িত হওয়ার কথা বলেছেন, আর আল্লাহ্ তা'আলাও (বিপদ মুক্তির জন্য) তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে আদেশ দিয়েছেন। আর তিনি আপনাদের প্রার্থনা গ্রহণ করবেন বলে ওয়াদাও করেছেন। এ বলে তিনি দু'আ আরম্ভ করলেন[১]–

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل مايريد : اللهم انت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقرا، أنزل علينا الغيث واجعل ماانزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين *

সর্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু, বিচার দিবসের অধিনায়ক, আল্লাহ্

[১]বৃষ্টি প্রার্থনার নামায প্রসঙ্গে হানাফী মাযহাবের উলামার বিভিন্ন মন্তব্য রয়েছে। তিরমিযীর টীকাকার আরফুশ শাযীতে লিখেছেন– "এ নামাযকে সুন্নাত বা মুস্তাহাব না বলে পারা যায় না।" ইবনু আমীরুল হাজ্ব (হানাফী মুহাক্কিক) মন্তব্য করেন ঃ যাঁরা এ নামাযকে একেবারেই উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, এটা তাঁদের ভুল, ঠিক কথা হচ্ছে– এ নামায আমাদের নিকট মুস্তাহাব।" এ নামাযের প্রমাণ সহী হাদীসসমূহে বিদ্যমান রয়েছে–মিরআত।

إِبِطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَنَزَلَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ تَعَالَى سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

وَقِصَّةُ التَّحْوِيلِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَفِيهِ: فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ.

ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন উপাস্য নেই; তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন, হে আল্লাহ্! তুমি (একমাত্র) উপাস্য তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোনও উপাস্য নেই; তুমি গানি (অভাব মুক্ত) এবং আমরা ফাকীর (অভাবগ্রস্ত) আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করো, আর যা বর্ষণ করবে তাকে আমাদের জন্য শক্তির আধার কর ও এটাকে বিশেষ সময়ের জন্য উদ্দেশ্য পূরণের উপযোগী কর। তারপর তিনি তাঁর হাত দুটিকে উঠালেন ও তাঁর বগলদ্বয়ের উজ্জ্বল অংশ দেখা না যাওয়া পর্যন্ত তা উঁচু করতেই থাকলেন। তারপর তিনি লোকের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন ও হাত উঠান অবস্থায় তাঁর চাদরকে উল্টিয়ে দিলেন (অর্থাৎ বিশেষ নিয়মে চাদরের বাহিরকে ভিতরে, উপরকে নীচে ও ডান দিককে বাম দিকে করে নিলেন)। এবারে আবার তিনি লোকের দিকে পুনরায় মুখ ফিরালেন ও মিম্বার হতে নামলেন। তারপর দুরাক্‌আত নামায পড়লেন। এবার আল্লাহ্ মেঘের প্রকাশ ঘটালেন—মেঘ গর্জে বিদ্যুৎ চমকে তারপর বৃষ্টি হল।[১]

---

[১]আবূ দাউদ হাদীসটিকে গরীব হাদীস বলেছেন। (গরীব হাদীসের অর্থ, সনদের কোন একটি স্তরে বা সর্বস্তরে একটি করে রাবী দ্বারা বর্ণিত হাদীস।) তবে এর সনদ উত্তম।

চাদর উল্টানোর ঘটনাটি সহীহ্ বুখারীতেও আবদুল্লাহ্ ইবনু যায়িদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তাতে আরো আছে, তিনি ক্বিবলাহ মুখী হয়ে দু'আ করলেন, তারপর দুরাকআত নামায পড়লেন। তাতে কির'আত প্রকাশ করে পড়লেন।

এবং দারাকুৎনিতে আবূ জা'ফর বাকিরের মুর্সাল হাদীস হতে বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি তাঁর চাদরকে উল্টালেন যেন দুর্ভিক্ষও উল্টে গিয়ে স্বচ্ছলতা আসে।

(٤٠٨) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ الدُّعَاءُ بِإِمْسَاكِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪০৮ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে জুমুআর খুত্‌বা দিচ্ছেন এমন সময় কোন লোক মাসজিদে প্রবেশ করে বললো ঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের ধন-মাল ধ্বংস হয়েছে, পথঘাট অচল হয়ে পড়েছে আপনি আমাদের জন্য মহান আল্লাহ্‌র নিকটে দু'আ করুন– যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দেন। ফলে তিনি নিজের পবিত্র হাত দুটি উঠালেন ও এই বলে প্রার্থনা করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌! তুমি আমাদের পানি দাও, আল্লাহ্‌ তুমি বৃষ্টি বর্ষণ কর। (তারপর রাবী হাদীসের বাকী অংশ উল্লেখ করেছেন, তাতে পানি বন্ধ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করার কথাও আছে)।[১]

(٤٠٩) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحِطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، فَيُسْقَوْنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৪০৯ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; উমার (রাঃ) দূর্ভিক্ষ দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস (রাঃ)-কে সামনে এনে পানির জন্য প্রার্থনা করতেন। তিনি এই বলে প্রার্থনা করতেন, হে আল্লাহ্‌! আমরা তোমার নাবীর দ্বারা বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা জানাতাম, তাতে আমরা বৃষ্টি পেয়েছি। এবারে আমরা তাঁর চাচাকে তোমার সামনে হাজির করে তাঁর দ্বারা তোমার নিকটে পানির প্রার্থনা জানাচ্ছি– তুমি আমাদেরকে পানি দাও। এর ফলে তাঁরা (সাহাবীগণ) বৃষ্টি পেয়ে যেতেন[২]।[৩]

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]বুখারী।

[৩]মৃত ব্যক্তির ওয়াসিলা বা মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দরবারে কোন প্রার্থনা জানান বৈধ নয় বরং হারাম। তা তিনি নাবী, ওয়ালী, দরবেশ, খাজা যাই হোন না কেন, এ হাদীসই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসিলা তুলে না ধরে তাঁর জীবিত চাচা আব্বাস (রাঃ)-কে সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠতম সাহাবী দ্বিতীয় খালিফা উমার (রাঃ) বৃষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে বহু সাহাবী সহ প্রার্থনা জানিয়েছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠ তবু তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর ওয়াসিলা নেয়া হয়নি।

(٤١٠) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَصَابَنَا – وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ – مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪১০ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ একদা আমাদেরকে বৃষ্টিতে পেল পেলাম, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই ছিলাম। তিনি তাঁর (শরীরের কিছু অংশ হতে) কাপড় হটিয়ে নিলেন ফলে বৃষ্টির পানি তাঁর শরীরে পড়লো। আর তিনি বললেন, এ বৃষ্টি সবেমাত্র তার প্রভুর নিকট থেকে আগমন করেছে।[১]

(٤١١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا». أَخْرَجَاهُ.

৪১১ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি দেখে বলতেন ঃ 'হে আল্লাহ্ একে উপকারী বৃষ্টি কর'।[২]

(٤١٢) وَعَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا فِي الاسْتِسْقَاءِ: «اللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا كَثِيفًا، قَصِيفًا، دَلُوقًا، ضَحُوكًا، تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا، قِطْقِطًا، سَجْلًا، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ.

৪১২ ঃ সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি চাওয়ার নামাযে এই বলে দু'আ করেছিলেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে ব্যাপক আকারে মেঘ দাও– যা ঘন, গর্জনকারী, শক্তিসম্পন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী, বিদ্যুৎ চমকান মেঘ হয়– যা থেকে আমাদের দেবে ছোট ও সূক্ষ্ম-ঘন ফোটা বিশিষ্ট পর্যাপ্ত বর্ষণকারী বৃষ্টি– হে মহান ও দয়ালু।[৩]

---

[১] মুসলিম।
[২] বুখারী, মুসলিম।
[৩] আবূ আওয়ানা তাঁর সহীহ গ্রন্থে এ হাদীসটি সংকলন করেছেন।

(٤١٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسْتَسْقِي، فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا، رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ، لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاكَ، فَقَالَ: «ارْجِعُوا فَقَدْ سُقِيتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৪১৩ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইস্তিসক্বার নামায পড়ার জন্য সুলাইমান (আঃ) বের হয়ে এসে দেখলেন যে, একটি পিঁপড়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পা-গুলিকে আকাশের দিকে করে এই বলে প্রার্থনা করছে, "হে আল্লাহ! আমরা তোমার সৃষ্টির মধ্যে এক প্রকার সৃষ্ট জীব, তোমার পানি ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নেই। এটা শুনে সুলাইমান (আঃ) তাঁর সাথীদের বলেন ঃ তোমরা ফিরে চলো, অন্যের প্রার্থনার ফলে তোমরাও পানি পেয়ে গেলে।[১]

(٤١٤) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

৪১৪ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিসক্বার নামাযে আকাশের দিকে হাতের পৃষ্ঠদেশ দ্বারা ইশারা করেছিলেন[২]।[৩]

[১]আহমাদ, হাকিম সহীহ্ বলেছেন।
[২]মুসলিম।
[৩]হাতের পিঠের দিক উপরে রেখে দু'আ করেছিলেন।

১৭তম পরিচ্ছেদ

باب اللباس
পোশাক পরিচ্ছদ

(٤١٥) عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

৪১৫ ঃ আবূ আ'মির আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অবশ্যই অবশ্যই আমার উম্মাতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে যারা লজ্জাস্থানকে (যিনাকে)[1] ও রেশমকে (হারাম হওয়া সত্ত্বেও) হালাল মনে করবে।[2]

(٤١٦) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৪১৬ ঃ হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনা ও চাঁদির পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন। এবং রেশম ও দীবাজ (ফুলদার রেশম) কাপড় পরতে ও তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন।[3]

(٤١٧) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৪১৭ ঃ উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন, তবে দুই, তিন বা চার আঙ্গুল পরিমাণ কাপড় (পট্টিরূপে) প্রয়োজন বোধে ব্যবহার করতে পারে।[4]

---

[1] লজ্জাস্থান অর্থ নিলে আরবী শব্দটি হবে (হির্‌রা) কিন্তু (খায্‌যা) শব্দও কোন বর্ণনায় পাওয়া গেছে যার অর্থ এখানে খাঁটি রেশম।

[2] আবূ দাউদ, এর আসল বুখারীতে রয়েছে।

[3] বুখারী।

[4] বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো মুসলিমের।

(٤١٨) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ، فِي سَفَرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪১৮ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ ও যুবাইর (রাঃ)-এর শরীরে খুযলী (চর্মরোগ) থাকার কারণে সফরে থাকাকালীন তাঁদের জন্য রেশমের পোশাক ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন।[১]

(٤١٩) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

৪১৯ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একজোড়া ডুরীদার রেশমী কাপড় দিয়েছিলেন। আমি ঐ কাপড়টি পরে বের হয়েছিলাম। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারাকে অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পাওয়ায় ঐটিকে ফেড়ে মেয়েদের দিয়ে দিলাম।[২]

(٤٢٠) وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي. وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

৪২০ ঃ আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের মেয়েদের জন্য সোনা ও রেশম ব্যবহার হালাল করা হয়েছে, আর সেটা পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।[৩]

(٤٢١) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً، أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

৪২১ ঃ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহকে যে 'নিয়ামাত' দান করেছেন তার নিদর্শন তিনি তার মধ্যে দেখতে ভালবাসেন।[৪]

---

[১] বুখারী, মুসলিম।
[২] বুখারী, মুসলিম–শব্দগুলো মুসলিমের।
[৩] আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, আর তিনি সহীহ্ও বলেছেন।
[৪] বাইহাকী।

(٤٢٢) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪২২ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাপড় এবং হলুদ রং-এর কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন[১]।[২]

(٤٢٣) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪২৩ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পরনে দু-খানা হলুদ রং-এর কাপড় দেখে বলেছিলেন, তোমার মা তোমাকে এগুলো পরতে হুকুম করেছেন? (অর্থাৎ এ মেয়েলী কাপড় পরাবার হুকুমদাতা কি তোমার মা?)[৩]

(٤٢٤) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ، وَزَادَ: كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا حَتَّى قُبِضَتْ، فَقَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى، نَسْتَشْفِي بِهَا. وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ: وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمُعَةِ.

৪২৪ ঃ আস্‌মা বিনতি আবূ বাক্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি জুব্বা (লম্বা জামা) বের করে নিলেন, যার সামনে, হাতের মুহরী, নীচের ঘের দিবাজ রেশমের পট্টি লাগান ছিল[৪]।[৫]

---

[১]মুসলিম।

[২]কাস্‌সী– কস্‌স নামক শহরে সর্বপ্রথম এক বিশেষ প্রকার নক্সাদার কাপড় তৈরী হত, তাই তাকে কাস্‌সী কাপড় বলা হয়।
মুআসফার সুতো রঙ্গান হলে পরা বৈধ কিন্তু আস্ত কাপড় রঙ্গান বলে ঐ জাতীয় কাপড় পরা অবৈধ– (মাজ্‌মা')

[৩]মুসলিম।

[৪]আবূ দাউদ। তার আসল মুসলিমে রয়েছে।

[৫]মুসলিমের বর্ণনায় আছে, এটা আয়িশা (রাঃ)-এর নিকট তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত ছিল। তারপর আমি (আস্‌মা) সেটি নিয়ে নিলাম। সেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরতেন। ফলে আমরা আমাদের রুগ্ন ব্যক্তিদের আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে তা ধুয়ে দিয়ে ধোয়া পানি রুগীদের সুস্থ হওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতাম।
ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদ নামক গ্রন্থে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কোন প্রতিনিধি (অদ) এলে ও জুমু'আ নামাযে এটা পরতেন।

৩য় অধ্যায়

كتاب الجنائز

জানাযার বিবরণ

(٤٢٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ: الْمَوْتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৪২৫ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভোগ-বিলাসের স্পৃহা নষ্টকারী মৃত্যুর স্মরণ বেশি মাত্রায় কর।[১]

(٤٢٦) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ مُتَمَنِّياً، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪২৬ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন দুঃখ কষ্টের কারণে মৃত্যু কামনা না করে। যদি বাধ্য হয়ে কামনা করতেই চায়, তবে যেন বলে, হে আল্লাহ্! আমাকে ততক্ষণ বাঁচিয়ে রাখ যতক্ষণ বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয়, আর আমার মৃত্যু ঘটাও যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর হয়।[২]

(٤٢٧) وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ». رَوَاهُ الثَّلاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৪২৭ ঃ বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মু'মিনের মৃত্যু হয় কপালের ঘামের সঙ্গে। অর্থাৎ কঠোর কর্তব্য পরায়ণতার মধ্যেই মু'মিনের জীবন সাঙ্গ হয়।[৩]

(٤٢٨) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالأَرْبَعَةُ.

৪২৮ ঃ আবূ সাঈদ ও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তিদের সামনে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়।[৪]

---

[১]তিরমিযী, নাসাঈ। ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ। ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।
[৪]মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাযাহ।

(٤٢٩) وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৪২৯ ঃ মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তিদের নিকটে সূরা ইয়াসিন পাঠ কর।[1]

(٤٣٠) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ اتَّبَعَهُ الْبَصَرُ»، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৩০ ঃ উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ সালামার নিকটে গিয়ে দেখলেন, তাঁর চোখ দুটি খুলে আছে, তিনি তা বন্ধ করে দিলেন। তারপর বলেন– রূহ্ 'ক্বয' করা হলে চোখ রূহের অনুসরণ করে। আবূ সালামার পরিবারগণ তখন চীৎকার করে কেঁদে উঠল; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা নিজের জন্য যা মঙ্গল মাত্র তাই কামনা কর। কেননা ফেরেশ্তাগণ (এ সময়) আমীন আমীন বলতে থাকেন– যা তোমরা বল তার জন্য। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ করলেন, হে আল্লাহ্! আবূ সালামাকে ক্ষমা কর, হিদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দাও, তাঁর ক্ববরকে প্রসারিত কর, তাঁর ক্ববরকে উজ্জ্বল কর এবং তাঁর পরিত্যক্ত বিষয়ের জন্য অভিভাবক হও।[2]

(٤٣١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ، سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪৩১ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকালের পর তাঁর উপর হাবারা নামক চাদর প্রসারিত করে দেওয়া হয়েছিল।[3]

(٤٣٢) وَعَنْهَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৪৩২ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; আবূ বাকার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইন্তিকালের পর চুম্বন করেন[4]।[5]

[1]আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।
[2]মুসলিম।
[3]বুখারী, মুসলিম।
[4]বুখারী।
[5]রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনু মায্উনের মৃত্যুর পর তাঁকে চুম্বন করেছেন।

(٤٣٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

৪৩৩ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মু'মিন ব্যক্তির আত্মা তার ঋণের জন্য ঝুলানো (আবদ্ধ) থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার কৃত ঋণ পরিশোধ করা না হয়।[১]

(٤٣٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَاتَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪৩৪ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তি প্রসঙ্গে বলেন, যে তার উট হতে পড়ে গিয়ে ইন্তিকাল করেছিলেন। তোমরা পানি ও কুলের (বড়ই পাতা) পাতা দিয়ে তার গোসল দাও আর তাকে দুখানা কাপড়ে (চাদরে) কাফন দিয়ে দাও।[২]

(٤٣٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غُسْلَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالُوا: وَاللّٰهِ مَا نَدْرِي نُجَرِّدُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ لَا؟ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

৪৩৫ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; যখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (ইন্তিকালের পর) গোসল দেওয়ার ইচ্ছা করেন তখন তাঁরা বলেন, আমরা কি আমাদের অন্যান্য মৃতের মত কাপড়-চোপড় খুলে নিয়ে তাঁকে গোসল দেব– না, না খুলেই গোসল দেব?[৩] (যথাস্থানে হাদীসটি পূর্ণ বর্ণিত হয়েছে)।[৪]

[১] আহমাদ, তিরমিযী; তিরমিযী একে হাসান বলেছেন।

[২] বুখারী, মুসলিম।

[৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাশের গোসল দেওয়ার চিন্তাভাবনার সময় উপস্থিত সাহাবী বৃন্দের উপর একটি তন্দ্রা ছেয়ে যায় এবং গায়েবী শব্দযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় না খুলার কথা জানান হয়। আলী (রাঃ) বিশেষ নিয়মে তাঁর গোসল দেন।

[৪] আহমাদ, আবূ দাউদ।

(٤٣٦) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا». وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا.

৪৩৬ ঃ উম্মু আ'তিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট প্রবেশ করেন, আমরা তখন তাঁর কন্যার (যাইনাবের) গোসল দিচ্ছিলাম।[১] তিনি আমাদের বললেন, তাঁকে পানি ও কুলের পাতা দিয়ে তিনবার বা পাঁচবার গোসল দাও বা আরো বেশী বার যদি তোমরা তা প্রয়োজন মনে কর এবং গোসল শেষে কিছু কর্পূর দেবে। যখন আমরা তাঁর গোসল শেষ করলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খবর দিলাম, তিনি আমাদেরকে তাঁর নিজস্ব তহবন্দ দিলেন এবং বললেন এটাকে তার শরীরের সাথে সাটিয়ে দাও।[২]

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে, ডান দিক থেকে উযূর অঙ্গগুলো হতে ধোওয়া আরম্ভ কর।

আর বুখারীতে আছে, আমরা তাঁর চুলের তিনটি বেণী করে গেঁথে দিয়েছিলাম ও তা পেছনের দিকে করে দিয়েছিলাম।

(٤٣٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪৩৭ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনখানা সাদা সূতি কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল, তাতে জামা বা পাগড়ী ছিল না।[৩]

[১] অন্য বর্ণনায় কন্যা যাইনাবের স্থলে উম্মু কুলসুম (রাঃ)-এর উল্লেখ আছে– সুবুলুস সালাম, মিরআত।

[২] বুখারী, মুসলিম।

[৩] বুখারী, মুসলিম।

(٤٣٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪৩৮ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; যখন আবদুল্লাহ্ ইবনু উবাই (মুনাফিক্ব সর্দার) মারা যায় তখন তার ছেলে (আবদুল্লাহ্) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি আপনার জামা দেন, আমি তা দিয়ে তাঁকে কাফন দিব, ফলে তিনি তাঁকে তা দিলেন।[১]

(٤٣٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

৪৩৯ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সাদা কাপড় পড়বে, তা তোমাদের জন্য উত্তম কাপড় এবং তাতেই তোমাদের মৃতকে কাফন দেবে।[২]

(٤٤٠) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৪০ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ তার ভাইকে কাফন দেবে, তখন সে যেন তাকে ভাল কাফনই দেয়।[৩]

(٤٤١) وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ»؟ فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৪৪১ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধের শহীদদের দু'জনকে এক কাপড়ে (একযোগে) কাফন পরালেন আর বললেন, তাদের মধ্যে যে কুরআন বেশী জানে তাকে কবরে আগে রাখ (অর্থাৎ ভিতরে দাও)। তিনি তাঁদের গোসল দেননি ও জানাযার নামাযও পড়েননি।[৪]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]আবূ দাঊদ, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী একে সহীহ বলেছেন।
[৩]মুসলিম।
[৪]বুখারী।

(٤٤٢) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَغَالُوا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعاً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

৪৪২ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তোমরা কাফনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না (অর্থাৎ জমকালো বা বেশী মূল্যের কাফন দেবে না)। কেননা তা খুব শীঘ্রই কেড়ে নেয়া হয় (অর্থাৎ তা শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাওয়া সুনিশ্চিত)।[১]

(٤٤٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «لَوْ مُتِّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ»، اَلْحَدِيثُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৪৪৩ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, তুমি আমার আগে ইন্তিকাল করলে আমি তোমার মৃত্যুর গোসল দেব। (রাবী পূর্ণ হাদীস যথাস্থানে বর্ণনা করেছেন)।[২]

(٤٤٤) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

৪৪৪ ঃ আসমা বিনতু উমাইস (রাঃ) হতে বর্ণিত; ফাতিমা (রাঃ) আলী (রাঃ)-কে তাঁর মৃত্যুর গোসল দেওয়ার জন্য ওয়াসিআত করেছিলেন।[৩]

(٤٤٥) وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ، الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا - قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৪৫ ঃ বুরাইদাহ (রাঃ) হতে গামিদিয়া রমণীর ঘটনার বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনা করার অপরাধে যাকে রজম করার (যিনার হদ্দ মারার) আদেশ দিয়েছিলেন। তারপর তার জানাযার নামায পড়ার আদেশ দেয়া হয়েছিল, আর তাকে দাফন করা হয়েছিল[৪]।[৫]

---

[১] আবূ দাউদ।
[২] আহমাদ, ইবনু মাজাহ। ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।
[৩] দারাকুতনী।
[৪] মুসলিম।
[৫] হাদীসের অন্যান্য কিতাবে আছে, এই মেয়েটি আরবের জুহাইনাহ গোত্রের, সে নিজেই এসে তার ব্যভিচারের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে স্বীকার করে এবং 'রজমের' কঠোর শাস্তি গ্রহণ করে, তার পরকালকে উজ্জ্বল রাখার জন্য। এগুলো হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আধ্যাত্মিক শাসনের পূর্ণসফলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর জন্য জানাযা নামায পড়া প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, এই মেয়েটি এমনই বিরাট 'তাওবাহ' করল যে সত্তর জন পাপী মানুষের পাপ মুক্ত হবার জন্য এ তাওবাহ যথেষ্ট হতে পারে— মিশরীয় টীকা।

(٤٤٦) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৪৬ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন একটি মৃত ব্যক্তির কাছে নিয়ে আসা হল যে বর্শা দ্বারা আত্মহত্যা করেছিল, ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার নামায পড়েননি।[১]

(٤٤٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ – فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ – قَالَ: فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالُوا: مَاتَتْ، فَقَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي»؟ – فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا – فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا»، فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪৪৭ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; যে রমণীটি মাসজিদে ঝাড়ু দিত (মাসজিদের সেবা করতো) তার সম্পর্কে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রসঙ্গে খোঁজ নিলেন। লোকেরা বললো, সে মারা গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে আফসোস করে বললেন, কেন তোমরা তার (মৃত্যুর) সংবাদ আমাকে জানাওনি? সাহাবীরা যেন তার ব্যাপারে তেমন কোন গুরুত্ব দেননি। তিনি বলেন– তার কবরটি কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও? তারা তার কবরটি দেখিয়ে দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার (কবরের নিকটে) জানাযার নামায পড়লেন।[২]

وَزَادَ مُسْلِمٌ: ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللّٰهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ».

মুসলিম আরো বর্ণনা করেছেন, তারপর তিনি বলেন ঃ কবরগুলো অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার নামাযের কারণে তাদের কবরগুলোকে আলোকিত করে দেন।

[১]মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।

(٤٤٨) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

৪৪৮ ঃ হুযাইফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে নিষেধ করতেন।[১]

(٤٤٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪৪৯ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবিসিনিয়ার তৎকালীন মুসলিম রাজার মৃত্যু সংবাদ– তাঁর মৃত্যু-দিবসে প্রচার করেন। আর তাঁর সাহাবীবৃন্দকে নিয়ে জানাযা পড়ার ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে তাঁদেরকে কাতারবদ্ধ করান এবং চার তাকবীরে নামায (অর্থাৎ গায়েবী জানাযা) পড়ান[২]।[৩]

(٤٥٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئاً، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৫০ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যে কোন মুসলিম মারা যান আর তার জানাযায় 'শির্ক করেননি এমন চল্লিশ জন মুসলিম' হাজির হন তবে তাঁর জন্য তাঁদের সুপারিশ আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ববূল করে থাকেন।[৪]

(٤٥١) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسْطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪৫১ ঃ সামুরা ইবনু জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নিফাস অবস্থায় মৃত এক মহিলার জানাযা নামায পড়েছিলাম, তিনি তার জানাযা নামাযে, তার লাশের মাঝা-মাঝি সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।[৫]

[১]আহমাদ, তিরমিযী– তিনি একে হাসানও বলেছেন।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]নাজ্জাশী– যার নাম আস্হামা, হাবশা বা আবিসিনিয়ার খৃষ্টান রাজা ছিলেন। মুসলমান হওয়ার পর মক্কা বিজয়ের আগেই স্বদেশে ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনায় তাঁর জানাযা নামায জামাআতসহ পড়েছিলেন।
[৪]মুসলিম।
[৫]বুখারী, মুসলিম।

(٤٥٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৫২ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইযার পুত্রদ্বয়ের জানাযার নামায মাসজিদে পড়েছিলেন।[১]

(٤٥٣) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَالْأَرْبَعَةُ.

৪৫৩ ঃ আব্দুর রাহমান ইবনু আবি লাইলা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ যায়িদ ইবনু আরকাম (রাঃ) আমাদের জানাযা নামাযে চারটি তাকবীর বলতেন। তিনি অবশ্য একটি জানাযায় পাঁচ তাকবীর বললেন। ফলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তরে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাও (পাঁচ তাকবীর) বলতেন।[২]

(٤٥٤) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا، وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

৪৫৪ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি সাহ্‌ল ইবনু হুনাইফ (রাঃ)-এর জানাযায় ছয় তাকবীর বলেছিলেন এবং বলেছিলেন, ইনি (মৃতব্যক্তি) একজন বাদ্‌রী সাহাবী (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন)।[৩]

(٤٥٥) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

৪৫৫ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জানাযার নামাযগুলোতে চার তাকবীর বলতেন এবং প্রথম তাকবীরে সূরা ফাতিহা পড়তেন।[৪]

[১]মুসলিম।
[২]মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।
[৩]সাঈদ ইবনু মানসুর কর্তৃক বর্ণিত এবং এর মূল বুখারীতে রয়েছে।
[৪]ইমাম শাফিঈ এটি দুর্বল সনদে রিওয়ায়াত করেছেন।

(٤٥٦) وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، فَقَالَ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৪৫৬ ঃ ত্বালহা ইবনু আবদুল্লাহ্ ইবনু আউফ (রাঃ) বলেন ঃ আমি একটি জানাযায় ইবনু আব্বাসের পিছনে নামায পড়েছিলাম, তিনি তাতে সূরা ফাতিহা পড়লেন এবং বললেন ঃ তোমরা যেন জানতে পার যে, এটা (সূরা ফাতিহা পাঠ) সুন্নাত কাজ।[১]

(٤٥٧) وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ، وَالثَّلْجِ، وَالْبَرَدِ. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَعَذَابَ النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৫৭ ঃ আউফ ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জানাযার নামায পড়েছিলেন; আমি তাঁর এ দু'আটি মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। (তা এই) অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তুমি তাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, আরাম দাও, তার পাপ মুছে ফেল, তার আতিথ্য (মেহ্মানী) সম্মানজনক কর, তার প্রবেশ ক্ষেত্রটিকে সম্প্রসারিত কর, তাকে পানি, বরফ, শিশির দিয়ে ধুয়ে দাও, তাকে পাপমুক্ত কর যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা মুক্ত ও সাফ করছো; তাকে তার বাড়ী হতে উত্তম বাড়ী দাও, তার পরিবার ও সজন হতে উত্তম সজন দাও, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, কবরের ফিৎনাহ্ হতে ও জাহান্নামের আযাব হতে তাকে বাঁচাও।[২]

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলাহু, অর্হামহু, অ-আফিহী–অ'ফু আনহু, অ-আক্রিম্ নুযুলাহু, অ-অস্সি' মাদ্খালাহু অগ্সিলহু বিল্ মায়ি অস্সাল্জি অল্ বারাদ; অনাক্কিহি মিনাল্ খাত্বা ইয়া কামা নাক্কায়তাস সাওবাল আবইয়াজা মিনাদ্দানাসি ওয়াবদিলহু দারান খাইরাম মিন দারিহি অ-আহ্লান্ খাইরাম্ মিন আহ্লিহী অ-আদ্খিল্ হুল জান্নাতা অ-কিহী ফিৎনাতাল ক্বাব্রি অ-আযাবান্নার।

[১]বুখারী।
[২]মুসলিম।

(٤٥٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ.

৪৫৮ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন জানাযার নামায পড়তেন তখন বলতেন– "হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের জীবিতদের, মৃতদের, উপস্থিতিদের, অনুপস্থিতিদের, ছোটদের, বড়দের, পুরুষদের, মেয়েদের (সকলকেই) ক্ষমা কর; হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের যাকে জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ আর যাকে মৃত্যু দান করবে তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দান কর; হে আল্লাহ! তুমি তার পুণ্য হতে আমাদের বঞ্চিত করোনা, এবং তার মৃত্যুর পরে আমাদেরকে গুমরাহীতে ফেলো না।"[১]

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্ফির লি-হাইয়িনা, অ-মাইয়িতিনা, অ-শাহিদিনা, অ-গাইবিনা, অ-সাগীরিনা, অ-কাবীরিনা, অ-যাকারিনা, অ-উন্সানা; আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফা আহ্য়িহি আলাল্ ইসলাম, অমান তা-অফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাঅফফাহু আলাল্ ঈমান; আল্লাহুম্মা লা-তাহ্রিম্না আজ্রাহু, অলা তাফতিন্না বা'দাহু।[২]

[১]মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।
[২]মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।

(٤٥٩) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৪৫৯ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমরা কোন মৃতের জন্য (জানাযার) নামায পড়বে– তখন তার জন্য খালিস বা আন্তরিকভাবে দু'আ করবে।[১]

(٤٦٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪৬০ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জানাযা পৌছাতে তাড়াতাড়ি করবে। যদি জানাযা সৎ হয় তবে তাকে (তার সুফল লাভে) ত্বরান্বিত করবে, আর যদি জানাযা তা না হয় তবে– তা মন্দ, তাই তোমরা তোমাদের ঘাড় হতে তাকে (শীঘ্র) নামিয়ে দেবে।[২]

(٤٦١) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ».

وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ».

৪৬১ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জানাযায় উপস্থিত হয়ে জানাযার নামায পড়ে সে এক 'ক্বীরাত' পুণ্যের অধিকারী হয়, আর যে জানাযায় হাজির হয়ে দাফন করা পর্যন্ত জানাযার সাথে থাকে সে দু'ক্বিরাত' পুণ্যলাভ করে। জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– দু'ক্বিরাত কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন, দুটি বড় পাহাড় সমতুল্য[৩]।[৪]

[১]আবূ দাউদ, ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]বুখারী, মুসলিম।
[৪]মুসলিমে আছে– মৃতকে লাহাদে (কবরে) রাখা পর্যন্ত হাজির থাকবে।
বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি ঈমানসহ পুণ্যলাভের বাসনায় জানাযার নামাযে ও দাফন হওয়া পর্যন্ত কোন মুসলিমের জানাযার নামাযে ও দাফনে শামিল থাকবে সে দু'ক্বিরাত পুণ্য নিয়ে বাড়ী ফিরবে। –এক ক্বিরাত উহুদ পাহাড় সমতুল্য। (অর্থাৎ পর্যাপ্ত পুণ্যলাভ করবে)।

(٤٦٢) وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالْإِرْسَالِ.

৪৬২ ঃ সালিম তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাক্‌র ও উমার (রাঃ)-কে জানাযার আগে আগে যেতে দেখেছেন। (জানাযাকে ছেড়ে আগে চলে যাওয়া বৈধ নয় সঙ্গে সঙ্গে গেলে– অল্প আগে-পিছে যাওয়াতে দোষ নেই।)[১]

(٤٦٣) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪৬৩ ঃ উম্মু আত্বীয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ জানাযার সঙ্গে যাওয়াটা আমাদের মেয়েদের জন্য নিষেধ ছিল তবে বিশেষ কড়াকড়ি ছিল না।[২]

(٤٦٤) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪৬৪ ঃ আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন জানাযা দেখবে, তখন দাঁড়াবে। আর যে তারসাথে যাবে সে যেন জানাযা রাখবার আগেই না বসে।[৩]

(٤٦٥) وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرِ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

৪৬৫ ঃ আবূ ইসহাক্ব হতে বর্ণিত; আবদুল্লাহ্ ইবনু যায়িদ (রাঃ) মৃতকে পায়ের দিক দিয়ে কবরে প্রবেশ করিয়েছিলেন। এবং তিনি বলেছেন– এটা সুন্নাত কাজ (অর্থাৎ ইসলামী ত্বরীকা)।[৪]

---

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন এবং ইমাম নাসাঈ ত্রুটিযুক্ত বলেছেন ও একদল মুহাদ্দিস একে মুর্সাল বলেছেন।

[২]বুখারী, মুসলিম।

[৩]বুখারী, মুসলিম।

[৪]আবূ দাউদ।

(٤٦٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ.

৪৬৬ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখবে, তখন বলবে– "বিস্‌মিল্লাহি অ-আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।" অর্থাৎ– আল্লাহ্ তা'আলার নামে ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিল্লাত (মুসলিম জাতীর বিধান) অনুযায়ী (সমাধিস্থ করা হচ্ছে)[১]।[২]

(٤٦٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: «فِي الْإِثْمِ».

৪৬৭ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মৃতের হাড়ভাঙ্গা জীবিতদের হাড়ভাঙ্গার মতই (পাপ কার্য)[৩]।[৪]

(٤٦٨) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَحْوُهُ، وَزَادَ: وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

৪৬৮ ঃ সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমার জন্য লাহাদ (বুগলী কবর) বানাও এবং তাতে কাঁচা ইট খাড়া করে দাও, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল– মুসলিম।

ইমাম বাইহাকী জাবির (রাঃ) হতে এরূপই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আরো আছে, তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কবর সরজমিন হতে আধ হাত উঁচু করা হয়েছিল[৫]।[৬]

---

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন এবং ইমাম দারাকুৎনী একে মাওকুফ (সাহাবী পর্যন্ত সীমিত সনদের) বলে চিহ্নিত করেছেন।

[২]হাদীসের সহায়করূপে মারফু হাদীসও কিছু রয়েছে– মিশরীয় টীকা।

[৩]আবূ দাউদ-এর সনদ মুসলিমের সনদের শর্তানুযায়ী।

[৪]ইবনু মাজায় উম্মু সালামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, এটা 'পাপের সমতুল্য।'

[৫]ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।

উক্ত রাবী হতে মুসলিমে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরকে চুন-সুরকী দিয়ে পাকা করে গাঁথতে এবং কবরের উপর বসতে ও ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।

[৬]সিমেন্টও চুন-সুরকির পর্যায়ভুক্ত।

(٤٦٩) وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ ابْنِ مَظْعُونٍ، وَأَتَى الْقَبْرَ، فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، وَهُوَ قَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

৪৬৯ ঃ আমির ইবনু রা'বীয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনু মায্‌উন (রাঃ)-এর জানাযা নামায পড়েছিলেন এবং তাঁর কবরের কাছে এসে দাঁড়ান অবস্থায় তিন মুঠো মাটি দিয়েছিলেন।[১]

(٤٧٠) وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: **اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ**. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৪৭০ ঃ উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতের দাফন শেষ করে স্থির হয়ে দাঁড়াতেন ও বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের ভাই-এর জন্য ক্ষমা চাও, আর তার ঠিক (অবিচল) থাকার জন্য প্রার্থনা কর। কেননা সে এখন (তার আক্বীদাহ ও আমল সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসিত হবে।[২]

(٤٧١) وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ – أَحَدِ التَّابِعِينَ – قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ، أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ! قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَا فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفًا، وَلِلطَّبَرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا مُطَوَّلًا.

৪৭১ ঃ যাম্‌রা ইবনু হাবীব নামক একজন তাবিয়ী হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ মৃতের কবর ঠিকঠাক হওয়ার পর যখন লোকজন চলে যায় তখন কবরের নিকটে এরূপ বলাকে লোক পছন্দ মনে করতো।

(বাক্যগুলো এই) ঃ হে ফুলানা! তুমি বল– (ক) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ তিনবার। (খ) রাব্বি ইয়াল্লাহ্ (আল্লাহ্ আমার রাব বা প্রভু)। (গ) দীনিইয়াল্ ইসলাম, (ইসলাম আমার ধর্ম)। (ঘ) নাবীয়ী মুহাম্মাদ, (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নাবী)[৩]।[৪]

---

[১]দারাকুতনী।

[২]আবূ দাউদ, ইমাম হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।

[৩]সাঈদ ইবনু মানসুর মাওকুফভাবে রিওয়ায়াত করেছেন।
তাবারানীতে আবূ উমামাহ হতে মারফূ সূত্রে একটি লম্বা রিওয়ায়াতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

[৪]এ হাদীসটি যঈফ্ বা মাওকুফ– ফলে এর উপর 'আমাল করা নিষিদ্ধ, বিদ'আত কাজ।

(٤٧٢) وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. زَادَ التِّرْمِذِيُّ: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ». زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا».

৪৭২ ঃ বুরাইদাহ ইবনু হুসাইব আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তোমাদের কবর যিয়ারাত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা যিয়ারত কর।[১]

ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; ইবনু মাজায় আছে, এটা তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতি অনাসক্ত বা মোহমুক্ত করে তোলে।[২]

(٤٧٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৪৭৩ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারাত কারিণীদের প্রতি লা'নাত (অভিসম্পাত) করেছেন[৩]।[৪]

(٤٧٤) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

৪৭৪ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দনকারিণী ও তা শ্রবণকারিণীদের প্রতি লা'নাত করেছেন।[৫]

(٤٧٥) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا نَنُوحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪৭৫ ঃ উম্মু আত্বী'আ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের 'নিকট নেয়াহাহ্ (বুক চাপড়িয়ে কাঁদা) না করার' আহাদ বা ওয়াদা নিয়েছিলেন।[৬]

---

[১]মুসলিম। তিরমিযীতে আছে, এটা তোমাদের আখিরাত (পরকাল)-কে স্মরণ করিয়ে দেয়।
[২]কবর যিয়ারাত করা তখনই বৈধ হবে, যখন তা পরকালকে স্মরণ করার জন্য হবে। অন্য উদ্দেশ্যে তা করা হারাম হবে– মিশরীয় টীকা।
[৩]তিরমিযী, ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।
[৪]যারা ধৈর্য ধারণে ও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম তাদের জন্য বৈধ।
[৫]আবূ দাউদ।
[৬]বুখারী, মুসলিম।

(٤٧٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَهُمَا نَحْوُهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

৪৭৬ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিয়াহাহ্ করার কারণে মৃত ব্যক্তিকে কবরে শাস্তি দেয়া হয়[১]।[২]

মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হতেও অনুরূপ হাদীস উক্ত কিতাবদ্বয়ে রয়েছে।

(٤٧٧) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ بِنْتاً لِلنَّبِيِّ ﷺ تُدْفَنُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৪৭৭ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কন্যার দাফনকালে আমি সেখানে হাজির ছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি তাঁর চোখদুটিকে অশ্রু বিসর্জন করতে দেখেছি। (চেচিয়ে কাঁদা নিষেধ)।[৩]

(٤٧٨) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَيْهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ، لَكِنْ قَالَ: زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ فِي اللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ.

৪৭৮ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাত্রে তোমাদের মৃতদের দাফন করবে না, কিন্তু নিতান্ত বাধ্য হয়ে।[৪]

এর মূল মুসলিমে রয়েছে। কিন্তু রাবী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গে কড়াকড়ি করেছেন– রাত্রে কবর দিলে জানাযা নামায না পড়ে যেন তা দেওয়া না হয়।

---

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]বিভিন্ন দোষ-ত্রুটির জন্য কবরে মৃতের আযাব হওয়া সত্য। তবে স্বজনদের বিনিয়ে কান্নার জন্য তাদের মৃতের উপর আযাব হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে ভাষ্যকারগণ উল্লেখ করেছেন।

(১) মৃত ব্যক্তি তার জীবিত অবস্থায় ঐরূপ কান্নার সমর্থন করা ও তার পরিবারের ঐরূপভাবে বিনিয়ে কান্নার উপর রাজি থেকে মরা।

(২) মৃতব্যক্তির নিজের জন্য বিনিয়ে কাঁদার অসিয়াত করে মরা।

[৩]বুখারী।

[৪]ইবনু মাজাহ

(٤٧٩) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ، حِيْنَ قُتِلَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، «اِصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيّ.

৪৭৯ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু জা'ফর (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ যখন জা'ফরের শহীদ হওয়ার সংবাদ (মাদীনায়) পৌঁছাল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জা'ফরের পরিবারবর্গের জন্য খাবার তৈরী কর। কারণ তাদের নিকট এমন এক বিপদ এসেছে যা তাদেরকে অভিভূত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলেছে।[১]

(٤٨٠) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ، أَنْ يَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৮০ ঃ সুলাইমান তাঁর পিতা বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের কবরস্থানে যাবার সময় এই দু'আটি শিক্ষা দিতেন।

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু আ'লা আহ্‌লিদ্দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা অল-মুসলিমীনা অ-ইন্না ইনশাআল্লাহ্ বিকুম লাহিকুনা, নাস্‌আলুল্লাহ্ লানা অলাকুমুল আফি'ইয়াতাহ।

অর্থ ঃ কবরবাসী মু'মিন ও মুসলিমদের প্রতি সালাম আর আমরাও আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমাদের ও তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর কাছে সুখ-শান্তি চাইছি।[২]

[১] আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু মাজাহ।
[২] মুসলিম।

(٤٨١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، يَا أَهْلَ الْقُبُورِ! يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا، وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ.

৪৮১ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনার কবরস্থানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে এই দু'আ বললেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহ্‌লাল কুবুরে, ইয়াগফিরুল্লাহ লানা অলাকুম আন্তুম্‌ সালাফুনা অ-নাহ্‌নু বিল্‌ আসারে।"

অর্থ ঃ হে কবরবাসী, তোমাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক। আল্লাহ্‌ আমাদের ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, (পরকালের যাত্রায়) তোমরা আমাদের অগ্রগামী ও আমরা তোমাদের পশ্চাৎ অনুসারী।[১]

(٤٨٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ نَحْوَهُ، لَكِنْ قَالَ: «فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ».

৪৮২ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা মৃত ব্যক্তিদের গালি দেবে না। তারা তো তাদের পূর্বকৃত কর্মফল পেয়েই গেছে।[২]

মুগীরা (রাঃ) হতে তিরমিযীতে এইরূপই আছে, কিন্তু তাতে বলা হয়েছে, "এতে তোমরা জীবিতদের কষ্ট দেবে।"

[১] তিরমিযী, তিনি একে হাসান বলেছেন।
[২] বুখারী।

৪র্থ অধ্যায়

كتاب الزكاة
যাকাতের নিয়মাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাধারণ যাকাত

(٤٨٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذاً رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «إِنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৪৮৩ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয্ (রাঃ)-কে ইয়ামান প্রদেশে (গভর্ণর রূপে) পাঠিয়েছিলেন। মূল গ্রন্থে পূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার একাংশে– বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর তাদের মালের মধ্যে সাদক্বাহ যাকাত ফরয করেছেন, তা (যাকাত) তাদের ধনী ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।[১]

(٤٨٤) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أن أبا بكر رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ: هٰذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ، الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللّٰهُ بِهَا رَسُولَهُ: «فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ: فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ.

৪৮৪ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; আবূ বাকার সিদ্দিক্ব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মুসলমানের উপর ধার্য করা যাকাতের এই চার্টটি তাঁকে (আনাস রাঃ-কে) লিখে দিয়েছিলেন। (বাহ্‌রাইন প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব যখন তাঁকে দিয়েছিলেন) যা আল্লাহ্ আ'আলা তাঁর রাসূলকে আদেশ দিয়েছিলেন তা হচ্ছে– ২৪টি বা তার কম সংখ্যক উটে ছাগল দিতে হবে প্রতি পাঁচটি উটের জন্য একটি ছাগল এবং ২৫ হতে ৩৫টি উটের জন্য একটি এক বছর বয়সের মাদী উট, তা না থাকলে একটি দু-বছরের নর

[১]বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো বুখারীর।

فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ، إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ، إِلَى سِتِّينَ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ، إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ، إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ. فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ، فِي سَائِمَتِهَا: إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ، شَاةٌ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا شَاتَانِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ، إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ، شَاةٌ. فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً، شَاةً، وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ. وَفِي الرِّقَةِ:

উট দেয়া। তারপর ৩৬ হতে ৪৫ টির জন্য দু'বছরের মাদী উট দেয়া। ৪৬-৬০টির জন্য একটি হীক্কা (তিন বছর পেরিয়ে চতুর্থ বছরে পড়েছে এমন উটনী) তারপর ৬১-৭৫টির জন্য একটি পুরো চার বছর বয়সের উট দেয়া। তারপর ৭৬-৯০টির জন্য দু-বছরের দুটি মাদী উট দেয়া। তারপর ৯১-১২০টির জন্য দুটো হিক্কা (৩ বছরের) উট দেয়া। তারপর যখন ১২০টির বেশী হবে তখন প্রতি ৪০টির জন্য একটি দু-বছরের উট এবং প্রতি ৫০টির জন্য একটি (৩ বছরের) উট দেয়া। আর যার নিকট মাত্র চারটি উট থাকবে তার জন্য কোন যাকাত নেই তবে যদি তাদের মালিক তা দিতে ইচ্ছা করে।

ভেড়া ও ছাগলের যাকাত তার চারণভূমি বা বাথানে নিম্ন বিধান অনুযায়ী নিবে–

৪০টি হতে ১২০টি পর্যন্ত একটি ছাগল দেয়া, তারপর ১২১ হতে ২০০টি পর্যন্ত দুটি ছাগল দেয়া, তারপর ২০১ হতে ৩০০ পর্যন্ত ৩টি ছাগল দেয়া, তারপর ভেড়া বা ছাগলের সংখ্যা ৩০০-এর বেশী হলে প্রতি ১০০টির জন্য একটি ছাগল দেয়া। বাথানে (চারণভূমি বা অবস্থান ক্ষেত্রে) যার ৪০টি থেকে একটি মাত্র কম ছাগল থাকবে তার জন্য কোন যাকাত নেই। তবে যদি তার মালিক ইচ্ছা করে (দিতে পারে)। পৃথক মালকে (পালের বকরীকে) একত্র করা যাবে না এবং (যাকাত না দেয়ার বা কম দেয়ার উদ্দেশ্যে) একত্রিত বকরীকে পৃথক করা উচিত হবে না। আর যদি মালে শরীক থাকে তবে শরীকানরা আপন আপন মালের অনুপাতে ন্যায্যভাবে যাকাত আদায়ের হিসেব আপোষে মিল করে নেবে।

فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

যাকাতের জন্য দেয়া মাল যেন দাঁত পড়া (শেষ বয়সের) মাল না হয়, চোখে কোন দোষ যুক্ত না হয় এবং এঁড়ে না হয়, তবে যদি মালিক নিজের ইচ্ছায় এঁড়ে দেয় তা অন্য কথা। চাঁদির যাকাত দুইশত দিরহামে এক চল্লিশাংশ দেয়া। যদি ১৯০ বা তার কম দিরহাম থাকে তবে– তাতে যাকাত দিতে হবে না তবে মালিক ইচ্ছা করলে দিতে পারে।[১]

যদি উটের মালের দেয়া যাকাত (চার বছর বয়সের) উট হয় আর তার নিকট তা না থাকে তবে একটি হিক্কা উট (৩ বছরের) দেবে ও তা সহ দুটো ছাগল দেবে– যদি তা সহজ সাধ্য হয়। অন্যথায় হিক্কার সাথে ২০টি দিরহাম দেবে[২]।[৩]

(٤٨٥) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً، أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرِيًّا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৪৮৫ ঃ মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইয়ামান প্রদেশে (আঞ্চলিক বা প্রদেশিক গভর্ণর হিসেবে) পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁকে প্রতি ৩০টি গরুতে ১টি ১বছর বয়সের বাছুর বা বক্না নিতে আর প্রতি ৪০টি গরুতে একটি মুসিন্নাহ বা দু-বছরের গরু নিতে আদেশ দিয়েছিলেন, প্রত্যেক বালেগের জন্য একটি দিনার বা তার সমমূল্যের মুআফির কাপড়।[৪]

[১]সাড়ে বায়ান্ন তোলার কমে চাঁদির যাকাত নেই।

[২]দু'টি ছাগলের মূল্য ২০ দিরহাম ধরা হলে তখন একটি মধ্যম প্রকার ছাগলের মূল্য ১০ দিরহাম অর্থাৎ রৌপ্য মুদ্রের হিসাবে আড়াই টাকার মত ছিল।

[৩]আর যার যাকাত হিসেবে হিক্কা উট দেয়া হচ্ছে কিন্তু হিক্কা নেই, আছে জায্‌আ উট, তবে তার জায্‌আ নিতে হবে ও তাকে তহ্‌সিলদার কুড়িটি দিরহাম বা দুটি ছাগল দেবে– বুখারী।

[৪]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। শব্দ আহমাদের, তিরমিযী একে হাসান বলেছেন এবং এর মাওসুল হওয়াতে মতভেদ আছে বলে ইঙ্গিত করেছেন; ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।

(٤٨٦) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ».

৪৮৬ ঃ আমর ইবনু শুআইব তাঁর পিতা এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলমানের সাদক্বা আদায় করা হবে তাদের অবস্থানক্ষেত্র হতে, (তাঁদের অন্যত্র যেতে বাধ্য করা যেন না হয়।)[১]

(٤٨٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِمُسْلِمٍ: لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ، إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ.

৪৮৭ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলিমের (সেবার জন্য নিয়োজিত) দাসের ও সাওয়ারীর জন্য ব্যবহৃত ঘোড়ার যাকাত নেয়।[২]

(٤٨٨) وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا، مُؤْتَجِراً بِهَا، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ.

৪৮৮ ঃ বাহ্য ইবনু হাকীম (রাঃ) তাঁর পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মাঠে প্রতিপালিত প্রতি ৪০টি উটের জন্য (১২০টির বেশী উট হলে) একটি দুবছরের উট্নী যাকাত হিসেবে দেবে। যাকাতের হিসেবকালে কোন উট (মাল) আলাদা করা চলবে না। যে ব্যক্তি যাকাত পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে দেবে সে পুণ্যলাভ করবে। আর যে তা দেয়া হতে বিরত থাকবে, তার নিকট হতে আমরা অবশ্যই তা আদায় করে নেব এবং তার মালের একটি বিশেষ অংশও আল্লাহর মাল বলে বিবেচিত। (অর্থাৎ জরিমানা হিসেবে আরো বেশী আদায় করা হবে।) যাকাত বা সাদক্বার মাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনের জন্য মোটেই হালাল নয়।[৩]

---

[১] আহমাদ। আবূ দাউদে আছে, মুসলমানদের যাকাত তাদের বাড়ীতেই নিতে হবে।

[২] বুখারী। মুসলিমে আছে, দাসের কোন যাকাত নেই তবে তার জন্য সাদক্বাতুল্ ফিত্বর দিতে হবে।

[৩] আহ্মাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইমাম হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন। ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বিষয়টিকে প্রমাণ সাপেক্ষে তা মানার জন্য বলেছেন।

(٤٨٩) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي رَفْعِهِ.

৪৮৯ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমার নিকট ২০০টি দিরহাম (চাঁদির মুদ্রা) জমা হওয়ার পর একটি পূর্ণ বছর গচ্ছিতই থাকবে তখন তার জন্য– পাঁচটি দিরহাম যাকাত হিসেবে দেয়া হবে। আর ২০টি দিনার স্বর্ণমুদ্রা এক বছর যাবত জমা থাকলে তার জন্য অর্ধ দিনার যাকাত হিসেবে দিতে হবে। তার কমে (স্বর্ণের) যাকাত নেই। আর বেশী হলে তার হিসেব অনুপাতে (যাকাত দিতে) হবে। নিসাব পরিমাণ কোন মালের উপর একটি বছর অতিক্রম না হলে যাকাত দিতে হবে না।[১]

وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ.

ইবনু উমার (রাঃ) হতে তিরমিযীতে আছে, কারো কোন মাল সঞ্চিত হলে তার গচ্ছিত অবস্থার উপর একটি বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য যাকাত ফরয হয় না। এর সনদের মাওকুফ হওয়াটাই অগ্রগণ্য।

(٤٩٠) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا.

৪৯০ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন ঃ কাজে নিয়োজিত গরুর কোন যাকাত নেই।[২]

[১]আবূ দাউদ, এটার সনদ হাসান। এর সনদের মারফূ হওয়া প্রসঙ্গে ইমামগণ মতভেদ করেছেন।
[২]আবূ দাউদ, দারাকুৎনী। এরও মাওকুফ হওয়াটা বেশী অগ্রগণ্য।

(٤٩١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيماً لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.

৪৯১ ঃ আমর ইবনু শুআইব তার পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি কেউ মালদার ইয়াতীমের অভিভাবক হয় তবে সে যেন উক্ত মালকে এমনি ফেলে না রেখে ব্যবসা-বাণিজ্যে লাগিয়ে রাখে। এমন যেন না হয় যে, যাকাত উক্ত মালকে নিঃশেষ করে দেয়।[১]

(٤٩٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪৯২ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু আবী আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত; যখন কোন সম্প্রদায় তাদের যাকাত নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হত; তখন তিনি বলতেন, 'আল্লাহুম্মা সল্লি আলাইহিম'– হে আল্লাহ্! তুমি তাদের উপর রাহম (কৃপা বর্ষণ) কর।[২]

(٤٩٣) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

৪৯৩ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যাকাত দেয়ার সময় হওয়ার আগে কি যাকাত দেওয়া যাবে? এতে তিনি তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন।[৩]

[১] তিরমিযী, দারাকুতনী। এর সনদটি দুর্বল, এর একটি সহায়ক হাদীস ইমাম শাফিঈ বর্ণনা করেছেন।

[২] বুখারী, মুসলিম।

[৩] তিরমিযী, হাকিম।

(٤٩٤) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ.

وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৪৯৪ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ৫ উকিয়ার (২০০ দিরহাম) কম চাঁদিতে যাকাত দেয়া ফরয নয়। এবং পাঁচ যাউদ উটের কমে যাকাত ফরয নয়। এবং ৫ ওয়াসাক (২০ মণ)-এর কম খেজুরে যাকাত নেই।[১]

(উটের পাল যাতে ৩টি হতে ১০টি পর্যন্ত ছোট-বড় থাকে তাকে 'যাউদ' বলে।)

মুসলিমে আবূ সাঈদের রিওয়ায়াতে আছে, খেজুর ও শস্যে ৫ ওয়াসাকের (২০ মনের) কমে যাকাত ফরয নেই। আবূ সাঈদের মূল হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে আছে।

(٤٩٥) وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا، اَلْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِأَبِي دَاوُدَ: أَوْ كَانَ بَعْلًا اَلْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

৪৯৫ ঃ সালিম ইবনু আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আসমানের পানি ও ঝর্ণা ইত্যাদির পানি দ্বারা অথবা মাটির নিজস্ব সরসতার কারণে উৎপন্ন ফসলে এক-দশমাংশ উশর দিতে হয়। আর কূপ ইত্যাদি হতে (কৃত্রিম উপায়ে) সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলে বিশ ভাগের এক অংশ যাকাত দিতে হয়।[২]

আর আবূ দাউদে আছে, যমির উৎপাদিত ফসলে দশ ভাগের এক ভাগ দিতে হয়; পশুর সাহায্যে সেচকৃত বা যন্ত্রাদির সাহায্যে সেচকৃত পানির দ্বারা উৎপাদিত ফসলে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হয়।

(প্রকাশ থাকে যে, বর্তমান সেচ প্রক্রিয়াকে উপরোক্ত ২য় পর্যায়ে শামিল করা অযৌক্তিক হবে না।)

[১]মুসলিম।
[২]বুখারী।

(٤٩٦) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُمَا: لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ.

৪৯৬ ঃ আবূ মূসা আশয়ারী ও মুআয (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের বলেছিলেন, সাদকায় গৃহীত হবে চার প্রকার আহার্য-শস্যই– যব, গম, মনাক্কা ও খেজুর।[১]

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: فَأَمَّا الْقِثَّاءُ وَالْبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

দারাকুৎনীতে আছে, কিন্তু শসা, তরমুজ, ডালিম ও আঁখ-এর যাকাত (উশুর) মাফ করে দিয়েছেন। –এর সনদ দুর্বল।[২]

(٤٩٧) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৪৯৭ ঃ সাহ্ল ইবনু আবূ হাসমা হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন, যখন তোমরা কোন ফসল আনুমানিক একটি পরিমাণ ঠিক করে যাকাত দেবে– তখন তোমরা তা হতে তিন ভাগের এক অংশ; না পারলে (অন্ততঃ) চার ভাগের এক অংশ ছেড়ে দেবে।[৩]

(٤٩٨) وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ، كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.

৪৯৮ ঃ আত্তাব ইবনু উমাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করেছেন, খেজুরের মতো আঙ্গুরও আনুমানিক একটা পরিমাণ ঠিক কের নিতে। আর সেটার যাকাত নেয়া হবে কিশমিশ।[৪]

---

[১]তাবারানী, হাকিম।

[২]ইসলামী রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন মুসলমানের উপর বিশেষ ফরয কাজ। এই ফরয কাজের আনজাম মাত্র বাইতুল মাল কায়িম করার উপর সম্ভব। অতএব, স্থান-কাল বিশেষ যেখানে যে বস্তু যখন অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তিরূপে গণ্য হবে তখন তার যাকাতও আদায় করতে হবে। আর যেটা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গৌণ হয়ে দাঁড়াবে তার যাকাত দেওয়াতে অন্য মত হতে পারে।

[৩]আবূ দাঊদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ। ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।

[৪]আবূ দাঊদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাযাহ– এর সনদে বিচ্ছিন্নতা আছে।

(٤٩٩) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا»؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ»؟ فَأَلْقَتْهُمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

৪৯৯ ঃ আম্‌র ইবনু শুআইব তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন, তার সাথে তার একটি কন্যা ছিল। আর তার কন্যার হাতে দুটি স্বর্ণের কংকন (বালা) ছিল। তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি কি এগুলোর যাকাত আদায় কর? সে বললো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি কি সন্তুষ্ট আছ যে কিয়ামাতের দিনে আল্লাহ্ ঐগুলো দিয়ে আগুনের কংকন তৈরী করে তোমাকে তা পরতে দেন? এটা শুনে সে ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল।[১]

(٥٠٠) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৫০০ ঃ উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি স্বর্ণের কিছু কড়া বা রিং পরতেন। তারপর তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এগুলো কি কান্‌য (অর্থাৎ কুরআনে নিন্দিত গচ্ছিত মাল)-এর শামিল হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ "যদি তুমি এর যাকাত দাও তবে তা কান্‌য হবে না।"[২]

(٥٠١) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ.

৫০১ ঃ সামুরা ইবনু জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঐ মাল হতে যাকাত বের করতে আদেশ দিতেন যেগুলো আমরা বিক্রয়ের জন্য তৈরি করতাম।[৩]

---

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ। এর সনদ মযবুত, এবং হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন। আয়িশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হিসেবে।
[২]আবূ দাউদ, দারাকুতনী এবং হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।
[৩]আবূ দাউদ, এর সনদ কিছু দুর্বল।

(٥٠٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫০২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রিকায বা মাটিতে পুঁতে রাখা মাল পাওয়া গেলে তার (পরিমাণ যাই হোক) পাঁচ ভাগের এক অংশ ইসলামী জাতীয় তহবিলে দিতে হবে।[১]

(٥٠٣) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ: «إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৫০৩ ঃ আমর ইবনু শুআইব তাঁর পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, যদি কোন লোক কোন বিরান জায়গায় ধন পায় সে প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি তা কোন লোক-বসতি স্থানে পায় তবে তা যেন প্রচার করে লোকদের জানিয়ে দেয় আর যদি কোন বিরান জায়গায় পায় তবে তাতে ও রিকাযে পাঁচ ভাগের এক অংশ যাকাত দিতে হবে।[২]

(٥٠٤) وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

৫০৪ ঃ বিলাল ইবনু হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবালিয়া নামক (অঞ্চলের) খনিজ মালের যাকাত নিয়েছেন।[৩]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]ইবনু মাজাহ একে ভাল সনদ সহকারে সংকলন করেছেন।
[৩]আবূ দাউদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

باب صدقة الفطر

রোযাব্রত সমাপ্তির সাদক্বাহ

(٥٠٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫০৫ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিত্‌রার যাকাত এরূপ ধার্য করেছেন, প্রতিটি দাস, স্বাধীন, পুরুষ, স্ত্রী, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল মুসলিমের পক্ষে মাথাপিছু এক সা (২ সের ১২ ছটাক ৬ মাশা) করে খেজুর বা যব। আরো আদেশ দিয়েছেন যে, তা নামায পড়তে যাবার আগেই আদায় করতে হবে।[১]

وَلابْنِ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ.

ইবনু আদী ও দারাকুৎনীতে বর্ণিত; দুর্বল সনদের একটি হাদীসে আছে, মুসলিমদের ঐ দিনে রুযীর খোঁজে বাইরে ঘোরার প্রয়োজন মিটিয়ে দাও।

(٥٠٦) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ، كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَلأَبِي دَاوُدَ: «لاَ أُخْرِجُ أَبَداً إِلاَّ صَاعاً».

৫০৬ ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন যে; আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক সা ওজনের খাদ্য বা এক সা খেজুর বা এক সা যব বা এক সা মনাক্কা সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে দিতাম।[২]

কিতাব দুটির অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে, "অথবা এক সা পনির দিতাম।"

আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবিতকালে যেমন পূর্ণ এক সা দিতাম আজও তাই দিতে থাকবো।

আবূ দাউদে আবূ সাঈদের কথাটি এইভাবে আছে, এক সা ছাড়া দেবই না আমি।

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।

(٥٠٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৫০৭ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাঞ্ছিত ও অশ্লীল কাজের ফলে রোযার মধ্যে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায়, তা হতে রোযাদারকে পবিত্র করার ও (তৎসহ) গরীবদের খাবার ব্যবস্থার কারণে যাকাতুল ফিত্‌র ধার্য করেছেন। তা যে ব্যক্তি ঈদুল ফিত্‌র নামায-এর আগে আদায় করবে সেটিই যাকাত বা সাদকাতুল ফিত্‌র বলে গৃহীত হবে। আর যে ব্যক্তি ঈদুল্ ফিত্‌র এর নামাযের পরে দিবে তা অন্যান্য সকল সাধারণ দান বলে বিবেচিত হবে।[1]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

باب صدقة التطوع
নাফল সাদকাহ্ বা সাধারণ দান-খাইরাত

(٥٠٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «**سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ**» - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: «**وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫০৮ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন দিনে তাঁর ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া কোন ছায়াই থাকবে না (মূল কিতাবে যথাস্থানে হাদীসটি সম্পূর্ণ বর্ণিত হয়েছে)। তার মধ্যে আছে, যে ব্যক্তি এমন সংগোপনে দান করে যে, তার ডান হাতে দেয়া সাদকার সন্ধান বাম হাত পায় না। (অর্থাৎ দান কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই করে কোন পার্থিব স্বার্থ মোটেই থাকে না)।[2]

---
[1] আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ। হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।
[2] বুখারী, মুসলিম।

(٥٠٩) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৫০৯ ঃ উক্‌বা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রতিটি মানুষ তার সাদকার ছায়াতে আশ্রয় পাবে যতক্ষণ না কিয়ামাতে মানুষের হিসাব-নিকাশ খতম হবে।[১]

(٥١٠) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِماً عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِماً عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ لِينٌ.

৫১০ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে মুসলিম তার মুসলিম ভাইকে তার বস্ত্রহীন অবস্থায় কাপড় পরাবে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের সবুজ পোশাক পরাবেন। আর যে মুসলিম তার ক্ষুধার্ত মুসলিম ভাই-কে খাদ্য খাওয়াবে, আল্লাহ্ তাকেও জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। আর যে কোন মুসলিম তার কোন তৃষ্ণার্ত মুসলিম ভাইকে পানি পান করান; তবে আল্লাহ্ তাকেও মোহর কৃত বিশুদ্ধ শরাব পান করাবেন।[২]

(٥١١) وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৫১১ ঃ হাকিম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নীচু হাত হতে উঁচু হাত উত্তম (দান গ্রহীতা হতে দাতা উত্তম)। তুমি যাদের ভরণ-পোষণ কর প্রথমে তাদেরকে দান করবে, স্বীয় জীবন-যাত্রার স্বচ্ছলতা বহাল রেখে দান করা উত্তম। যে ব্যক্তি পবিত্র চরিত্র কামনা করে দান গ্রহণ ইত্যাদি নীচতা হতে নিজেকে রক্ষা করতে যারা সংকল্প বদ্ধ তাদের আল্লাহ্ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী করেন আর যারা নিজেকে পরমুখাপেক্ষী হতে দিতে চায় না তাকে আল্লাহ্ পরমুখাপেক্ষী করেন না।[৩]

[১]ইবনু হিব্বান, হাকিম।
[২]আবূ দাউদ, তার সনদে কিছু দুর্বলতা আছে।
[৩]বুখারী, মুসলিম।

(٥١٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: **جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ**. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৫১২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন্ প্রকার সাদকাহ (দান) উত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেন, স্বল্প সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তির পারিশ্রমিক হতে দান; আর দানে স্বজনদের প্রাধান্য দাও।[১]

(٥١٣) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **«تَصَدَّقُوا»**، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: **«تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ»**، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: **«تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ»**، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: **«تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ»**، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: **«تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ»**، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: **«أَنْتَ أَبْصَرُ بِهِ»**. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৫১৩ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা দান কর। কোন লোক বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে মাত্র একটি দিনার (এক প্রকার মুদ্রা) আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি ওটা নিজের জন্যই ব্যয় কর। লোকটা বললো ঃ আমার কাছে অন্য একটি আছে। তিনি উত্তরে বলেন ঃ এটা তোমার সন্তানদের প্রতিপালনের জন্য খরচ কর। লোকটা বললো আমার নিকট আরো একটি আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ওটা তোমার স্ত্রীর জন্য খরচ কর। লোকটা বললো ঃ আমার কাছে আরো একটি আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ওটা তোমার চাকরের জন্য খরচ কর। লোকটা বললো ঃ আমার কাছে আরো একটি মুদ্রা আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি এতে যা ভাল বুঝ কর।[২]

[১] আহমাদ, আবূ দাউদ। একে ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান ও ইমাম হাকিম সহীহ্ বলেছেন।
[২] আবূ দাউদ, নাসাঈ। ইবনু হিব্বান ও ইমাম হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।

(٥١٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئاً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫১৪ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন (কোন) রমণী সৎভাবে বাড়ীর খাবার দান করে তখন সে দান করার পুণ্য পায় ও তার স্বামী উপার্জনকারী হিসেবে তার পুণ্যলাভ করে। এবং অর্থরক্ষকও সেরকম পুণ্যলাভ করবে– এতে একে অপরের পুণ্য কমাতে পারবে না।[১]

(٥١٥) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৫১৫ ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত; মাসউদের স্ত্রী যাইনাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে তাঁকে বলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আজ দান করার জন্য আদেশ করেছেন, আমার কাছে কিছু অলঙ্কার রয়েছে– আমি ওগুলো দান করতে চাই। আমার স্বামী ইবনু মাসউদ (রাঃ) মনে করেছেন যে, তিনি ও তার পুত্রই ঐ দানের বেশি হকদার এই কারণে আমি তাঁদের তা দান করে দেই। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইবনু মাসউদ সত্যই বলেছেন– তোমার স্বামী ও পুত্রই তোমার দানের অধিক হকদার।[২]

(٥١٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫১৬ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে মানুষ লোকের নিকট সাওয়াল করতেই (ভিক্ষা নিতেই) থাকে ফলে সে কিয়ামাতের দিন এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, তখন (এই অপরাধের কারণে) তার মুখমণ্ডলে কোন গোশ্ত থাকবে না।[৩]

[১] বুখারী, মুসলিম।
[২] বুখারী।
[৩] বুখারী, মুসলিম।

(٥١٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫১৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি লোকের নিকট মাল বৃদ্ধির জন্য ভিক্ষা করে সে মূলত অঙ্গার (আগুনের টুকরা) চেয়ে নেয়। কাজেই সে তার অঙ্গার কম করুক বা বেশি করুক (নিজের দায়িত্বেই সে তা করবে)।[১]

(٥١٨) وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৫১৮ ঃ যুবাইর ইবনু আউয়াম (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার দড়ি নিয়ে গিয়ে (বন হতে) কাঠের বোঝা বয়ে নিয়ে এসে বিক্রয় করে এবং বিক্রয়ের পয়সা দিয়ে নিজের আত্মমর্যাদা রক্ষা করে, তবে সেটা লোকের নিকট সাওয়াল করা হতে তার জন্য উত্তম হবে– সাওয়াল করলে লোক তাকে দিতেও পারে– নাও দিতে পারে।[২]

(٥١٩) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

৫১৯ ঃ সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সাওয়াল করা একটি কলঙ্ক চিহ্ন মাত্র। মানুষ তা দিয়ে তার মুখমণ্ডলকেই কলঙ্কিত করবে (স্বীয় মর্যাদা নষ্ট করবে), তবে মানুষ দেশ শাসকের কাছে চাইতে পারে বা নিরুপায় হয়ে বাধ্য হয়ে সাওয়াল করতে পারে।[৩]

[১]মুসলিম।
[২]বুখারী।
[৩]তিরমিযী। তিনি একে সহীহ্ বলেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

باب قسم الصدقات
যাকাত ও উশুর বন্টন

(٥٢٠) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

৫২০ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাদকাহ বা দানের বস্তু গ্রহণ করা ধনীর জন্য হালাল নয়। তবে পাঁচ প্রকার লোক ধনী হলেও তাদের জন্য তা বৈধ হবে ঃ

১) সাদকা বা যাকাতের কর্মচারী (যাঁরা এই তহবীল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন)।

২) ধনী যিনি নিজ অর্থের বিনিময়ে সাদকার মাল ক্রয় করেন।

৩) করজদার বা ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি।

৪) আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী।

৫) যিনি হাদীয়া বা উপহার গরীবের কাছ থেকে সাদকার মাল লাভ করেন।[১]

(٥٢١) وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ: أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْأَلاَنِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَقَوَّاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

৫২১ ঃ উবাইদুল্লাহ্‌ ইবনু আদী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তাঁকে দুজন লোক বলেন ঃ তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাদকার মাল চাইতে এসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি চেয়ে দেখলেন, তারা হৃষ্টপুষ্ট দেহবিশিষ্ট। ফলে তিনি তাদের বললেন, তোমরা যদি এ-মাল নিতে চাও আমি দিব কিন্তু সাদকার মালে (সরকারী বাইতুলমালে) কোন ধনী ও উপার্জনক্ষম লোকের কোন হক্ব নেই।[২]

---

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ। ইমাম হাকিম সহীহ্‌ বলেছেন এবং মুরসাল হওয়ার দুর্বলতাও উল্লেখ করেছেন।

[২]আহমাদ। আবূ দাউদ ও নাসাঈ একে মজবুত সনদের হাদীস বলেছেন।

(٥٢٢) وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ، يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ سُحْتًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

৫২২ ঃ কাবীসা ইবনু মুখারিক আল্ হিলালী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিন প্রকারের লোক ব্যতীত অন্য কারো সাওয়াল করা হালাল নয়। যথা ঃ

১) যে ব্যক্তি কোন জামানাত নিজ কাঁধে নিয়েছে, তার সে জামানাত আদায় দেওয়া পর্যন্ত সাওয়াল করা বৈধ। তারপর তা বন্ধ করে দেবে।

২) যে ব্যক্তির মাল কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়ে যায় তার জীবন যাত্রাকে প্রতিষ্ঠিত করা পর্যন্ত সাওয়াল করতে পারবে।

৩) ঐ অনাহারক্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য তার আর্থিক জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করা পর্যন্ত সাওয়াল করা হালাল হবে- যার অনাহার থাকার পক্ষে সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি সাক্ষ্য দেন।

এর ছাড়া যে কোন প্রকার সাওয়াল করা- হে ক্বাবীসা, হারাম- যে অবৈধ সাওয়াল করবে সে হারাম খাবে[১]।[২]

[১]মুসলিম, আবূ দাউদ ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু হিব্বান।

[২]যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও দুজন উপযুক্ত সাক্ষী যথেষ্ট কিন্তু বাইতুল মাল খাওয়ার উপযোগী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তা যথেষ্ট নয় বরং তিনজন সাক্ষীর দরকার।

(٥٢٣) وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ رَبِيعَةَ ابْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لِآلِ مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫২৩ ঃ আবদুল মুত্তালিব ইবনু রাবীআ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বস্তুতঃ সাদকা (যাকাত) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরদের গ্রহণ করা উচিত নয়। সাদকা হচ্ছে জনগণের ক্লেদ নিসৃতঃ ময়লা মাটি (যা ভদ্রতা ও রুচি বিরুদ্ধ)। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরের জন্য এটা হালাল নয়।[১]

(٥٢٤) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৫২৪ ঃ জুবাইর ইবনু মুত্ইম (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি ও উসমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম, আপনি মুত্তালিব গোত্রের লোককে খাইবারের (গানিমাতের) মাল হতে পাঁচ ভাগের এক অংশ দিলেন আর আমাদেরকে বাদ দিলেন। অথচ আমরা ও তাঁরা একই পর্যায়ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বনু মুত্তালিব ও বনু হাশিমগণ একই শ্রেণীভুক্ত।[২]

[১] মুসলিম।
[২] বুখারী।

(٥٢٥) وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي، فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا: فَقَالَ: لَا، حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَسْأَلَهُ، فَأَتَاهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

৫২৫ ঃ আবূ রাফি' (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানু মাখযুমের একজন লোককে সাদকার-দায়িত্বে পাঠিয়েছিলেন। সে আবূ রাফি' নামক সাহাবীকে বললো, আপনি আমার সাথে চলুন আপনি তা থেকে (সাদকা থেকে) কিছু পেয়ে যাবেন। আবূ রাফি' (রাঃ) বলেন, না (আমি তা নেব না) যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করব। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ (এ ব্যাপারে) দাস তার মুনিবের সম্প্রদায়ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে, আর আমাদের (বনু হাশিম গোত্রের) জন্য সাদকা হালাল নয়[১]।[২]

(٥٢٦) وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ: خُذْهُ، فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫২৬ ঃ সালিম ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রাঃ)-কে কিছু দান করতেন। ফলে উমার (রাঃ) বলেন, আমার থেকে যে বেশি গরীব তাকে ওটা দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, তুমি হয় একে নিজের মাল করে নাও, না-হয় তুমি তা সাদকা করে দিও। এই সাদকার মাল হতে যা তুমি বিনা সাওয়াল ও বিনা বাসনায় পাবে তা গ্রহণ কর; অন্যথায় তুমি ঐ মালের পিছে লেগো না।[৩]

---

[১] আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু হিব্বান।

[২] সাদকা বা যাকাতের মাল গ্রহণ করার দুটো দিক আলাদাভাবে বিবেচনা করার আছে।

(১) চেয়ে নেওয়া ও (২) না চাওয়া সত্ত্বেও বন্টনকারী কর্তৃক প্রদত্ত হওয়া।

হাদীসে আছে, সন্ধ্যা ও সকাল দুটো খাবারের যার ব্যবস্থা রয়েছে তার জন্য চাওয়া বা ভিক্ষা করা হারাম। আর না চাওয়া সত্ত্বেও সাদকা বা যাকাতের মাল পেলে ঐ ব্যক্তির জন্য তা গ্রহণ করা হারাম হবে যে ব্যক্তির উপর যাকাত আদায় করা ফরয হয়েছে। যেমন তাঁর নিকটে সারে বায়ান্ন তোলা রুপা বা তার সমমূল্যের বস্তু মওজুদ আছে। স্বাস্থ্যবান শ্রমে সক্ষম ব্যক্তির জন্যেও সাদকা ও যাকাতের মাল চাওয়া করা নিষিদ্ধ– সুবুলুস সালাম।

[৩] মুসলিম।

৫ম অধ্যায়

كتاب الصيام
সিয়াম (রোযা)

(৫২৭) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫২৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রামাযানের রোযার সাথে প্রথমে একদিন বা দু-দিনের (বাড়তি) রোযাকে সংযোগ করবে না। (অর্থাৎ 'শাবান-এর শেষের দু'দিনে রোযা রাখবে না)। তবে যে ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট দিনে (বারে) রেখে আসছে সে তা রাখবে।[১]

(৫২৮) وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيهِ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقاً، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৫২৮ ঃ আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি সন্দেহ-দিনে রোযা রাখবে সে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবাধ্য আচরণ করবে।[২]

(৫২৯) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ. وَلِلْبُخَارِيِّ: فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ. وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ.

৫২৯ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– যখন তোমরা (রামাযানের) নতুন চাঁদ দেখবে তখন রোযা রাখবে আর যখন (শাওয়াল মাসের) নতুন চাঁদ দেখবে তখন রোযা রাখা হতে বিরত থাকবে। যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকায় দেখা না যায়, তবে চাঁদের 'পরিমাণ' পূরণ করে নাও[৩]।[৪]

মুসলিমে আছে, চাঁদের উনত্রিশ দিনে' মেঘাচ্ছন্নের কারণে চাঁদ দেখা না গেলে ৩০ পূর্ণ করবে। আর বুখারীতে আছে, ৩০ দিনের গণনা পূর্ণ করবে।[৫]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) মুয়াল্লাক সনদে এবং আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ মাওসুলরূপে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।

[৩]বুখারী, মুসলিম।

[৪]বুখারীতে আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে– মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ দেখা না গেলে 'শা'বান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নেবে।'

[৫]শা'বানের ২৯ তারিখে নতুন চাঁদ দেখা না গেলে শা'বান মাসকে ত্রিশ দিনে পূর্ণ করে নিতে হবে। এভাবেই যদি রামযানের ২৯-শে শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় তবে রামযানের ত্রিশ দিন পূরণ করতে হবে। চন্দ্রমাস একত্রিশ দিনের হয় না।

(٥٣٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ.

৫৩০ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; জনগণ চাঁদ দেখলো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিলাম যে আমি চাঁদ দেখেছি। ফলে তিনি নিজে রোযা রাখলেন ও জনগণকে রোযা রাখার আদেশ দিলেন।[১]

(٥٣١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ: فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَداً. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ.

৫৩১ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন এক গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে বললো, আমি চাঁদ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে বললেন ঃ তুমি কি এ সত্যের সাক্ষ্য দাও যে "আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই"– সে বললো, হ্যাঁ। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল লোকটি বললেন, হ্যাঁ, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে বিলাল! আগামী কাল রোযা রাখার নির্দেশটি জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দাও।[২]

[১]আবূ দাউদ। ইবনু হিব্বান ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন। ইমাম নাসাঈ এর মুরসাল হওয়ার অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

(٥٣٢) وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعاً ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

৫৩২ ঃ উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের আগে রোযা রাখার নিয়্যাত না করবে তার রোযা (সিদ্ধ) নয়।[১]

ইবনু খুযাইমা ও ইবনু হিব্বান মারফু'রূপে একে সহীহ্ বলেছেন।

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ».

দারাকুৎনীতে আছে, যে রাত্রিতে রোযা রাখার নিয়্যাত না করবে তার রোযা হবে না। (এটা ফরয রোযার জন্য)

(٥٣٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إِذاً صَائِمٌ، ثُمَّ أَتَانَا يَوْماً آخَرَ، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً، فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫৩৩ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদের কাছে এসে বললেন ঃ তোমাদের কাছে কি কোন খাবার আছে? আমরা বললাম, না। তখন তিনি বললেন, তবে আমি এখন রোযাদার। তারপর আর একদিন তিনি আমাদের কাছে আসলেন, আমরা বললাম, আমাদের জন্য মালিদা উপহার দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন ঃ তা আমাকে দেখাও আমি কিন্তু রোযাদার রূপে সকাল করেছি, তারপর তিনি খাবার খেলেন[২]।[৩]

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী ও নাসাঈ এর মাওকুফ হওয়াকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।
[২]মুসলিম।
[৩]নাফল রোযার নিয়্যাত দুপুরের আগ পর্যন্ত করা যায় আর দুপুরের আগে তা ভাঙ্গাও চলে।

(٥٣٤) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ، أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا».

৫৩৪ ঃ সাহ্ল ইবনু সা'আদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোক যতদিন অবিলম্বে রোযার ইফতার করবে ততদিন তারা মঙ্গলের অধিকারী হতেই থাকবে।[১]

তিরমিযীতে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ অবিলম্বে রোযার ইফতারকারী ব্যক্তিগণ আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আমার কাছে প্রিয়।[২]

(٥٣٥) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৩৫ ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সাহ্রী খাবে; বস্তুতঃ রোযার জন্য সাহ্রী খাওয়াতে বারাকাত (কল্যাণ) রয়েছে।[৩]

(٥٣٦) وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৫৩৬ ঃ সালমান ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ইফতার করে সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে, তা না পেলে পানি দ্বারা ইফতার করবে। কেননা তা পবিত্রকারী।[৪]

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]যাঁরা সূর্যাস্তের পরও বিলম্ব করে ইফ্তার করাকে ভাল মনে করেন তাঁদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক ও ইসলামের শিক্ষার বিপরীত।

[৩]বুখারী, মুসলিম।

[৪]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু হিব্বান ও হাকিম সহীহ্ বলেছেন।

(٥٣٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماً، ثُمَّ يَوْماً، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ»، كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৩৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরতিহীন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। জনৈক মুসলিম বললেন ঃ হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি তো বিরতিহীন রোযা রেখে থাকেন! উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার মত তোমাদের কে আছে? আমার প্রভু আমাকে রাতে পানাহার করান। (অর্থাৎ তিনি ইশ্‌কে ইলাহী ভিত্তিক রিয়াযত ও ইবাদাতলব্ধ রূহানী গেজা বা আত্মিক শক্তিদ্বারা বলিয়ান হয়ে থাকেন, যা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়।) (এত করে বলার পরও) যখন বিরতিহীন রোযা হতে লোক বিরত থাকলো না, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে বিরতিহীন রোযা একদিন রাখলেন তার পরের দিনও রাখলেন তার পর শওয়ালের নতুন চাঁদ দেখা দিল। তিনি বললেন ঃ যদি নতুন চাঁদ উঠতে দেরি করত তবে আমি বিরতিহীন রোযা বাড়াতেই থাকতাম। বিরতিহীন রোযা ত্যাগ করতে তাদের অসম্মত হওয়ার জন্য এ কথাটা তাদেরকে ঠেকিয়ে শেখানোর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন।[১]

(٥٣٨) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

৫৩৮ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে রোযাদার মিথ্যা বলা বা মিথ্যার অনুকূলে কাজ করা এবং মূর্খামী ত্যাগ না করবে তার পানাহার ত্যাগের কোনই প্রয়োজন (মূল্য) আল্লাহর নিকট নেই।[২]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, আবূ দাউদ; শব্দ আবূ দাউদের।

(٥٣٩) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: «فِي رَمَضَانَ».

৫৩৯ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (স্ত্রীকে) রোযার অবস্থায় চুম্বন দিতেন ও আলিঙ্গন করতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের থেকে ঢের আত্মসংযমশীল ছিলেন। (যার জন্য তাঁর পক্ষে এরূপ করাতে কোনরূপ আশঙ্কার কারণ ছিল না। কিন্তু তোমাদের পক্ষে তা নিরাপদ নয়)[১]।[২]

(٥٤٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৫৪০ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামের অবস্থায় ও রোযা রেখেও শিঙ্গা লাগাতেন (শরীরের দূষিত রক্তক্ষরণ বিশেষ উপায়ে করাতেন)।[৩]

(٥٤١) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ، وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

৫৪১ ঃ শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বাকী' নামক স্থানে একটি লোকের কাছে এসেছিলেন; সে তখন রামাযান মাসে শিঙ্গা লাগাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ শিঙ্গা যে লাগালো আর যার শরীরে লাগানো হলো উভয়েই রোযা ভঙ্গ করে ফেলেছে[৪]।[৫]

---

[১]বুখারী, মুসলিম, শব্দ মুসলিমের; অন্য রিওয়ায়াতে আছে, তিনি এরূপ রামাযানে করেছেন।
[২]এ হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের জন্য রোযার অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা ও আলিঙ্গন করা অনুচিত।
[৩]বুখারী।
[৪]আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। আহমাদ, ইবনু খুযাইমা ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।
[৫]এটা উপরোক্ত, ইবনু আব্বাসের বর্ণিত হাদীসের দ্বারা বাতিল হয়েছে। কারণ শাদ্দাদের বর্ণিত হাদীসে ৮ম হিজরীর মক্কা বিজয়ের ঘটনার কথা বিবৃত হয়েছে আর ইবনু আব্বাসের বর্ণিত হাদীসে ১০ম হিজরীর বিদায় হাজ্বের ঘটনার কথা বিবৃত হয়েছে। অতএব এ রক্তক্ষরণে রোযা নষ্ট হবে না– নাইলুল আওত্বার।

(٥٤٢) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: **أَفْطَرَ هٰذَانِ**. ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ.

৫৪২ ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; প্রথম দিকে শিঙ্গা লাগান মাক্‌রূহ্‌ হওয়ার কারণ এই ছিল যে, জাফার ইবনু আবূ তালিব রোযার অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি বলেন ঃ এরা দুজনেই (হাজিম ও মাহ্‌জুম) রোযা ভঙ্গ করে ফেলেছে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযাদারকে এটা (শিঙ্গা) লাগানোর ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন। ফলে আনাস (রাঃ) রোযার অবস্থায় শিঙ্গা লাগাতেন।[1]

(٥٤٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ.

৫৪৩ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখে চোখে সুরমা লাগিয়েছেন। ইবনু মাজাহ দুর্বল সনদে।[2]

(٥٤٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ، وَسَقَاهُ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِلْحَاكِمِ: مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ. وَهُوَ صَحِيحٌ.

৫৪৪ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন রোযাদার যদি রোযার অবস্থায় ভুলে কিছু খায় বা পানি পান করে তবে সে যেন তার রোযা পুরো করে। কেননা তাকে তো তার প্রভুই পানাহার করিয়েছেন।[3]

হাকিমে আছে, যে ব্যক্তি ভুলক্রমে রোযা ইফতার বা ভেঙ্গে দেবে তার জন্য কোন কাযা বা কাফ্‌ফারা নেই[4]।[5]

[1] দারাকুতনী এবং তিনি একে মজবুত সনদের হাদীস বলেছেন।

[2] তিরমিযী বলেছেন– এ ব্যাপারে কোন সহীহ্‌ রিওয়ায়াত নেই।

[3] বুখারী, মুসলিম।

[4] হাদীস সহীহ্‌।

[5] ভুল করে যতটুকু করে ফেলবে তার বেশি কিছু যেন না করে।

(٥٤٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ، وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

৫৪৫ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার বমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে আসে তার রোযা কাযা করতে হবে না (অর্থাৎ ঠিক থাকে), আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তার রোযা কাযা করতে হবে (অর্থাৎ রোযা ভেঙ্গে যায়)।[1]

(٥٤٦) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ، فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ، حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ».

وَفِي لَفْظٍ: «فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫৪৬ ঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়কালে রামাযান মাসে (মাদীনা থেকে) মক্কাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি ও তাঁর সাথীরা রোযা রেখেছিলেন। যখন তিনি 'কুরাউল গামীম' পৌঁছালেন তখন এক পেয়ালা পানি চাইলেন ও ঐ পানির পেয়ালা এমন উঁচু করে ধরলেন যাতে লোক তা দেখতে পেলো। তারপর তিনি তা পান করলেন। এরপরও তাঁকে 'কিছু লোক রোযার অবস্থাতেই রয়েছে' বলা হল। তিনি এটা শুনে বলেন ঃ ওরা নাফারমান (অবাধ্য), ওরা নাফারমান!

আর এক রিওয়ায়াতে এরূপ শব্দ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হল, লোকের উপর (আজ) রোযা রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে– তারা ইন্তিজার (অপেক্ষা) করছে আপনি এ অবস্থায় কি করেন। তারপর আসর বাদে তিনি পানির পেয়ালা নিয়ে ডাকলেন ও পানি পান করলেন।[2]

[1]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইমাম আহমাদ একে দুর্বল বলেছেন ও ইমাম দারাকুত্বনী একে মজবুত সনদের হাদীস বলেছেন।

[2]মুসলিম।

(٥٤٧) وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَجِدُ بِيْ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَصْلُهُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ.

৫৪৭ ঃ হামজাহ ইবনু আম্র আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি সফরে রোযা রাখার মত ক্ষমতা রাখি। (রোযা রাখা) আমার জন্য কি কোন দোষণীয় ব্যাপার হবে? এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত রুখসাত (অনুমতি), যে তা গ্রহণ করবে সে উত্তম করবে আর যে রোযা রাখা পছন্দ করবে তারও কোন ক্ষতি নেই।[১]

আয়িশা (রাঃ)-এর রিওয়ায়াতটি, এর মূল যা বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবেই রয়েছে। তাতে আছে, 'হামযা ইবনু আম্র জিজ্ঞেস করেছিলেন।'

(٥٤٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ.

৫৪৮ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; অত্যাধিক বৃদ্ধলোককে রোযা না রেখে প্রতি রোযার বদলে একজন দরিদ্রকে খাওয়ানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে। তার উপর কাযাও নেই।[২]

---

[১]মুসলিম।

[২]দারাকুতনী ও হাকিম– এরা একে সহীহ্ বলেছেন।

(٥٤٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «**وَمَا أَهْلَكَكَ**»؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «**هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً**»؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «**فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ**»؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «**فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا**»؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «**تَصَدَّقْ بِهَذَا**»، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «**اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ**». رَوَاهُ السَّبْعَةُ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৫৪৯ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন একটি লোক এসে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কোন্ বস্তু তোমাকে ধ্বংস করেছে? সে বললো রামাযানের রোযা রেখে স্ত্রীর উপর পতিত হয়েছি (অর্থাৎ স্ত্রী সঙ্গম করে ফেলেছি) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কি কোন দাস-দাসীকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখ? সে বললো ঃ না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দু-মাস কি একনাগাড়ে রোযা রাখতে পারবে? সে বললো ঃ না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ৬০জন দরিদ্রকে খাওয়াতে পারবে? সে বললো ঃ না। তারপর সে বসে রইল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি খেজুরের ঝুড়ি বা থলে এলো, যাতে কিছু খেজুর ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ এইগুলি তুমি সাদকা করে দিবে। সে বললো ঃ আমার থেকে বেশি দরিদ্রকে কি দান করতে হবে? মাদীনার দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকায় আমার থেকে বেশি অভাবী পরিবার আর নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এরূপ কথা শুনে হেসে ফেললেন যাতে তাঁর চোয়ালের ভিতরের দাঁতগুলো পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়লো। তারপর তিনি বললেন ঃ যাও এটা তোমার পরিবারকে খাওয়াও।[১]

---

[১] বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। শব্দগুলো মুসলিমের।

(٥٥٠) وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ «وَلَا يَقْضِي».

৫৫০ ঃ আয়িশা ও উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী সঙ্গমজনিত জুনুবী (নাপাক) অবস্থায় সকাল করতেন, তারপর (ফজরের নামাযের আগে) গোসল করতেন ও রোযা রাখতেন।[১]

মুসলিমে কেবল উম্মু সালামার বর্ণনায় আছে, তিনি ঐরূপ রোযার কাযাও করতেন না।

(٥٥١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৫১ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মৃত্যুমুখে পতিত হবে আর তার উপর রোযা কাযা থাকবে– তার ঐ কাযা রোযা রাখবে তার উত্তরাধিকারী[২]।[৩]

[১] বুখারী, মুসলিম।

[২] বুখারী, মুসলিম।

[৩] মৃতের কাযা রোযার জন্য প্রতি রোযার বদলে একজন মিসকিনকে আহার দেওয়ার প্রমাণটি দুর্বল– সুবুলুস সালাম।

باب صوم التطوع وما نهى عن صومه

নাফল রোযা ও কোন্ কোন্ দিনে রোযা রাখা নিষিদ্ধ

(٥٥٢) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، قَالَ: «**يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ**»، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: «**يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ**»، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاَثْنَيْنِ، فَقَالَ: «**ذٰلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ**». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫৫২ ঃ আবূ কাতাদা আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের দিনে (৯ই যুলহিজ্জা) রোযা রাখা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন ঃ এর দ্বারা বিগত এক বছর ও আগামী এক বছরের গুনাহ্ (পাপ) দূরিভূত হয়। আশুরা (১০ই মুহার্‌রাম)-এর দিনে রোযা রাখা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন ঃ বিগত এক বছরের পাপ ক্ষয় হয়। সোমবারের দিনে রোযা রাখা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেসিত হলে বলেন ঃ এটা সেই দিন যাতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং নাবুয়াত লাভ করেছি ও আল্লাহ্‌র বাণী (কুরআন) আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে[১]।[২]

(٥٥٣) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫৫৩ ঃ আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি রামাযানের রোযা পালনের পর শাওয়াল মাসে (ঈদের দিন ছাড়া) ৬টি রোযা রাখবে, তার ঐ রোযা (পুণ্যে) সর্বকালীন রোযা রাখার সমতুল্য গণ্য হবে[৩]।[৪]

[১]মুসলিম।

[২]আরাফা (দিবস) আদম ও বিবি হাওয়ার পৃথিবীতে প্রথম মিলনের শুভ দিবস। আশুরা পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম খোদাদ্রোহী ফিরআউনের হাত হতে মূসা (আঃ) ও তাঁর অনুগামীদের নাজাত লাভের স্মরণীয় ঐতিহাসিক দিবস। সোমবারে মানুষের আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়, এটাও তার গুরুত্বলাভের কারণ বলে অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

[৩]মুসলিম।

[৪]এ ছয়টি রোযা শাওয়াল মাসের যে কোন অংশ বিশেষে এবং বিচ্ছিন্নভাবে রাখা যায়– মাত্র ঈদের দিন ছাড়া– মিশরীয় টীকা দ্রষ্টব্য।

(٥٥٤) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ سَبْعِينَ خَرِيفاً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

৫৫৪ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন বান্দাহ আল্লাহ্‌র পথে থেকে (ধর্মযুদ্ধরত অবস্থায়) একটি দিন রোযা রাখবে (এই একটি রোযার বিনিময়ে) আল্লাহ্ তার মুখমণ্ডলকে সত্তর বছর কাল জাহান্নামের আগুন হতে অবশ্য দূরে রাখবেন।[১]

(٥٥٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَاماً فِي شَعْبَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৫৫৫ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাফল রোযা রেখেই যেতেন, আমরা ভাবতাম তিনি রোযা রাখা বন্ধ করবেন না। আবার রোযা রাখা বন্ধ রেখেই চলেছেন, আমরা ভাবতাম তিনি আর নাফল রোযা রাখবেন না। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রামাযান মাস ব্যতীত অন্য কোন পূর্ণমাস রোযা রাখতে দেখিনি। আর শা'বান মাসের মত অন্য কোন মাসে বেশি রোযা তিনি রেখেছেন তাও দেখিনি।[২]

(٥٥٦) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৫৫৬ ঃ আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখার আদেশ দিলেন– চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ।[৩]

(٥٥٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، إِلاَّ بِإِذْنِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، زَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ».

৫৫৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্য অবশ্য বলেন ঃ স্বামীর উপস্থিতিতে কোন স্ত্রী লোকের জন্য স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোন নাফল রোযা রাখা জায়িয নয়।[৪]

[১]বুখারী, মুসলিম– শব্দ মুসলিমের।
[২]বুখারী, মুসলিম। শব্দ মুসলিমের।
[৩]নাসাঈ, তিরমিযী। ইবনু হিব্বান হাদীসটি সহীহ্ বলেছেন।
[৪]বুখারী, মুসলিম। শব্দ বুখারীর। আবূ দাউদে একথাও আছে, 'রামাযানের রোযা ছাড়া।'

(٥٥٨) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৫৮ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটো দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল্‌ আযহার (কুরবানীর) দিন।[১]

(٥٥٩) وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫৫৯ ঃ নুবাইশাতুল্‌ হুযালী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাশরীকের দিনগুলো (যুলহিজ্জা মাসের ১১ হতে ১৩ তারিখ) আল্লাহ্‌ তা'আলার যিক্‌র আজকার ও পানাহারে কাটানোর জন্যে[২]।[৩]

(٥٦٠) وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৫৬০ ঃ আয়িশা ও ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তাশরীকের দিনগুলিতে রোযা রাখার কোন অনুমতি আমাদের দেয়া হয়নি। তবে যে কুরবানী পায়নি (তার পক্ষে রোযা রাখা দোষণীয় নয়)।[৪]

(٥٦١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «**لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ، مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ، مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ**». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫৬১ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাত্রির মধ্য থেকে জুমুআর রাতকে ইবাদাতের জন্য ও দিনের মধ্য থেকে জুমুআর দিনকে রোযা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করবে না। হ্যাঁ, তবে কেউ কোন (এক নির্দিষ্ট তারিখে) রোযা রেখে আসছে সেই তারিখটি যদি জুমুআর দিনে পড়ে যায় তবে কোন দোষ নেই।[৫]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]মুসলিম।
[৩]কুরবানীর দিনসহ তার পরে আরো তিনদিন মতান্তরে দু-দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ।
[৪]বুখারী।
[৫]মুসলিম।

(٥٦٢) وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ، أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৬২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন অবশ্য অবশ্য (খাস করে) জুমুআর দিনে রোযা না রাখে। কিন্তু তার সাথে আগে বা পরের দিনসহ রোযা রাখলে তা পারবে।[১]

(٥٦٣) وَعَنْهُ أَيْضاً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ.

৫৬৩ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শা'বানের অর্ধেক (গত) হলে কোন নাফল রোযা রাখবে না।[২]

(٥٦٤) وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ، فَلْيَمْضُغْهَا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلاَّ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ.

৫৬৪ ঃ সাম্মা বিনতু বুস্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফরয রোযা ছাড়া শনিবার রোযা রাখবে না। যদি তোমরা খাবার মত কিছু না পাও তবে আঙ্গুরের ছিলকা বা গাছের ডালও চিবিয়ে নেবে।[৩]

এর রাবীগুলো নির্ভরযোগ্য তবে এটা মুযতারেব হাদীস। ইমাম মালিক একে অগ্রাহ্য করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ মান্‌সুখ বা বাতিল বলেছেন।

[১] বুখারী, মুসলিম।
[২] আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। আহমাদ একে মুনকার হাদীস (দুর্বল) বলেছেন।
[৩] আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।

(٥٦٥) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ، يَوْمُ السَّبْتِ، وَيَوْمُ الْأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَهٰذَا لَفْظُهُ.

৫৬৫ ঃ উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব দিনে রোযা রাখতেন তার মধ্যে শনি ও রোববারেই বেশি রোযা রাখতেন। আর তিনি বলতেন ঃ এ দুটি দিন মুশরিকদের (অংশীবাদীদের) ঈদ উদ্‌যাপন দিবস, আমি তাদের খিলাফ করতে চাই।[১]

(٥٦٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ.

৫৬৬ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে আরাফা দিবসের রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।[২]

(٥٦٧) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ».

৫৬৭ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিরতিহীন রোযা রাখে তার রোযা (মাকবুল) রোযা নয়।[৩]

মুসলিমে আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে এরূপ শব্দে বর্ণিত আছে, রোযা ও ইফতার কোনটিই (মাকবুল) হয় না।

[১]নাসাঈ, এটা ইবনু খুযাইমার শব্দ, এবং তিনি একে সহীহ্ বলেছেন।

[২]আবূ দাউদ, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইবনু খুযাইমাহ ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন এবং উকাইলী একে মুনকার বলেছেন।

[৩]বুখারী, মুসলিম।

باب الاعتكاف وقيام رمضان
ইতিকাফ ও মাহে রামাযানের রাত্রিকালীন ইবাদাত

(٥٦٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৬৮ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের ভিত্তিতে ও পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে রামাযান মাসে নৈশ ইবাদাত করে তার পূর্বকৃত পাপ ক্ষমা করা হয়।[১]

(٥٦٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ـ أَيِ الْعَشْرُ الأَخِيرَةُ مِنْ رَمَضَانَ ـ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৬৯ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; যখন রামাযানের শেষের দশদিন এসে যেত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তহবন্দ শক্ত করে পরতেন (দৃঢ়সংকল্প হতেন) ও ইবাদাত বন্দেগীতে মাশগুল থেকে রাত কাটাতেন ও পরিবারের লোকদেরও জাগাতেন।[২]

(٥٧٠) وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৭০ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইতিকাফ করার ইচ্ছা করতেন তখন ফজরের নামায আদায় করে ইতিকাফ করার স্থানে প্রবেশ করতেন।[৩]

(٥٧١) وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৭১ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযানের শেষের দশকে তার ইন্তিকাল পর্যন্ত ইতিকাফ করেছেন এবং তার পর তাঁর স্ত্রীগণও উক্ত সময়ে ইতিকাফ করেছেন।[৪]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]বুখারী, মুসলিম।
[৪]বুখারী, মুসলিম।

(৫৭২) وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ، - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، - فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৫৭২ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফের অবস্থায় মাসজিদে থেকে তাঁর মাথা বাহিরে বাড়িয়ে দিতেন; ফলে আমি তাঁর চুলে চিরুণী দিয়ে তা আঁচড়িয়ে দিতাম। তিনি ইতিকাফের অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করতেন না তবে অগত্যা বিশেষ কোন দরকারে (আসতেন)।[১]

(৫৭৩) وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضاً، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ، إِلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ.

৫৭৩ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; ইতিকাফ কারীর জন্য সুন্নাত বা শারীআতী ব্যবস্থা হচ্ছে, তিনি কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবেন না, জানাযায় শামিল হবেন না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবেন না ও তাকে আলিঙ্গন করবেন না, প্রয়োজন থাকলেও (মাসজিদ হতে) বের হবেন না তবে যা না হলে মোটেই চলবে না (যেমন পায়খানা ও প্রসাব করার জন্যে); এবং রোযা ছাড়া ইতিকাফ হয় না এবং জুমুআর মাসজিদ ছাড়াও ইতিকাফ হয় না।[২]

(৫৭৪) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «**لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ**». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضاً.

৫৭৪ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুতাকিফ ব্যক্তির উপর রোযা রাখা জরুরী নয়। তবে সে তার নিজের উপর তা ধার্য করতে পারে।[৩]

---

[১]বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো বুখারীর।

[২]আবূ দাউদ, এর রাবীদের মধ্যে কোন ত্রুটি নেই, তবে এর শেষাংশের (অর্থাৎ রোযা ছাড়া ইতিকাফ নেই হতে শেষাংশ) মাওকুফ (সাহাবীর বাণী) হওয়াটাই অধিক সঙ্গত।

[৩]দারাকুতনী, হাকিম– এটারও মাওকূফ হওয়া অধিক সঙ্গত।

(٥٧٥) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ، فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৭৫ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক সাহাবীকে রামাযানের শেষের সাতদিনের মধ্যে স্বপ্নযোগে লাইলাতুল ক্বাদার দেখান হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার নিকটও তোমাদের স্বপ্ন দেখান হয়েছে, অবশ্য শেষের সাতদিনের মধ্যে হওয়ার অনুকূলে। ফলে যে ব্যক্তি খোজ করবে সে যেন শেষের সাত দিনের মধ্যেই তার খোজে সতর্ক থাকে।[১]

(٥٧٦) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: «لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ.

৫৭৬ ঃ মুআবীয়া ইবনু সুফ্ইয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল কাদ্‌র প্রসঙ্গে বলেন ঃ তা ২৭শে রামাযানের রাত।

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلاً، أَوْرَدْتُهَا فِي فَتْحِ الْبَارِي.

আবূ দাউদ। হাদীসটির মাওকুফ হওয়ার দিকটাই অধিক প্রবল। লাইলাতুল ক্বাদারের দিনক্ষণ নির্ণয়ের ব্যাপারে ৪০ প্রকার অভিমত প্রকাশ পেয়েছে। যার উল্লেখ আমি ফাতহুল বারীতে (বুখারীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য কিতাবে) করেছি।

[১]বুখারী, মুসলিম।

(٥٧٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ما أقول فيها؟ قَالَ: «قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

৫৭৭ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে বলুন, আমি যদি লাইলাতুল ক্বাদারের রাতের সন্ধান পাই তবে কি বলবো? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেন, তুমি বলবে–

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى

"আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুউউন তুহিব্বুল্ আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী।" অর্থাৎ– "হে আল্লাহ! অবশ্যই তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করাকে ভালবাস, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও"।[১]

(٥٧٨) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৭৮ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন সাওয়ারী তৈরী করা হবে না (খাস করে যিয়ারাতের প্রস্তুতি নেয়া যাবে না) তবে তিনটি মাসজিদের জন্য মাত্র। (১) মক্কার মহান মাসজিদ (বাইতুল্লাহ) (২) মাদীনার মাসজিদে নাববী ও (৩) মাসজিদুল আক্বসা বা বাইতুল মাক্বদাস।[২]

[১]তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী ও হাকিম একে সহীহ বলেছেন।
[২]বুখারী, মুসলিম।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

كتاب الحج
হাজ্ব

১ম পরিচ্ছেদ

باب فضله وبيان من فرض عليه
হাজ্বের ফাযিলাত ও কাদের উপর হাজ্ব ফরয করা হয়েছে তার বিবরণ

(٥٧٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৭৯ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক উম্‌রা (উদ্‌যাপন করা হতে) পরবর্তী উমরার মধ্যবর্তী সময়ের পাপ মোচন এবং জান্নাতই হচ্ছে পরিশুদ্ধ হাজ্বের একমাত্র পুরস্কার।[১]

(٥٨٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ

৫৮০ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! মেয়েদের উপর কি জিহাদ ফরয? তিনি উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ, তাদের উপর (এমন) জিহাদ রয়েছে যাতে কোন লড়াই নেই, তা হচ্ছে হাজ্ব ও উমরাহ্।[২]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]আহমাদ, ইবনু মাজাহ– শব্দ তারই। এর সনদও সহীহ্ এবং এর আসল বুখারীতে রয়েছে।

(٥٨١) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: «**لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ**». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ، وَعَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعاً: «**اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيْضَتَانِ**».

৫৮১ ঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাকে জানান যে, উমরা কি ওয়াজিব (অবশ্য করণীয়)? তিনি বলেন ঃ না, তবে উমরা করাটা তোমার জন্য মঙ্গলজনক।[১]

(٥٨٢) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: «**الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ**». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضاً، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

৫৮২ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সাবীল শব্দের অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ পাথেয় ও সাওয়ারী (যানবাহন-এর ব্যবস্থা)[২]।[৩]

(٥٨٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْباً بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ»؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ»، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيّاً، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «**نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ**». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫৮৩ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল যাত্রীর সাথে রাওহা নামক স্থানে মিলিত হলেন এবং তাদের বললেন ঃ আপনারা কে? তারা বললো, (আমরা) মুসলমান।অতঃপর তারা রাসূলকে বললো, আপনি কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র রাসূল! এই সময় একটি মেয়ে একজন ছেলেকে তুলে ধরে বললো, এর কি হাজ্জ আছে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তবে তার পুণ্য তুমি পাবে।[৪]

[১]আহমাদ, তিরমিযী, এর মাওকুফ হওয়াটা বেশি যুক্তিযুক্ত। ইবনু আদি অন্য একটি দুর্বল সনদে হাদীসটিকে জাবির (রাঃ) হতে মারফুরূপে বর্ণনা করেছেন, তাতে আছে, হাজ্জ ও উমরা উভয় ফরয কাজ।
[২]দারাকুতনী। হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন। এর সনদের মুরসাল হওয়ার দিকটি অগ্রগণ্য।
[৩]ইমাম তিরমিযী ও ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তার সনদে দুর্বলতা আছে।
[৪]মুসলিম।

(٥٨٤) وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৫৮৪ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; ফায্ল ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে সাওয়ার ছিলেন, এমতাবস্থায় 'খাস্‌আম' গোত্রের এক স্ত্রীলোক আসলে ফায্ল (রাঃ) তার দিকে দৃষ্টি করতে লাগলেন এবং মহিলাটিও তার দিকে দৃষ্টি করতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায্লের মুখকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন।

মেয়েটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আল্লাহ্‌র ফরয হাজ্জ আমার অতি বৃদ্ধ পিতার উপরে বর্তেছে, তিনি তো সাওয়ারীর উপর স্থির থাকতে পারবেন না, আমি কি তার পক্ষ হতে হাজ্জ আদা করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ, তা করবে। ঘটনাটি ছিল– বিদায় হাজ্জের সময়ে।[১]

(٥٨٥) وَعَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ، حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৫৮৫ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; জুহাইনাহ গোত্রের এক মেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আমার মাতা হাজ্জ করার জন্য নাযার (নিয়্যাত) মেনেছিলেন। তারপর হাজ্জ না করে তিনি ইন্তিকাল করেন; আমি কি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ আদা করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হাজ্জ করবে। তুমি কি বুঝতে পারছো না যে তোমার মায়ের কোন কর্জ থাকলে তা পরিশোধ করতে? আল্লাহ্‌র কর্জও তোমরা পরিশোধ কর। কারণ, আল্লাহ্ বেশি হাক্বদার হচ্ছেন তাঁর হাক্ব পাওয়ার পক্ষে।[২]

---

[১] বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো বুখারীর।
[২] বুখারী।

(٥٨٦) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى». رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلاَّ أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.

৫৮৬ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন নাবালেগ ছেলে হাজ্ব করলে তার সাবালেগ হওয়ার পর অন্য আর একটি হাজ্ব সে করবে। কোন দাস তার দাসত্বকালে হাজ্ব করলে তাকে স্বাধীন বা মুক্ত হওয়ার পর একটি হাজ্ব করতে হবে।[১]

(٥٨٧) وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৫৮৭ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খুতবা বা ভাষণে ঘোষণা করেন, কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের একাকী সঙ্গী হবে না, তবে তার সাথে যদি তার মুহ্‌রিম (যার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম এমন আত্মীয়) থাকে। আর যেন কোন মেয়েছেলে সফরে না যায় তার মুহ্‌রিম আত্মীয়ের সঙ্গ ব্যতীত। এটি শুনে একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল আমার স্ত্রী হাজ্বের জন্য বের হয়েছে ও আমি অমুক অমুক যুদ্ধে যোগদানের জন্য লিখিত বা নির্দেশিত হয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি যাও, হাজ্ব কর তোমার স্ত্রীর সাথে।[২]

[১] ইবনু আবী শাইবা, বাইহাক্বী, তার রাবীরা নির্ভরযোগ্য, তবে তার মারফু' হওয়া প্রসঙ্গে মতভেদ হয়েছে এবং মাওকুফ হওয়াটাই মাহ্‌ফুয (রক্ষিত) বা নির্দোষ।

[২] বুখারী, মুসলিম। শব্দ মুসলিমের।

(٥٨٨) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ»؟ قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ»؟ قَالَ: لا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ.

৫৮৮ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোককে বলতে শুনলেন, সে বলছে 'লাব্বায়িকা আন্‌শুব্‌রুমাতা'।(আমি শুব্‌রুমার পক্ষে 'লাব্বায়িকা বলছি।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শুব্‌রুমা কে? সে বললো– আমার ভাই, বা বললো আমার আত্মীয়; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি কি তোমার হাজ্ব সম্পাদন করেছ? সে বললো, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার নিজের হাজ্ব আগে সম্পাদন করো তারপর শুব্‌রুমার হাজ্ব সম্পাদন করবে।[১]

(٥٨٩) وَعَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ»، فَقَامَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ!؟ قَالَ: «لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ. الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

৫৮৯ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে খুত্‌বা দিতে গিয়ে বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হাজ্ব ফরয করেছেন। (একথা শুনে) আকরা ইবনু হাবিস (রাঃ) দাঁড়িয়ে বলেন, প্রত্যেক বছরই কি–হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি (হ্যাঁ) বললেই (এটা প্রত্যেক বছরের জন্য) ফরয হয়ে যেত–তবে হাজ্ব জীবনে একই দফা ফরয। এর বেশি যতবার করবে তা হবে নাফল (ঐচ্ছিক)।[২]

মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস এর আসল।

[১]আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ। ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন, আর ইমাম আহমাদের নিকটে এর মাওকুফ হওয়াটাই বেশি অগ্রগণ্য।

[২]আবূ দাউদ, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।

২য় পরিচ্ছেদ

باب المواقيت
হাজ্জের ইহ্‌রামের জন্য নির্বাচিত স্থানসমূহ

(٥٩٠) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৯০ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলাইফা' নামক স্থানকে; শামবাসীদের জন্য 'জুহ্‌ফা' নামক স্থানকে; নাজদবাসীদের জন্য 'কারনুল মানাযিল' ও ইয়ামানীদের জন্য 'ইয়ালাম্‌-লাম' (পাহাড়)-কে হাজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার স্থানরূপে মনোনীত করেছেন। উপরোক্ত স্থানের অধিবাসীদের ঐ স্থানগুলিই হচ্ছে তাদের ও তাদের মধ্য দিয়ে হাজ্জ ও উমরাহ্‌র উদ্দেশ্যে আগমনকারীদের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান। আর যারা ঐ স্থানসমূহের মধ্যবর্তী এলাকার অধিবাসী তারা আপন আপন যাত্রা আরম্ভের ক্ষেত্র হতেই ইহ্‌রাম বাঁধবে এমনকি মক্কার অধিবাসীগণ মক্কাতেই ইহ্‌রাম বাঁধবে।[১]

[১] বুখারী, মুসলিম।

(٥٩١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ فِيْ رَفْعِهِ.

৫৯১ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরাকবাসীদের জন্য 'যাতুইর্‌ক' -কে ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান মনোনীত করেছেন।[১]

এ হাদীসের মূল জাবির (রাঃ) হতে মুসলিমে আছে। কিন্তু এর রাবী হাদীসের সনদটি মারফু হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন।

وَفِيْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: أَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِيْ وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ.

বুখারীতে রয়েছে, ২য় খালিফা উমার (রাঃ) 'যাতুইর্‌ক'-কে মিকাতরূপে ধার্য করেছেন।

وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ.

এবং আহমাদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহ্‌লি মাশরিক বা মক্কার পূর্ব এলাকার বাসিন্দাদের জন্য 'আকীক' নামক স্থানকে মিকাত বা ইহ্‌রাম বাঁধার স্থানরূপে ধার্য করেছেন।

[১] আবূ দাউদ, নাসাঈ।

৩য় পরিচ্ছেদ

باب وجوه الإحرام وصفته

ইহ্‌রামের রকম ও তার পরিচয়

(٥٩٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ عِنْدَ قُدُومِهِ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৯২ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা 'হাজ্জাতুল অদা'-এ (বিদায় হাজ্ব-এ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ তো কেবল উমরার জন্য লাব্বায়িক ঘোষণা করলেন আবার কেউ হাজ্ব ও উমরা উভয়ের জন্য লাব্বায়িক ঘোষণা করলেন, আবার কেউ কেবল হাজ্বের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধলেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল হাজ্বের জন্যই ইহ্‌রাম বাঁধলেন। ফলে যাঁরা কেবল উমরার জন্য ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন তাঁরা মক্কায় আগমন করার পর (উমরা আদা করে) হালাল হলেন আর যাঁরা শুধু হাজ্ব অথবা হাজ্ব ও উমরা উভয়ের জন্য ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন তাঁরা কুরবানীর দিন না আসা পর্যন্ত হালাল (ইহরাম-উত্তীর্ণ) হতে পারলেন না।[১]

---

[১] বুখারী, মুসলিম।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

باب الإحرام وما يتعلق به
ইহ্‌রাম ও তার আনুসঙ্গিক বিষয়

(٥٩٣) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما أهل رسول الله ﷺ إلا من عند المسجد. متفق عليه

৫৯৩ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যুলহুলাইফার) মাসজিদের নিকট ছাড়া 'লাব্বাইক' ঘোষণা করতেন না[১]।[২]

(٥٩٤) وعن خلاد بن السائب، عن أبيه رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «أتاني جبريل، فأمرني أن آمر أصحابي، أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال». رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان.

৫৯৪ ঃ খাল্লাদ ইবনু সায়িব হতে বর্ণিত; তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার নিকট জিবরাঈল (আঃ) এসে আমাকে আদেশ করলেন, আমার সাহাবীগণ যেন 'লাব্বাইক' উচ্চস্বরে বলে।[৩]

(٥٩٥) وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أن النبي ﷺ تجرد لإهلاله، واغتسل. رواه الترمذي، وحسنه.

৫৯৫ ঃ যায়িদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য কাপড় ছেড়েছেন ও গোসল করেছেন।[৪]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]যুলহুলাইফা' ঃ এ স্থানটি মাদীনা হতে মাত্র এক ফারসাখ দূরে অবস্থিত; মক্কা হতে এর অবস্থান অপেক্ষাকৃত বেশি দূরে। এখানে একটি 'বেরে আলী' নামীয় কূপ আছে। 'জুহ্‌ফা' এ স্থানটি বিরান থাকায় এর আগে 'রাবেগ' নামক স্থানটি হতে ইহ্‌রাম বাঁধা হয়।

[৩]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।

[৪]তিরমিযী এবং তিনি একে হাসানও বলেছেন।

(٥٩٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ سُئِلَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: «لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ الْوَرْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৫৯৬ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিমের পোশাক প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন ঃ ইহ্‌রামের অবস্থায় জামা, পাগড়ি, পাজামা, কানটুপি ও মোজা পরবে না। তবে যে ব্যক্তি জুতো সংগ্রহে অক্ষম হবে, সে যেন পায়ের পাতার উপরিস্থ গিরার নীচ থেকে মোজার উপরিভাগ কেটে নিয়ে পরিধান করে। আর জা'ফরান ও ওয়ারিস (রং) লাগান কোন কাপড় পরিধান করো না।[১]

(٥٩٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৯৭ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহে সুগন্ধ দ্রব্য মাখাতাম, তাঁর ইহ্‌রামের আগে এবং হালাল হবার উদ্দেশ্যে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করার আগে।[২]

(٥٩٨) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحُ، وَلاَ يَخْطُبُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫৯৮ ঃ উসমান ইবনু আফফান (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুহ্‌রিম যেন নিজে বিয়ে না করে ও কারো বিয়ে না দেয় এবং বিয়ের পায়গাম (প্রস্তাব) না দেয়।[৩]

---

[১] বুখারী, মুসলিম। শব্দ মুসলিমের।
[২] বুখারী, মুসলিম।
[৩] মুসলিম।

(٥٩٩) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ – قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ – وَكَانُوا مُحْرِمِينَ –: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৯৯ ঃ আবূ ক্বাতাদাহ আনসারী (রাঃ) তাঁর ইহ্‌রামবিহীন অবস্থায় একটি জংলী গাধা শিকারের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইহ্‌রামে থাকা সাহাবীদের বলেন, তোমাদের কেউ কি গাধাটিকে শিকার করতে হুকুম দিয়েছিল বা কোন কিছু দ্বারা ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়েছিলে? তারা উত্তরে বলেন ঃ না। তখন তিনি বলেন ঃ তবে তার অবশিষ্ট গোস্ত খাও।[১]

(٦٠٠) وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَاراً وَحْشِيّاً، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬০০ ঃ সা'ব ইবনু জাস্‌সামাঃ লাইসী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'ইব্‌ওয়া' বা 'অদ্দান' নামক স্থানে অবস্থানকালে একটি জংলী গাধা তাঁর কাছে উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। তা তিনি গ্রহণ না করে বলেন ঃ আমি এটি ফেরত দিতাম না, কিন্তু আমরা ইহ্‌রামের অবস্থায় আছি বলেই ফেরত দিলাম[২]।[৩]

(٦٠١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬০১ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পাঁচ প্রকার জন্তু যেগুলো প্রকৃতপক্ষে হিংস্র, ঐগুলিকে হালাল ও ইহ্‌রামের অবস্থাতেও হত্যা করা যায়। (ঐগুলো হচ্ছে) বিচ্ছু, চিল, কাক, ইঁদুর ও দংশনকারী কুকুর।[৪]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]সা'ব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য শিকার করেছিলেন বলে তিনি তাঁর শিকার করা জন্তুর গোস্ত খেয়েছিলেন– মিশরীয় টীকা দ্রষ্টব্য।
[৪]বুখারী, মুসলিম।

(٦٠٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬০২ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্‌রামের অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছিলেন।[১]

(٦٠٣) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬০৩ ঃ কা'ব ইবনু উজ্‌রা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এমন অবস্থায় আনা হল– যখন আমার মুখমণ্ডলের উপর উকুন ঝরে ঝরে পড়ছিল। তিনি (তা দেখে) বলেন, আমি কিন্তু খেয়ালে আনতেই পারিনি যা আমি দেখছি যেভাবে কষ্ট দিচ্ছে তোমাকে! আর তিনি বলেন ঃ তুমি কি একটি ছাগল কুরবানী করতে পারবে (অর্থাৎ হালাল হবার জন্য একটি ছাগল কুরবানী করতে)? আমি বললাম ঃ না। তিনি বলেন তবে তুমি তিন দিন রোযা রাখবে বা ছয়টি মিসকিনকে আহার্য দান করবে ও হালাল হবে। প্রত্যেক মিসকিনের জন্য অর্ধ সা' দেবে।[২]

(٦٠٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ

৬০৪ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর মক্কা শরীফের বিজয়মালা অর্পণ করলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণ কীর্ত্তন করলেন, তারপর বললেন ঃ অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা হাতীকে মক্কা আক্রমণে বাধা প্রাপ্ত করেছিলেন,

[১] বুখারী, মুসলিম।
[২] বুখারী, মুসলিম।

وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ»، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

কিন্তু তাঁর রাসূল (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ও মুসলমানদেরকে মক্কা অধিকার করবার ক্ষমতা দান করেছেন। আমার আগে কারো জন্য এটি বৈধ করা হয়নি, আমার জন্য মাত্র দিনের কিছু সময়ের জন্যই তা বৈধ করা হয়েছিল। আমার পরে আর কারো জন্য মক্কা (আক্রমণ) কখনও বৈধ হবে না। ফলে তার কোন শিকারকে তাড়া করা যাবে না, তার কোন কাঁটা কাটা চলবে না এবং তার উপর পরিত্যাক্ত কোন বস্তুকেও উঠিয়ে নিতে পারবে না, তবে তার মালিককে জানানোর উদ্দেশ্যে মাত্র তা উঠান যেতে পারে। যার কেউ নিহত হবে সে উভয় পন্থার (দিয়াত গ্রহণ বা বদলা নেয়ার মধ্যে) যে কোন একটি বেছে নিতে পারবে। এটি শুনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তবে ইয্খির (গুল্ম), হে আল্লাহ্র রাসূল! যা আমাদের কবরে ও ঘরে আমরা লাগিয়ে থাকি। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তবে ইয্খির ঘাস কাটা চলবে।[১]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।

(٦٠٥) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ؛ وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬০৫ ঃ আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ ইবনু আসিম (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইব্রাহীম (আঃ) মক্কাকে হুরমত দান করেছিলেন ও তার অধিবাসীদের জন্য দু'আ করেছিলেন। আমি মাদীনাকে হুরমত দান করলাম যেমন ইব্রাহীম (আঃ) মক্কাকে হুরমত দান করেছিলেন। আমি মাদীনার সা' ও মুদের জন্যও অনুরূপ দু'আ করছি যেমনটি ইবরাহীম (আঃ) মক্কাবাসীর জন্য দু'আ করেছিলেন[১]।[২]

(٦٠٦) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬০৬ ঃ আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আয়র ও সাওর স্থানদুটির মধ্যবর্তী এলাকা জুড়ে মাদীনা হেরেম (শরীফ) বলে পরিগণিত।[৩]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]হুরমত অর্থ বিশেষ মর্যাদা দান ও তদহেতু কিছু দায়িত্ব সংযোগ (জীবহত্যা, গাছকাটা নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি।)
[৩]মুসলিম।

৫ম পরিচ্ছেদ

باب صفة الحج ودخول مكة
হাজ্জের বিবরণ ও মক্কা শরীফে প্রবেশ

(٦٠٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَّ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَقَالَ: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي»، وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ،

৬০৭ ঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজ্ (যাত্রা) করেন। আমরাও তাঁর সাথে হাজ্জ পালনে বের হলাম। তারপর আমরা যখন 'যুলহুলাইফা' নামক স্থানে এলাম। এখানে আসার পর আস্মা বিনতু উমাইস (আবূ বাকার (রাঃ)-এর স্ত্রী) সন্তান প্রসব করলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ গোসল কর ও কাপড়ের লেঙ্গুটা পরে নিয়ে হাজ্জের ইহ্রাম বাঁধো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে নামায আদা করে তাঁর কাস্ওয়া নাম্নী উটনীর উপর আরোহণ করলেন। উটটি যখন তাঁকে নিয়ে 'বায়দা' বরাবর পৌছাল তখন তিনি আল্লাহ্র একত্ববাদ-জ্ঞাপক বাণী ঘোষণা করতে আরম্ভ করলেন ঃ (ঘোষণায় বললেন) বার-বার হাজিরা দিচ্ছি তোমাকে হে আল্লাহ! তোমার নিকটে হাজিরা, বারবার হাজিরা দিচ্ছি, নেই কোন শরীক তোমার, বারবার তোমার নিকটে হাজিরা দিচ্ছি, যাবতীয় প্রশংসা ও ইহ্সান তো তোমারই এবং রাজত্বেও নেই তোমার কোন শরীক। এইভাবেই আমরা আসতে আসতে বাইতুল্লাহ্ শরীফে পৌছে গেলাম, তিনি রুকনে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন, তারপর তিনবার মৃদু-মন্দ মধ্যম গতিতে দৌড়ালেন এবং চার বার সাধারণ গতিতে চললেন। তারপর মাকামি ইবরাহীমে এসে নামায পড়লেন। তারপর রুকনে (হাজরে আসওয়াদে) ফিরে গিয়ে তাতে চুম্বন করলেন। তারপর দরজা দিয়ে বের হয়ে 'সাফা' পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলেন।

لَا شَرِيكَ لَكَ»، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا، قَرَأَ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»، فَرَقِيَ الصَّفَا حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللَّهَ، وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، وَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ

তারপর সাফার কাছাকাছি পৌঁছে কুরআনের আয়াত ঃ "সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্যতম" পাঠ করলেন। তারপর জনগণকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ সাফার নাম আল্লাহ্‌ আগে নিয়েছেন তাই আমিও সাফা হতেই সাঈ বা বিশেষ দৌড় আরম্ভ করছি। এ বলে তিনি সাফা পাহাড়ে উঠলেন যাতে বাইতুল্লাহ শরীফ দেখতে পেলেন, কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ্‌র একত্ব ও বড়ত্ব ঘোষণা করলেন এবং এই দু'আ পড়লেন।

আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও শরীকহীন। (মূলতঃ) তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, তিনি সমস্ত বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। পুনঃ ঘোষণা করছি আল্লাহ্‌ ছাড়া কোনই মা'বূদ নেই তিনি তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়িত করেছেন, তার বান্দাকে (নাবীকে) সাহায্য করেছেন, এবং অবিশ্বাসীদের দলগুলিকে (কুফরী দলভুক্ত সকলকে) তিনি একাকী পরাজিত করেছেন। পুনরায় তিনি তার মধ্যে প্রার্থনা বা দু'আ করলেন তিনবার। তারপর সাফা থেকে অবতরণ করে 'মারওয়া' পাহাড়ের সীমায় গিয়ে পৌঁছলেন এবং তাঁর পাগুলো বাতনে ওয়াদি গিয়ে পড়ল, তারপর তিনি সাঈ করলেন বা দৌড়ালেন। উপরে উঠে যাওয়ার পর মারওয়া পর্যন্ত সাধারণভাবে চললেন। এবং সাফার ন্যায়ই সবকিছু 'মারওয়াতে'ও করলেন। এখানে জাবির (রাঃ) পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে এটিও আছে, যখন তারবিয়ার[১] দিবস (৮ই যুল্‌হিজ্জা) এলো, 'মিনা' অভিমুখী হলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায সম্পাদন করলেন। তারপর অল্পক্ষণ অবস্থান করলেন, অতক্ষণে সূর্য উদিত হল। তারপর (মুয্‌দালিফা) অতিক্রম করে আরাফা পর্যন্ত আসলেন।

[১]'তারবীয়া-দিবস' পানি পানে তৃপ্ত করার দিবস। ৮ই যিলহিজ্জা তারিখ আরাফা ময়দানে অবস্থানের আগের দিন।

الشَّمْسُ، فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً، حَتَّى إِذَا غَابَ الْقُرْصُ دَفَعَ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اَلسَّكِينَةَ، اَلسَّكِينَةَ»، وَكُلَّمَا أَتَى حَبْلاً أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَا، وَكَبَّرَ، وَهَلَّلَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ

দেখলেন তাঁর জন্য আগে থেকেই নামেরা নামক স্থানে একটি তাঁবুর কুব্বা খাটান হয়েছে। তিনি তাতে স্থান গ্রহণ করলেন। তারপর যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে গেল, তাঁর কাসওয়া নাম্নী উটনীকে তৈরী করার আদেশ করলেন, তার উপর পালান বসান হল তারপর তিনি বাত্নে ওয়াদী-তে পৌঁছে গেলেন। এখানে জনগণের উদ্দেশ্যে খুত্বা বা ভাষণ রাখলেন। তারপর আযান ও ইক্বামাত দেওয়ালেন ও যুহরের নামায পড়লেন। তারপর ইক্বামাত দেওয়ালেন ও আসরের নামায পড়লেন। এই দুই নামাযের মধ্যে আর কোনরূপ নামায পড়েননি, তারপর সাওয়ার হয়ে মাওকিফে (অবস্থানক্ষেত্রে) এলেন। তাঁর উটনী কাসওয়ার পেট সাখরাতের (পাথরের) দিকে এবং পথিকের চলার পথকে তাঁর সম্মুখে রেখে কিবলামুখী হয়ে অবস্থান করতে থাকলেন, সূর্য ডোবা পর্যন্ত। হলুদ রং কিছু কেটে গেল– সূর্যের গোলাই ভালভাবে ডুবে গেল, (তখন) তিনি এমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলেন যে, কাসওয়ার লাগাম এমনভাবে টেনে ধরা হয়েছিল যে, তার মাথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালানের 'মাওরিকে'[১] এসে ঠেকে যাচ্ছিল। এবং তিনি ডান হাতে ইশারা করে ঘোষণা করছিলেন, হে জনগণ! ধীর ও শান্ত থাকুন। যখনই কোন পাহাড়ের কাছাকাছি এসে যাচ্ছিলেন কাসওয়ার লাগাম কিছুটা ঢিল দিচ্ছিলেন, যেন সে উপরে উঠতে পারে। অবশেষে মুযদালিফা[২] এসে পৌঁছালেন এবং সেখানে একই আযান ও দুটি ইক্বামাতে মাগরিব ও এশা উভয় নামায সম্পাদন করলেন। এই দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে অন্য কোন নাফল নামায পড়েননি। তারপর ফজর হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাকলেন। তারপর ফজর সুস্পষ্ট হয়ে গেলে আযান ও ইক্বামাত দিয়ে

---

[১]'মাওরিক' উটের পালনের অগ্রাংশের মধ্যস্থল, যেখানে আরোহী ব্যক্তি সময়ে গুটান পা রাখে।
[২]'মুযদালিফা' আরাফা হতে মিনা ফেরার পথে পড়ে ও এখানে রাত্রি যাপন করা হয়।

تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، كُلُّ حَصَاةٍ مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلاً.

ফজরের নামায পড়লেন। তারপর সাওয়ার হয়ে মাশআরুল হারাম[১] পর্যন্ত এলেন। তারপর কিবলামুখী হয়ে প্রার্থনা করলেন, তাকবীর ও তাহলীল[২] ঘোষণাসহ– আকাশ বেশ উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। তারপর সূর্য উঠার আগেই রওয়ানা হলেন এবং বাত্বনি মুহাসসার[৩] মাঠে পৌঁছলেন। এখানে সাওয়ারীকে একটু জোরে চালালেন। তারপর মাঝামাঝি পথটি ধরে চললেন যেটি জামরা কুবরা বরাবর বেরিয়ে গেছে। তারপর এসে পৌঁছালেন গাছের নিকটস্থ জামরার নিকট এবং বাত্বনি ওয়াদী হতে সাতবার পাথর টুকরো তার দিকে ছুড়লেন এবং প্রত্যেক বার ছুঁড়বার সময় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি করলেন। তারপর কুরবানীর মাঠে আসলেন ও কুরবানী করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটে সাওয়ার হয়ে কাবা শরীফ পৌঁছালেন ও মক্কায় যুহরের নামায পড়লেন।[৪]

(٦٠٨) وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اللهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ، وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

৬০৮ ঃ খুযাইমা ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাজ্ব বা উমরার তালবিয়া (লাব্বাইকা ঘোষণা) সম্পন্ন করতেন তখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তিনি তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রার্থনা করতেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার দয়ার ওয়াসিলায় জাহান্নাম হতে পানাহ্ (মুক্তি) চাইতেন।[৫]

[১]'মাশ্আরুল হারাম'– মুয্দালিফার একটি পাহাড়ের নাম।
[২]'তাহলিল' অর্থ– 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলা।
[৩]'মুহাস্সার'– একটা বিখ্যাত ময়দান যা মুয্দালিফা থেকে মিনা আসার পথে পড়ে। এখানে আব্রাহার হাতী থেমে গিয়েছিল– আর আগে বাড়েনি।
[৪]বিবরণটি মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।
[৫]এটি ইমাম শাফিঈ কর্তৃক দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে।

(٦٠٩) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «نَحَرْتُ هٰهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هٰهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هٰهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬০৯ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি এখানে কুরবানী করলাম। মিনার সমস্ত স্থান জুড়েই কুরবানী (জবেহ) করার স্থান। অতএব, তোমরা তোমাদের অবস্থানক্ষেত্রে কুরবানী কর, আর আমি এইখানে অবস্থান করছি– আরাফার সমস্ত অংশ জুড়েই অবস্থান ক্ষেত্র। আমি এইখানে অবস্থান করছি আর মুজদালিফার সমস্ত অংশ জুড়েই অবস্থান ক্ষেত্র।[১]

(٦١٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬১০ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা (শরীফে) প্রবেশ করতেন তখন তার উঁচু দিক দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং ঢালু বা নীচু দিক দিয়ে বের হতেন।[২]

(٦١١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى، حَتَّى يُصْبِحَ، وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬১১ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি মক্কায় প্রবেশ করার আগে 'যু-তুওয়া' নামক স্থানে রাত্রি যাপনান্তে সকালে গোসল করতেন এবং একে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (আদর্শ) বলে উল্লেখ করতেন।[৩]

(٦١٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ مَرْفُوعًا، وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا.

৬১২ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি 'হাজ্‌রি আস্‌ওয়াদ'কে চুম্বন দিতেন এবং তার উপর মাথা রাখতেন।[৪]

[১]মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]বুখারী, মুসলিম।
[৪]হাকিম, 'মারফূ'রূপে এবং বাইহাক্বী মাওকুফরূপে এ হাদীসকে বর্ণনা করেছেন।

(٦١٣) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، وَأَنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬১৩ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে রুক্ন দুটির (ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ) মধ্যবর্তী স্থান (তাওয়াফ কালে) তিন চক্কর পর্যন্ত রমল (এক প্রকার তেজদীপ্ত দ্রুত চাল) করতে ও পরের চারবার স্বাভাবিক গতিতে চলতে আদেশ দিয়েছিলেন।[১]

(٦١٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: (أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا. وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬১৪ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি যখন কা'বা শরীফের প্রথম তাওয়াফ করতেন তখন প্রথম তিনবার পরিক্রমায় তেজে চলতেন, তার পরের চারটি পরিক্রমায় সাধারণ গতিতে চলতেন।

অন্য আর একটি বর্ণনায় আছে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যখন তিনি হাজ্ব বা উমরা করার সময় আগমনী বা প্রথম দর্শনী তাওয়াফ করতেন তখন প্রথম ৩টি তাওয়াফে দৌড়াতেন ও তার পরের চারটিতে সাধারণ গতিতে চলতেন।[২]

(٦١٥) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬১৫ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুটো রুকনে ইয়ামানী ছাড়া কা'বা ঘরের আর কোন রুকনকে স্পর্শ করতে দেখনি।[৩]

---

[১] বুখারী, মুসলিম।
[২] বুখারী, মুসলিম।
[৩] মুসলিম।

(٦١٦) وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنَّهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ، وَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬১৬ ঃ উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দিয়ে বলেন ঃ আমি তোমাকে পাথর বলেই জানি– তুমি না লাভ করতে পারবে, না ক্ষতি! যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কা'বা ঘর তাওয়াফ করার সময় তোমাতে চুম্বন দিতে না দেখতাম তবে আমি তোমাতে চুম্বন দিতাম না[১]।[২]

(٦١٧) وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬১৭ ঃ আবুত্ তুফাইল (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার ছড়ির সাহায্যে কালো পাথরকে স্পর্শ করে পরে ঐ ছড়িটিকে চুম্বন করতে দিখেছি।[৩]

(٦١٨) وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُضْطَبِعاً بِبُرْدٍ أَخْضَرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

৬১৮ ঃ ইয়ালা ইবনু উমাইয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবুজ চাদরে ইয্তিবা করে তাওয়াফ করেছেন[৪]।[৫]

(٦١٩) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬১৯ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন ঃ হাজ্বে কোন (মুহরিম) ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতেন তাতে কেউ তার প্রতিবাদ করতেন না ঐরূপ কেউ 'আল্লাহু আকবার' বললেও কেউ তা অপছন্দ করতেন না।[৬]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজের কারণ অজানা থাকলেও মুসলমানের উপর তাঁর অনুসরণ করা ফরয ও বাঞ্ছনীয় তা এই সহীহ্ হাদীস হতে অতি স্পষ্টভাবেই জানা যাচ্ছে।

[৩]মুসলিম।

[৪]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু মাজাহ্ এবং তিরমিযী সহীহ্ বলেছেন।

[৫]ইয্তিবা-এর অর্থ– চাদরকে এমনভাবে গায়ে দেয়া যেন চাদরের মধ্যভাগ ডান বগলে দাবা পড়ে এবং বাম কাঁধে চাদরের শেষাংশ দুটি উভয় দিক থেকে স্থাপিত হয়।

[৬]বুখারী, মুসলিম

(٦٢٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي الثَّقَلِ، أَوْ قَالَ: فِي الضَّعَفَةِ، مِنْ جَمْعٍ، بِلَيْلٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬২০ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আসবাবপত্র নিয়ে অথবা দুর্বল (হাজী)-দের সাথে করে রাত্রেই মুযদালিফা থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন[১]।[২]

(٦٢١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ، وَكَانَتْ ثَبِطَةً، يَعْنِي ثَقِيلَةً، فَأَذِنَ لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬২১ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ সাওদা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মীনী) (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে তাঁর আগে মুযদালিফা ত্যাগের অনুমতি চেয়েছিলেন। কারণ তাঁর শরীর ভারি হয়েছিল, ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন।[৩]

(٦٢٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.

৬২২ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেন ঃ সূর্য না উঠলে জামরায় পাথর ছুঁড়বে না।[৪]

(٦٢٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ، فَأَفَاضَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

৬২৩ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর রাতে, উম্মু সালামাকে (পাথর মারার জন্য) পাঠিয়েছিলেন। ফলে তিনি ফজরের আগে জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করেন। তারপর মক্কা গিয়ে 'তাওয়াফে ইফাযা' করেন।[৫]

---

[১]মুসলিম।
[২]বিশেষ কারণে মুযদালিফা হতে সকাল করার আগেই ফিরে আসা চলবে।
[৩]বুখারী, মুসলিম।
[৪]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু মাজাহ; এর সনদে ইন্‌কিতা' (ছেদ) আছে।
[৫]আবূ দাউদ। এর সনদ সহীহ্ মুসলিমের শর্তানুযায়ী।

(٦٢٤) وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

৬২৪ ঃ উরওয়াতা ইবনু মুযাররাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে আমাদের এই (মুযদালিফায় অবস্থানকালীন) ফজরের নামাযে হাজির হবে এবং আমাদের সাথে অবস্থান করবে, যে পর্যন্ত আমরা সেখান হতে ফিরে না আসি, আর যে আরাফাতের ময়দানেও রাতে বা দিনে যেকোন সময় এর আগে অবস্থান করে থাকে– তার হাজ্জ পূর্ণ হয়ে যাবে ও তার হাজ্জ সংক্রান্ত প্রয়োজন মিটে যাবে।[১]

(٦٢٥) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ! وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ، فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৬২৫ ঃ উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; মুশরিকগণ (তাদের যুগে) ফিরে আসত না যতক্ষণ না সূর্য উঠত, আর তারা বলতো 'উজ্জ্বল হও হে সাবীর পাহাড়'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিপরীত করেছেন, তিনি সূর্যোদয়ের আগেই (মুযদালিফা হতে) ফিরেছেন।[২]

(٦٢٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم، قَالَا: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৬২৬ ঃ ইবনু আব্বাস ও উসামা ইবনু যায়িদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরা উক্বায় পাথর ছুঁড়া পর্যন্ত 'লাব্বায়িকা' বলতে থাকতেন।[৩]

(٦٢٧) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬২৭ ঃ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি এমন একটি স্থানে দাঁড়িয়ে জামরার প্রতি ৭টি কংকর ছুড়ে মারলেন যে তাঁর বামদিকে বাইতুল্লাহ্ শরীফ ও ডানদিকে মিনার অবস্থান ছিল। তিনি আরো বলেন ঃ এটি ঐ স্মরণীয় স্থান যার প্রসঙ্গে সূরা বাকারাহ্ অবতীর্ণ হয়েছিল। (অর্থাৎ হাজ্জের অধিকাংশ বিষয় এতে আলোচিত হয়েছে। যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সূরা বাকারাহ্-এর একাংশ অবতীর্ণ হয়েছিল।)[৪]

---

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী, ইবনু খুযাইমাহ একে সহীহ্ বলেছেন।
[২]বুখারী।
[৩]বুখারী।
[৪]বুখারী, মুসলিম।

(٦٢٨) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬২৮ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর (প্রথম) দিনে চাশতের সময় (দুপুরের আগেই) জামরাকে কংকর ছুঁড়ে মেরেছিলেন। আর তার পরের দফায় সূর্য ঢলে যাবার পর।[১]

(٦٢٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، ثُمَّ يُسْهِلُ، فَيَقُومُ، فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَقُومُ طَوِيلاً، وَيَدْعُو، فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُو، فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلاً، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ، مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৬২৯ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি নিকটের জামরাকে সাতবার কঁংকর ছুঁড়ে মেরেছিলেন ও প্রত্যেক বার কংকর ছুঁড়বার পর সাথে সাথে আল্লাহু আকবার ধ্বনি করছিলেন। তারপর অগ্রসর হতেন ও নরম জায়গায় আসতেন, তারপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন ও হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন, তারপর মধ্যম জামরাকে পাথর ছুঁড়ে মারতেন তারপর বাম দিকে এগিয়ে যেতেন ও নরম স্থানে গিয়ে উপস্থিত হতেন ও কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন ও দু'হাত তুলে দু'আ করতেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। তারপর আকাবা ওয়ালী জামরাকে বাত্নি ওয়াদী নামক স্থান হতে কংকর ছুঁড়ে মারতেন। এবং সেখানে না দাঁড়িয়ে চলে যেতেন। ঐরূপ পদ্ধতিতে হাজ্বের কার্যাবলী আদা করার পর সাহাবী ইবনু উমার (রাঃ) বলতেন, এইভাবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজ্ব সম্পাদন করতে দেখেছি[২]।[৩]

---

[১]মুসলিম।
[২]বুখারী।
[৩]জামরা-র আভিধানিক অর্থ– একত্রিত হওয়া। পাথর ছুঁড়ে মারার জন্য চিহ্নিত তিনটি স্থান জামরা নামে অভিহিত।

(٦٣٠) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «وَالْمُقَصِّرِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৩০ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে দু'আ করেছেন ঃ হে আল্লাহ্! যাঁরা হাজ্জের ইহ্রাম খোলার জন্য মাথার চুল মুড়ায় তাদের প্রতি রাহম কর। একথা শুনে কিছু সাহাবী বলেন ঃ মাথার চুল যাঁরা ছাঁটবেন তাঁদের জন্যও (দু'আ করুন)। এরূপ তিনবার অনুরোধ করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাঁরা চুল ছাঁটে তাদের প্রতিও (রাহম কর)।[১]

(٦٣١) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৩১ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু আম্র ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজ্জাতুল 'অদায়ে' (বিদায় হাজ্জের সময়ে) দাঁড়ালেন তারপর জনগণ প্রশ্ন করতে লাগলো। একজন এসে প্রশ্ন করল ঃ আমি না বুঝে কুরবানী করার আগেই মাথা মুড়িয়ে ছি? তিনি বলেন ঃ কুরবানী কর, এতে কিছু (দোষ) নেই (কারণ না জানার ফলে করা হয়েছে)। অন্য ব্যক্তি এসে বললো ঃ না বুঝে পাথর ছোঁড়ার আগেই কুরবানী করে ফেলেছি! তিনি বলেন ঃ পাথর মার, এতে কোন দোষ নেই। আগে পিছে হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে সেইদিন যা কিছু জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি ঐসবের উত্তরে কেবল বলেছিলেন, 'কর এতে কোন দোষ নেই'[২]।[৩]

(٦٣٢) وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৬৩২ ঃ মিস্ওয়ার ইবনু মাখরামা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মুড়ানোর আগেই কুরবানী করেছিলেন এবং তার সাহাবীগণকেও এই নির্দেশ দেন।[৪]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]হাজ্জের নিয়ম পদ্ধতি তখন লোক শিখে উঠার সময় পায়নি। কারণ বিষয়টি তখন একেবারে নতুন অবস্থায় ছিল।
[৪]বুখারী।

(٦٣٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ، وَكُلُّ شَيْءٍ، إِلَّا النِّسَاءَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

৬৩৩ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের পাথর ছুঁড়ার ও মাথা মুড়ানোর কাজ আদা হলে স্ত্রী (সঙ্গম) ছাড়া সুগন্ধি ও অন্য (নিষিদ্ধ) বস্তু তোমাদের জন্য হালাল বা বৈধ হবে।[১]

(٦٣٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ».

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৬৩৪ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মেয়েদের মাথার চুল মুড়াতে হবে না তবে তাদের জন্য অল্প কিছু চুল (বিশেষ নিয়মে) ছাঁটার ব্যবস্থা রয়েছে[২]।[৩]

(٦٣٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৩৫ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মিনায় রাত্রি যাপনের পরিবর্তে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে মক্কায় রাত্রি যাপনের অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। ১১, ১২, ১৩ই যুলহিজ্জায়।[৪]

(٦٣٦) وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ لِرُعَاةِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

৬৩৬ ঃ আসিম ইবনু আদী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের তত্ত্বাবধায়ক হাজ্জ উদ্‌যাপনকারীদের (মিনায় রাত না কাটিয়ে) মিনার বাইরে রাত কাটানোর জন্য অনুমতি দান করেছিলেন। তারা কুরবানীর দিন জামরায় (উক্‌বায়) ৭টি পাথর মারবে। (তারপর মিনার বাইরে চলে যাবে) তারপর দুদিনের অর্থাৎ ১২ তারিখে মিনায় ফিরে এসে ১১, ১২ তারিখের একই দিনে তিনটি জামরাকে ১৪টি করে পাথর ছুঁড়ে মারবে। তারপর ১৩ তারিখের দিনে যদি মিনায় অবস্থান করে তবে তিনটি জামরাকে (৭টি করে) পাথর ছুঁড়ে মারবে।[৫]

---

[১]আহমাদ, আবূ দাঊদ; এর সনদে কিছু দুর্বলতা আছে।
[২]আবূ দাঊদ, উত্তম সনদে।
[৩]অগ্রভাগ ছেঁটে নিবে, এতে কোন মতভেদ নেই।
[৪]বুখারী, মুসলিম।
[৫]আবূ দাঊদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।

(٦٣٧) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৩৭ ঃ আবূ বাক্‌রা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন আমাদের খুত্‌বা (ভাষণ) দিয়েছেন। (হাদীসটির আরো অংশ রয়েছে)।[১]

(٦٣٨) وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الرُّءُوسِ فَقَالَ: «**أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟**» اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৬৩৮ ঃ সাররা বিনতু নাবহানা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে খুত্‌বা দিয়েছেন হাজ্জ উদ্‌যাপনকালে ১১ তারিখে। এবং তিনি বলেন ঃ এ দিনটা কি তাশ্‌রীকের দিবসগুলির মধ্যে মোক্ষম দিন নয়? অর্থাৎ ১১ তারিখও তাশরীকের দিন। (হাদীসটির আরো অংশ আছে)।[২]

(٦٣٩) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «**طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ، وَسَعْيُكِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ**». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬৩৯ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ কা'বা ঘরের তাওয়াফ করা ও সাফা মারওয়ায় দৌড়ান তোমার হাজ্জ ও উমরাহ সম্পাদন করার জন্য যথেষ্ট হবে।[৩]

(٦٤٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৬৪০ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তাওয়াফে ইফাযার সাত দফার কোনটিতে রমল করেননি[৪]।[৫]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]আবূ দাউদ, উত্তম সনদে।
[৩]মুসলিম।
[৪]আবূ দাউদ, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইমাম হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।
[৫]তাওয়াফে ক্বুদুম ছাড়া পরে কোন তাওয়াফে 'রমল' নাই– সুবুলুস সালাম

(٦٤١) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৬৪১ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর, আসর, মাগরিব ও এশা নামায পড়ার পর মুহাস্‌সাব নামক স্থানে কিছুটা ঘুমিয়ে নেন। তারপর বাইতুল্লাহ্ যাত্রা করেন ও সেখানে গিয়ে তাওয়াফ করেন।[১]

(٦٤٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذٰلِكَ - أَيِ النُّزُولَ بِالْأَبْطَحِ - وَتَقُولُ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلاً أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬৪২ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি (আয়িশা) মুহাস্‌সাব নামক স্থানে অবতরণ করতেন না। তিনি বলতেন যে– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জন্যই এখানে অবতরণ করেছিলেন যে, (মক্কা হতে মাদীনা ফেরার মুখে) এটি সহজতর অবস্থান ক্ষেত্র ছিল[২]।[৩]

(٦٤٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৪৩ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ হাজ্জ পালনকারী লোকদের প্রতি এই আদেশ দেয়া হয়েছে, তাদের সর্বশেষ বিদায়ী (মুলাকাত) যেন বাইতুল্লাহ্ শরীফের সাথে হয়। তবে ঋতুবতীদের জন্য বিশেষ সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তাদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব নয়।[৪]

(٦٤٤) وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هٰذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةٍ فِي مَسْجِدِي هٰذَا بِمِائَةِ صَلاَةٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৬৪৪ ঃ ইব্‌নু যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার এই (মাদীনার) মাসজিদে সম্পাদিত একটি নামাযের মর্যাদা অন্য মাসজিদে সম্পাদিত হাজার নামাযের চেয়ে উত্তম– কিন্তু মাসজিদুল হারাম অর্থাৎ বাইতুল্লায় সম্পাদিত নামাযে আমার মাদীনার মাসজিদে সম্পাদিত নামাযের চেয়ে একশো গুণ বেশি।[৫]

---

[১]বুখারী।
[২]মুসলিম।
[৩]মুসলিম খালিফাগণও এখানে অবস্থান করতেন– সুবুলুস সালাম।
[৪]বুখারী, মুসলিম।
[৫]আহমাদ, ইবনু হিব্বান একে সহী বলেছেন। (এক লক্ষগুণ বেশি)

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

باب الفوات والإحصار
হাজ্জ সম্পাদনে অকৃতকার্যতা ও শত্রুদ্বারা অবরুদ্ধ হওয়া

(٦٤٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَاماً قَابِلاً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৬৪৫ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজ্ব উদ্‌যাপনে পথে প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়ায় ১০ তারিখে তাঁর মাথা মুড়িয়েছিলেন। এবং স্ত্রী সহবাস করেছিলেন এবং তাঁর কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জন্তুও কুরবানী করেছিলেন। তার পরের বছরে গিয়ে উমরা করলেন।[১]

(٦٤٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «**حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৪৬ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাআ বিন্‌তু যুবাইরের নিকটে এলে পরে– যুবাআ তাঁকে বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল আমি হাজ্বের ইচ্ছা করেছি কিন্তু আমি তো অসুস্থ, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি হাজ্ব (যাত্রা আরম্ভ) কর এবং তার সাথে এই সর্ত জুড়ে দাও যে– আমাকে যেখানে আল্লাহ্ আটকিয়ে দেবে, সেটাই আমার হাজ্বের ইহ্‌রাম খুলে দেওয়ার ক্ষেত্র হবে।[২]

[১]বুখারী।
[২]বুখারী, মুসলিম।

(٦٤٧) وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ ابْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»، قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَا: صَدَقَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

৬৪৭ ঃ ইকরামা কর্তৃক হাজ্জাজ ইবনু আমর আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার পা ভেঙ্গে যাবে বা খোঁড়া হয়ে যাবে সে হালাল হয়ে যাবে, অর্থাৎ তার ইহ্রাম খুলে যাবে তবে আগামীতে তাকে হাজ্ব করতে হবে। ইকরামা বলেন ঃ আমি আমার শিক্ষক সাহাবী ইবনু আব্বাস ও আবূ হুরাইরা-কে এটি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁরা বলেন ঃ হাজ্জাজ ইবনু আম্র ঠিক বলেছেন[১]।

[১] আবূ দাঊদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ ও তিরমিযী একে হাসান বলেছেন।

৭ম অধ্যায়

كتاب البيوع

ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান

প্রথম পরিচ্ছেদ

باب شروطه وما نهى عنه منه

কেনা-বেচার শর্তাদি ও তার নিষিদ্ধ বিষয়

(٦٤٨) عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৬৪৮ ঃ রিফাআত ইবনু রাফি' (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ "কোন্ প্রকারের কামাই (জীবিকা) পবিত্র?" উত্তরে তিনি বলেন ঃ "স্ব-হস্তের উপার্জন এবং (ধোঁকা-ফেরেব হতে) পাক পবিত্র ব্যবসায়।[1]

(٦٤٩) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: «لَا هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذَٰلِكَ: «قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৪৯ ঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয়ের বছর সেখানে বলতে শুনেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শারাব (মদ), মৃত জীবজন্তু, শুকর ও ঠাকুর-মূর্তির ব্যবসা হারাম করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, মৃতের চর্বি যা নৌকায় মাখান হয়, চামড়া পালিশ করা হয় এবং মানুষ তা দিয়ে প্রদীপ জ্বালায়, তবে এসব প্রসঙ্গে আপনার নির্দেশ কি? তিনি উত্তরে বলেন ঃ না, এটাও হারাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ আল্লাহ্ ইয়াহূদী জাতির সর্বনাশ করুন, আল্লাহ্ তাদের উপর মৃত জন্তুর চর্বি হারাম করেছিলেন তবুও তারা তাকে গলিয়ে বিক্রয় করেছে ও তার মূল্য ভক্ষণ করেছে।[2]

[1]বাযযার; হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।
[2]বুখারী, মুসলিম।

(٦٥٠) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৬৫০ ঃ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে যখন মতভেদ দেখা দেবে আর কোন স্বাক্ষী না থাকে তবে বিক্রেতার কথা ধরা হবে বা ক্রেতা-বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় করা বন্ধ করে দেবে।[১]

(٦٥١) وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৫১ ঃ আবূ মাসউদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য ব্যভিচারিণীর উপার্জন ও গণকের শির্ণি বা প্রতিদান (গ্রহণ করতে) নিষেধ করেছেন।[২]

(٦٥٢) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ، قُلْتُ: لَا ثُمَّ قَالَ:

৬৫২ ঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি একটা উটের উপর (সাওয়ার) ছিলেন। উটটি অচল হয়ে যাওয়ায় তাকে ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন; এই ফাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর দেখা হল ঃ তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার জন্য দু'আ করে উটটিকে একটি আঘাত করলেন, তারপর হতে উটটি এমন গতিতে চলতে লাগল যে, তেমনটি আর কোন দিন চলেনি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ তুমি একে আমার নিকট ৪০ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে দাও। আমি বললাম ঃ না। তারপর দ্বিতীয়বার বলেন ঃ এটা আমার নিকটে বিক্রয়

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। হাকিম সহীহ বলেছেন।

[২]বুখারী, মুসলিম।

بِعْنِيهِ فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي، فَقَالَ: أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ.

কর। ফলে আমি সেটি তাঁর নিকট এক উকিয়া মূল্যে বিক্রয় করে দিলাম এবং বাড়ী পর্যন্ত এর উপর চড়ে যাওয়ার শর্ত করে নিলাম। যখন বাড়ী পৌছালাম তখন উটটি নিয়ে তাঁর নিকটে এলাম ফলে এর নগদ মূল্য তিনি দিয়ে দিলেন। তারপর আমি ফিরে আসলাম, এমন সময় তিনি আমার পেছনে লোক পাঠালেন এবং আমাকে বলেন : তুমি কি মনে করছ যে, আমি তোমার উটটি কম মূল্য দিয়ে নিতে চাচ্ছি, তুমি তোমার উট ও দিরহাম (একপ্রকার রৌপ্য মুদ্রা) নাও এগুলো সবই তোমার[১]।[২]

(٦٥٣) وَعَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৫৩ : উক্ত সাহাবী জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন একজন সাহাবী তাঁর একমাত্র দাসকে মুদাব্বির করে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। ঐ দাস ব্যতীত লোকটির অন্য কোন সম্পদ ছিল না। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (দাসটিকে) ফিরিয়ে আনালেন ও বিক্রয় করে দিলেন[৩]।[৪]

---

[১]বুখারী, মুসলিম। এগুলো মুসলিমের শব্দ।

[২]বিক্রেতা শর্তসাপেক্ষে সাওদা বিক্রয় করতে পারে, এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে।

[৩]বুখারী, মুসলিম।

[৪]মালিক তাঁর জীবিত অবস্থায় তাঁর দাস বা দাসীকে মৃত্যুর পর মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন, এমন দাস-দাসীকে মুদাব্বির বলা হয়।

উক্ত সাহাবীর কর্জ ছিল তাই তার একমাত্র মাল দাসটিকে বিক্রয় করে তাঁর কর্জ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করেন।

এতে বুঝা যাচ্ছে– (১) দানের চেয়ে কর্জ পরিশোধের গুরুত্ব বেশি। (২) এবং ইসলামের যোগ্য সর্বাধিনায়ক ধর্মীয় প্রয়োজনে দেউলিয়া প্রজার সম্পত্তি ক্রোক করে তার সৎগতি করতে পারেন– সুবুলুস সালাম।

(٦٥٤) وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِيْ سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: «فِي سَمْنٍ جَامِدٍ».

৬৫৪ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মাইমূনা (রাঃ) হতে বর্ণিত; একটি ইঁদুর ঘিয়ে পড়ে তাতেই মারা যায়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ইঁদুরটিকে উঠিয়ে ফেলে তার চারপাশের ঘিও ফেলে দিয়ে তা খাও।[১]

(٦٥٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلَا تَقْرَبُوهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهَمِ.

৬৫৫ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি জমান ঘিয়ে ইঁদুর পড়ে তবে ইঁদুরটি ও তার পাশের ঘি ফেলে দাও।আর যদি ঘি তরল হয় তবে তার পাশেও যেও না। (অর্থাৎ তা একেবারেই ব্যবহারযোগ্য নয়, আর যা ব্যবহারযোগ্য নয় তা বিক্রয় করাও চলবে না।)[২]

(٦٥٦) وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ. فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: «إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ».

৬৫৬ ঃ আবূ যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি জাবিরকে (রাঃ) বিড়াল ও কুকুরের মূল্য (এর বৈধ) প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে ধমকিয়ে ছিলেন[৩]।[৪]

(٦٥٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ

৬৫৭ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; বারীরা নাম্নী দাসী এসে আমাকে (রাঃ)-কে বলল ঃ প্রতি বছর এক উকীয়া করে কিস্তিতে ৯ উকীয়ায় মুক্তিপণ শোধ দেয়ার চুক্তি আমি

[১]বুখারী। আহমাদ ও নাসাঈতে আছে, জমাটবাঁধা ঘি-এর জন্য (ঐরূপ ব্যবস্থা)।
[২]আবূ দাউদ, আহমাদ। বুখারী ও আবূ হাতিম (রহঃ) এ হাদীসের রাবীর উপর অহম বা দুর্বল স্মৃতির অভিযোগ করেছেন।
[৩]মুসলিম, নাসাঈ। নাসাঈতে শিকারী কুকুরের মূল্যকে অবৈধ করা হয়নি।
[৪]শিকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর ও বিড়ালের মূল্য গ্রহণ হারাম।

أُوْقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي! قُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ: «اشْتَرِيهَا، وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ».

আমার মনিবের সাথে করেছি, এ ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমি বললাম, তোমার মনিব যদি চান তবে আমি তোমার মুক্তিপণের সমস্ত উকীয়াই একমুষ্ঠে দিয়ে দেব কিন্তু তোমার 'অলা'[১] আমার থাকবে। বারীরা গিয়ে তাঁর মনিবকে ঐকথা বললেন, কিন্তু মুনিব তা আপত্তি বা নাকোচ করে দিয়েছিল। তিনি তাঁদের কাছ হতে ফিরে এলেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বসেছিলেন। বারীরা আয়িশা (রাঃ)-কে বলল, আমি আপনার প্রস্তাব তাঁদের নিকটে পেশ করেছিলাম, তাঁরা 'অলা' তাঁদের জন্য দিলে রাজি হবেন নইলে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনলেন এবং আয়িশা (রাঃ)-ও তাঁকে সব খবর দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে কিনে নাও, 'অলা'-র শর্ত তাদের থাকতে দাও, আইনতঃ 'অলা' তারই হবে যে তাকে মুক্ত করবে। আয়িশা (রাঃ) তাই করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও সানা করলেন তারপর বলেন, লোকদের কি হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যে শর্ত (বৈধ) করেন নি ঐরূপ শর্ত তাঁরা করছেন। যেসব শর্ত আল্লাহ্‌র কিতাবে বৈধ নয় তা বাতিল গণ্য হবে– যদি ঐসব শর্ত শত সংখ্যায় হয়। আল্লাহ্‌র ফায়সালা সর্বাপেক্ষা হাক্ব ও আল্লাহ্‌র শর্ত সর্বাপেক্ষা বেশি মজবুত। 'অলা' একমাত্র আযাদকারীর জন্যই হবে।[২]

[১]'অলা' অর্থ মুক্তির পর দাস-দাসীর সাথে মুক্তিদাতার আত্মীয়তা সুলভ সম্পর্ক ও মিরাছ লাভের অধিকার।

[২]বুখারী, মুসলিম। শব্দ বুখারীর।
মুসলিমে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা (রাঃ)-কে বলেন ঃ তাকে কিনে নাও,এবং তাকে আযাদ কর। আর 'অলা'-র শর্ত তাদের জন্য রাখ। (আইনতঃ 'অলা' আযাদকারীর জন্যই হবে)।

(٦٥٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَمَالِكٌ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَوَهِمَ.

৬৫৮ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তাঁর পিতা উমার (রাঃ) সন্তানের মা হয়েছে এমন (উম্মুল অলাদ) দাসীকে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, তিনি বলেন ঃ বিক্রয় করা যাবে না, হেবা (দান) করা যাবে না, ওয়ারিস সূত্রেও কেউ তাকে অধিকার করতে পারবে না। তার মালিক যতদিন চাইবে ততদিন তার দ্বারা উপকার উঠাবে। মালিকের মৃত্যুর পর সে মুক্ত হয়ে যাবে।[১]

(٦٥٩) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ حَيٌّ، لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৬৫৯ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা 'উম্মু অলাদ' শ্রেণীর দাসীকে বিক্রয় করে দিতাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে বেঁচে ছিলেন এটাকে তিনি কোন দোষের বিষয় মনে করতেন না[২]।[৩]

(٦٦٠) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: «وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ».

৬৬০ ঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্বৃত্ত পানি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[৪]

[১]মালিক, বাইহাক্বী, ইমাম বাইহাক্বী বলেছেন ঃ এ হাদীসটি মাওকূফ। যিনি 'মারফূ' বলেছেন, তিনি অহম বা অনিশ্চয়তার ভিত্তিতে বলেছেন।

[২]নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, দারাকুৎনী; ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।

[৩]'সন্তানের মা' এমন দাসীকে বিক্রয় করার ব্যাপারে বৈধা-বৈধ নিয়ে মতভেদ রয়েছে তবে, উমার (রাঃ) তাঁর শাসনকালে এরূপ দাসীর বিক্রয় বহু সাহাবীর উপস্থিতিতে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। কারণ তাদের বিক্রয় করা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, মানবতাবোধ ও আত্মীয়তা সংরক্ষণের বিপরীত একটা অমানবিক কাজ– ফাতহুল আল্লাম ২য় খণ্ড, ৯ পৃষ্ঠা। (তার গর্ভজাত সন্তানের বেঁচে থাকার অবস্থায় বিক্রয় করা মানবতার বিরুদ্ধতা তো বটেই)।

[৪]মুসলিম।

তাঁর অন্য রিওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নর উটকে মাদী উটের উপর চড়ানোর পয়সা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

(٦٦١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৬৬১ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদী জন্তুর উপর নর উঠানোর মজুরী গ্রহণ নিষেধ করেছেন[১]।[২]

(٦٦٢) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৬৬২ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হাবলুল হাবালা' নামক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। এটা এক প্রকার কেনা-বেচা যা অজ্ঞতার যুগে চালু ছিল। এর অর্থ হচ্ছে, উটের ঐ বাচ্চা ক্রয় করা যেটি বর্তমান উটনীর ভ্রূণের (পেটের বাচ্চার) বাচ্চারূপে জন্মলাভ করবে।[৩]

(٦٦٣) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৬৩ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'অলা'-এর বিক্রয় ও হেবা (দান)-কে নিষিদ্ধ করেছেন[৪]।[৫]

(٦٦٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬৬৪ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রয়-বিক্রয়ে কংকর নিক্ষেপ প্রথার ও ধোকাযুক্ত যাবতীয় কারবার নিষিদ্ধ করেছেন[৬]।[৭]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]ষাঁড় বা পাঁঠা ইত্যাদি দেখানো কে বুঝায়।
[৩]বুখারী, মুসলিম।
[৪]বুখারী, মুসলিম।
[৫]দাস-দাসীকে আযাদ (দাসত্ব মুক্ত) করার ফলে মুক্ত দাস-দাসীর ও তাঁর মুক্তিদাতা মুনিবের বা তাঁর অবর্তমানে তাঁর পুরুষ আসাবাগণের সাথে যে আত্মীয়তাসুলভ সম্পর্ক ও ঐ মুক্ত দাস বা দাসীর সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকারিত্ব বা বেরাসত সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তার নাম 'অলা'। আরবে এই 'অলা'কে বিক্রয় ও হেবা দ্বারা হস্তান্তর করা হত, ইসলাম তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।
[৬]মুসলিম।
[৭]ক্ষুদ্র পাথর টুকরো বা কংকর নিক্ষেপ করে ক্রয়-বিক্রয়ের এরূপ একটি প্রথা আরবে চালু ছিল। যেমন ক্রেতা বা বিক্রেতা একে অপরকে বলতো, "আমি তোমার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করলেই সাওদা ওয়াজিব বা নিশ্চিত হয়ে যাবে।" বা একথা বলতো যে, "তোমার কংকর আমার যে পণ্যের উপর পড়বে আমি তোমার কাছে ঐটি বিক্রয় করলাম।"

(٦٦٥) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬৬৫ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্য ক্রয় করবে সে যেন মাপ না করা পর্যন্ত তা বিক্রয় না করে। (কেনা খাদ্য বিক্রয়কালে পুনঃ মেপে বিক্রয় করতে হবে।)– মুসলিম।

(٦٦٦) وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

৬৬৬ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন একই সাওদা মূলে দুটি সাওদা সাব্যস্ত করাকে।[১]

وَلأَبِي دَاوُدَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا».

আবূ দাউদে আছে, যে ব্যক্তি একই সাওদা মূলে একাধিক সাওদা করতে চায় তার জন্য সাওদাটি ঘাটতি হবে বা বাড়তিটি– তা সুদ বলে গণ্য।[২]

এরূপ কোন সাওদায় যদি ইসলামের নীতি বহির্ভূত হওয়ার ফলে তাতে ঘাটতি বা বাড়তি কিছু হয় তবে তার উভয় দিকই না জায়িয বলে গণ্য হবে।

(٦٦٧) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لاَ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ.

৬৬৭ ঃ আম্র ইবনু শুআইব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'সালাফ ও বিক্রয় জায়িয নয়।' 'একই সাওদায় দুটি শর্ত জায়িয নয়।' 'যাতে কোন জিম্মাদারী নেই তাতে কোন (বৈধ) লাভ নেই।' যা তোমার দখলে নেই তা বিক্রয়যোগ্যও নয়[৩]।[৪]

[১] আহমাদ, নাসাঈ। তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।

[২] একই সাওদায় দুটি সাওদা হওয়া দুরকমে হতে পারে। যেমন একই পণ্যের দাম একই সাথে বিক্রেতা এ বলে ঘোষণা করে যে, এইটার নগদ মূল্য এত এবং ধারে মূল্য এত। বা বিক্রেতা এরূপ বলে যে, আমি তোমার নিকটে আমার গরুটি এ শর্তে বিক্রয় করছি যে, তুমি আমার নিকটে তোমার ঘোড়াটি বিক্রয় করবে।

[৩] আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী, ইবনু খুযাইমা ও হাকিম সহীহ বলেছেন।

[৪] 'সালাফ ও বিক্রয়' অর্থ– ক্রেতা-বিক্রেতাকে টাকা কর্জ দেবে এ শর্তে যে তার নিকটে বিক্রেতা পণ্যের মূল্য কম নেবে।

وَأَخْرَجَهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ، مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ، بِلَفْظِ «نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ». وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَهُوَ غَرِيبٌ.

ইমাম হাকিম উলূমুল হাদীস গ্রন্থে উক্ত সাহাবী হতে ইমাম আবূ হানিফার একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন, তাতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শর্ত সাপেক্ষে বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। ইমাম তাবারানীও এই সূত্রই আওসাত' কিতাবে বর্ণনা করেছেন– হাদীসটি গরীব।

(٦٦٨) وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ.

৬৬৮ ঃ আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'উরবান' নামক বেচা-কেনা করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী ইমাম মালিক; তিনি হাদীসটি উক্ত আমর হতে প্রাপ্ত হয়েছেন।[১]

(٦٦٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৬৬৯ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি বাজারে যাইতুনের তেলের সাওদা করলাম। সাওদা পাকা হওয়ার পর একজন আমার কাছে এসে একটা ভাল লাভ আমাকে দিতে চাইলো। আমিও তার হাতে হাত মেরে সাওদা পাকা করতে চাইলাম। হঠাৎ করে কোন লোক পিছন হতে আমার হাত ধরে নিল। আমি পিছনে চেয়ে দেখলাম, তিনি যায়িদ ইবনু সাবিত (রাঃ)। তিনি বলেন ঃ যেখানে ক্রয় করলেন ঐ স্থানে বিক্রয় করবেন না, যতক্ষণ না আপনার স্থানে নিয়ে না যান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রয় করার স্থানে সাওদা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না তা ক্রেতা তার বাসায় নিয়ে না যায়।[২]

---

[১]হাদীসটির সনদ 'মুনকাতে' ছেদযুক্ত। উরবান অর্থ– ক্রেতা-বিক্রেতাকে কিছু মূল্য বাবদে অগ্রিম দিয়ে বলে যে, যদি সাওদা পূর্ণ করি তবে এ অগ্রিম প্রদত্ত টাকা মূল্যের মধ্যে ধরা হবে নইলে এ টাকা আর ফেরত নেবো না (যা বায়না নামে প্রচলিত)।

[২]আহমাদ; আবূ দাউদ; শব্দ তাঁর। ইবনু হিব্বান, হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।

(٦٧٠) وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هٰذَا مِنْ هٰذِهِ، وَأُعْطِي هٰذِهِ مِنْ هٰذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৬৭০ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, অবশ্য আমি 'বাকী' নামক স্থানে উট বিক্রয় করে থাকি, দিনারের বিনিময়ে বিক্রয়ের কথা বলে দিরহাম নিয়ে থাকি আর দিরহামের বিনিময়ে কথা বলে দিনার নিয়ে থাকি। এটার বদলে এগুলি আর এগুলির পরিবর্তে এটা। (কখনও স্বর্ণ মুদ্রার বদলে সমমূল্যের রৌপ্য মুদ্রা আর কখনও রৌপ্য মুদ্রার বদলে সমমূল্যের স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে থাকি) উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঐ দিনের বাজার দরে নিলে তাতে দোষ নেই তবে যেন একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার আগেই তোমাদের মধ্যের (লেন-দেনের) আর কিছু বাকী না থাকে।[১]

(٦٧١) وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৭১ ঃ উক্ত সাহাবী (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্‌শ বা ধোকা দিয়ে দাম বাড়ানোর কাজকে নিষিদ্ধ করেছেন।[২]

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। হাকিম সহীহ্ বলেছেন।
[২]বুখারী, মুসলিম।

(٦٧٢) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

৬৭২ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা (ওজন করা গমের বিনিময়ে যমির কোন শস্য বিক্রয় করা), মুযাবানা (গাছে লাগান ফলকে ঐ শুকনো ফলের বিনিময়ে বিক্রয় করা), মুখাবারা (অর্থাৎ যমির অনির্দিষ্ট কিছু অংশ ভাড়া দেওয়া– মিশকাত) এবং সুনইয়া (কোন বস্তুর সাওদার সমষ্টি হতে কিছু অংশ পৃথকীকরণকে) নিষিদ্ধ করেছেন– তবে তা নিশ্চিতভাবে জানান হয়ে থাকলে দোষ নেই) ।[১]

(٦٧٣) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৬৭৩ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা, মুখাযারা (ব্যবহারোপযোগী হয়নি এমন কাঁচা ফল বিক্রয় করা), মুলামসা, সাওদার কাপড় না দেখেই হাত দিয়ে স্পর্শ করে সওদা পাকা করামুনাবাযা (পণ্যদ্রব্য যেমন কাপড়কে ক্রেতা-বিক্রেতা একে অপরের উপর নিক্ষেপ দ্বারা সাওদা পাকা করা ও মুযাবানা-এর বেচা-কেনা) নিষিদ্ধ করেছেন ।[২]

(٦٧٤) وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهما: مَا قَوْلُهُ ﷺ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৬৭৪ ঃ ত্বাউস তাঁর শিক্ষক ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বাহির হতে খাদ্যশস্য আমদানীকারীদের সাথে পথে গিয়ে মিলবে না, শহরের লোক গ্রাম্য লোকদের কেনা-বেচার মধ্যে দখল দেবে না– এর অর্থ (রাবীতাউস) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন ঃ শহরের লোক গ্রাম্য লোকের (ক্রয়-বিক্রয়ে) যেন দালালী না করে ।[৩]

---

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ। তিরমিযী একে সহীহ্ বলেছেন।
[২]বুখারী।
[৩]বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো বুখারীর।

(٦٧٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬৭৫ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শস্য আমদানীকারীদের সাথে পথে গিয়ে সাওদা করবে না, এভাবে সাওদা করলে বিক্রেতা মোকামে পৌছে ঐ সাওদা বাতিল করার অধিকারী হবে।[১]

(٦٧٦) وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: «لاَ يَسُومُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ».

৬৭৬ ঃ উক্ত সাহাবী হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রামবাসীর নিকট হতে (দালালীর বিনিময়ে) ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, এবং অন্য খরিদ্দারকে ধোকা দেওয়ার জন্য মূল্যবৃদ্ধি করবে না, কারো সাওদা হয়ে গেলে তার উপর সাওদা করবে না, (কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য বিক্রি করার পর তার চাইতে কম মূল্যে বিক্রির প্রস্তাব দিবে না) কারো বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেবে না (যতক্ষণ না তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত না হয়), কোন নারী যেন অন্য নারীর তালাকের দাবী না জানায়– তার পাত্রস্থ বস্তুকে উজাড় করে দেওয়ার জন্য। (অর্থাৎ তার বর্তমান স্ত্রীর হাক্ব নষ্ট করে নিজে তা ভোগ করার জন্য)।[২]

(٦٧٧) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، لَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ.

৬৭৭ ঃ আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি (দাসী বিক্রয়কালে) মাতা-পুত্রের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় পরকালে তার প্রিয়জনের থেকে আল্লাহ্ তাকে পৃথক করে দেবেন।[৩]

---

[১]মুসলিম।

[২]বুখারী, মুসলিম। মুসলিমে আরো আছে, কোন মুসলিম ভাইয়ের সাওদা দাম করার উপরে দাম করবে না।

[৩]আহমাদ। তিরমিযী ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন কিন্তু তার সনদ প্রসঙ্গে বিরূপ বক্তব্য রয়েছে। এ হাদীসটির একটা সমর্থক হাদীস রয়েছে।

(٦٧٨) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «**أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعاً**». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ.

৬৭৮ ঃ আলী (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দুটি দাস ভাইকে বিক্রয়ের আদেশ দিয়েছিলেন। আমি তাদেরকে পৃথকভাবে বিক্রয় করে দিয়েছিলাম। আমি এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে তিনি তাঁদেরকে ধরে ফেরত আনতে বলেন ও আরো বলেন ঃ তুমি তাঁদেরকে একত্রে বিক্রয় করবে। (অর্থাৎ তারা দু'ভাই যেন একত্রে বাস করতে পারে।)[১]

(٦٧٩) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فقال النَّاسُ: يا رسول الله! غَلَا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ**». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৬৭৯ ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মাদীনায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন ঃ মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তাই আপনি দ্রব্যমূল্য ধার্য করে দিন। উত্তরে তিনি আমাদেরকে বলেন ঃ আল্লাহ্ই তো মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী, সঙ্কোচনকারী, সম্প্রসারণকারী ও আহারদাতা; আমি তো চাই না যে, কিয়ামাতের দিনে আমি আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় মিলি যে আমার নিকটে লোক কোন জান-মালের হাক্ব নষ্ট করার জন্য অবশ্য দাবীদার হয়।[২]

---

[১]আহমাদ; বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য; ইবনু খুযাইমা, ইবনু জারূদ, ইবনু হিব্বান, হাকিম, তাবারানী ও ইবনু কাত্তান সহীহ বলেছেন।

[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু মাজাহ। ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।

(٦٨٠) وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬৮০ ঃ মা'মার ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (খাদ্যদ্রব্য) গুদামজাত মাত্র (সমাজবিরোধী) পাপী লোকই করে থাকে।[১]

(٦٨١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ: «وَرَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ». قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.

৬৮১ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; উট ও ছাগলকে বিক্রয়কালে দুধ দোহন বন্ধ রাখবে না। (অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে হবে।) যদি কেউ দুধ আবদ্ধ অবস্থায় খরিদ করে তবে ক্রেতা ঐ জন্তু দোহনের পর তার ইচ্ছানুযায়ী রাখবে বা ফেরত দিয়ে দেবে– ফেরতের সময় এক সা' (আড়াই কেজির মত) খেজুরও দিতে হবে।[২]

মুসলিমে আছে, ক্রেতা ৩ দিন পর্যন্ত (ফেরতের) সুযোগ পাবে। আর অন্য হাদীসে, মুআল্লাকরূপে বুখারীতেও আছে, এক সা' খাদ্য দ্রব্য দেবে– সাদা গম নয়। বুখারী বলেছেন, এক্ষেত্রে খেজুরের উল্লেখ রয়েছে।

(٦٨٢) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَزَادَ الإِسْمَاعِيلِيُّ: «مِنْ تَمْرٍ».

৬৮২ ঃ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি থানে দুধ বন্ধ রাখা ছাগল ক্রয় করবে সে যদি ঐ ছাগল তার মালিককে ফেরত দেয় তবে ছাগল ফেরতের সাথে এক সা' (খাদ্য দ্রব্য) যেন ফেরত দেয়।[৩]

---

[১]মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]বুখারী; মুস্তাখ্‌রাজাতে ইসমাইলীতে আছে, এক সা' খেজুর মালিককে দেবে।

(٦٨٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ! قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، يَا رَسُولَ اللّٰهِ! قَالَ: «أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ، كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬৮৩ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা 'খাদ্য-ঢেরীর' পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে তাঁর হাত তাতে প্রবেশ করালেন। ফলে তাঁর আঙ্গুলে কিছু আর্দ্রতা অনুভূত হল। তারপর তিনি বলেন ঃ হে খাদ্য বিক্রেতা, এ আবার কি? লোকটি বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, ওতে বৃষ্টি পড়েছে। তিনি বলেন ঃ 'ঐ ভেজা অংশটাকে উপরে রাখতে- লোক তা দেখতে পেত। যে দোষ গোপন করে (কেনা-বেচা করে) সে তো আমার মধ্যে নয়"।[১]

(٦٨٤) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ، حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৬৮৪ ঃ আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতা বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আঙ্গুর পাড়ার মৌসুমে বিক্রয় না করে যে ব্যক্তি মদ তৈরীকারকদের নিকটে বিক্রয় করার জন্য আঙ্গুরকে গোলাজাত করে রাখে তবে সে জেনে-বুঝেই বলপূর্বক জাহান্নামে প্রবেশ করে।[২]

(٦٨٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ.

৬৮৫ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমদানীর উপর অধিকার জিম্মাদারীর উপর ন্যস্ত[৩]।[৪]

[১]মুসলিম।

[২]তাবারানী উত্তম সনদে তাঁর আওসাত নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

[৩]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। বুখারী ও আবূ দাউদ (রহঃ) একে যঈফ বলেছেন; তিরমিযী, ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু জারূদ, ইবনু হিব্বান, ইমাম হাকিম, ও ইবনু কাত্তান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪]ক্ষয়-ক্ষতির জন্য যিনি দায়ী থাকেন তিনি উপসত্ত্ব ভোগ করার অধিকারী হবেন।

(٦٨٦) وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَاراً لِيَشْتَرِيَ بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَاباً لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي ضِمْنِ حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ، وَأَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِداً مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ.

৬৮৬ ঃ উরওয়াতা আল্-বারিকী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে একটা কুরবানীর জন্তু বা ছাগল কেনার জন্য একটা দিনার দিয়েছিলেন। উক্ত সাহাবী তা দিয়ে দুটি ছাগল কিনেন। তারপর এক দিনারের বিনিময়ে একটি ছাগল তা হতে বিক্রয় করে দিয়ে একটি ছাগল ও একটি দিনার (স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ) নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে তার ব্যবসায়ে বারাকাতের দু'আ করেন। এরপর হতে যদি উক্ত সাহাবী (উরওয়া) মাটি কিনতেন তবে তাতেও তিনি অবশ্য লাভবান হতেন।[১]

ইমাম তিরমিযী এর পৃষ্ঠপোষকরূপে হাকিম ইবনু হিযামের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(٦٨٧) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

৬৮৭ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্য পশুর পেটের বাচ্চা প্রসব না করা পর্যন্ত কিনতে, যে দুধ পশুর থানে আছে তা বিক্রয় করতে, পলাতক দাস ক্রয় করতে, বিভক্ত হয়ে যাওয়ার আগে গানিমাতের (ধর্মযুদ্ধলব্ধ) মাল ক্রয় করতে, আর সাদাকার মাল আয়ত্তাধীনে আসার আগে ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং ডুবুরীর একদফা ডুবার উপরেই কোন বিনিময় নিতে নিষেধ করেছেন।[২]

[১]আবূ দাঊদ, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু মাজাহ। ইমাম বুখারী (রহঃ) অন্য হাদীসে আনুসঙ্গিকরূপে হাদীসটি এনেছেন তবে তার শব্দ ব্যবহার করেননি।

[২]ইবনু মাজাহ, বায্‌যার ও দারাকুত্বনী– দূর্বল সনদে।

(٦٨٨) وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ.

৬৮৮ ঃ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মাছ পানিতে থাকা অবস্থায় ক্রয় করবে না– কেননা এটা একটা ধোকা বিশেষ।[১]

(٦٨٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا يُبَاعُ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

৬৮৯ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার আগে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং পশুর শরীরে পশম থাকা অবস্থায় এবং দুধ থানে থাকাকালীন তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[২]

(٦٩٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

৬৯০ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাযামীন (মাদী জন্তুর পেটের বাচ্চা) ও মালাকীহ্ নরের পিঠের বীর্য (নসল সূত্র) বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[৩]

(٦٩١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৬৯১ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে তার সাওদা করার ব্যাপারে রিয়াত করবে আল্লাহ্ তার ত্রুটিকে ক্ষমা করে দেবেন।[৪]

[১] আহমাদ, তিনি এর সনদকে মাওকুফ হওয়া ঠিক বলে ইঙ্গিত করেছেন।
[২] তাবারানী (আওসাতে), দারাকুৎনী। আবূ দাউদ– ইকরামার মারাসিলে বর্ণনা করেছেন, আর এটা (মুর্সাল হওয়াটা) অগ্রগণ্য; আবূ দাউদ এটাকে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মজবুত সনদে মাওকুফরূপেও বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাইহাক্বী (রহঃ)-এর সনদের মাওকুফ হওয়াটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।
[৩] বায্যার। এর সনদে দুর্বলতা আছে।
[৪] আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

باب الخيار

খিয়ার (সাওদা বাতিল করার অধিকার)

(٦٩٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا ابْتَاعَ رَجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৬৯২ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন দুজন লোক সাওদা করবে তখন তাদের উভয়েই ঐ স্থান পরিত্যাগ করার পূর্বে একত্র থাকা পর্যন্ত তাদের জন্য খিয়ার (সাওদা বাতিল করার অধিকার)।

অথবা তাদের একজন অন্যকে খিয়ার (সাওদা বাতিলের সুযোগ) দেয়, আর ঐ সুযোগে সম্মত হয়ে তারা উভয়ে সাওদা করে তবে ঐ সাওদা তাদের জন্য (ঐভাবেই) নির্ধারিত হবে।

আর যদি উভয় ব্যক্তি সাওদা করার পর সাওদা করার স্থান ত্যাগ করে– আর কেউ তাদের ঐ সাওদাকে পরিহার না করে থাকে তবে ঐরূপ ক্ষেত্রেও সাওদা তাদের জন্য নির্ধারিত হবে।[১]

[১]বুখারী, মুসলিম– শব্দগুলো মুসলিমের।

(٦٩٣) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَهْ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ، وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا».

৬৯৩ ঃ আম্‌র ইবনু শুআইব (রাঃ) তাঁর পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয় সাওদা করার স্থান ছেড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত (সাওদা বাতিল করার) সুযোগের অধিকারী থাকবে। তবে, পৃথক হওয়ার পরও এ সুযোগ তাদের জন্য থাকবে– যারা খিয়ার বা সুযোগের অধিকার দেয়ার শর্তে সাওদা করবে।

(যেমন ক্রেতা গাভী কেনার সময় বিক্রেতাকে এ কথার উপর রাজি করিয়ে নেয় যে, 'আমার বাড়ী নিয়ে গিয়ে যদি দেখি যে গাভী একবারে দু কেজি করে দুধ দিচ্ছে তবে গাভী রাখব না হয় দুদিনের মধ্যে ফেরত দেব।' এরূপ অবস্থায় স্থান ত্যাগ করা না করার কোন প্রশ্নই থাকছে না)। বাতিল করবে এই ভয়ে অন্যকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া হালাল বা বৈধ হবে না।[১]

(٦٩٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৯৪ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন ব্যক্তি বলেন ঃ 'কেনা-বেচায় সে প্রতারিত হয়ে থাকে।' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি যখন কারো সাথে সাওদা করবে তখন বলে দেবে 'লা-খিলাবাতা' এতে যেন কোন ধোকা না থাকে[২]।[৩]

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী এবং দারাকুতনী, ইবনু খুযাইমা, ইবনু জারূদও। আর অন্য বর্ণনায় আছে, "এ অধিকার তাদের উভয়ের স্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত।

[২]বুখারী, মুসলিম।

[৩]খিয়ার অর্থাৎ একত্রে সাওদা করার পর স্থান ত্যাগ করার আগে পর্যন্ত ক্রেতা ইচ্ছা করলে 'ক্রয় করবে না' আর বিক্রেতা 'বিক্রয় করবে না' বলে সাওদা বাতিল করে দেয়ার সুযোগ পাবে। একে খিয়ার মাজলিস বলে।

باب الربا
সুদের বর্ণনা

(٦٩٥) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ.

৬৯৫ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী, সুদ লেন-দেনের লেখক ও সাক্ষীদ্বয়কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নাত করেছেন। আর তিনি তাদের সকলকে সমান (অপরাধী) বলেছেন[১]।[২]

(٦٩٦) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ، وَصَحَّحَهُ.

৬৯৬ ঃ আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সুদের সত্তরটি দ্বার (প্রকারভেদ) রয়েছে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট হচ্ছে, কোন লোকে তার মায়ের সাথে বিবাহ করা। আর কোন মুসলিম ভাই-এর ইজ্জতের ক্ষতিসাধন করা বড় ধরনের সুদের সমতুল্য (পাপ কাজ)।[৩]

(٦٩٧) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৬৯৭ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্য বলেছেন ঃ সোনা সোনার বদলে সমানে সমান ছাড়া বিক্রয় করবে না। আর কোন সোনাকে সোনার উপর বেশি করবে না। আর রূপাকে রূপার বদলে সমানে সমান ছাড়া বিক্রয় করবে না; এরই একক অন্যের চেয়ে প্রাধান্য দেবে না। আর তার কোন অ-মজুতকে মজুতের বদলে বিক্রয় করবে না[৫]।[৪]

---

[১]মুসলিম।
[২]বুখারীতে আবূ জুহাইফা হতে এরূপ বর্ণিত হয়েছে।
[৩]ইবনু মাজাহ্ সংক্ষিপ্তভাবে; ইমাম হাকিম পূর্ণমাত্রায় বর্ণনা করেছেন ও সহীহ্ বলেছেন।
[৪]বুখারী, মুসলিম।
[৫]সোনা-রূপার মধ্যে প্রকারভেদ এইভাবে রয়েছে। যেমন স্বর্ণমুদ্রা ও টুকরো সোনা। রৌপ্যমুদ্রা ও টুকরো রূপা; গয়নাপত্রের সোনা-রূপা অন্যান্য সোনা-রূপা।

(٦٩٨) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَداً بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬৯৮ ঃ উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সোনার বদলে সোনা, চাঁদির বদলে চাঁদি, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর ও লবণের বদলে লবণ লেনদেন (কম-বেশি না করে) একই রকমে সমপরিমাণে ও নগদা-নগদী হতে হবে। যখন ঐ বস্তুগুলির মধ্যে প্রকারভেদ থাকবে তখন নগদে তোমরা ইচ্ছানুযায়ী বিক্রয় কর।[১]

(٦٩٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِباً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬৯৯ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সোনার বদলে সোনার (লেনদেন) ওজনে সমানে সমানে হবে আর চাঁদি চাঁদির বদলে ওজনে বরাবর হতে হবে। যে ব্যক্তি এসবের লেনদেনে বেশি দেবে বা বেশি নেবে তা সুদ বলে গণ্য হবে।[২]

(٧٠٠) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً»، وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: «وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ».

৭০০ ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক সাহাবী (সাওয়াদ আনসারী)-কে খাইবার এলাকার রাজস্ব আদায়কারী নিযুক্ত করেন। উক্ত সাহাবী 'জানীব' নামক (উত্তম) খেজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, খাইবারের সমস্ত খেজুরই কি এরূপ? সাহাবী উত্তরে বলেন ঃ না হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম

[১]মুসলিম।
[২]মুসলিম।

অবশ্য তা নয়। আমরা এ খেজুরের এক সা' সাধারণ খেজুরের দু'সা অথবা তিন সা'য়ের বদলে নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এরূপ করবে না। বরং দিরহামের বিনিময়ে কম মূল্যের খেজুর বিক্রয় করে ঐ দিরহাম দিয়ে জানীব খেজুর কিনে নেবে। ওজন করা হয় এমন বস্তুর লেনদেনও এরূপভাবে হবে।[১]

(٧٠١) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭০১ ঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বদলে খেজুরের ঐরূপ ঢেরী বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন যার কোন পরিমাণ জানা নেই।[২]

(٧٠٢) وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭০২ ঃ মা'মার ইবনু আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আহার্য বস্তুর বদলে লেনদেন হবে– বরাবর, সমানে সমান। সাহাবী বলেন ঃ আমাদের তৎকালীন সাধারণ আহার্য বস্তু ছিল যব।[৩]

(٧٠٣) وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭০৩ ঃ ফুযালা ইবনু উবাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ খাইবার বিজয়ের (ঐতিহাসিক) দিবসে আমি একখানা হার বারো দিনারের বদলে কিনে ছিলাম। তাতে সোনা ও নাগিনা (মূল্যবান পাথর) ছিল। ঐগুলিকে আমি পৃথক করে খুলে ফেলায় তাতে আমি বারো দিনারের বেশি (সোনা) পেলাম। এ সংবাদ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিলাম। তিনি বলেন, এটিকে খোলার আগে বিক্রয় করা যাবে না।[৪]

---

[১]বুখারী, মুসলিম। মুসলিমে বর্ণিত শব্দের অর্থ একই রূপ।
[২]মুসলিম।
[৩]মুসলিম।
[৪]মুসলিম।

(٧٠٤) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ.

৭০৪ ঃ সামুরা ইবনু জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাণীর বদলে প্রাণী ধারে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[১]

(٧٠٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلِأَحْمَدَ نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.

৭০৫ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা ঈনা[২] প্রকারের কেনা-বেচা করবে,আর গরুর লেজ ধরে নেবে এবং চাষবাসেই তৃপ্ত থাকবে,আর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ (সংগ্রাম) করা বর্জন করবে, তখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে অবমাননার কবলে ফেলবেন।আর তোমাদের ধর্মে ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমাদের উপর হতে তা দূর করবেন না।[৩]

(٧٠٦) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

৭০৬ ঃ আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার কোন (মুসলিম) ভাই-এর জন্য কোন সুপারিশ করার পর ঐ সুপারিশের ভিত্তিতে সুপারিশকারীর নিকটে হাদীয়া (উপহার) আসলে যদি সে তা গ্রহণ করে তবে সে সুদেরই এক বড় দরজার উদঘাটন করবে।[৪]

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযীওইবনু জারূদ একে সহীহ বলেছেন।

[২]বাকীতে কোন দ্রব্য বেশি মূল্যে বিক্রি করে তার কাছ থেকে সেটা নগদে কম মূল্যে ক্রয় করাকে 'ঈনা' বেচা-কেনা বলে।

[৩]আবূ দাউদ, (তাঁর নিকট হতে নাফি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে) এর সনদের উপর প্রশ্ন রয়েছে; আহমাদেরও তদ্রূপ আতার বর্ণনা হতে; এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য; ইবনু কাত্তান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪]আহমাদ, আবূ দাউদ। আর সনদটি আলোচনা সাপেক্ষ।

(٧٠٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

৭০৭ ঃ আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়কেই লা'নাত করেছেন।[১]

(٧٠٨) وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৭০৮ ঃ আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে একটি সৈন্যদলের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। উট কিন্তু তখন নিঃশেষিত, ফলে তিনি তাকে সাদকার উটের উপর উট সংগ্রহের আদেশ দিলেন। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন ঃ আমি সাদকার উট এলে একটি উটের বদলে দুটি উট দেব বলে উট সংগ্রহ করতে লাগলাম[২]।[৩]

(٧٠٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭০৯ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা নামক কেনা-বেচাকে নিষেধ করেছেন। তা হচ্ছে- (ক) কয়েল মাপের (কাঠা, আড়ি ইত্যাদি পাত্রের মাপের) খেজুরের বিনিময়ে বাগানে অবস্থিত খেজুর এবং নির্দিষ্ট মাপের শুকনো আঙ্গুর (কিসমিস)-এর বিনিময়ে গাছের তাজা আঙ্গুর আর পরিমিত খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে ক্ষেতের শস্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এরূপ সর্ব প্রকার (অসামঞ্জস্য) বিষয়ের বিনিময় দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।[৪]

---

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী- তিনি একে সহীহ্ বলেছেন।

[২]হাকিম, বাইহাক্বী, এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

[৩]এ তারতম্য একটা মহৎ ও বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। এরূপ ক্ষেত্রে এ তারতম্য বৈধ হবে। মিশরীয় ছাপা, বুলূগুল মারামের টীকা হতে।

[৪]বুখারী, মুসলিম।

(٧١٠) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَسُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৭১০ ঃ সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় করা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস করা হলে বলেন ঃ তাজা খেজুর শুকানোর পর কি কমে যায়? উত্তরে লোকেরা বললো ঃ হ্যাঁ কমে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐরূপভাবে খেজুর বেচা-কেনা করতে নিষেধ করলেন।[১]

(٧١١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، يَعْنِي الدَّيْنَ بِالدَّيْنِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

৭১১ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্জের বদলে কর্জ বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[২]

باب الرخصة في بيع العرايا وبيع الأصول والثمار

বাই-আরায়ার অনুমতি মূল বস্তু (গাছ) ও ফল বিক্রয়

(٧١٢) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.

৭১২ ঃ যায়িদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরায়া প্রকারের সাওদা করার অনুমতি দিয়েছেন। এর স্বরূপ হচ্ছে নির্দিষ্ট মাপের শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের তাজা খেজুর আন্দাজের ভিত্তিতে ক্রয় করা- বুখারী, মুসলিম।[৩]

---

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইবনু মাদীনী, তিরমিযী, ইবনু হিব্বান ও ইমাম হাকিম এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[২]ইসহাক, বায্যার একটি দুর্বল সনদে।

[৩]মুসলিমের বর্ণনায় আছে, তিনি আরিয়্যাহর বেচাকেনা করতে অনুমতি দিয়েছেন। বাড়ীর মালিক গাছের খেজুর শুকালে কি পরিমাণ হতে পারে তা ধার্য করার পর তাজা খেজুর খাওয়ার উদ্দেশ্যে সেটা গ্রহণ করবে।

(٧١٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭১৩ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ বা পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ (গাছের) তাজা খেজুর আন্দাজ করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন[১]।[২]

(٧١٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا، قَالَ: **حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا**.

৭১৪ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের ফল ব্যবহার উপযোগী হওয়ার আগেই বিক্রয় করতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন।[৩]

অন্য রিওয়ায়াতে আছে, ব্যবহার উপযোগী হওয়ার অর্থ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, 'ফলের দুর্যোগকাল উত্তীর্ণ হওয়া।'

(٧١٥) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: «**تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৭১৫ ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্য ফলের পরিপক্কতা আসার আগে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। 'পরিপক্কতার' অবস্থা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ ফলের রং যেন লালচে বা হলুদ হয়ে উঠে।[৪]

(٧١٦) وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৭১৬ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুরের ক্ষেত্রে কালচে রং না ধরা পর্যন্ত তা বিক্রয় করতে এবং শস্য দৃঢ় পুষ্ট হওয়ার আগে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[৫]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]আশি তোলার সের ওজনে এক 'ওয়াসাক' এ পাঁচ মন ধরা হয়। [উর্দু তর্জমা, মুহাদ্দিস আব্দুত তাওয়াব মুলতানী (রহঃ) দ্রষ্টব্য]
[৩]বুখারী, মুসলিম।
[৪]বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো বুখারীর।
[৫]আবূ দাঊদ, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু মাজাহ। ইবনু হিব্বান ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

(٧١٧) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.

৭১৭ ঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি তুমি তোমার কোন (মুসলিম) ভাই-এর নিকটে ফল বিক্রয় কর তারপর তা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে যায় তবে তার নিকট হতে কিছু (মূল্য বাবদ) নেওয়া তোমার জন্য বৈধ হবে না। কারণ তোমার মুসলিম ভাইয়ের মাল (মূল্য) তুমি কিসের বিনিময়ে নেবে?[১]

অন্য রিওয়ায়াতে আছে অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্যোগী ক্ষতির পূরণ করতে বলেছেন। (এ অবস্থায় ক্ষতির পরিমাণমত মূল্য ছেড়ে দিতে বলেছেন।)[২]

(٧١٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭১৮ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি খেজুরের বাগান (গাছ) তা'বীর করার[৩] পর ক্রয় করবে সে অবস্থায় তার ফল বিক্রেতার হবে, তবে ক্রয়ের সময় যদি ক্রেতা ফলসহ গ্রহণ করার শর্ত করে থাকে তবে তা আলাদা ব্যাপার।[৪]

---

[১]মুসলিম।

[২]এ নির্দেশ অধিকাংশের মতে ঐচ্ছিকরূপে গণ্য হবে। কারণ ফল ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পর বিক্রয় করা বৈধ বলে হাদীসে ঘোষিত হয়েছে। ফলে ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পর নষ্ট হলে এ অবস্থায় ক্ষতি পূরণে বাধ্য করা যায় না– মিশরীয় টীকা দ্রষ্টব্য।

[৩]খেজুরের নর জাতীয় গাছের শীষ কেটে নিয়ে মাদী খেজুর গাছের শিষকে চিরে দিয়ে তার মধ্যে ভরে দিয়ে বেঁধে দেওয়াকে তা'বীর বলে। এটাও এক প্রকার পরাগমিলন।

[৪]বুখারী, মুসলিম।

৫ম পরিচ্ছেদ

أبواب السلم والقرض والرهن
সালাম প্রকারের কেনা-বেচা, কর্জ ও রেহেন

(٧١٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ».

৭১৯ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাদীনায় হিজরাত করে এলেন তখন মাদীনাবাসীরা একবছর বা দু'বছর মেয়াদে বাইয়ি-সালাফ করতেন। এ প্রসঙ্গে তাদেরকে তিনি বললেন যারা বাইয়ি-সালাফের ভিত্তিতে ফলের সাওদা করবে তারা যেন তার ধার্যকৃত ওজন ও কাঠা বা আড়ীর মাপ এবং ধার্যকৃত সময়ের ভিত্তিতে তা করে[১]।[২]

(٧٢٠) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ، - وَفِي رِوَايَةٍ «وَالزَّيْتِ» - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৭২০ ঃ আবদুর রহমান ইবনু আবযা ও আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তাঁরা বলেন, আমরা যুদ্ধে গানীমাতের মাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পেতাম। সিরিয়া থেকে আম্বাত (জাঠ) নামে এক সম্প্রদায়ের লোক আমাদের নিকটে এলে গম, যব, কিসমিস ও (অন্য একটি রিওয়ায়াতে মূলে) যাইতুনের বাইয়ি সালাফ একটি নির্দিষ্ট সময় ধার্য করতাম। সাহাবীদ্বয়কে বলা হল তারা কি চাষাবাদ করতো? তাঁরা উত্তরে বললেন, একথা আমরা তাদেরকে (জাঠদেরকে) জিজ্ঞেস করতাম না।[৩]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারীতে 'ফলের' উল্লেখের স্থলে 'যে কোন বস্তুর' কথা উল্লেখিত রয়েছে। বুখারীর রিওয়ায়াত মূলে ফল ছাড়া অন্যান্য বস্তুতেও এই প্রকার কেনা-বেচা বৈধ।
[৩]বুখারী।

(৭২১) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللّٰهُ تَعَالَى». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৭২১ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের মাল ফেরত দেয়ার জন্য গ্রহণ করে আল্লাহ্ তাকে তা ফেরত প্রদানের তাওফিক (সঙ্গতি) দান করেন, আর যে তা নষ্ট করার অসৎ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করে দেন (অর্থাৎ সঙ্গতি-হীন করে রাখেন বা পরকালে তাকে শাস্তি দেবেন– সুবুলুস সালাম)।[১]

(৭২২) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنَّ فُلَانًا قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَامْتَنَعَ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৭২২ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! অমুক (ইয়াহূদী) লোকের কাপড় সিরিয়া হতে এসেছে, আপনি পেরে উঠলে তার দাম দিয়ে দেবেন এ কথার উপর দু'খানা কাপড় ধারে লোক পাঠিয়ে আনতে বলুন। ফলে তিনি তার কাছে লোক পাঠালেন কিন্তু সে তা দিল না।[২]

(৭২৩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৭২৩ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রেহেনে রাখা অবস্থায় খরচের বিনিময়ে জন্তুর উপর সাওয়ার হওয়া যায়। ঐরূপ জন্তুর দুধ পান করা যায়– তার খরচের বিনিময়ে। যে সাওয়ার হবে আর যে দুধ পান করবে তাকে ঐ জন্তুর খরচ বহন করতে হবে।[৩]

[১]বুখারী।
[২]হাকিম, বাইহাক্বী। এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।
[৩]বুখারী।

(٧٢٤) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلاَّ أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ.

৭২৪ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রেহেনে বেঁধে রাখা বস্তু হতে তার মালিককে বঞ্চিত করা যাবে না। লাভ যা তা তার হবে এবং লোকসানও তাকেই নিতে হবে।[১]

(٧٢٥) وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: «لاَ أَجِدُ إِلاَّ خِيَاراً رَبَاعِيًّا»، قَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭২৫ ঃ আবূ রাফি' (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট হতে একটা বাছুর (হালকা বয়সের) উট ধার নিয়েছিলেন। তারপর তাঁর নিকটে যাকাতের উট এসে গেলে তিনি আবূ রাফি'কে ঐরূপ অল্প বয়সের একটি (বাক্‌রাহ্) উট দিয়ে দিতে আদেশ দিলেন। আবূ রাফি' বলেন ঃ আমি ভাল রাবাঈ উট ছাড়া পাচ্ছি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে ভাল উটই দিয়ে দাও। কারণ লোকদের মধ্যে অবশ্য ঐ ব্যক্তি উত্তম যিনি কর্জ পরিশোধে উত্তম।[২]

(٧٢٦) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِباً». رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ.

وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ، وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.

৭২৬ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লাভ বা উপসত্ত্ব লাভের (ওয়াসিলা হয়) এরূপ সমস্ত কর্জই সুদে গণ্য হবে। হাদীসটিকে হারিস ইবনু আবূ উসামা বর্ণনা করেন; এর সনদ সাক্বিত (নিম্নস্তরে)।

ফুযালা ইবনু উবাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; বাইহাক্বীতে একটি দুর্বল হাদীস এই হাদীসটির শাহিদ (পৃষ্ঠপোষক বা সমর্থক হাদীস) রয়েছে। (রাবাঈ ঃ ৭ম বর্ষ উপনীত উট– সুবুলুস সালাম)

এবং আবদুল্লাহ্ ইবনু সালাম (রাঃ) হতে বুখারীতে একটা মাওকুফ হাদীস রয়েছে।[৩]

---

[১]দারাকুতনী, হাকিম, হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য, কিন্তু আবূ দাউদ, অন্য মুহাদ্দিসের নিকটে এটা মুর্সাল হাদীস বলে সংরক্ষিত।

[২]মুসলিম।

[৩]এই বুলূগুল মারামের সংকলক তাঁর তালখীসুল হাবীব নামক গ্রন্থে হাদীসটি ইমাম বাইহাক্বীর সুনানে কুবরায় আছে বলে উল্লেখ করেছেন। বুখারীতে অত্র পরিচ্ছেদে হাদীসটি পাওয়া যায়নি। সম্ভবতঃ এটা তাঁর স্মরণ বিভ্রাটজনিত–মিসরীয় ছাপা সুবুলুস সালাম ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৫৩।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

باب التفليس والحجر
দেওলিয়াত্ব প্রাপ্তি ও কর্তৃত্ব বিলোপ

(٧٢٧) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْنَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭২৭ ঃ আবূ বাকার ইবনু আবদুর রহমান কর্তৃক আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ যদি কেউ তার ধারে বিক্রিত মাল নিঃস্ব হয়ে গেছে এমন লোকের (ক্রেতার) নিকটে অক্ষত অবস্থায় পায় তবে বিক্রেতাই ঐ মালের হাকদার অন্যের থেকে বেশি হবে। (অর্থাৎ বিক্রেতা তা ফেরত নিতে পারবে।)[১]

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُرْسَلاً، بِلَفْظِ: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَضَعَّفَهُ تَبَعاً لأَبِي دَاوُدَ.

ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম মালিক উক্ত আবূ বাকার (রাঃ) হতে মুর্সালরূপে এরূপ শব্দযোগে বর্ণনা করেছেন, "কোন ব্যক্তি কোন বস্তু (ধারে) বিক্রয় করল, তারপর ক্রেতা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লো, অথচ বিক্রেতা তার মূল্য বাবদ কিছুই গ্রহণ করেনি– যদি ঐ বিক্রিত বস্তুটি পূর্বাবস্থায়ই থেকে থাকে তবে বিক্রেতাই ঐ বস্তুর বেশি হাকদার হবে।

আর যদি ক্রেতা মারা গিয়ে থাকে তবে বিক্রেতা অন্যান্য মহাজনদের সমপর্যায়ভুক্ত হবে।

ইমাম বাইহাকী একে মাওসুল বা অবিচ্ছিন্ন সনদযুক্ত হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন ও ইমাম আবূ দাউদের অভিমতের অনুকূলে হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।

[১]বুখারী, মুসলিম।

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ، قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضَعَّفَ أَيْضاً هٰذِهِ الزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ الْمَوْتِ.

আর উমার ইবনু খালদা কর্তৃক আবূ দাউদে ও ইবনু মাজায় বর্ণিত; আমরা আমাদের এক নিঃস্ব বন্ধুর ব্যাপারে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর নিকটে গেলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালা অনুযায়ী ফায়সালা দেব। (তা হচ্ছে) যে ব্যক্তি ধারে কোন বস্তু ক্রয় করার পর তার মূল্য পরিশোধ করার আগে নিঃস্ব হয়ে যায় অথবা মারা যায়, আর বিক্রেতা তার ঐ মাল ঠিকভাবে পেয়ে যায়, তবে সে ঐ বস্তুর সর্বাপেক্ষা বেশি হাকদার হবে। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। আর ইমাম আবূ দাউদ একে যঈফ বলেছেন এবং অত্র হাদীসের মৃত্যুর উল্লেখ সংযোজিত অংশটুকুকেও তিনি যঈফ বলেছেন।

(٧٢٨) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৭২৮ ঃ আম্র তাঁর পিতা শারীদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তি কর্জ পরিশোধে টালবাহানা করার অপরাধ তার সম্মানহানি ও শাস্তিপ্রাপ্তিকে বৈধ করে দেয়[1]।[2]

[1]সামর্থবান কর্জ আদায় না দিলে তাকে বিশিষ্ট আলিমগণ ফাসিক বলে অভিহিত করেছেন এবং তার সাক্ষ্যদান অগ্রাহ্যনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন– ফাতহুল আল্লাম দ্রষ্টব্য।

[2]আবূ দাউদ, নাসাঈ এবং ইমাম বুখারী হাদীসটিকে মুয়াল্লাকরূপে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।

(٧٢٩) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَأَفْلَسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭২৯ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কোন এক ব্যক্তি ফল ক্রয় করে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তার কর্জভার বেড়ে যায় ও নিঃস্ব হয়ে যায়। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সাদকা (সাহায্য) দেয়ার জন্য আদেশ দেন। লোকেরা তাকে সাহায্য করলো কিন্তু ঐ সাহায্যের পরিমাণ কর্জ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করার মত হল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাওনাদারদেরকে বলেন ঃ যা পাচ্ছ তা নাও, এর বেশি আর তোমাদের জন্য হবে না।[১]

(٧٣٠) وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلاً، وَرَجَّحَ إِرْسَالَهُ.

৭৩০ ঃ ক্বা'ব কর্তৃক তাঁর পিতা মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর প্রিয় সাহাবী) মুআয (রাঃ)-এর মালের উপর ক্রোক আরোপ করেছিলেন, আর তাঁর কর্জ পরিশোধের কারণে তাঁর মাল বিক্রয় করে দিয়েছিলেন।[২]

[১]মুসলিম।

[২]দারাকুতনী। ইমাম হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন। আবূ দাউদ একে মুর্সাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটি মুর্সাল হওয়াকে অগ্রগণ্য বলেছেন।

(٧٣١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৩১ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমার ১৪ বছর বয়সে উহুদ যুদ্ধের সময় আমাকে যোদ্ধাদের মধ্যে শামিল করার জন্য হাজির করা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তার অনুমতি দেননি। তারপর খন্দকের যুদ্ধে ১৫ বছর বয়সে আমাকে তাঁর সম্মুখে পেশ করা হলে তিনি আমাকে এর অনুমতি প্রদান করেন।[1]

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: «فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ». وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

বাইহাক্বীতে আছে, আমাকে অনুমতি দেননি আর আমাকে সাবালক মনে করেননি। ইবনু খুযাইমাহ হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

(٧٣٢) وَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلِي. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৭৩২ ঃ আতীইয়াতুল কুরাযী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ বানু কুরাইযার (সামরিক শাস্তির) ঘটনাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আমাদেরকে হাজির করান হয় তাতে যে সব যুবকের যিরেনাফ (গুপ্ত স্থানের লোম) উঠেছিল তাদেরকে (অপরাধি ধরে) নিহত করা হল।আর যাদের তা বের হয়নি তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আমার সে সময় তা বের হয়নি বলে আমাকে (নাবালিগ ধরে) ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল[2]।[3]

[1] বুখারী, মুসলিম।

[2] আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইবনু হিব্বান ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

[3] বালিগ হওয়ার চিহ্ন হিসেবে উক্ত বিশেষ স্থানের লোম উঠা ধরা হয়েছে। বালিগ হওয়ার পর মুকাল্লাফ বা দায়িত্ব অর্পণযোগ্য ধরা হবে তার আগে নয়।

(٧٣٣) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».

وَفِي لَفْظٍ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৭৩৩ ঃ আম্‌র ইবনু শুআইব (রাঃ) তিনি তাঁর পিতা ও তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মহিলার জন্য স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোন দান করা বৈধ হবে না। অন্য শব্দে এরূপ আছে, কোন স্ত্রীলোকের জন্য তার মালের হস্তান্তর বৈধ হবে না; যদি তাঁর স্বামী তার ইজ্জত আব্‌রুসহ জীবনযাপনের দায়িত্ব বহন করেন[১]।[২]

(٧٣٤) وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭৩৪ ঃ ক্বাবীসা ইবনু মাখারিক্ব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাওয়াল (ভিক্ষা) করা তিন শ্রেণীর লোকের জন্য বৈধ, (১) যে ব্যক্তি কোন জিম্মাদারীতে পড়ে রয়েছে তা আদায় করা পর্যন্ত– তারপর তা হতে বিরত থাকবে। (২) কোন ব্যক্তির ধন-সম্পদ কোন দুর্যোগের কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তার জন্য সাওয়াল করা বৈধ হবে– তার জীবন ধারণের সামর্থ অর্জন পর্যন্ত। (৩) অনাহারক্লিষ্ট ব্যক্তি যার অনাহার থাকার পক্ষে তার কাওমের মধ্যে থেকে তিনজন জ্ঞানী লোক সাক্ষী দেবেন, তবে তার জন্য সাওয়াল করা বৈধ হবে।[৩]

---

[১] আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ি, ইবনু মাজাহ। ইমাম হাকিম সহীহ্ বলেছেন।

[২] উলামাগণ এর অর্থ করেছেন– যেসব রমণীর মধ্যে সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধির অভাব রয়েছে তাদের জন্য অবৈধ। (মুহাদ্দীস আব্দুত তাওয়াব সাহেবের উর্দু টীকা হতে)।

[৩] মুসলিম।

৭ম পরিচ্ছেদ

باب الصلح
আপোষ মীমাংসা

(٧٣٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحاً حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. إِلاَّ شَرْطاً حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، لأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

৭৩৫ ঃ আম্‌র ইবনু আউফ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুসলিমদের মধ্যে পরস্পরে আপোষ-মীমাংসা করা বৈধ কাজ। তবে যে আপোষ-মীমাংসা হালালকে হারাম করে ও হারামকে হালাল করে তা অবৈধ। মুসলিম ব্যক্তি স্বীয় শর্তাদি পালনেও বাধ্য, তবে ঐ শর্ত পালনে বাধ্য নয় যা হালাল বস্তুকে হারাম ও হারাম বস্তুকে হালাল করে।[১]

(٧٣٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ»، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৩৬ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "কোন প্রতিবেশী (মুসলিম) যেন তার প্রতিবেশী ভাইকে তার দেয়ালে কাঠ বা বাঁশ গাড়তে দিতে বাধা না দেয়।" তারপর আবূ হুরাইরা (রাঃ) ক্ষোভ ভরে বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে এতে অন্য মত করতে দেখছি কেন? আল্লাহ্‌র কৃসম করে বলছি, আমি এটা তোমাদের কাঁধে অবশ্যই চাপিয়ে ছাড়ব। (অর্থাৎ তোমরা যাতে করে এ হাদীসের শিক্ষার অনুরূপ আচরণ প্রতিবেশীর প্রতি কর তার ব্যবস্থা নেব।)[২]

(٧٣٧) وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا.

৭৩৭ ঃ আবূ হুমাইদি-সাইয়িদী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন লোকের পক্ষে এরূপ ব্যবহার বৈধ হবে না যে, সে তার ভাই-এর মনকে ব্যথিত করে তার লাঠি (সামান্য বস্তু) গ্রহণ করে।[৩]

---

[১]তিরমিযী; তিনি একে সহীহ্ বলেছেন। তবে হাদীসের রাবী 'কাসীর ইবনু আবদুল্লাহ্' দুর্বল হওয়ার কারণে তাঁর এই সহীহ্ সাব্যস্ত করাকে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ অস্বীকার করেছেন। ইমাম তিরমিযী সম্ভবতঃ সনদের আধিক্যতার কারণে হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।
আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত; এই হাদীসটিকে ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]ইবনু হিব্বান ও হাকিম তাঁদের সহীহ্ হাদীস সংকলন গ্রন্থে এ হাদীসকে এনেছেন।

৮ম পরিচ্ছেদ

باب الحوالة والضمان

অপর ব্যক্তির উপর ঋণ ন্যস্ত করা ও কোন বস্তুর যামীন হওয়া

(٧٣٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ فَلْيَحْتَلْ.

৭৩৮ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ধনী ব্যক্তির কর্জ পরিশোধে টালবাহানা করা এক প্রকার যুলুম বা অনাচার। আর যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি স্বীয় ঋণ অপরের হাওলা করে (পরিশোধের দায়িত্ব অর্পণ করে) তখন তা মেনে নেয়া উচিত।[১]

(٧٣٩) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ، فَخَطَا خُطًا، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَقُّ الْغَرِيمِ؟ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৭৩৯ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমাদের কোন একজন সাহাবী ইন্তিকাল করায় আমরা তাঁর গোসল দিলাম, খুশবু লাগালাম, কাফন পরালাম। তারপর তাঁর লাশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে হাজির করলাম। আমরা তাঁর জানাযা নামায পড়ানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ জানালাম। তিনি দু-এক পা এগিয়ে এসে বললেন ঃ তার কি কোন ঋণ রয়েছে? আমরা বললাম ঃ দুটি দিনার (ঋণ আছে)। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে গেলেন। ফলে আবূ ক্বাতাদা দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দুটি কর্জ পরিশোধের জিম্মা নিলেন। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এলাম, আবূ ক্বাতাদা বলেন ঃ আমার জিম্মায় ঐ দিনার দুটি রইলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাহলে কর্জ দাতার হাক্ব এবারে সাব্যস্ত হল (তুমি করজদার হলে) ও মৃতব্যক্তি কর্জ হতে রেহাই পেল তো? আবূ ক্বাতাদা উত্তরে বললেন ঃ জি-হ্যাঁ। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত সাহাবীর জানাযার নামায পড়ালেন।[২]

---

[১]বুখারী, মুসলিম। তবে আহমাদের অন্য রিওয়ায়াতে আছে হাওলা করলে তা মেনে নেবে।

[২]আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ। ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন। (বুখারীর বর্ণনায় তিন দিনারের কথা আছে)

(٧٤٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ، «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ»؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً.

৭৪০ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে জানাযার জন্য কোন করজদার মৃতকে আনা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, তার কি কোন কর্জ পরিশোধ করার মত পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে? যদি সেরূপ আছে বলে বর্ণনা করা হত তবে তিনি তার জানাযা পড়তেন। অন্যথায় বলতেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযার নামায পড়। যখন আল্লাহ্ তাঁর হাতে বহু স্থান জয় করালেন। তখন তিনি বললেন ঃ আমি মু'মিনদের প্রতি তাদের থেকে বেশি সহানুভূতিশীল– ফলে যে কর্জ রেখে মারা যাবে তার কর্জ আদায়ের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত থাকলো।[১]

বুখারীর অন্য এক রিওয়ায়াতে এইভাবে আছে, "যে মারা যাবে আর ঋণ শোধের মত কিছু রেখে না যায়।"

(٧٤١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

৭৪১ ঃ আম্র ইবনু শুআইব (রাঃ) তাঁর স্বীয় সনদে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হদ্-এর ব্যাপারে কোন জিম্মাদারী নেই।[২]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বাইহাকী, তাঁর দুর্বল সনদে।

৯ম পরিচ্ছেদ

باب الشركة والوكالة

ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ ও উকিল নিয়োগ করা

(٧٤٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৭৪২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ যতক্ষণ দুজন শারীকদার ব্যবসায়ে তারা একে অপরের সাথে খিয়ানাত (বিশ্বাসঘাতকতা) না করে ততক্ষণ আমি তাদের তৃতীয় শারীক হিসেবে বিরাজ করি (তাদের সহযোগিতা করতে থাকি)। তাদের মধ্যে একে অপরের সাথে খিয়ানাত করলে, তবে আমি তাদের মধ্য হতে বেরিয়ে যাই (তারা আমার সহযোগিতা হতে বঞ্চিত হয়)।[১]

(٧٤٣) وَعَنِ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الْبِعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

৭৪৩ ঃ সাঈব মাখযুমী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাবী হওয়ার আগে তাঁর সাথে ব্যবসায়ে শারীক ছিলেন। তারপর তিনি (মাখযুমী) মক্কা বিজয় দিবসে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 'মারহাবা– হে আমার ভাই, আমার অংশিদার' বলে স্বাগত জানালেন।[২]

(٧٤٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، الْحَدِيثَ، وَتَمَامُهُ: «فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ.

৭৪৪ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি, আম্মার ও সা'দ (রাঃ) বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত বস্তুর মধ্যে সকলে শারীক হওয়া ঠিক করলাম[৩]।[৪]

---

[১]আবূ দাঊদ, হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।
[২]আহমাদ, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ।
[৩]নাসাঈ ও অন্যান্য।
[৪]হাদীসের শেষাংশে আছে, অতঃপর আমাদের মধ্যে সা'দ দুটি বন্দী আনলেন আর আমি ও আম্মার কিছুই আনতে পারলাম না। (এতে বোঝা যাচ্ছে একাধিক শারীকে কোন কাজ করা বৈধ)– মিশরীয় টীকা, ছাপা বুলূগুল মারামের।

(٧٤٥) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ.

৭৪৫ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি খাইবারে যাবার ইচ্ছা করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ যখন তুমি খাইবারে আমার উকিলের নিকটে গমন করবে তখন তুমি তার নিকট হতে পনেরো 'ওয়াসাক' (খেজুর) নিয়ে নেবে।[১]

(٧٤٦) وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ بِدِينَارٍ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّةً، اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ

৭৪৬ ঃ উরওয়া বারিকী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে একটি দিনার দিয়ে তাঁর জন্য কুরবানীর জন্তু ক্রয় করতে পাঠিয়েছিলেন।[২]

(٧٤٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৪৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রাঃ)-কে সাদকা (যাকাত) উসুল করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন– (হাদীসটির আরো অংশ রয়েছে)।[৩]

(٧٤٨) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ، اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭৪৮ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেষট্টিটি উট কুরবানী করলেন এবং আলী (রাঃ)-কে অবশিষ্ট (৩৭টি) যাবাহ করার নির্দেশ দিলেন। (হাদীসটির আরো অংশ আছে)।[৪]

(٧٤٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৪৯ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; এক ব্যভিচারীর ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে উনাইস! তুমি ঐ রমণীর নিকটে সকালে যাও, যদি সে ব্যভিচারের কথা নিজে স্বীকার করে তবে তাকে রজম করে এসো (হাদীসটির আরো অংশ আছে)।[৫]

---

[১]আবূ দাউদ; তিনি সহীহ্ বলেছেন। (উকিল অর্থ এখানে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি।)
[২]বুখারী, অন্য হাদীসের মধ্যে তিনি এ অংশটুকু বর্ণনা করেছেন যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
[৩]বুখারী, মুসলিম। [৪]মুসলিম। [৫]বুখারী, মুসলিম।

১০তম পরিচ্ছেদ

باب الإقرار
একরারের বিবরণ

(٧٥٠) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا». وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

৭৫০ ঃ আবূ যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি সত্য কথা বলবে যদিও তা(কটু) অপ্রিয় হয়।[১]

১১তম পরিচ্ছেদ

باب العارية
অপরের বস্তু হতে সাময়িকভাবে উপকৃত হওয়া

(নিজের প্রয়োজন মেটাতে ফেরত দেওয়ার শর্তে কারো বস্তু সাময়িকভাবে গ্রহণ করা)

(٧٥١) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ، حَتَّى تُؤَدِّيَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৭৫১ ঃ সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ধাররূপে গৃহীত বস্তু ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত গ্রহীতা তার (ক্ষয়-ক্ষতির) জন্য দায়ী থাকবে।[২]

(٧٥٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ.

৭৫২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার নিকটে আমানাতরূপে রাখা বস্তু আমানাত দাতাকে ফেরত দাও আর তোমার সাথে খিয়ানাত করে এমন লোকের সাথে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।[৩]

---

[১]ইবনু হিব্বান। তিনি একে সহীহ্ বলেছেন। এটা একটা বড় হাদীসের অংশ বিশেষ।
[২]আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ইমাম হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।
[৩]আবূ দাউদ, তিরমিযী, তিনি একে হাসান বলেছেন, আর ইমাম হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন। আর আবূ হাতিম রাযী একে মুনকার (দুর্বল হাদীস) বলেছেন।
হাদীস শাস্ত্রের একদল হাফিয হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যা আরীআ অর্থ সম্বলিত।

(٧٥٣) وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعاً»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ، أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৭৫৩ ঃ ইয়ালা ইবনু উমাইয়া (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন ঃ যখন আমার দূতগণ (প্রেরিত লোকগণ) তোমার কাছে আসবে তখন তুমি তাদেরকে ৩০টি বর্ম দিবে। আমি তাঁকে বললাম তা কি ক্ষতিপূরণের দায়িত্বযুক্ত সাময়িক ঋণ বিশেষ না পরিশোধ্য ধার মাত্র? তিনি উত্তরে বলেন ঃ পরিশোধীয় ধার স্বরূপ।[১]

(٧٥٤) وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعاً يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: أَغَصْباً يَا مُحَمَّدُ (ﷺ)! قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِداً ضَعِيفاً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا.

৭৫৪ ঃ সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট হতে হুনাইন যুদ্ধের সময় কিছু বর্ম ধার নিয়েছিলেন, ফলে সাফওয়ান তাঁকে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! এটা জবরদস্তি ভাবে নেওয়া হল? তিনি বলেন ঃ না, ক্ষতিপূরণ দায়যুক্ত ফেরত দেওয়ার শর্তে নেয়া হলো।[২]

ইমাম হাকিম এর একটি দুর্বল পৃষ্ঠপোষক হাদীস ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ; ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।
[২]আবূ দাউদ, নাসাঈ; হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।

১২তম পরিচ্ছেদ

باب الغصب

অন্যায়ভাবে বলপূর্বক কিছু অধিকার করা

(٧٥٥) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৫৫ ঃ সায়ীদ ইবনু যায়িদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘৎ পরিমাণ কারো জমি দখল করে নেবে তার ঘাড়ে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামাতের দিবসে সাত তবক্ব জমি ঝুলিয়ে দেবেন– (অর্থাৎ অপমানজনক অতি কঠোর শাস্তি তাকে দেওয়া হবে)।[১]

(٧٥٦) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ يَدَهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيْهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: كُلُوا، وَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيْحَةَ لِلرَّسُولِ، وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৭৫৬ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন স্ত্রীর নিকটে ছিলেন, অন্য একজন উম্মুল মু'মিনীন [যাইনাব (রাঃ)] তাঁর খাদিমকে দিয়ে এক পেয়ালা খাবার পাঠিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত স্ত্রী তাতে স্বহস্তে আঘাত করে পাত্রটি ভেঙ্গে ফেললেন, ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাঙ্গা পেয়ালাটাকে মিলিত করে তাতেই খাদ্য রেখে সাহাবীদের খাবার খেতে বললেন এবং উক্ত খাদিমকে দিয়ে ভাল একটি পেয়ালা (ভাঙ্গাটির বদলে) পাঠিয়ে দিলেন। আর ভাঙ্গা পেয়ালাটি রেখে দিলেন।[২]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, তিরমিযী।

وَالتِّرْمِذِيُّ، وَسَمَّى الضَّارِبَةَ عَائِشَةَ، وَزَادَ: «فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ». وَصَحَّحَهُ.

তিনি আয়িশা (রাঃ)-কে ভঙ্গকারিণী বলে উল্লেখ করেছেন, আর তিনি আরো বর্দ্ধিত বর্ণনা দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, "খাবার নষ্ট করলে খাবার ও পাত্র নষ্ট করলে তার পরিবর্তে পাত্র (জরিমানা স্বরূপ)" ।[১]

(٧٥٧) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَيُقَالُ: إِنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ.

৭৫৭ ঃ রাফি' ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের যমি তাদের অনুমতি ছাড়াই আবাদ করবে তার জন্য কোন শস্য প্রাপ্য হবে না, কেবল সে খরচ পাবে।[২]

(٧٥٨) وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَرْضٍ غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ

৭৫৮ ঃ উরওয়া ইবনু যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক সাহাবী বলেন ঃ অবশ্য দুজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে একখণ্ড যমির বিবাদ মীমাংসার জন্য বিচারপ্রার্থী হয়েছিল; তাদের একজনের যমিতে অন্যজন খেজুর গাছ রোপণ করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমির মালিককে যমি প্রদান করেছিলেন, আর গাছ রোপণকারীকে তার গাছ

[১]তিরমিযী একে সহীহ্ বলেছেন।

[২]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ইবনু মাজাহ। তিরমিযী একে হাসান বলেছেন; বলা হয়ে থাকে– ইমাম বুখারী একে যঈফ বলেছেন।

يُخرِجَ نَخلَهُ: وَقَالَ: لَيسَ لِعِرقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسنَادُهُ حَسَنٌ، وَآخِرُهُ عِندَ أَصحَابِ السُّنَنِ مِن رِوَايَةِ عُروَةَ عَن سَعِيدِ ابنِ زَيدٍ، وَاختُلِفَ فِي وَصلِهِ وَإِرسَالِهِ، وَفِي تَعيِينِ صَحَابِيِّهِ.

উঠিয়ে নিতে হুকুম দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন অত্যাচারী রোপণকারীর জন্য কোন হাক্ব (দাবী) সাব্যস্ত নয়।[১]

আসহাবে সুনানে সাঈদ ইবনু জায়িদ (রাঃ) হতে উরওয়া কর্তৃক শেষাংশে বর্ণিত; এর মাউসুল ও মুর্সাল (যুক্ত ও ছিন্ন সূত্র) এবং সাহাবী নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে মতবিরোধ ঘটেছে।

(٧٥٩) وَعَن أَبِي بَكرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطبَتِهِ يَومَ النَّحرِ بِمِنًى: «إِنَّ دِمَاءَكُم وَأَموَالَكُم وَأَعرَاضَكُم عَلَيكُم حَرَامٌ، كَحُرمَةِ يَومِكُم هَذَا، فِي بَلَدِكُم هَذَا، فِي شَهرِكُم هَذَا». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

৭৫৯ ঃ আবূ বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানী দিবসে মিনায় ভাষণ দানকালে বলেন ঃ তোমাদের (পক্ষে) খুন (প্রাণনাশ) সম্পদ (গ্রাস করা) এবং সম্মানহানি করা তোমাদের পরস্পরের প্রতি হারাম করা হল যে মতে হারাম রয়েছে অদ্যকার দিবসে, এই শহরে ও এই মাসে। (অর্থাৎ পরস্পরের জীবন ও সম্পদ বিনাশ করা ও হরণ করা হারাম করা হল)।[২]

---

[১] আবূ দাউদ, এর সনদ হাসান।
[২] বুখারী, মুসলিম।

১৩তম পরিচ্ছেদ

باب الشفعة
শুফ্আর বিবরণ

(٧٦٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ. وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: «قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ». وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৭৬০ ঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বস্তুর বণ্টন সম্পন্ন হয়নি এরূপ বস্তুর জন্য শুফ্আর ফাইসালা জারী করেছিলেন। কিন্তু যখন শরিকানা যমির সীমা নির্দ্ধারিত হয় ও পথ (গমনাগমনের নিকাশ)-এর গতি অন্য দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হয় তখন তাতে শুফ্আ (বাকী) থাকে না।[১]

মুসলিমে আর একটি রিওয়ায়াতে আছে, শুফ্আ প্রত্যেক অংশ বিশিষ্ট বস্তুতে রয়েছে, তা জমি হোক, বাড়ী হোক বা প্রাচীরবেষ্টিত বাগ-বাগিচা হোক। এগুলো তার শরিকদারকে বিক্রয় করার প্রস্তাব না দিয়ে অন্যের কাছে বিক্রয় করা উচিত নয়– অন্য বর্ণনায়– বৈধ হবে না।[২]

(٧٦١) وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِيهِ قِصَّةٌ.

৭৬১ ঃ আবূ রাফি' (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঘরের প্রতিবেশী সর্বাপেক্ষা শুফ্আর হাক্বদার বেশি।[৩] এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা রয়েছে।[৪]

---

[১]বুখারী, মুসলিম– শব্দ বুখারী হতে গৃহীত।

[২]তাহাবীর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত বস্তুতেই 'শুফ্আর' বিধি জারী করেছিলেন। তাহাবীর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

[৩]বুখারী।

[৪]ঘটনাটি এই– সাহাবী আবূ রাফি' সাহাবী সায়াদকে এ বলে প্রস্তাব দিলেন, "আপনার গন্ডীর মধ্যে আমার দুটি ঘর রয়েছে, আপনি কিনে নিন।" উত্তরে সায়াদ বলেন ঃ চার শো দিনারের বেশি মূল্যে নিতে আমি রাজী নই। এটা শুনে আবূ রাফি' (রাঃ) বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ্, আমি ঐ দুটি ঘর কিনেছি নগদ পাঁচ শো দিনারে আর আপনি তার কম মূল্যে তা কিনতে চাইছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক শুফ্আর আইন মান্য করার নির্দেশ না থাকলে আমি আপনার নিকট তা বিক্রয়ই করতাম না।

(٧٦٢) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ عِلَّةٌ.

৭৬২ ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বাড়ীর প্রতিবেশী বাড়ীর (ক্রয়ের) বেশী হাক্বদার[১]।[২]

(٧٦٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৭৬৩ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রতিবেশী অন্যের থেকে তার শুফ্আর হাক্বদার বেশি, যদি উভয়ের রাস্তা এক হয় তবে প্রতিবেশী অনুপস্থিত থাকলে তার জন্য (বিক্রয়কারী) প্রতিবেশীকে তার বাড়ী ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। (তাকে না জানিয়ে অন্যের কাছে বিক্রয় করতে পারবে না।)[৩]

(٧٦٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ، وَزَادَ: «وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ». وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

৭৬৪ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'শুফআ'র হাক্ব উট বাঁধা রশি খুলে ফেলার অনুরূপ স্খলনশীল হয়।[৪]

[১]নাসাঈ। ইবনু হিব্বান একে সহীহ বলেছেন এর একটি দুর্বল দিক আছে।

[২]যে প্রতিবেশী শরিকদার তার শুফ্আর হাক্ব ওয়াজিব বলে গণ্য হবে, আর যে প্রতিবেশী শরিকদার নয় তার শুফআর হাক্ব ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব– উর্দু টীকা হতে গৃহীত।

[৩]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ; রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

[৪]ইবনু মাজাহ, বায্যার, তাতে আরো আছে, অনুপস্থিত শরীকের জন্য শুফ্আর হাক্ব কার্যকর নয়। এ হাদীসের সনদ দুর্বল।

(٧٦٢) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ**». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ عِلَّةٌ.

৭৬২ ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বাড়ীর প্রতিবেশী বাড়ীর (ক্রয়ের) বেশী হাক্বদার[১]।[২]

(٧٦٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِباً، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً**». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৭৬৩ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রতিবেশী অন্যের থেকে তার শুফ্‌আর হাক্বদার বেশি, যদি উভয়ের রাস্তা এক হয় তবে প্রতিবেশী অনুপস্থিত থাকলে তার জন্য (বিক্রয়কারী) প্রতিবেশীকে তার বাড়ী ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। (তাকে না জানিয়ে অন্যের কাছে বিক্রয় করতে পারবে না।)[৩]

(٧٦٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «**الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ**». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ، وَزَادَ: «**وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ**». وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

৭৬৪ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'শুফআ'র হাক্ব উট বাঁধা রশি খুলে ফেলার অনুরূপ স্খলনশীল হয়।[৪]

---

[১]নাসাঈ। ইবনু হিব্বান একে সহীহ বলেছেন এর একটি দুর্বল দিক আছে।

[২]যে প্রতিবেশী শরিকদার তার শুফ্‌আর হাক্ব ওয়াজিব বলে গণ্য হবে, আর যে প্রতিবেশী শরিকদার নয় তার শুফআর হাক্ব ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব– উর্দু টীকা হতে গৃহীত।

[৩]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ; রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

[৪]ইবনু মাজাহ, বায্‌যার, তাতে আরো আছে, অনুপস্থিত শরীকের জন্য শুফ্‌আর হাক্ব কার্যকর নয়। এ হাদীসের সনদ দুর্বল।

১৪মত পরিচ্ছেদ

باب القراض

লভ্যাংশের বিনিময়ে কারবার

(٧٦٥) عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ثَلاَثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لاَ لِلْبَيْعِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

৭৬৫ ঃ সুহাইব (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিনটি বিষয়ে বারাকাত (কল্যাণ) রয়েছে। (ক) একটা সীমিত সময়ের মধ্যে (গুদামজাত না করে) মাল বেচা-কেনা করা। (খ) যৌথভাবে (শ্রম ও পুঁজি সংযোগে) কারবার করা। (গ) বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য গমে যব মেশান, বিক্রয়ের জন্য নহে।[১]

(٧٦٦) وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ، إِذَا أَعْطَاهُ مَالاً مُقَارَضَةً، أَنْ لاَ تَجْعَلَ مَالِيْ فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلاَ تَحْمِلَهُ فِيْ بَحْرٍ، وَلاَ تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيْلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئاً مِنْ ذٰلِكَ، فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৭৬৬ ঃ হাকিম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি যৌথভাবে কারবার করার জন্য কোন ব্যক্তিকে কোন মাল দিলে নিম্নলিখিত শর্তগুলি আরোপ করতেন। জানোয়ার ও কাঁচা অস্থায়ী মালে আমার পুঁজি লাগবে না, আমার মাল সামুদ্রিক যানে চাপাবে না, কোন প্লাবনভূমিতে তা নিয়ে রাখবে না। যদি তুমি এরূপ কিছু কর তবে তুমি আমার মালের খেসারত দিতে বাধ্য থাকবে।[২]

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ.

ইমাম মালিক (রহঃ) আলা ইবনু আবদুর রাহমানের সূত্রে মুআত্তায় বলেন ঃ আলা ইবনু আবদুর রাহমানের দাদা উসমান (রাঃ)-এর মাল নিয়ে লাভ উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হওয়ার শর্তে কারবার করেছিলেন। এই হাদীস মাওকূফ সূত্রে সহীহ্।[৩]

---

[১] ইবনু মাজাহ– দুর্বল সনদে।

[২] দারাকুতনী, এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

[৩] ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন ঃ লভ্যাংশের বিনিময়ে ব্যবসা করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল এবং এর পক্ষে 'ইজমা' রয়েছে– সুবুলুস সালাম দ্রষ্টব্য।

১৫তম পরিচ্ছেদ

باب المساقاة والإجارة
মসাকাত ও ইজারা

(٧٦٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৬৭ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারে ইয়াহূদীদের সাথে উৎপন্নের অর্ধেক ফল ও শস্য প্রদানের শর্তে যমি ও খেজুর গাছের কর্ষণ (আবাদ) করে ছিলেন।[১]

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذٰلِكَ مَا شِئْنَا»، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ.

বুখারী, মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে এ প্রস্তাব রাখলো যে, তারা উৎপন্নের অর্ধেক গ্রহণের বিনিময়ে যত দিন নিজ ব্যয়ে যথারীহিত তাঁর কাজ করে যাবে ততদিন তাদেরকে সেখানে অবস্থানের সুযোগ দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যত দিন আমরা এই শর্তে রাখার ইচ্ছা করবো ততদিন তোমাদেরকে আমরা অবস্থানের সুযোগ দিলাম। এরপর তারা উমারের (রাঃ) দেশ ত্যাগের আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেছিলো।

وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

মুসলিমে আছে, উৎপন্ন ফল ও শস্যের অর্ধেকের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের ইয়াহূদীদেরকে সেখানকার খেজুর বাগান ও আবাদী যমি তাদের নিজ ব্যয়ে আবাদ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

---

[১] বুখারী, মুসলিম।

(٧٦٨) وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ إِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هٰذَا وَيَسْلَمُ هٰذَا، وَيَسْلَمُ هٰذَا وَيَهْلِكُ هٰذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هٰذَا، فَلِذٰلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُوْمٌ مَضْمُوْنٌ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭৬৮ ঃ হান্‌যালা ইবনু ক্বাইস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাফি' ইবনু খাদীজ (রাঃ)-কে সোনা ও রূপার বিনিময়ে যমি ইজারার বৈধতা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করায় তিনি (সাহাবী রাফি) বলেন, এতে কোন দোষ নেই।

লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে পানি প্রবাহের স্থলে বা অববাহিকায়, নাহর ও নালার পাড়ের আর কোন ক্ষেতের অংশ বিশেষের বিনিময়ে ঠিকার লেনদেন করত। এসবের কোনটি ধ্বংশ হয়ে যেতো আর কোনটি ঠিক থাকত। আর লোকদের জন্য এই অংশবিশেষ ছাড়া আর কোন বিনিময় থাকত না এই (অনিশ্চিত অবস্থায়) ঠিকা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধম্‌কিয়েছেন (বিরূপ মত প্রকাশ করেছেন)।

কিন্তু যা নিশ্চিত ফলপ্রসূ ও জিম্মাদারী-যোগ্য তাতে ঠিকা দেওয়ার ব্যবস্থায় কোন দোষ নেই।[১]

وَفِيْهِ بَيَانٌ لِّمَا أُجْمِلَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلاَقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.

(٧٦٩) وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضاً.

৭৬৯ ঃ সাবিত ইবনু যাহ্‌হাক (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে অংশ ধার্য চাষ আবাদের ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং ঠিকা প্রদানের আদেশ দিয়েছেন[২]।[৩]

---

[১]মুসলিম।
অত্র কিতাবের সংকলক আসকালানী (রহঃ) বলেন ঃ এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত সাধারণভাবে যমি ঠিকা দেওয়ার নিষেধাজ্ঞাসূচক সংক্ষিপ্ত হাদীসটির বিশ্লেষণ স্বরূপ।

[২]মুসলিম।

[৩]এ নিষেধাজ্ঞা প্রাথমিক যুগে অপছন্দ মূলকভাবে ছিল– হারাম করার জন্য নয়। অথবা অনিশ্চিত পরিস্থিতিমূলক যা, তাই হারাম, বাকি হালাল বা বৈধ বলে গণ্য হবে– উর্দু টীকা থেকে।

(٧٧٠) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: اَحْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَعْطَى الَّذِيْ حَجَمَهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৭৭০ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংগা লাগিয়েছিলেন এবং শিংগা দাতাকে তার মজুরী প্রদানের হুকুম দিয়েছিলেন। এ কাজের মজুরী অবৈধ হলে তা দিতেন না। (শিংগা লাগান' –শরীর হতে দুষিত রক্তক্ষরণ)।[১]

(٧٧١) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭৭১ ঃ রাফি' ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শিংগা লাগানোর উপার্জন নোংরা বস্তু[২]।[৩]

(٧٧٢) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭৭২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন, আমি তিন শ্রেণীর লোকের উপর কিয়ামাত দিবসে অভিযোগ আনব, (ক) আমাকে অঙ্গীকার প্রদান করার পর যে তা ভঙ্গ করল, (খ) স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করে যে তার মূল্য ভক্ষণ করলো, (গ) কোন লোককে মজুরী রূপে নিযুক্ত করে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিয়ে যে তার মজুরী দিল না।[৪]

---

[১]বুখারী

[২]এ কাজটি ভলেন্টারীমূলক হওয়া উচিত সত্ত্বেও প্রারিশ্রমিক গ্রহণ করা হচ্ছে। এই দিক থেকে তা অনুৎকৃষ্ট বলে ধরা হয়েছে। উর্দু টীকা।

[৩]মুসলিম।

[৪]মুসলিম।

(٧٧٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ اللَّهِ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

৭৭৩ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মজুরী গ্রহণ করা হয় এমন সব বস্তুর মধ্যে কুরআনের বিনিময়ে মজুরী গ্রহণ করা সর্বাপেক্ষা বেশি নায্য[১]।[২]

(٧٧٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيِّ، وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ، وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.

৭৭৪ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মজুরকে তার ঘাম শুকাবার আগেই মজুরী দিয়ে দাও।[৩]

আবূ ইয়ালা ও বাইহাকীতে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে আর ত্বাবারানীতে জাবির (রাঃ) হতে এ ব্যাপারে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ঐগুলি সবই দুর্বল হাদীস।

(٧٧٥) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ»، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ.

৭৭৫ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মজুরকে কাজে লাগাবে সে যেন তাকে তার পূর্ণ মুজুরী দিয়ে দেয়।[৪]

---

[১]বুখারী।

[২]কুরআনের উপর আমল করে মানুষ সর্বাপেক্ষা বেশি প্রতিদান লাভের হাক্বদার হয়ে থাকে এবং সে তার বড় হাক্বদারও বটে। কুরআন দ্বারা চিকিৎসার বিনিময়ে মাত্র মজুরী গ্রহণ চলে।

[৩]ইবনু মাজাহ।

[৪]আব্দুর রাজ্জাক-এর সনদে ছেদ রয়েছে আর ইমাম বাইহাকী ও আবূ হানীফ (রহঃ)-এর সূত্রে অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন।

১৬তম পরিচ্ছেদ

باب إحياء الموات
অনাবাদী জমির আবাদ

(٧٧٦) وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَمَّرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. قَالَ عُرْوَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ.

৭৭৬ ঃ উরওয়াহ কর্তৃক আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি পরিত্যাক্ত মালিকহীন যমি আবাদ করবে ঐ যমির হাক্বদার সেই ব্যক্তি হবে। উরওয়াহ বলেন ঃ এরূপ ফায়সালা উমার (রাঃ) তাঁর খিলাফাত আমালে করেছেন।[১]

(٧٧٧) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً. فَهِيَ لَهُ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلاً، وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّهِ، فَقِيلَ: جَابِرٌ، وَقِيلَ: عَائِشَةُ، وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ.

৭৭৭ ঃ সাঈদ ইবনু যায়িদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন ব্যক্তি অনাবাদী মৃত যমিকে আবাদ করবে ঐ যমি তারই হবে।[২]

বর্ণনাকারী 'সাহাবী' নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কেউ বলেছেন জাবির (রাঃ) কেউ আয়িশা (রাঃ) কেউ আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ), তবে জাবির হওয়ার অভিমতটি অধিক অগ্রগণ্য।

(٧٧٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৭৭৮ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; সা'ব ইবনু জাস্সামা লাইসী (রাঃ) তাঁকে জানিয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন চারণভুমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ছাড়া অন্যের অধিকারভুক্ত নয়।[৩]

---

[১]বুখারী।
[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ। তিরমিযী হাসান বলেছেন, আর মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে বলেছেন, তিনি যা বলেছেন হাদীসটি তদানুরূপই।
[৩]বুখারী।

(٧٧٩) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «**لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ**». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلٌ.

৭৭৯ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বা উদ্দেশ্যহীনভাবে কাউকেও কোন রকম কষ্ট দেওয়া বৈধ নয়।[১]

ইবনু মাজায় আবূ সাঈদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসেও অনুরূপ রয়েছে। আর এটা মুআত্তায় মুর্সাল হাদীসরূপে বর্ণিত হয়েছে।

(٧٨٠) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «**مَنْ أَحَاطَ حَائِطاً عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ**». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ.

৭৮০ ঃ সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন (লা-ওয়ারিস) জায়গাকে প্রাচীরবেষ্টিত করে নেবে ঐ স্থান তারই হবে।[২]

(٧٨١) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «**مَنْ حَفَرَ بِئْراً فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً، عَطَناً لِمَاشِيَتِهِ**». رَوَاهُ ابن ماجه بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

৭৮১ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কূপ খনন করবে তার জন্য ঐ কূপের সংলগ্ন ৪০ হাত স্থান তার গৃহ পালিত পশুর অবস্থান ক্ষেত্ররূপে তার অধিকারভুক্ত হবে।[৩]

(٧٨٢) وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضاً بِحَضْرَمَوْتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৭৮২ ঃ আলকামা ইবনু ওয়ায়িল (রাঃ)-এর পিতা (ওয়ায়িল) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হায্রা মাওতায় কিছু যমি জায়গীর স্বরূপ দিয়েছিলেন।[৪]

---

[১]আহমাদ, ইবনু মাজাহ।
[২]আবূ দাউদ, ইবনু জারূদ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
[৩]ইবনু মাজাহ। দুর্বল সনদে।
[৪]আবূ দাউদ, তিরমিযী। ইবনু হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

(٧٨٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ، فَقَالَ أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

৭৮৩ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়ির (রাঃ)-এর জন্য তার ঘোড়ার দৌড়ানোর শেষ সীমা পর্যন্ত যমি দেওয়ার কথা বললেন। ফলে তিনি দৌড়ালেন ও তা একস্থানে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর তার চাবুকখানি নিক্ষেপ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার বলেন ঃ তাকে তাঁর চাবুক নিক্ষিপ্ত হওয়ার স্থান পর্যন্ত দিয়ে দাও।[১]

(٧٨٤) وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৭৮৪ ঃ জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ধর্মযুদ্ধ করেছিলাম। তাঁকে বলতে শুনেছি, সমস্ত মানুষ তিনটি বস্তুতে সমভাবে শরীক– ঘাস, পানি ও আগুন।[২]

১৭তম পরিচ্ছেদ

باب الوقف

ওয়াক্ফের বিবরণ

(٧٨٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ، إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭৮৫ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মৃত্যুর পর মানুষের কর্মবিরতি ঘটে। কিন্তু তিনটি কাজের তা ঘটে না। সাদ্কা জারিয়া, উপকৃত হওয়া যায় এমন বিদ্যা, সৎ সন্তান যে (পিতা-মাতার জন্য) দু'আ করে।[৩]

[১]আবূ দাউদ, এর সনদে দুর্বলতা আছে।
[২]আহমাদ, আবূ দাউদ– এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।
[৩]মুসলিম।

(٧٨٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ: **إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا**، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلاَ يُورَثُ، وَلاَ يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقاً، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৭৮৬ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ উমার (রাঃ) খাইবারে কোন এক যমি লাভ করেছিলেন, তারপর তিনি ঐ ব্যাপারে সৎ পরামর্শ নেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! খাইবারে আমি একখানা যমি পেয়েছি, আমি মনে করি ঐ যমির মত উত্তম সম্পদ আর কখনও পাইনি। তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে তার মূল বস্তুটিকে আবদ্ধ করে (হস্তান্তর বন্ধ করে) রাখতে পার; আর তার উপসত্বকে দান করে দিতে পার; রাবী বলেছেন, উমার (রাঃ) ঐ যমি হতে দান করতে থাকেন এইভাবে যে; ঐ যমির মূল বিক্রয় করা উত্তরাধিকারী হওয়া হেবা করা চলবে না। ফলতঃ এর উপসত্ব দরিদ্রগণের মধ্যে, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে, দাসত্ব মুক্তিতে, আল্লাহ্র পথে, মুসাফিরের সাহায্যে এবং অতিথি সেবায় ব্যয় করতেন। মুতাওয়াল্লী খেতে পারবে বন্ধুকে খাওয়াতে পারবে যদি সে নিজস্ব স্বার্থে মাল বৃদ্ধিকারী না হয়।[১]

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهَا: لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ، وَلٰكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.

বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, তার আসল বস্তুকে ওয়াক্ফ করে রাখ, বিক্রয় করা, হেবা করা চলবেনা বরং তার ফল খায়রাত করে দিতে হবে।

(٧٨٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ «**فَأَمَّا خَالِدٌ، فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৮৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রাঃ)-কে যাকাত উসুল করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। (তাতে আছে) 'কিন্তু খালিদ ইবনু ওয়ালিদ স্বীয় বর্মগুলো ও অস্ত্রসমূহকে আল্লাহ্র পথে ব্যবহারের জন্য (জিহাদের জন্য) ওয়াক্ফ করে রেখেছিলেন।[২]

[১]বুখারী, মুসলিম, শব্দ মুসলিম হতে গৃহীত।
[২]বুখারী, মুসলিম।

১৮তম পরিচ্ছেদ

باب الهبة والعمرى والرقبى

হিবা, উম্‌রা ও রুক্‌বার বিবরণ

(٧٨٨) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هٰذَا غُلَاماً كَانَ لِيْ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: فَأَرْجِعْهُ. وَفِيْ لَفْظٍ: فَانْطَلَقَ أَبِيْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِيْ، فَقَالَ: أَفَعَلْتَ هٰذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللّٰهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، فَرَجَعَ أَبِيْ فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৮৮ ঃ নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত; সাহাবী নু'মানের পিতা (বাশীর রাঃ) তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে নিয়ে এসে বলেন ঃ আমি আমার এই পুত্রকে আমার একটি দাস দান করেছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি তোমার প্রত্যেক সন্তানকে এরূপ দান করেছ? সাহাবী বাশীর (রাঃ) বলেন, না, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি (এই দান) ফেরত নিয়ে নাও।

অন্য শব্দে এরূপ আছে, আমার পিতা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলেন যাতে করে তাঁকে এ ব্যাপারে স্বাক্ষী করে নিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ তোমার প্রত্যেক ছেলের জন্য কি এরূপ দান করেছ? সাহাবী বলেন ঃ না, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্কে ভয় কর, তোমার সন্তানদের মধ্যে সমব্যবহার কর। ফলে আমার পিতা (বাশীর রাঃ) বাড়ী ফিরে এলেন ও ঐ দান ফেরত নিলেন।[১]

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى هٰذَا غَيْرِيْ، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُوْنُوْا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَآءً» قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَلَا إِذَنْ».

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন ঃ তবে তুমি এর জন্য আমি ব্যতীত অন্যকে স্বাক্ষী করে রাখ। তারপর বলেন ঃ তুমি কি পছন্দ কর যে, তোমার প্রতি তারা (পুত্রগণ) সমভাবে সদ্ব্যবহার করুক। সাহাবী বলেন ঃ হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তবে তুমি এরূপ করোনা।

---

[১]বুখারী, মুসলিম।

(٧٨٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ».

৭৮৯ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিজের দেয়া দান পুনরায় গ্রহণকারী ব্যক্তি ঐ কুকুরের মত যে তার বমি (উচাল) পুনরায় খেয়ে ফেলে।[১]

বুখারীর অন্য আর একটি রিওয়ায়াতে আছে, আমাদের জন্য মন্দ উপমা কাঙ্খিত নয় (তবুও) যে ব্যক্তি দান করে তা পুনরায় ফেরত নেয় সে ঐ কুকুরের মত যে বমি করে তা পুনরায় নিজেই খেয়ে ফেলে।

(٧٩٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৭৯০ ঃ ইবনু উমার ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মুসলিমের জন্য বৈধ হবে না যে, কোন দান করে সে আবার তা ফেরত নেয় কিন্তু পিতা পুত্রকে দান করার পর তা আবার ফেরত নিতে পারবেন।[২]

(٧٩١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৭৯১ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীয়া (উপঢৌকন) ক্ববূল করতেন এবং তার প্রতিদানও দিতেন।[৩]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী, ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ বলেছেন।
[৩]বুখারী।

(٧٩٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: رَضِيتَ؟ قَالَ: لاَ، فَزَادَهُ، فَقَالَ: رَضِيتَ؟ قَالَ: لاَ، فَزَادَهُ، فَقَالَ: رَضِيتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৭৯২ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন লোক একটি উট দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতিদান দিয়ে বললেন, তুমি কি সন্তুষ্ট হলে? সে বললো, না, তিনি তাকে আরো দিয়ে বললেন সন্তুষ্ট হলে? সে বললো, না। তিনি তাকে আরো দিয়ে বললেন, সন্তুষ্ট হলে? এবারে সে বললো, জী-হ্যাঁ।[১]

(٧٩٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৯৩ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উমরা প্রকারের দান তার জন্য সাব্যস্ত হবে যার জন্য তা হেবা করা হয়েছে।[২]

وَلِمُسْلِمٍ: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلاَ تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى، فَهِيَ لِلَّذِيْ أُعْمِرَهَا، حَيًّا وَمَيِّتاً، وَلِعَقِبِهِ.

মুসলিমে আছে, তোমাদের মাল তোমাদের জন্য রাখ তাকে নষ্ট করে ফেলনা। যদি কেউ কাউকে জীবন পর্যন্ত দান করে তবে ঐ দান তার জন্য জীবন ও মরণ পর্যন্তই হবে, আর তার মৃত্যুর পর তার সন্তানগণেরও হবে।

وَفِيْ لَفْظٍ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِيْ أَجَازَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.

অন্য শব্দে এরূপ এসেছে, মাত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈধ বলে বর্ণিত উমরা সেইটি হবে যাতে হেবাকারী বলবে যে এ দান তোমার জন্য ও তোমার সন্তানদের (ওয়ারিসদের) জন্যও। কিন্তু যদি বলে এ দান তোমার জীবন পর্যন্ত মাত্র। তবে ঐ দান সিদ্ধ না হয়ে মালিকেরই হয়ে থেকে যাবে[৩]।[৪]

وَلِأَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: لاَ تُرْقِبُوا، وَلاَ تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئاً، أَوْ أُعْمِرَ شَيْئاً، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

---

[১]আহমাদ, ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]যদি কেউ রুক্‌বা উমরা-এ কোন সময় উল্লেখ করে তবে সেই সময় পর্যন্ত তা আরিয়া ধরে নেয়ার মধ্যে গণ্য হবে, আর যদি কোন সময় বেঁধে না দেয় তবে হেবা স্বরূপ তার স্বত্ব স্থায়ী হয়ে যাবে– সুবুলুস সালাম।
[৪]আবূ দাউদে ও নাসাঈতে আছে, তোমরা রুক্‌বা ও উমরা করবে না। যে কিছু রুক্‌বা বা উম্‌রা করবে তবে তা তার ওয়ারিসদের জন্যও হবে।

(٧٩٤) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ» اَلْحَدِيْثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৯৪ ঃ উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি কোন ব্যক্তিকে একটি ঘোড়ায় চড়িয়েছিলাম আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার জন্য (দান করেছিলাম)। সে ঐটিকে অচল ও দুর্বল করে ফেলেছিল। আমি ভাবলাম অবশ্য সে ঐটিকে সস্তায় বিক্রয় করে ফেলবে। আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ ওটা তুমি কিনবেনা যদিও তা তোমাকে এক দিরহামে (চার আনায়) দিয়ে দেয় (হাদীসটির আরো অংশ আছে)।[১]

(٧٩٥) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَهَادُوا تَحَابُّوا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ، وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৭৯৫ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অন্যকে হাদীয়া (উপহার) দাও তবে আপোষে ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারবে।[২]

(٧٩٦) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

৭৯৬ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আপোষে উপঢৌকন দিতে থাকো, কেননা উপঢৌকন দ্বারা মনের মতান্তর জনিত গ্লানি দূর হয়ে যায়।[৩]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী তাঁর আদাবুল মুফ্‌রাদ কিতাবে ও আবূ ইয়া'লা– উত্তম সনদে।
[৩]বায্‌যার দুর্বল সনদে।

(٧٩٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৯৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে মুসলিম রমণীবৃন্দ! কখনও কোন প্রতিবেশী তার কোন প্রতিবেশীর নিকটে উপঢৌকন পাঠানোকে যেন তুচ্ছ জ্ঞান না করে– যদি তা ছাগলের একখানা খুরই (পায়া) হোকনা কেন![1]
(ভাল খাদ্যদ্রব্য তো প্রতিবেশীকে দিতেই হবে কিন্তু খুব সাধারণ বস্তু দিতেও কোন অবহেলা করা উচিত নয়।)

(٧٩٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا». رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ.

৭৯৮ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন হেবা বা দান করে সেই তার উপর বেশি হাক্বদার, যতক্ষণ তার কোন বিনিময় প্রাপ্ত না হয়।[2]

১৯তম পরিচ্ছেদ

باب اللقطة

পড়ে থাকা বস্তু প্রসঙ্গে বিধি-নিয়ম

(٧٩٩) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭৯৯ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথে পরে থাকা কোন একটি খেজুরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন ঃ যদি এটা সাদ্কার মাল হতে পারে বলে আমার আশঙ্কা না হতো তবে আমি তা অবশ্য খেয়ে নিতাম[3]।[4]

[1]বুখারী, মুসলিম।
[2]হাকিম, তিনি একে সহীহ্ বলেছেন। সংরক্ষিত সনদ হিসেবে এটা ইবনু উমারের কথা।
[3]বুখারী, মুসলিম।
[4]উল্লেখযোগ্য মূল্যের কোন বস্তু বা গৃহপালিত ছোট জীব-জন্তু হারানো অবস্থায় পাওয়া গেলে তার যথারীতি প্রচার চালাতে হবে। মালিকের কোন খোঁজ পাওয়া না গেলে নিজের কাজে লাগাতে পারবে। কিন্তু মালিক পরে এসে গেলে ঐ বস্তু বা তার বিনিময় তাকে দিতে হবে।

(٨٠٠) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ وَمَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮০০ ঃ যায়িদ ইবনু খালিদ জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে পতিত (হারান) বস্তু প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বলেন ঃ তুমি তার থলে ও বাঁধন চিনে রাখ তার পর তা এক বছর ধরে ঘোষণা দিতে থাকো, যদি মালিক এসে যায় ভাল, না হয় তুমি একে ব্যবহারে নিতে পারবে। লোকটি বললো হারানো বক্‌রী–ভেড়ার কি হবে? তিনি বলেন ঃ তা তোমার অথবা, তোমার ভাই-এর বা নেকড়ের হবে। লোকটি বললো– হারানো উটের কি হবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তার সাথে তোমার সম্পর্ক কি রয়েছে? তার তো নিজেরই পানির ও চলাফেরার ব্যবস্থা রয়েছে। সে ঘাটে নেমে পানি পান করবে ও গাছ-পালা খেতে থাকবে এমন অবস্থার মধ্যে দিয়েই তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে।[১]

(٨٠١) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮০১ ঃ উক্ত সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি হারানো পশুকে আশ্রয় দেবে প্রচার না করা পর্যন্ত সে পথভ্রষ্ট (অন্যায়কারী) বলে গণ্য হবে।[২]

(٨٠٢) وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَى عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لاَ يَكْتُمْ، وَلاَ يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ.

৮০২ ঃ ইয়ায্ ইবনু হিমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন হারানো বস্তু পাবে সে যেন নির্ভরযোগ্য দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে স্বাক্ষী করে রাখে এবং ঐ বস্তুর পাত্র ও তার বন্ধন (সঠিক পরিচয় লাভের নিদর্শনগুলো) তার স্বীয় অবস্থায় ঠিক রাখে, তারপর তাকে গোপন বা গায়িব করে না রাখে। তারপর যদি ঐ বস্তুর মালিক এসে যায় তবে সেই প্রকৃত হাকুদার হবে, অন্যথায় তা আল্লাহ্‌র মাল হিসেবে যাকে তিনি দেন তারই হবে[৩]।[৪]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]মুসলিম।
[৩]আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ্। ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু জারূদ ও ইবনু হিব্বান (রঃ) হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।
[৪]আন্তরিকভাবে প্রচার করেও মালিক যদি এসে না পৌছায় তবে যে ব্যক্তি তা পাবে সে ব্যক্তি ঐ বস্তু ভোগ করতে পারবে। তবে দান করে দেওয়াই শ্রেয়– উর্দু টীকা হতে।

(٨٠٣) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮০৩ ঃ আব্দুর রাহ্‌মান ইবনু উসমান তাইমী (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজ্ব সমাধাকারীগণের পড়ে থাকা কোন বস্তু উঠাতে নিষেধ করেছেন[১]।[২]

(٨٠٤) وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ لاَ يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلاَ الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلاَ اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

৮০৪ ঃ মিক্‌দাম ইবনু মা'দি কারিবা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সতর্ক থাক যে, তীক্ষ্ণ বড় দাঁতধারী হিংস্র পশু, গৃহপালিত গাধা আর যিম্মীদের পড়ে থাকা কোন মাল তোমাদের জন্য হালাল নয়। তবে যদি যিম্মী মালিক সেটাকে নিষ্প্রয়োজন মনে করে তবে তা আলাদা ব্যাপার।[৩]

---

[১]মুসলিম।
[২]হাজ্জ পর্ব সম্পাদন ক্ষেত্রসমূহে হাজীগণের কোন বস্তু পড়ে থাকলে তার মালিক হবার উদ্দেশ্যে উঠান যাবে না তবে মালিকের খোঁজে প্রচার করার উদ্দেশ্যে তা উঠান যাবে– উর্দু টীকা দ্রষ্টব্য।
[৩]আবূ দাউদ।

২০তম পরিচ্ছেদ

باب الفرائض

মৃতের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির বণ্টন বিধি

(٨٠٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮০৫ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নির্দিষ্ট অংশসমূহ তার হাকদারগণকে পৌছিয়ে দাও। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতম পুরুষ (আসাবা শ্রেণীর) আত্মীয়গণের জন্য হবে।[১]

(٨٠٦) وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮০৬ ঃ উসামা ইবনু যায়িদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মুসলমান কোন অমুসলিম (কাফির)-এর এবং কোন কাফির মুসলিমের ওয়ারিস হতে পারবে না।[২]

(٨٠٧) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فِي بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ «لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৮০৭ ঃ ইবনু মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতের কন্যা, নাতনী ও বোন থাকার অবস্থায় কন্যাকে অর্ধেক, নাতনীকে এক ষষ্ঠাংশ (উভয়ে মিলে দুই তৃতীয়াংশ পুরণার্থে) তারপর অবশিষ্ট বোনের জন্য দেওয়ার ফায়সালা করেছেন।[৩]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]বুখারী।

(٨٠٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ.

৮০৮ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুটি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা একে অপরের ওয়ারিস হতে পারবে না।[১]

(٨٠٩) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: لَكَ السُّدُسُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

৮০৯ ঃ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমার নাতির মৃত্যু হয়েছে তার মিরাস হতে আমার জন্য কি হাক রয়েছে? তিনি বলেন ঃ এক ষষ্ঠাংশ, লোকটি ফিরে গেলে আবার তাকে ডেকে বলেন ঃ তোমার জন্য আর এক ষষ্ঠাংশ, লোকটি ফিরলে তাকে ডেকে বলে দিলেন এ পরবর্তী ষষ্ঠাংশ তোমার জন্য আসাবারূপে প্রাপ্ত।[২]

(٨١٠) وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَدِيٍّ.

৮১০ ঃ বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতের মাতা না থাকার অবস্থায় মিরাস হতে দাদীর জন্য এক ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন।[৩]

(٨١١) وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى التِّرْمِذِيِّ، وَحَسَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ.

৮১১ ঃ মিকদাম্ ইবনু মা'দি কারিব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার কোন ওয়ারিস নেই, তার মামা তার ওয়ারিস হবে।[৪]

---

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইমাম হাকিম (রহঃ) উসামা (রাঃ)-এর বর্ণিত শব্দে এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) উসামা (রাঃ)-এর হাদীসকে অত্র (আব্দুল্লাহ্-এর) হাদীসের শব্দ যোগে বর্ণনা করেছেন।

[২]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী একে সহীহ বলেছেন, এটা ইমরান হতে হাসান বাসরীর রিওয়ায়াত মূলে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, হাসান বাসরী ইমরান (রাঃ) হতে শ্রবণ করেন নি। (অর্থাৎ সনদটীকে দুর্বল বলা হয়েছে।)

[৩]আবূ দাউদ, নাসাঈ। ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু জারূদ সহীহ্ বলেছেন আর ইবনু আদী হাদীসটিকে মজবুত বলেছেন।

[৪]আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। আবূ যারআ রাযীঃ, হাসান এবং হাকিম ও ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।

(٨١٢) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: كَتَبَ مَعِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «**اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ**». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৮১২ ঃ আবূ উমামা ইবনু সহ্ল (রাঃ) বলেন ঃ উমার আমাকে দিয়ে আবূ উবাইদাকে লিখে জানিয়েছিলেন যে, অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার কোন অভিভাবক নেই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিভাবক, আর যার কোন ওয়ারিস নেই তার মামা তার ওয়ারিস হবে।[১]

(٨١٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «**إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ**». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৮১৩ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভূমিষ্ঠ সন্তান যদি শব্দ করে (আওয়াজ দেয়) তবে তাকে ওয়ারিস বলে গণ্য করতে হবে[২]।[৩]

(٨١٤) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ**». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عَمْرٍو.

৮১৪ ঃ আম্‌র ইবনু শুআইব তিনি তাঁর পিতা এবং তিনি তাঁর দাদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হত্যাকারীর জন্য নিহত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিতে কোন হাক্ব নেই।[৪]

---

[১]আহমাদ ও তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী হাসান এবং ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।
[২]আবূ দাউদ। ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।
[৩]ইমাম বাগবী বলেছেন, জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হলে ওয়ারিস হবে–মিশরীয় টীকা।
[৪]নাসাঈ, দারাকুতনী। হাদীসটিকে ইবনু আব্দুল বার্ মজবুত বলেছেন, ইমাম নাসাঈ দুর্বল কারণযুক্ত-হাদীস বলেছেন, কিন্তু হাদীসটির আম্‌র এর উপর মাওকুফ হওয়াটাই ঠিক।

(٨١٥) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوِ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.

৮১৫ ঃ উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যা মৃতের পিতা ও পুত্র অধিকার করবে তা আসাবা সূত্রেই পাবে যিনিই হোন না কেন[১]।[২]

(٨١٦) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ.

৮১৬ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দাস মুক্ত করার দ্বারা 'ওয়ালা' নামে যে সম্পর্ক মুক্তকারী মনিব ও দাসের মধ্যে স্থাপিত হয় তা বংশীয় সম্পর্কের মত (স্থায়ী)। তা বিক্রয় হয় না ও দানও করা যায় না[৩]।[৪]

(٨١٧) وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

৮১৭ ঃ আবূ ক্বিলাবা (রাঃ) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যায়িদ ইবনু সাবিত (রাঃ) তোমাদের মধ্যে ফারায়িয বিদ্যায় বেশি অভিজ্ঞ।[৫]

---

[১]আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ্।হাদীসটিকে ইবনু মাদানী ও ইবনু আব্দুল বার্ সহীহ্ বলেছেন।

[২]জীবিত অবস্থায় প্রসবিত সন্তানের জানাযা নামায পড়ার, তাকে ওয়ারিসভুক্ত করার পক্ষে এ হাদীসটিকে প্রমাণরূপে গণ্য করা হয়। তবে তার ক্রন্দন প্রমাণের জন্য ১ জন বা ২ জন যোগ্য সাক্ষী মতান্তরে ৪ জন সাক্ষীর প্রয়োজন আছে।

[৩]ইমাম হাকিম। ইমাম শাফিঈ (রহঃ)-এর সূত্রে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু হাসান হতে, তিনি আবূ ইউসূফ হতে। হাদীসটিকে ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন ঃ ইমাম বাইহাক্বী দুর্বল বলেছেন।

[৪]দাসকে মুক্ত করে দেওয়ার পর তার সাথে তার মনিবের দীর্ঘদিনের সহচার্যের ভিত্তিতে সৌজন্যমূলক যে মধুর সম্পর্ক বজায় থাকে তাকে আরবী ভাষায় ওয়ালা বলা হয়। এই ওয়ালা সম্পর্কের দ্বারা রক্তের সম্পর্কের ওয়ারিস না থাকার অবস্থায় কোন ওয়ারিস হওয়ার অধিকারকে ইসলাম স্বীকৃতি দান করেছেন।

[৫]আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী, ইবনু হিব্বান ও হাকিম সহীহ্ বলেছেন কিন্তু এর উপর মুর্সাল হওয়ার ত্রুটি আরোপ করা হয়েছে।

২১তম পরিচ্ছেদ

باب الوصايا

ওয়াসিয়াতের বিধান (বিশেষ কোন গৃহীত সিদ্ধান্ত) যা মৃত্যুর পর কার্যকরী হয়

(٨١٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮১৮ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলিমের এটা উচিত নয় যে, কোন ব্যাপারে কোন ওয়াসিয়াত করতে ইচ্ছা করার পর লিখিত আকারে কাছে না রেখে দুদিন অতিবাহিত করে।[১]

(٨١٩) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: اَلثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮১৯ ঃ সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি ধনী লোক। আমার ওয়ারিস একটি কন্যা ছাড়া আর কেউ নেই। আমার মালের দুই তৃতীয়াংশ কি দান করে দেব? তিনি বলেন ঃ না। তারপর আমি বললাম, অর্ধেক দান করবো? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, এক তৃতীয়াংশ দান করে দেব? তিনি বললেন ঃ এক তৃতীয়াংশ দিতে পারো তবে এও তো বেশি। তুমি যদি তোমার ওয়ারিসদেরকে ধনী রেখে যাও তা উত্তম হবে— তাদেরকে অভাবগ্রস্ত রেখে যাবে আর তারা লোকের কাছে সাহায্যের হাত পেতে বেড়াবে তার থেকে।[২]

---

[১] বুখারী, মুসলিম।

[২] বুখারী, মুসলিম।

(৮২০) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৮২০ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মা হঠাৎ ইন্তিকাল করেছেন। কোন ওয়াসিয়াত করতে পারেননি। আমার মনে হয় তিনি কথা বলার সুযোগ পেলে কিছু সাদকা করে যেতেন; তবে কি আমি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সাদকা করলে তিনি তার পুণ্য লাভ করবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হ্যাঁ।[১]

(৮২১) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ»، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

৮২১ ঃ আবূ উমামা বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন ঃ অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হাক্কদারকে তার হাক্ক দিয়ে দিয়েছেন। অতএব (এখন) আর ওয়ারিসের জন্য ওয়াসিয়াত করা চলবে না।[২]

ইমাম দারাকুৎনী ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাতে আরো বর্ণিত হয়েছে 'তবে যদি ওয়ারিসগণ ইচ্ছা করেন'। এর সনদ হাসান। (অন্য ওয়ারিসগণ অনুমতি দেন।)[৩]

[১]বুখারী, মুসলিম। শব্দ মুসলিমের।

[২]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী হাসান বলেছেন এবং ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু জারূদ মজবুত বলে মন্তব্য করেছেন।

[৩]ওয়ারিসগণের অনুমতি থাকলে ওয়ারিসের মধ্য হতে কোন ওয়ারিসকে ওয়াসিয়াত মূলে কিছু দেওয়া যেতে পারে।

(٨٢٢) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، لَكِنْ قَدْ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

৮২২ ঃ মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের মালের তৃতীয়াংশ তোমাদের মৃত্যুর সময় তোমাদেরকে দান করেছেন তোমাদের পুণ্যকে বর্দ্ধিত করার সুযোগ দেবার জন্যে।[1]

ইমাম আহমাদ ও বায্যার (রঃ) হাদীসটিকে আবূ দারদাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আর এ হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রঃ) হতে ইমাম ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। এর সমস্ত সূত্র দুর্বল কিন্তু এক সূত্র অন্য সূত্র (সনদ) দ্বারা শক্তিশালী হচ্ছে। (আল্লাহ্ অধিক জ্ঞানময়)।[2]

২২তম পরিচ্ছেদ

باب الوديعة

অন্যের হিফাযাতে কোন বস্তু রাখা

(٨٢٣) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

৮২৩ ঃ আমর ইবনু শুআইব (রাঃ) হতে তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর দাদা হতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন বস্তু কারো সংরক্ষণের জিম্মায় রাখবে তার উপর ঐ বস্তুর ক্ষতিপূরণ নেই।[3]

وَبَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الزَّكَاةِ، وَبَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ يَأْتِي عَقِبَ الْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন ঃ সাদ্কা বন্টনের বর্ণনা যাকাতের বর্ণনার শেষে বর্ণিত হয়েছে; আর ফাই-এর ও গানিমাতের মালের বন্টনের বর্ণনা জিহাদের বর্ণনার পরে বর্ণিত হবে, ইন্শাআল্লাহ্।

[1] দারাকুতনী।

[2] মানুষকে তার সুস্থ-সবল অবস্থায় আল্লাহ্র পথে দান করা উচিত। মৃত্যুকালে মাল আর তার থাকে না বরং তার ওয়ারিসগণের হাক্ দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ মেহেরবানী করে তাকে বিশেষ সুযোগরূপে তৃতীয়াংশ ওয়াসিয়াতমূলে দান করে যাওয়ার অধিকার দিয়েছেন– উঃ টীকা।

[3] ইবনু মাজাহ্ দুর্বল সনদে।

كتاب النكاح
বিবাহ

(٨٢٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮২৪ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেন ঃ হে যুব সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সঙ্গতি সম্পন্ন (স্ত্রীর ভরণ-পোষণ বহনে সক্ষম) সে যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে চক্ষুকে নীচু করে রাখে আর লজ্জাস্থানকে ব্যভিচার হতে রক্ষা করে। আর যে বিয়ে করতে সক্ষম নয় সে যেন রোযা রাখে, কেননা তা হবে তার রিপু (উত্তেজনা) দমনের ওয়াসিলা বিশেষ।[১]

(٨٢٥) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي، وَأَنَامُ، وَأَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮২৫ ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা) আল্লাহ্র জন্য স্তুতিবাদ জানালেন ও প্রশংসা করলেন আর বললেন ঃ আমি তো নামায পড়ি, ঘুমাই, রোযা রাখি, (নফল) রোযা রাখা সময়ে ত্যাগও করি, বিয়ে করি (এসবই আমার আদর্শভুক্ত)। ফলে যে ব্যক্তি আমার তরিকা (জীবনযাপন পদ্ধতি)-কে অবজ্ঞা করবে সে আমার (আদর্শবাদের) মধ্যে নয়।[২]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।

(٨٢٦) وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْياً شَدِيداً، وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ.

৮২৬ ঃ উক্ত সাহাবী (আনাস রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের দায়িত্ব নিতে আদেশ করতেন আর বিয়ে বর্জন করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। আরো বলতেন, তোমরা এমন সব রমণীদেরকে বিয়ে কর; যারা প্রেম প্রিয়া ও বেশি সন্তান প্রসবিনী হয়। কেননা তোমাদেরকে নিয়ে কিয়ামাতের দিনে নাবীগণের কাছে আমার উম্মাতের আধিক্যের গর্ব প্রকাশ করব।[১]

মা'কাল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে এ হাদীসের শাহিদ (সানুকূল) হাদীস আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবনু হিব্বানেও রয়েছে।

(٨٢٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ.

৮২৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ চারটি কারণে রমণীকে বিয়ে করা হয়ে থাকে, তার সম্পদ থাকার জন্য, বংশ মর্যাদার কারণে, সৌন্দর্য ও ধর্ম ভীরুতার জন্যে; তবে তুমি ধর্মভীরু রমণীকে বিয়ে করে ভাগ্যবান হও, তোমার হাতদুটি ধুলোময় হোক[২]![৩]

(٨٢٨) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَاناً، إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

৮২৮ ঃ উক্ত সাহাবী আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারো বিয়ের শুভ কামনা করে দু'আ করতেন তখন বলতেন, আল্লাহ্ তোমার কল্যাণ করুন, তোমার প্রতি কল্যাণ অবতীর্ণ করুন, আর তোমাদের দুজনকে কল্যাণের মধ্যে একত্রিত করুন।[৪]

[১]আহমাদ, ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।

[২]বুখারী, মুসলিম, অবশিষ্ট পাঁচ জনও; (শেষ কথাটি নাবীর স্নেহভরা উক্তি ছিল)।

[৩]ধর্মহীনা রমণীকে বিয়ে করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে– সুবুলুস সালাম। "মুশরিক মহিলাকে বিয়ে করা হারাম"– সূরা ঃ আল-বাকারা– ২২১।

[৪]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী, ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।

(٨٢٩) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

৮২৯ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রয়োজন কালে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে (এখানে বিয়েতে খুত্‌বা দেওয়ার জন্য) তাশাহ্হুদ পড়া শিক্ষা দিতেন– (বাক্যগুলির অর্থ হচ্ছে) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তার নিকটে সাহায্য চাইছি; তাঁর কাছে ক্ষমা চাইছি, আর আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে তাঁর নিকটে আশ্রয় চাইছি– আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করেন তাকে গুমরাহ্ করার কেউ নেই; আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে হিদায়াত করার কেউ নেই; আর আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য (প্রভু) নেই; আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র দাস ও রাসূল। এরপরে তিনটি আয়াত পড়তেন[১]।[২]

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী ও ইমাম হাকিম হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[২]আয়াত তিনটি হচ্ছে, সূরা নিসার প্রথম আয়াত (রাকীবা) পর্যন্ত, সূরা ঃ আলে ইমরানের একাদশ রুকু ১০২ আয়াত (মুসলিমুন) পর্যন্ত, সূরা আহ্যাবের শেষ রুকু– ৭০-৭১।

(٨٣٠) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ، وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ.

৮৩০ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ কোন মেয়েকে বিয়ের পায়গাম (প্রস্তাব) দেবে তখন দেখা সম্ভব হলে, যে বিষয় বিয়ের জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করবে বলে মনে করে তা যেন দেখে নেয়।[১]

হাদীসটির শাহিদ (সহযোগী) হাদীস তিরমিযী ও নাসাঈতে মুগীরাহ্ (রাঃ) হতে রয়েছে। ইবনু মাজায় ও ইবনু হিব্বানে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

(٨٣١) وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ لَا، قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا.

৮৩১ ঃ মুসলিমে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করতে যাচ্ছেন এমন একজন সাহাবীকে বললেন, তুমি কি মেয়েটিকে দেখেছ? সাহাবী বললেন, না। তিনি বললেন, যাও গিয়ে দেখ।

(٨٣٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৮৩২ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার কোন ভাই-এর পায়গাম দেওয়ার উপরে তুমি বিয়ের পায়গাম (প্রস্তাব) দেবে না– যতক্ষণ না পূর্ব পায়গাম দানকারী ছেড়ে না দেয় বা তাকে অনুমতি না দেয়।[২]

---

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ, এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। ইমাম হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।
[২]বুখারী, মুসলিম; শব্দ বুখারীর।

(٨٣٣) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئاً جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، قَالَ: **فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟** فَقَالَ: لَا، وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! فَقَالَ: **اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئاً؟** فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللّٰهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئاً. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: **انْظُرْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ**، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! وَلَا خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ، وَلٰكِنْ هٰذَا إِزَارِي (— قَالَ سَهْلٌ: — مَالَهُ رِدَاءٌ —) فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ

৮৩৩ ঃ সাহল ইবনু সা'দ আসসায়িদী (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বললো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো নিজেকে আপনার উপর অর্পন করার জন্য এসেছি। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে চেয়ে দেখলেন, উপর হতে নীচের দিক পর্যন্ত দৃষ্টি দিলেন তারপর তিনি তাঁর মাথা নীচু করে নিলেন। যখন মেয়েটি দেখলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রসঙ্গে কোন ফায়সালা করলেন না; তখন মেয়েটি বসে গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবী উঠে দাঁড়ালেন ও বললেন ঃ যদি আপনার প্রয়োজন না থাকে তবে তার সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার কাছে কি কোন বস্তু রয়েছে? লোকটি বললো ঃ না, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার কাছে কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি তোমার বাড়ী গিয়ে দেখ কিছু পাও কি-না? সে গেল এবং ফিরে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কসম আমি কিছু পাইনি, তারপর তিনি বলেন ঃ তুমি দেখ যদি একটা লোহার আংটি পাও, লোকটি গেল এবং ফিরে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্‌র কসম, একটি লোহার আংটিও নেই কিন্তু আমার এই তহবন্দ খানি (হাদীসের রাবী বলেন, লোকটির কোন চাদর ছিল না) তহবন্দেরই অর্ধেক তার হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তোমার তহবন্দ নিয়ে সে কি করবে? যদি তুমি তা পর তবে তার পরা হবে না আর যদি সে পরে

رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُوَلِّياً فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ بِهِ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ: تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ». وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «أَمْلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».

তবে তোমার তা পরা হবে না। এরপর লোকটি বসে পড়লো তার বসে থাকাও দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেলো; তারপর লোকটি উঠে পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুখ ফেরাতে দেখে তাকে ডাকার জন্য হুকুম করলেন, তাকে ডেকে দেওয়া হলো, সে উপস্থিত হলে তাকে তিনি বললেন ঃ তোমার নিকটে কুরআনের কোন্ অংশ আছে? সে বললো ঃ আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে এবং ঐগুলি গুনে গুনে বলে দিলো। তিনি বললেন ঃ তুমি কি ঐগুলি অন্যমনস্ক হয়েও নির্ভুলভাবে পড়তে পারো? সে বললো ঃ হ্যাঁ, পারি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তোমার জানা কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে আমি তোমাকে তার মালিক বানালাম।[১]

মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়াতে (শেষাংশে) এরূপ আছে, যাও আমি তোমার বিয়ে তার সাথে দিয়ে দিলাম। তাকে কুরআন শিক্ষা দাও। বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় আছে, আমি তোমাকে তার উপরে অধিকার দিয়ে দিলাম– তোমার জানা কুরআন (তাকে শিক্ষা দেয়া)-এর বিনিময়ে।

وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَا تَحْفَظُ؟ قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: فَقُمْ، فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً.

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; আবূ দাউদে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে বললেন, তোমার কাছে কুরআনের কিছু (মুখস্থ) আছে? সে বললো, সূরা বাকারাহ্ ও তার পরের সূরা (আলে ইমরান)। তিনি বললেন, ওঠো তাকে কুড়িটি আয়াত (মোহরানার বিনিময়ে) শিখিয়ে দাও।[২]

[১]বুখারী, মুসলিম। শব্দ মুসলিমের।

[২]হাদীস হতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মাল ও পার্থিব সম্পদ ছাড়াও বিশেষ ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য অন্য কল্যাণকর বস্তু মোহর নির্ণয় করা যায়।

(٨٣٤) وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৮৩৪ ঃ আমির ইবনু আবদুল্লাহ্ ইবনু যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ্) হতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– বিয়ের সংবাদকে ছড়িয়ে দাও।[১]

(٨٣٥) وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عن أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

৮৩৫ ঃ আবূ বুরদাহ আবূ মূসা (রাঃ) হতে তিনি তাঁর পিতা (মূসা) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (মেয়ে-ছেলের) বিয়ে ওয়ালী ব্যতীত সঠিক হবে না।[২]

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعاً: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ.

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হাসান হতে বর্ণিত; তিনি ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ), হতে মারফূ (পূর্ণ) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন– ওয়ালী (অভিভাবক) ও দুটি (যোগ্য) সাক্ষী ছাড়া বিবাহ সঠিক হবে না।

(٨٣٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৮৩৬ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ঃ যে রমণী ওয়ালীর অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে তার বিয়ে বাতিল হবে। যদি ঐ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম হয়ে থাকে তবে লজ্জাস্থান ব্যবহার করা হয়েছে বলে সে মোহর পাবে। যদি ওয়ালীগণ আপোষে মতভেদ করে তবে শাসক (সমাজ প্রধান) তার ওয়ালী হবেন। কেননা যার ওয়ালী থাকেনা সুলতান (শাসক) তার ওয়ালী হন।[৩]

---

[১]আহমাদ; ইমাম হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।

[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইবনু মাদানী, তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন। মুর্সাল হওয়ার ত্রুটি আরোপ করা হয়েছে। [ইসরাইল ও অন্য রাবী হাদীসটাকে মাওসূল (পূর্ণ) সনদে বর্ণনা করেছেন, ইবনু মাদীনী একে সহী বলেছেন– মিশরীয় ছাপা বুলূগুল মারাম টীকা দ্রষ্টব্য।]

[৩]আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। আবূ আওয়ানা, ইবনু হিব্বান ও ইমাম হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।

(٨٣٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮৩৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অকুমারী মেয়েদের আদেশ না নিয়ে বিয়ে দেয়া যাবে না আর কুমারী মেয়েদের অনুমতি না নিয়ে বিয়ে দেয়া যাবে না। সাহাবীগণ বলেন ঃ কুমারী মেয়েদের অনুমতি কিভাবে নেওয়া যাবে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ তাদের নীরব থাকাটাই হবে তাদের অনুমতি।[১]

(٨٣٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮৩৮ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অকুমারী মেয়েরা নিজেদের ব্যাপারে ওয়ালীর থেকে অধিক হাক্বদার আর কুমারী সাবালিগার অনুমতি নিতে হবে– তাদের নীরবতা অনুমতি বলে গণ্য হবে।[২]

وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

অন্য শব্দে এরূপ আছে, অকুমারী মেয়েদের সাথে ওয়ালীর কোন ব্যাপার নেই। আর ইয়াতীম মেয়েদের অনুমতি নিতে হবে। এই হাদীসটি আবূ দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।।

(٨٣٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৮৩৯ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক স্ত্রীলোক অন্য স্ত্রীলোকের বিয়ে দিতে পারবে না এবং কোন স্ত্রীলোক নিজের বিয়ে (ওয়ালী ব্যতীত) নিজের দায়িত্বে সম্পাদন করতে পারবে না।[৩]

---

[১] বুখারী, মুসলিম।
[২] মুসলিম।
[৩] ইবনু মাজাহ, দারাকুতনী। হাদীসটির রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

(٨٤٠) وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيْرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ.

৮৪০ ঃ নাফি' হতে তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'শেগার' নিষেধ করেছেন। শেগার এর অর্থ হলো কোন ব্যক্তি তার কন্যাকে বিয়ে দিবে এই শর্তে যে, ঐ ব্যক্তিও তার কন্যাকে এর কাছে বিয়ে দিবে। আর এই উভয় বিয়ের কোন মোহর থাকবে না।[১]

অন্য সূত্রে বুখারী ও মুসলিম একমত হয়ে পূর্ববর্তী হাদীসে 'শেগার' নামক বিয়ের সংজ্ঞা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি নয় বরং সংজ্ঞাটি সাহাবী নাফি' তাঁর নিজের উক্তি বর্ণনা করেছেন।

(٨٤١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

৮৪১ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন এক কুমারী মেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে অভিযোগ করলো যে, তার পিতা তার অপছন্দের (না-রাজীর) উপর বিয়ে দিয়েছেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েটিকে ঐ বিয়ে বহাল রাখা ও বহাল না রাখার ইখ্‌তিয়ার দিলেন।[২]

(٨٤٢) وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

৮৪২ ঃ হাসান, সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে রমণীর বিয়ে দুজন ওয়ালী দিয়ে দেবে– এরূপ অবস্থায় প্রথম প্রদত্ত বিয়েমূলে ঐ রমণী প্রথম স্বামীর হবে।[৩]

[১]বুখারী, মুসলিম। (অর্থাৎ বিনা মোহরে বিয়ের বদলে বিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ)

[২]আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ। হাদীসটির উপর মুর্সাল হওয়ার দুর্বলতা আরোপ করা হয়েছে। (কুমারী বালিগা মেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বিয়ে দেয়া যাবে না)।

[৩]আহমাদ, আবূ দাউদ তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন।

(٨٤٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ وَأَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَكَذٰلِكَ ابْنُ حِبَّانَ.

৮৪৩ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে দাস তার মনিবের বা আপনজনের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে সে ব্যভিচারী (জিনাকারী) বলে গণ্য হবে।[১]

(٨٤٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮৪৪ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন রমণী ও তার ফুফুকে এবং কোন রমণী ও তার খালাকে এক স্বামীর অধীনে একত্রিত করা বৈধ হবে না।[২]

(٨٤٥) وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلَا يَخْطُبُ». زَادَ ابْنُ حِبَّانَ «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ».

৮৪৫ ঃ উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হাজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে আছে এমন (মুহরিম) ব্যক্তি নিজে বিয়ে করতে পারবে না এবং বিয়ে দিয়ে দিতেও পারবে না।[৩]

মুসলিমের অন্য রিওয়ায়াতে আছে, বিয়ের পায়গাম (প্রস্তাব) সে দিতে পারবে না; ইবনু হিব্বান-এর বর্ণনায় আরো আছে, তাকেও বিয়ের পায়গাম দেওয়া চলবে না।

(٨٤٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

৮৪৬ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাইমুনা (রাঃ)-কে মুহ্‌রিম অবস্থায় বিয়ে করেছেন।[৪]

সমস্ত মুহাদ্দিসের অভিমত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ভুল করে মুহ্‌রিমের অবস্থা বলেছেন। কেননা পরের হাদীসে মাইমুনা (রাঃ) নিজেই বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালালের অবস্থায় তাঁকে বিয়ে করেছিলেন।

মাইমুনা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি নিজেই বলেন যে, অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হালাল (ইহ্‌রামহীন) অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন।[৫]

---

[১] আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইমাম তিরমিযী তিনি সহীহ্‌ও বলেছেন, ইবনু হিব্বানও তদ্রূপ।
[২] বুখারী, মুসলিম। [৩] মুসলিম।
[৪] বুখারী, মুসলিম। [৫] মুসলিম।

(٨٤٧) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮৪৭ ঃ উক্‌বা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে শর্তের দ্বারা তোমরা মেয়েদের লজ্জাস্থানকে বৈধ করে নিয়েছ ঐ শর্তসমূহ সর্বাপেক্ষা পূরণের বেশি যোগ্য।[১]

(যেসব শর্ত তোমরা বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে মেয়েদের পক্ষে করবে তা সব অন্যান্য ব্যাপারের থেকে পূরণের দিক থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ঐগুলির প্রতি অবহেলা করা বা খিলাপ করা ধর্মতঃ মহা অন্যায়।)

(٨٤٨) وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ، فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮৪৮ ঃ সালমা ইবনু আক্‌ওয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আওতাস' অভিযানকালে তিন দিনের জন্য 'মুত্‌আ'-এর রুখসাত (অনুমতি) দিয়েছিলেন, তারপর তিনি তা নিষিদ্ধ করে দেন। (আওতাস, হুনাইনের নিকটস্থ স্থান)।[২]

(٨٤٩) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮৪৯ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার যুদ্ধাভিযানের সময় 'মুত্‌আ' নিষিদ্ধ করেন।[৩]

(٨٥٠) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.

৮৫০ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদের সাথে মুত্‌আ বিয়ে করা, গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খাওয়া, খাইবার যুদ্ধে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।[৪]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]মুসলিম।
[৩]বুখারী, মুসলিম।
[৪]বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।

(٨٥١) وَعَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ.

৮৫১ ঃ রাবী' ইবনু সাবরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি তাঁর পিতা সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদেরকে মেয়েদের সাথে 'মুত্আ' বিয়ে করতে অনুমতি দিয়েছিলাম। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা এখন ক্বিয়ামাত পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন। যদি ঐরূপ কোন মেয়ে কারো নিকটে এখনও থেকে থাকে তবে তাকে বিদায় করে দেবে এবং তার নিকট থেকে তোমাদের দেওয়া কিছু ফেরত নেবে না।[১]

(٨٥٢) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ.

৮৫২ ঃ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (চরম তালাক প্রাপ্তা) স্ত্রীকে হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয় উভয়ের উপরই লা'নাত করেছেন[২]।[৩]

---

[১]মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, আহমাদ ও ইবনু হিব্বান।

[২]আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী এবং তিনি সহীহ বলেছেন। আলী (রাঃ) হতেও এ বিষয়ে এরূপই হাদীস বর্ণিত হয়েছে– আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

[৩]হালালকারীর অর্থ পূর্বস্বামীর জন্য হালাল করে দেওয়ার শর্তে তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের সাথে সাময়িকভাবে বিয়ে করা। এরূপ শর্তে বিয়ে করা ঐ স্ত্রীলোকের সতীত্ব হরণ করে শারীআতকে ফাঁকী দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ শর্তে যে সাময়িকভাবে বিয়ে করে তাকে হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় 'ধার করা পাঁঠা' বলে জঘন্য ভাষায় নিন্দিত করা হয়েছে এবং ঐরূপ সতিত্ব হরণকারী হালালকারী আর পূর্বস্বামী যার জন্য এরূপ করা হয় এ উভয় সীমা লংঘনকারী পাপীষ্ঠকে আল্লাহর লা'নাত বর্ষিত হয় বলে হাদীসে ঘোষণা করা হয়েছে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর উৎস হচ্ছে একই বৈঠকের তিন তালাককে তিন তালাক বলে গণ্য করা– যা প্রকাশ্য সহীহ্ হাদীসের বিপরীত। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন ঃ হালালা নামক অভিশপ্ত বিয়ে দ্বারা ঐ স্ত্রী, হালালাকারী ও পূর্ব স্বামী কারো জন্য হালাল হবে না– মিশরীয় টীকা।

(٨٥٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৮৫৩ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দূর্রা লাগান (জিনার দায়ে শাস্তি প্রাপ্ত) পুরুষ তার মত (দুশ্চরিত্র) মেয়ে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না।[১]

(٨٥٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৮৫৪ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিল; অতঃপর ঐ স্ত্রীলোকটিকে কোন লোক বিয়ে করে, তারপর তাকে সহবাসের আগেই তালাক দিয়ে দেয়। তারপর তার পূর্ব স্বামী তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করায় বলেন ঃ না, যতক্ষণ না পরবর্তী স্বামী তার স্বাদ গ্রহণ (সঙ্গম) না করবে যেমন তার পূর্বস্বামী গ্রহণ করেছে।[২]

---

[১] আহমাদ, আবূ দাউদ। এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য (সেক্বাহ)।
[২] বুখারী, মুসলিম। শব্দটি মুসলিমের।

১ম পরিচ্ছেদ

باب الكفاءة والخيار

বিয়ের ব্যাপারে সমতা ও বিচ্ছেদের অধিকার

(٨٥٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «**الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا**». رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.

৮৫৫ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আরাবীগণ একে অপরের সমপর্যায়ী, মুক্তকৃত দাস মুক্ত কৃতদাসের সমতুল্য তবে জোলা ও হাজ্জাম তা নয়।[১]

ঐ হাদীসের একটি শাহিদ বায্যারে মুআয্ ইবনু জাবাল হতে মুনকাতে (পরস্পরা-বিহীন) সনদে রয়েছে। (হাদীসটিকে সনদের দিক থেকে ভিত্তিহীন বলা হয়েছে।)

(٨٥٦) وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «**انْكِحِي أُسَامَةَ**». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮৫৬ ঃ ফাতিমা বিনতি ক্বায়িস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা বিনতি ক্বায়িস (কুরাইশী)-কে উসামা ইবনু যায়িদের সাথে বিয়ে করতে বলেছেন[২]।[৩]

(٨٥٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «**يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَانْكِحُوا إِلَيْهِ، وَكَانَ حَجَّامًا**». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ.

৮৫৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে বনি বায়াযা ঃ আবূ হিন্দের বিয়ে দিয়ে দাও আর বিয়ের সম্পর্ক তার সাথে প্রতিষ্ঠিত কর। আবূ হিন্দ মুক্ত দাস ও পেশায় হাজ্জাম ছিলেন।[৪] (এখানেও মুক্ত মুসলিম দাসের সাথে স্বাধীন বংশের মেয়ের বিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।)

---

[১]হাকিম, এর সনদে একটি রাবীর নাম অজ্ঞাত, আবূ হাতিম একে মুনকার বলেছেন।

[২]মুসলিম।

[৩]এই ফাতিমা ছিলেন আরবের সর্বোচ্চ বংশ মর্যাদার অধিকারিণী কুরাইশী আর উসামা ছিলেন মুক্ত দাস যায়িদের পুত্র। ধর্ম ছাড়া বংশ মর্যাদা বলে এখানে কিছুই ছিল না।

[৪]আবূ দাঊদ ও হাকিম– উত্তম সনদে।

(٨٥٨) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

৮৫৮ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক) বারীরাকে তার দাসত্ব মোচনের পর তার (দাস) স্বামীর সাথে বিয়ের সম্পর্ক স্থায়ী রাখা না রাখার অধিকার দেয়া হয়েছিল– (এটা দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ)।[১]

وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا: «أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا»، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: «كَانَ حُرًّا»، وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ، وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عِنْدَ الْبُخَارِيِّ: «أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا».

মুসলিমে আছে, তাঁর স্বামী দাস ছিলেন। আয়িশা (রাঃ) বর্ণিত অন্য বর্ণনায় আছে, তার স্বামী স্বাধীন ছিলেন। তবে প্রথম (অর্থাৎ দাস ছিলেন) এই রিওয়ায়াতটি সর্বাপেক্ষা ঠিক।

বুখারীতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি দাস ছিলেন।

(٨٥٩) وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَسْلَمْتُ، وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ.

৮৫৯ ঃ যাহ্হাক ইবনু ফাইরূয দায়লামী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তাঁর পিতা ফাইরূয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি মুসলমান হয়েছি, আমার দুটি স্ত্রী রয়েছে, তারা একে অপরের বোন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন একটিকে তুমি; তালাক দাও।[২]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইবনু হিব্বান, দারাকুৎনী ও বাইহাকী সহীহ্ বলেছেন; আর ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সনদে দুর্বলতা আরোপ করেছেন।

(٨٦٠) وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ، وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ.

৮৬০ ঃ সালিম তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন, গাইলান ইবনু সালামা (রাঃ) যখন ইসলাম কবূল করেন, তখন তাঁর দশটি স্ত্রী ছিল– তারা সকলেই তাঁর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে চারজনকে পছন্দ করে রাখতে হুকুম দিলেন।[১]

(٨٦١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

৮৬১ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা 'যাইনাব' (রাঃ)-কে তাঁর স্বামী আবুল আসের নিকটে প্রথম বিয়ের ভিত্তিতে ছয় বছর পরে ফেরত দিয়েছিলেন, তাঁর বিয়ে নতুনভাবে পড়াননি।[২]

(٨٦٢) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

৮৬২ ঃ আম্র ইবনু শুয়াইব (রাঃ) তিনি তাঁর পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা যাইনাব (রাঃ)-কে তাঁর স্বামী আবুল আসির নিকটে নতুনভাবে বিয়ে পড়িয়ে ফেরত দিয়েছিলেন।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি ইসনাদের দিক দিয়ে উত্তম, তবে আম্র ইবনু শুয়াইবের হাদীসের উপর আমল রয়েছে (কার্যকর করা হচ্ছে)।[৩]

[১]আহমাদ, তিরমিযী। ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন। আর ইমাম বুখারী, আবূ যার'আ ও আবূ হাতিম-এর সনদে দুর্বলতা আরোপ করেছেন।

[২]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। আহমাদ ও হাকিম সহীহ্ বলেছেন।

[৩]রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা যাইনাব (রাঃ)-এর স্বামী আবুল আস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করতে বিলম্ব করেছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্ব মুহূর্তে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন পর্যন্ত মু'মিনাদের অবস্থান তাঁর মুশরিক স্বামীর নিকটে নিষিদ্ধ করা হয়নি। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর নিষিদ্ধ হয়। ফলে তখন এরূপ অবস্থায় যাইনাব (রাঃ)-এর নতুন করে বিয়ে পড়ানোর প্রয়োজন হয়নি। ফলে ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির সনদ ও মতন সবই সহীহ ও ঠিক রয়েছে। আর আম্র ইবনু শুআইব (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সনদ ও মতন উভয় দিক থেকেই দুর্বল। (যাদুল মা'য়াদ দ্রষ্টব্য) তবে হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদনের পরই আল্লাহ্ মু'মিন মেয়েদেরকে তাদের মুশরিক স্বামীর নিকটে অর্পণ করা কুরআনের নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন।

(٨٦٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৮৬৩ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন এক রমণী ইসলাম গ্রহণ করে (দ্বিতীয়) বিয়ে করে নিলেন। তারপর তার পূর্ব স্বামী এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে অভিযোগ করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল আমিও ইসলাম গ্রহণ করেছি আর আমার ইসলাম গ্রহণের কথা আমার স্ত্রী জেনেছে।

ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ স্ত্রী লোকটিকে তার ২য় স্বামীর নিকট হতে বিচ্ছেদ করে নিয়ে তার প্রথম স্বামীকে অর্পণ করেন।[১]

(٨٦٤) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: **الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ**، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.

৮৬৪ ঃ যায়িদ ইবনু কা'ব ইবনু উজরা (রাঃ) হতে তিনি তাঁর পিতা কা'ব হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানু গিফার গোত্রের আলিয়া নাম্নী এক রমণীকে বিয়ে করেন। তারপর ঐ রমণী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করেন ও তাঁর দেহাবরণ উন্মোচন করেন ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোমরের কাছাকাছি অঙ্গে সাদা দাগ দেখতে পান এবং তাঁকে বলেন, কাপড় পরে তুমি তোমার পরিবারের নিকটে চলে যাও। তিনি তাঁকে তাঁর মোহর দিয়ে দেওয়ার জন্য আদেশ করেন।[২]

---

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ। ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ বলেছেন।

[২]হাকিম জামিল ইবনু যায়িদের সূত্রে বর্ণনা করেন, আর জামিল একজন অজ্ঞাত পরিচয় রাবী। তাঁর উস্তাদ কে ছিলেন এ নিয়ে বিস্তর মতভেদ ঘটেছে– হাদীসটি সহীহ নয়

(٨٦٥) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْذُومَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمَالِكٌ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৮৬৫ ঃ সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রমণীকে বিয়ে করে তার সাথে মিলন করতে গিয়ে দেখে যে, ঐ রমণী ফুলের রোগগ্রস্থা বা পাগলী বা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত; তবে ঐ রমণীর জন্য তার স্বামীর উপর স্পর্শ করার (মিলনের) কারণে মোহর প্রাপ্য হবে। তবে ঐ ব্যাপারে যদি কেউ ধোকা দিয়ে থাকে তবে তাকেই মোহরের জন্য দায়ী করা হবে। হাদীসটিকে সাঈদ ইবনু মানসুর, ইমাম মালিক, ইবনু আবী শাইবা বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির রাবীগণ সিক্বাহ (নির্ভরযোগ্য)

وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ، وَزَادَ: «وَبِهَا قَرَنٌ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا».

উক্ত রাবী সাঈদ, আলী (রাঃ) হতে অনুরূপ আরো বর্ণনা করেন, তাতে বলেছেন আর যে রমণীর গুপ্তাঙ্গে ক্বার্ণ হয় অর্থাৎ গুপ্তাঙ্গে দাঁতের অনুরূপ শক্ত বস্তু উদ্‌গত হয়ে থাকে তবে স্বামী বিয়ে বিচ্ছেদের অধিকার পাবে।আর ঐসব স্ত্রীর সাথে মিলনে গুপ্তাঙ্গ ব্যবহার হয়ে থাকলে স্ত্রীর জন্য মোহর প্রাপ্য হবে।

(٨٦٦) وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَيْضًا قَالَ: قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْعِنِّينِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৮৬৬ ঃ সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যাবের সূত্রে আরো আছে, তিনি (সাঈদ) বলেন, উমার (রাঃ) তাঁর খিলাফাতের যুগে ইন্নীন বা নপুংষককে এক বছর সুযোগ দেওয়ার ফায়সালা প্রদান করেছিলেন।[১]

[১]এর বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ (নির্ভরযোগ্য)।

২য় পরিচ্ছেদ

باب عشرة النساء

স্ত্রীলোকদের প্রতি সৎ ব্যবহার

(٨٦٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

৮৬৭ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ স্ত্রীর গুহ্য (মলদ্বারে) দ্বারে সঙ্গমকারী ব্যক্তি অভিশপ্ত[১]।[২]

(٨٦٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ.

৮৬৮ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি পুরুষের মলদ্বারে, অথবা স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করবে তার প্রতি আল্লাহ্ সু-দৃষ্টি রাখবেন না[৩]।[৪]

(٨٦٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮৬৯ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর স্ত্রীলোকদের কল্যাণ সাধনের জন্য উপদেশ মান্য করে চলে। মেয়েরা অবশ্য পাঁজরের বাঁকা হাড় হতে সৃষ্ট– পাঁজরের উপরের হাড় সর্বাপেক্ষা বাঁকা। যদি তুমি ঠিকমত সোজা করতে যাও তবে তা সোজা না হয়ে ভেঙে যাবে।আর যদি তা ঐভাবে রেখে দাও বাঁকাই থেকে যাবে। অতএব তোমরা মেয়েদের প্রসঙ্গে কল্যাণ সাধনের উপদেশই গ্রহণ করে চলো।[৫]

---

[১]আবূ দাউদ, নাসাঈ– শব্দগুলো নাসাঈর। এ হাদীসের রাবীগণ সিক্বাহ (নির্ভরযোগ্য)। কিন্তু এর সনদের উপর ইর্সালের দোষারোপ করা হয়েছে।

[২]হাদীসটির বর্ণনা সূত্র অধিক থাকায় এ দুর্বলতা আর নেই বলে সাব্যস্ত হয়েছে– সুবুলুস সালাম।

[৩]তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু হিব্বান।হাদীসটিতে মাওকুফ হওয়ার দুর্বলতা আরোপ করা হয়েছে।

[৪]হাদীসটি মারফূ হাদীসের সম পর্যায়ভুক্ত– সুবুলুস সালাম।

[৫]বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো বুখারীর।

وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا».

মুসলিমের শব্দে আছে, তারা বাঁকাই থাকবে আর তোমরা ঐ অবস্থায় তাদের হতে ফায়দা উঠাতে থাকবে। আর যদি (তা না করে তাকে) সিধে করতে যাও তবে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর ভেঙ্গে ফেলার অর্থ তালাক দেওয়া।

(٨٧٠) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ ﷺ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا، يَعْنِي عِشَاءً، لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮৭০ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা কোন এক যুদ্ধে (হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তারপর যখন আমরা মাদীনায় ফিরে এলাম তখন আমরা (শহরের) ভিতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সন্ধ্যা পর্যন্ত দেরি কর– যাতে করে এলো কেশ মেয়েরা তাদের চুল আঁচড়িয়ে নিতে সময় পায়; আর দীর্ঘকালের পরবাসী স্বামীওয়ালী রমণীগণ খুর ব্যবহার করতে (গুপ্তাঙ্গ পরিষ্কার করে নিতে) সুযোগ পায়।[১]

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ، فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا».

বুখারীরর অন্য বর্ণনায় আছে, যখন তোমাদের কেউ দীর্ঘ সময় বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকে সে যেন তার বাড়ীতে রাত্রিকালে (হঠাৎ করে) প্রবেশ না করে।

(٨٧١) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ. ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

৮৭১ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পরকালে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ্‌র নিকটে ঐ ব্যক্তি হবে যে তারা স্ত্রীকে উপভোগ করে ও তার স্ত্রীও তাকে উপভোগ করে তারপর তার স্ত্রীর গুপ্ত রহস্য অন্যের নিকটে ফাঁস করে দেয়।[২]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]মুসলিম।

(٨٧٢) وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

৮৭২ ঃ হাকিম ইবনু মুআবিয়া তাঁর পিতা (মুআবিয়া) (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের উপর স্ত্রীর হাক্ব কি? তিনি উত্তরে বলেন, তুমি যখন খাবে তোমার স্ত্রীকেও খাওয়াবে, আর যখন তুমি পোশাক পরবে তাকেও পোশাক পরাবে (অর্থাৎ প্রয়োজনে যেমন তুমি কাপড় ব্যবহার করতে থাকবে তাকেও পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহারের সেরূপ সুযোগ দিবে)। তার মুখে আঘাত করবে না, তাকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিবে না, তার সাথে চলাফেরা, কথা-বার্তা বর্জন করবে না- তবে বাড়ীর মধ্যে রেখে তা করতে পারবে[১]।[২]

(٨٧٣) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ الْآيَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৮৭৩ ঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ ইয়াহূদীগণ বলে থাকে 'যখন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে পিছনের দিক থেকে সঙ্গম করে তখন সন্তান টেরা হয়।' ইয়াহূদীদের এরূপ কথার অসারতা বর্ণনা করে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়- স্ত্রী তোমাদের ক্ষেত্র বিশেষ তোমরা তোমাদের ক্ষেতে (যোনিপথে) যে কোন দিক থেকে উপনিত হতে পারবে।[৩]

[১]শারীয়ী ঈলা বা স্ত্রীর সাথে সাময়িকভাবে সংশ্রব ত্যাগ করার নিয়ম আছে, যদি তা ফলদায়ক হবে বলে আশা করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাস ধরে এরূপ ঈলা করেছিলেন।

[২]আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইমাম বুখারী এই হাদীসের কিছু অংশকে মুয়াল্লাক্ব (সনদ বিহীন) রূপে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।

[৩]বুখারী, শব্দ মুসলিমের।

(٨٧٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَداً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮৭৪ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয় তবে যেন সঙ্গমের আগে বলে, 'বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব্নাশ শাইতানা অ জান্নিবিশ শাইতানা মারাযাক্তানা' (আল্লাহ্‌র নামে, হে আল্লাহ্ আমাদেরকে শাইতান হতে দূরে রাখ আর শাইতানকে আমাদের জন্য তোমার কর্তৃক প্রদত্ত ভাবি সন্তান হতেও দূরে রাখো) ফলে এ মিলনে যদি তাদের জন্য সন্তান লাভ নির্ণিত হয়ে থাকে তবে সে সন্তানকে কখনও শাইতান ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না– (এখানে ঈমানগত ক্ষতি ধরা হয়ে থাকে)।[১]

(٨٧٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَلِمُسْلِمٍ: «كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا».

৮৭৫ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে (মিলনের জন্য) নিজের বিছানায় ডাকে আর যদি সে আসতে অস্বীকার করে। এতে তার স্বামী রাগান্বিত হয়ে রাত্রিযাপন করে তবে ফেরেশ্তা ঐ রমণীকে সকাল হওয়া পর্যন্ত লা'নাত (অভিসম্পাত) দিতে থাকে।[২]

(٨٧٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮৭৬ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐসব রমণীদেরকে লা'নাত (অভিসম্পাদ) করেছেন, যেসব রমণী (চুল বড় করার জন্য অন্য) চুল সংযোগ করে আর যে রমণী চুল সংযোগ করায় এবং গোদনে ওয়ালী এবং গোদওয়ানে ওয়ালী রমণীদেরকেও।[৩]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো বুখারীর। মুসলিমের শব্দ– আসমানে অবস্থানকারী তার উপর অসন্তুষ্ট থাকে যতক্ষণ না তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট হয়।
[৩]বুখারী, মুসলিম।

(٨٧٧) وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «**لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئاً**» ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ**». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮৭৭ ঃ জুযামা বিনতু ওয়াহাব (রাঃ) হতে তিনি বলেন ঃ কিছু লোকজনের মধ্যে আমি উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনলাম, তিনি বলেছিলেন, 'আমি অবশ্য তোমাদেরকে 'গীলা' করার ব্যাপারে নিষেধ করার ইচ্ছা করেছিলাম। তারপর দেখলাম রুম ও পারস্যের লোকেরা 'গীলা' করে থাকে তাতে তাদের শিশু সন্তানদের কোন ক্ষতি করে না। এরপর তাঁকে আয্‌ল প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এটাতো গোপনীয় শিশু হত্যা[১]।[২]

(٨٧٨) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تَحَدَّثُ أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، قَالَ: «**كَذَبَتِ الْيَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ**». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৮৭৮ ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত; একটি লোক বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার একটি দাসী আছে, আমি তার সাথে সঙ্গমকালে আয্‌ল[৩] করে থাকি। যেহেতু আমি তার গর্ভ ধারণ চাই না। অথচ পুরুষগণ যা চায় আমিও তা (যৌন মিলন) চাই। আর ইয়াহূদীগণ বলে থাকে, আয্‌ল করা মানে শিশু হত্যা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইয়াহূদীগণ মিথ্যা বলেছে। যদি আল্লাহ্ সন্তান সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তবে তুমি তা প্রতিরোধ করতে পারবে না।[৪]

---

[১]মুসলিম।
[২]'গীলা' শব্দের অর্থ– সন্তানকে দুধ খাওয়ান অবস্থায় (পিরিয়ডে) স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা। আবার কেউ বলেছেন– যে গর্ভবতী স্ত্রী সন্তানকে দুধ খাওয়াচ্ছে সেই মুহূর্তে তার সাথে সঙ্গম করা।
[৩]'আযল' শব্দের অর্থ– স্ত্রী-সঙ্গমকালে বীর্য যোনির বাইরে ফেলে দেয়া।
[৪]আহমাদ, আবূ দাঊদ, শব্দ তাঁরই, নাসাঈ, ত্বাহাবী। এর রাবীগণ মজবুত (নির্ভরযোগ্য)।

(٨٧٩) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ: وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يُنْهَى عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: فَبَلَغَ ذٰلِكَ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ.

৮৭৯ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল এমন সময়ে (পিরিয়ডে) আমরা আযল করতাম। যদি তাতে নিষেধ করার মত কিছু থাকতো তবে কুরআন সে ব্যাপারে আমাদেরকে নিষেধ করতো।[১]

(٨٨٠) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৮৮০ ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহবাস শেষে একবার মাত্র গোসল করতেন (মধ্যে গোসল করতেন না)।[২]

৩য় পরিচ্ছেদ

باب الصداق
মোহরানা

(٨٨١) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮৮১ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী সাফীয়া বিনতু হুয়াই (রাঃ)-এর দাসত্ব মুক্তির বিনিময়কে তাঁর মোহরানা রূপে ধার্য করেছিলেন।[৩]

(সাফীয়াহ্ (রাঃ) খাইবার যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যের নিকটে বন্দীনী হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মুক্তি দান করে এই মুক্তি পণকে মোহরানা রূপে ধার্য করে তাঁকে বিয়ে করেন। হাদীসে অপারগের (যার কিছুই নেই বা নিঃস্ব) জন্য কুরআন শিক্ষাকেও মোহরানা রূপে গণ্য করার কথা এসেছে। বোঝা যাচ্ছে নগদ মুদ্রা, অলংকার সাধারণ ব্যবহার্য বস্তু ছাড়াও পারলৌকিক পুণ্য কাজকে মোহরানা রূপে ধার্য করা চলে।)

[১]বুখারী, মুসলিম, মুসলিমে আরো আছে, একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানবার পরও তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেননি।
[২]বুখারী, মুসলিম; শব্দ মুসলিমের।
[৩]বুখারী, মুসলিম।

(٨٨٢) وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهٰذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৮৮২ ঃ আবূ সালামা ইবনু আবদুর রাহমান হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের জন্য কি পরিমাণ মোহরানা তিনি দিয়েছিলেন? উত্তরে আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ সাড়ে বারো উকিয়াহ্ যা রৌপ্য মুদ্রার পাঁচশত দিরহামের সমান। (উল্লেখ্য যে, ২০০ দিরহাম রৌপ্যমুদ্রা ৫২.৫ ভরি রূপার সমতুল্য এই হিসেব অনুযায়ী ৫০০ দিরহাম রৌপ্যমুদ্রা ১৩১.২৫ ভরি রূপার সমতুল্য) এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের জন্য মোহরানা।[১]

(٨٨٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَعْطِهَا شَيْئًا» قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৮৮৩ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; যখন আলী (রাঃ) ফাতিমা (রাঃ)-কে বিয়ে করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ তুমি ফাতিমাকে (মোহরানা স্বরূপ) কিছু দাও। আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমার নিকটে কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তোমার হুতামিয়া বর্মটি কোথায়?[২]

[১]মুসলিম।
[২]আবূ দাউদ, নাসাঈ। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে সহী বলেছেন।

(٨٨٤) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ.

৮৮৪ ঃ আমর ইবনু শুআয়িব (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি তার পিতা- তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে রমণী বিয়ে সম্পাদনের আগেই মোহর, কোন দান বা বিশেষ কোন ওয়াদার উপর বিয়ে করবে তা সমস্ত তারই হবে। আর যা বিয়ে সম্পাদনের পরে হবে তা যাকে প্রদান করা হবে তার হবে। মানুষ অন্য কারণের থেকে তার কন্যা ও বোনের কারণে সম্মান পাওয়ার বেশি হাক্‌দার (অর্থাৎ শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ও শ্যালক সম্বন্ধীয়-ভাই সম্মান পাওয়ার অন্যতম হাক্‌দার)।[১]

(٨٨٥) وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لاَ وَكْسَ، وَلاَ شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ جَمَاعَةٌ.

৮৮৫ ঃ আলকামা ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তাঁকে এমন লোক প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলো, যে ব্যক্তি কোন রমণীকে মোহর ধার্য না করে বিয়ে করলো আর তাঁর সাথে যৌন মিলন না করে মরে গেল। ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রমণীটি তার পরিবারের মেয়েদের সমপরিমাণ মোহর (মোহর মেসাল) পাবে তার কম বা বেশি নয়, তাকে ইদ্দাত পালন করতে হবে, সে স্বামীর মালে ওয়ারিস হবে। এটা শুনে মা'কিল ইবনু সানান আশজায়ী (রাঃ) দাঁড়িয়ে বলেন, আমাদের এক মেয়ে 'বারওয়া'- পিতা ওয়াশিক প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার মতই এরূপ ফায়সালাই করেছিলেন। তা শুনে ইবনু মাসউদ (রাঃ) খুশি হলেন।[২]

[১] আবূ দাউদ, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।

[২] আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, এবং আরো এক জামাআত মুহাদ্দিস হাসান বলেছেন।

(٨٨٦) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقاً أَوْ تَمْراً فَقَدِ اسْتَحَلَّ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ.

৮৮৬ ঃ জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রমণীকে মোহরানায় ছাতু বা খেজুর দিলো সে ঐ রমণীকে (তার জন্য) হালাল করে নিলো।[১]

(٨٨٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذٰلِكَ.

৮৮৭ ঃ আবদুল্লাহ ইবনু আমির ইবনু রাবীয়া (রাঃ) তাঁর পিতা (আমির) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুখানা জুতার বিনিময়ে (মোহর ধার্যে) একজন রমণীর নিকাহ্‌কে (বিবাহ) জায়িয বা বৈধ করেছিলেন।[২]

(٨٨٨) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ، وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الحَدِيثِ الطَّوِيلِ المُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ.

৮৮৮ ঃ সাহ্‌ল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি লোহার আংটির বিনিময়ে একজন লোকের সাথে একজন রমণীর বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন।[৩]

(٨٨٩) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفاً، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ.

৮৮৯ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ মোহর (সাধারণত) দশ দিরহামের কমে হয় না।[৪]

---

[১]আবূ দাউদ, তিনি হাদীসটির মাওকুফ (সাহাবীর বাণী) হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।
[২]তিরমিযী, তিনি হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন, সহীহ্ হওয়াতে অন্যের মতভেদ রয়েছে।
[৩]হাকিম, এটি একটি পূর্ববর্তী দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ।
[৪]দারাকুতনী, মাওকুফরূপে; এর সনদ প্রসঙ্গে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে।

(٨٩٠) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৮৯০ ঃ উক্‌বাহ ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উত্তম মোহর হচ্ছে যা আসান বা সহজ হয়।[১]

(٨٩١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِن رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، تَعْنِي لَمَّا تَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ، فَطَلَّقَهَا وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ، وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ.

৮৯১ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; জোন্ কন্যা আমরাহ্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আল্লাহ্‌র নিকটে পানাহ (আশ্রয়) চেয়েছিল, যখন তিনি তাকে বিয়ে করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, তুমি সঠিক ক্ষেত্রেই পানাহ চেয়েছ, ফলে তিনি তাকে তালাক দিয়েছিলেন এবং উসামা (রাঃ)-কে হুকুম দিলেন তিনখানা কাপড় ঐ রমণীকে মুতআ (অনুদান) রূপে দেওয়ার জন্য।[২]

৪র্থ পরিচ্ছেদ

باب الوليمة

ওয়ালীমা

(٨٩٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هٰذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «فَبَارَكَ اللّٰهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৮৯২ ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রাহ্‌মান ইবনু আউফের শরীরে হলুদ রং-এর চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করেন, এটা কি? তিনি বলেন, আমি একটি মেয়েকে খেজুরের বিচি পরিমাণ সোনা (মোহরানা) দিয়ে বিয়ে করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তোমায় বারাকাত দিন। তুমি একটি ছাগলের (গোশত) দ্বারা হলেও ওয়ালিমা দাও।[৩]

---

[১]আবূ দাউদ; হাকিম সহীহ্ বলেছেন।

[২]ইবনু মাজাহ; এর সনদে একটি মাতরূক (পরিত্যাক্ত) রাবী রয়েছে। আর আবূ উসাইদ সায়িদী কর্তৃক আসল বিবরণ সহীহ্ বুখারীর হাদীসে রয়েছে।

[৩]বুখারী, মুসলিম। শব্দ মুসলিমের।

(٨٩٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ»، عُرْساً كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.

৮৯৩ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ওয়ালীমার জন্য নিমন্ত্রিত হবে, তখন যেন সে তাতে শরীক হয়।[১]

উক্ত সাহাবী হতে মুসলিমে আছে, যখন তোমাদের কেউ তার (মুসলিম) ভাইকে বিয়ে উপলক্ষে বা তদানুরূপ কোন ব্যাপারে দাওয়াত করবে তখন যেন সে তা কবূল করে।

(٨٩٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُولَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

৮৯৪ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ওয়ালীমার ঐ খাবার নিকৃষ্ট যার জন্য আগমনকারীকে মানা করা হয় আর ইনকারকারীকে আহ্বান করা হয়। আর যে ব্যক্তি ওয়ালীমার দাওয়াত কবূল করে না সে আল্লাহ্ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফারমানী করে।[২]

(٨٩٥) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضاً.

৮৯৫ ঃ উক্ত সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ দাওয়াত প্রাপ্ত (নিমন্ত্রিত) হবে, সে যেন তা কবূল করে। যদি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি রোযাদার হয় তবে তার জন্য দু'আ করবে। আর যদি রোযাদার না হয় তবে ভক্ষণ করবে।[৩]

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَقَالَ: «فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».

এবং মুসলিমে জাবির (রাঃ) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত; তাতে আছে, ইচ্ছা হলে খাবে নতুবা খাওয়া বর্জন করবে।

[১]বুখারী, মুসলিম। বিদ্‌আত হতে দূরে থাকার প্রয়োজনে শরীক না হওয়াই উত্তম।
[২]মুসলিম।
[৩]মুসলিম।

(٨٩٦) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «**طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ**». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاسْتَغْرَبَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ.

৮৯৬ ঃ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রথম দিবসের ওয়ালীমার খানা (খাদ্য) ন্যায্য, দ্বিতীয় দিবসের ওয়ালীমার খানা রীতিসম্মত, তৃতীয় দিবসের ওয়ালীমার খানা রিয়াকারী (লোকের নিকটে স্বীয় গৌরব জাহির করা মাত্র যা অবৈধ)। আর যে নিজের সুনাম ছড়ানোর উদ্দেশ্যে কোন নেক্ কাজ করে, আল্লাহ্ তার ঐ অসৎ উদ্দেশ্যকে জনগণের নিকটে প্রকাশ করে তাকে অপমানিত করেন[১]।[২]

ইবনু মাজায় আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস, এই হাদীসের শাহিদ (সহায়ক) রূপে বিদ্যমান রয়েছে।

(٨٩٧) وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

৮৯৭ ঃ সাফীয়া (কন্যা শাইবা) (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন সহধর্মিনীর বিয়েতে দু'মুদ যব-এর খাবার ওয়ালীমায় দিয়েছিলেন। (২ মুদ= ১ কেজি, ২৫০ গ্রাম।)।[৩]

(٨٩٨) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৮৯৮ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার ও মাদীনার মধ্যবর্তী স্থানে তিনদিন অবস্থানকালে সাফীয়ার (রাঃ) সাথে মিলন ঘটান। ফলে আমি ওয়ালীমার জন্য মুসলমানদের জিয়াফাত করলাম। ঐ ওয়ালীমায় রুটি, গোস্ত ছিলনা, কেবল তাঁর নির্দেশে চামড়ার দস্তরখানা বিছান হলো তাতে খেজুর, পনীর এবং ঘি ঢেলে দেওয়া হলো।[৪]

[১]তিরমিযী, তিনি গরীব বলেছেন; হাদীসটির রাবী সহীহ্ হাদীসের অনুরূপ।
[২]আজকাল দরিদ্র অনাথকে ওয়ালীমার খানা খেতে দেওয়া হয়না, অথচ প্রচুর মূল্যবান খাদ্য অপচয় করা হচ্ছে যা শাইতানের কাজ ছাড়া অন্য কিছুই নয়।
[৩]বুখারী।
[৪]বুখারী, মুসলিম। শব্দ বুখারীর।

(٨٩٩) وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

৮৯৯ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবী হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ দুজন নিমন্ত্রণকারী একত্র হলে, তোমার দরজার (বাড়ীর) নিকটবর্তী ব্যক্তির দাওয়াত ক্ববূল করবে। আর যদি তাদের কেউ আগে আসে তবে প্রথম ব্যক্তির দাওয়াত ক্ববূল করবে।[১]

(আবূ হাতিম (রহঃ)-এর সনদকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, আহমাদ, ইবনু মুয়ীন দোষ নেই বলেছেন। মুহাদ্দিস আবদুত্ তাওয়াব সাহেবের উর্দু টীকা দ্রষ্টব্য।)

(٩٠٠) وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯০০ ঃ আবূ জুহাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি হেলান বা ঠেস লাগিয়ে বসে খাবার খাই না।[২]

(খাওয়ার আদব হচ্ছে, খাওয়ার সময় কোন হেলান বা ঠেস না লাগানো।)

(٩٠١) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯০১ ঃ উমার ইবনু আবি সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে বৎস! আল্লাহ্‌র নাম লও, ডান হাতে খাও এবং তোমার নিকটের দিক হতে (উঠিয়ে) খাও।[৩]

---

[১] আবূ দাউদ, এর সনদ দুর্বল।
[২] বুখারী।
[৩] বুখারী, মুসলিম।

(٩٠٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقَالَ: «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.

৯০২ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে একটি 'পেয়ালায়' করে সারিদ (ঝোলে ভিজান রুটি) আনা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন ঃ তোমরা চতুর্দিক হতে খাও, মধ্য হতে খেওনা– কেননা বারকাত মধ্যেই অবতীর্ণ হয়।[১]

(٩٠٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯০৩ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বাম হাতে খাবেনা, কেননা শাইতান বাম হাতে খেয়ে থাকে।[২]

(٩٠٤) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «أَوْ يَنْفُخْ فِيهِ» وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

৯০৪ ঃ আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ পান করবে তখন যেন সে পাত্রে শ্বাস ত্যাগ না করে।[৩]

আবূ দাউদে ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক হাদীসটি এরূপই, তবে এতে এ অংশটুকু বেশি আছে, 'পানীয় পাত্রে ফুঁ দেবে না'।[৪]

---

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। শব্দ নাসাঈর; আর এর সনদ সহীহ্।
[২]মুসলিম।
[৩]বুখারী, মুসলিম।
[৪]ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

৫ম পরিচ্ছেদ

باب القسم
স্ত্রীদের হাক্ব বণ্টন

(٩٠٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «**اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ**». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، لَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَهُ.

৯০৫ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে হাক বণ্টন করতে গিয়ে তা ন্যায্য ভাবেই করতেন। এবং তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমার অধিকার মূলে (ক্যাপাসিটি ও ক্ষমতার ভিত্তিতে) আমার এ বন্টন। অতএব আমাকে তিরস্কার করবে না এমন কোন ব্যাপারে যা তোমার অধিকারে রয়েছে কিন্তু তাতে আমার কোন অধিকার (হাত বা ক্ষমতা) নেই।[১]

(٩٠٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «**مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ**». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.

৯০৬ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার দুটি স্ত্রী থাকে আর সে কোন একটির দিকে ঝুঁকে যায় সে কিয়ামাত দিবসে একদিকে বক্রভাবে ঝুঁকে থাকা অবস্থায় উঠবে।[২]

(٩٠٧) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: «**مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৯০৭ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ এটা সুন্নাত বা বিধিসম্মত হবে– যখন মানুষ কোন কুমারীকে অকুমারীর উপর বিয়ে করবে, তার সাথে সাত দিন অবস্থান করার পর তার স্ত্রীদের মধ্যে হাক্ব সমভাবে বন্টন করবে। আর যখন কোন অকুমারীকে বিয়ে করবে তখন তার সাথে একাধিক্রমে তিন দিন অবস্থান করার পর তাদের হাক্ব সমভাবে বন্টন করবে।[৩]

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইবনু হিব্বান ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন কিন্তু ইমাম তিরমিযী হাদীসটির মুরসাল হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন।
[২]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ– এর সনদ সহীহ্।
[৩]বুখারী, মুসলিম; শব্দ বুখারীর।

(٩٠٨) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯০৮ ঃ উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যখন বিয়ে করেছিলেন, তাঁর কাছে ৩ দিন অবস্থান করেছিলেন আর তাঁকে বলেছিলেন ঃ তোমার পরিবারের প্রতি কোন অবহেলা ও অনাদরের প্রশ্ন এতে নেই। যদি তুমি চাও তবে আমি তোমার জন্য ৭ দিন অবস্থান করা ঠিক করব এমতাবস্থায় আমার অন্য স্ত্রীদের জন্যও সাত দিন করব।[১]

(٩٠٩) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯০৯ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; যাম্‌আ তনয়া 'সাওদা' (রাঃ) তাঁর পালার দিবসগুলি আয়িশাকে দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশার নিকটে অবস্থান দিবস ও সাওদার নিকটে অবস্থান দিবসগুলো আয়িশার ভাগে দিতেন।[২]

(٩١٠) وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ، مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ، مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتَ عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৯১০ ঃ উরওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত; আয়িশা (রাঃ) বলেছিলেন ঃ হে আমার ভগ্নী-পো! আমাদের নিকটে অবস্থানের ব্যাপারে একজনকে অপরের উপরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনরূপ বেশি সুযোগ দিতেন না। এমন দিন খুব কমই যেত– অর্থাৎ প্রায় দিবসই তিনি আমাদের সকলের নিকট আসতেন, কাছা-কাছি যেতেন কিন্তু ছুঁতেন না আমাদেরকে। অবশেষে যাঁর নিকটে রাত্রি যাপনের বারি (পালা) থাকতো তিনি তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়ে রাত্রি যাপন করতেন।[৩]

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ. الْحَدِيثَ.

মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাদ আসর তাঁর সকল স্ত্রীর নিকটে একটা চক্কর লাগাতেন, তাতে তিনি সকলের নিকটে উপস্থিত হতেন। (বাকী অংশ পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।)

[১]মুসলিম।

[২]বুখারী, মুসলিম।

[৩]আহমাদ; আবূ দাউদ– শব্দ তারই; হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

(٩١١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ، يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯১১ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যু-ব্যধিকালে (যে অসুখে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে) জিজ্ঞেস করতে থাকতেন আগামীকাল আমি কার নিকটে যাচ্ছি? এতে তিনি আয়িশা (রাঃ)-এর পালা কবে আসবে তা জানতে চাইতেন। ফলে তাঁর সহধর্মীনীগণ তাঁকে তাঁর ইচ্ছানুরূপ অবস্থানের অনুমতি দিলেন। এরপর তিনি আয়িশা (রাঃ)-এর গৃহে অবস্থান করেছিলেন।[১]

(٩١٢) وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯১২ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদেশ ভ্রমণে যেতেন তখন বিবিদের নামে লটারী করে যাঁর নাম পেতেন তাঁকে নিয়ে সফর করতেন[২]।[৩]

(٩١٣) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯১৩ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু যাম্‌আ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন ক্রীতদাসকে চাবুক মারার ন্যায় নিজের স্ত্রীকে লাঠিপেটা না করে।[৪]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]একই ব্যাপারে সমান হাক দারদের মধ্য হতে কেবল একজনকে নির্বাচন করার প্রক্রিয়াকে 'কুরআ প্রয়োগ' বলা হয়।
[৪]বুখারী।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

باب الخلع

খোলা ত্বালাক

(٩١٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا».

৯১৪ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; সাবিত ইবনু ক্বায়িসের স্ত্রী (যাইনাব) (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার স্বামী সাবিতের উপর চরিত্রগত ও ধর্মগত কোন দোষারোপ করছিনা, কিন্তু ইসলামের শিক্ষানুযায়ী কোন কুফরী আচরণও আমার কাছে অভিপ্রেত নয়। (অর্থাৎ স্বামীর সাথে কোনরূপ দুর্ব্যবহার আমার দ্বারা হোক তা চাই না। কিন্তু স্বামী অপছন্দ হওয়ার জন্য আমার দ্বারা সেরূপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন, তুমি কি তার (মোহরানায় দেওয়া) বাগানটি তাকে ফেরত দেবে? যাইনাব (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ, দেব। এবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্বামীকে বললেন, বাগানটি ফেরত নাও ও তাকে একটি তালাক দাও।[১]

বুখারীর অন্য রিওয়ায়াতে এরূপ শব্দ আছে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তালাক দেওয়ার জন্য আদেশ করলেন।'

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ - وَحَسَّنَهُ -: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً.

আবূ দাউদ ও তিরমিযী (তিনি হাসান বলেছেন) এতে আছে, সাবিত ইবনু ক্বায়িসের স্ত্রী সাবিতের নিকট হতে খোলা তালাক গ্রহণ করেছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র এক ঋতু তাঁর ইদ্দাতের ব্যবস্থা করেছিলেন।

وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عِنْدَ ابْنِ مَاجَةَ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمًا، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا مَخَافَةُ اللهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ.

[১] বুখারী।

وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: «وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ».

ইবনু মাজাহতে আছে, আম্র (রাঃ) হতে তিনি তাঁর পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন ঃ সাবিত ইবনু কায়িস (রাঃ) কুৎসিত ছিলেন। ফলে তার স্ত্রী বলেছিলেন ঃ যদি আমার মধ্যে আল্লাহর ভয় না থাকতো তবে আমি অবশ্যই যখন তিনি আমার নিকটে এসেছিলেন আমি তাঁর মুখমণ্ডলে থুথু দিয়ে ফেলতাম।[১]

৭ম পরিচ্ছেদ

كتاب الطلاق

ত্বালাকের বিবরণ

(٩١٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

৯১৫ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তালাক হচ্ছে হালাল বস্তুর মধ্যে আল্লাহর নিকটে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য বস্তু।[২]

(٩١٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مُرْهُ، فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯১৬ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাঁর স্ত্রীকে ঋতুর অবস্থায় তালাক্ব দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর পিতা উমার (ফারুক) (রাঃ) এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন ঃ তাঁকে বলুন সে তার ঐ স্ত্রীকে রাজাআত করুক (ফেরত নিক)। তারপর তাঁর এ ঋতুর পরবর্তী তোহর (পাক অবস্থা) ও আরো একটি ঋতুকাল পর্যন্ত রেখে দ্বিতীয় দফার তোহরে (পাক অবস্থা আগত হলে) যদি সে মনে করে তাকে স্ত্রীরূপে রেখে দেবে আর তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করলে তার সাথে সঙ্গম না করে তালাক দেবে। আর এটাই হচ্ছে সে ইদ্দাত যার অনুকূলে তালাক দেওয়ার জন্য (সূরা তালাকে) আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন।[৩]

---

[১]সাহল ইবনু আবূ হাস্মা হতে আহমাদে রয়েছে, সাবিত ইবনু ক্বায়িসের ঘটনাটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম খোলা তালাক।

[২]আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। আবূ হাতিম হাদীসটির মুর্সাল হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

[৩]বুখারী, মুসলিম।

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا».

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আপনি তাকে (ইবনু উমারকে) হুকুম দিন তার স্ত্রীকে সে ফেরত নিক তারপর পবিত্র অবস্থায় বা সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত গর্ভাবস্থায় তালাক দিক।

وَفِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ: «وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً».

বুখারীর অন্য রিওয়ায়াতে আছে, এতে তার একটি তালাক ধরা হয়েছিল। (কে এটাকে তালাক বলে গণ্য করেছেন তার উল্লেখ করা হয়নি।)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ أُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ أَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ.

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, ইবনু উমার (রাঃ) কোন জিজ্ঞাসাকারীকে বলল ঃ যদি তুমি তোমার স্ত্রীকে এক বা দু-তালাক দাও তবে এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্য আমাকে আদেশ করেছিলেন, যেন আমি তাকে ফেরত নিই তারপর অন্য আর একটি ঋতু তার গত না করা পর্যন্ত তাকে আমি ঐ অবস্থায় রেখে দিই। তারপর তাকে স্পর্শ না করেই তালাক দেই।

আর তুমি তাকে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছ এতে তুমি তোমার প্রভুর যে নির্দেশ তোমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে তোমার প্রতি ছিল তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করেছ– অন্য রিওয়ায়াতে

وَفِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ لِيُمْسِكْ.

আছে, আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (যিনি ঋতুর অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ঘটনার সাথে স্বয়ং জড়িত) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে স্ত্রী ফেরত দিয়েছিলেন আর ঋতুর অবস্থার ঐ তালাকটিকে কোন বিবেচ্য ব্যাপার বলে মনে করেননি এবং তিনি বলেছিলেন যখন সে পবিত্র হবে (যথারীতি) তালাক দেবে অথবা তালাক না দিয়ে রেখে নেবে।[১]

---

[১] স্ত্রীকে ঋতুর অবস্থায় ও নিফাসের (প্রসব জনিত রক্ত স্রাবের) অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। কিন্তু এ হারাম কাজ; যদি কেউ করেই বসে তবে তা কার্যকরী হবে কি-না তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

একদল বলেছেন ঃ তালাক হবে কিন্তু এরূপ তালাক দাতার উপর ঐ স্ত্রীকে ফেরত নেয়া (রাজা'আত করা) ওয়াজিব।

একদল বলেছেন ঃ রাজা'আত করার শর্ত ছাড়াই তালাক হবে।

উপরোক্ত দু'দলের দলিল গুলোতে দু-প্রকার দুর্বলতার মধ্যে একটি না একটি দুর্বলতা রয়েছে, হয় হাদীসের সনদ দুর্বল না হয় হাদীসের শব্দগুলি দু'প্রকার অর্থ বিশিষ্ট ও মর্ম অস্পষ্ট। উপরোক্ত এ অভিমতটি ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত ও প্রকারন্তরে অবৈধ কাজের সমর্থকও।

(٩١٧) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوْا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯১৭ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; (যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই এবং কুরআনের মহামান্য ভাষ্যকার) তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং আবূ বাকার সিদ্দিকের (রাঃ) পূর্ণ শাসনামলে ও উমার ফারুক (রাঃ)-এর প্রথম দু'বছরের খিলাফাতকাল পর্যন্ত একসঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে একটিমাত্র তালাক গণ্য করা হতো। তারপর উমার (রাঃ) বলেন ঃ লোক তো ধীর স্থিরভাবে (তালাক) সম্পাদনের সুযোগ গ্রহণ না করে তাড়াহুড়ো করছে, এমতাবস্থায় যদি আমি ওটা (তিন তালাককে) তাদের উপর চালু করেই দেই! ফলে তিনি তিন তালাককে তাদের উপর চালু করেই দিলেন। (অর্থাৎ তিন তালাক এক-সঙ্গে দিলে তিন ধরা হবে বলে ঘোষণা করে দিলেন[১]।[২]

[১]মুসলিম।

[২]কুরআন হাদীসে একসাথে তিন তালাক দেওয়ার মত হারাম কাজ সমর্থিত না হলেও তিন তালাক একসাথে দিলে একটা বর্তিবে বা তিনটি বর্তিবে বা মোটেই বর্তিবে না এ নিয়ে এ যাবৎকাল বহু আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে। বর্তমানে এ ব্যাপারে যে সুস্পষ্ট অভিমত পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা থেকে এ সত্যই স্বীকৃতি লাভ করেছে যে, একসাথে তিন তালাককে এক তালাক রাজয়ী গণ্য করাটাই কুরআন হাদীসের শিক্ষার মূলনীতের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল ও সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত।

(٩١٨) وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أَقْتُلُهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ.

৯১৮ ঃ মাহমুদ ইবনু লাবীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন লোক প্রসঙ্গে সংবাদ দেওয়া হলো যে, লোকটি তার স্ত্রীকে একই সাথে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছে। এরূপ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর বলেন ঃ একি! তোমাদের মধ্যে আমার বিদ্যমান থাকা অবস্থাতেই কুরআন নিয়ে খেলা করা হচ্ছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ ক্রোধ দেখে কোন সাহাবী দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি ওকে হত্যা করব না?[১]

(٩١٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ، أُمَّ رُكَانَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَاجِعِ امْرَأَتَكَ». فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

৯১৯ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ সাহাবী আবূ রুকানা তাঁর স্ত্রী উম্মু রুকানাকে তালাক দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ তোমার স্ত্রীকে তুমি 'রাজায়াত' কর (ফেরত নাও), উক্ত সাহাবী বলেন আমি তো তাকে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তা তো আমি জানিই, তুমি তাকে ফেরত নাও।[২]

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ امْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ». وَفِي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَفِيهِ مَقَالٌ.

মুসনাদ আহমাদের শব্দে আছে, সাহাবী আবূ রুকানা তাঁর স্ত্রীকে একই বৈঠকে তিন তালাক

[১]নাসাঈ। হাদীসটির রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।
[২]আবূ দাঊদ, (একত্রিতভাবে প্রদত্ত বলে মাত্র একটি তালাকই গণ্য হবে, তাই ফেরত নিতে বাধা নেই।)

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، أَحْسَنَ مِنْهُ، أَنَّ أَبَا رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ أَلْبَتَّةَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ.

দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তাঁর স্ত্রী বিচ্ছেদের কারণে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা তো একটি মাত্র তালাক (ধরতব্য)। হাদীস দুটির রাবী ইবনু ইসহাক্ব-বিতর্কিত রাবী[১]।[২]

(٩٢٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৯২০ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিনটি ব্যাপারে পাকাপোক্তভাবে কথা বলা ও হাসি-ঠাট্টা করে কথা বলা উভয়ই বাস্তব বলে গণ্য হবে- ঐগুলো হচ্ছে- বিয়ে, তালাক ও রাজাআত (তালাকের পর স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা)[৩]।[৪]

وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: «الطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ، وَالنِّكَاحُ».

وَلِلْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ، مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، رَفَعَهُ: «لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ». وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) হতে একটা মারফূ হাদীস যা হারিস ইবনু আবূ উসামার মধ্যস্থতায় বর্ণিত হয়েছে; তিনটি ব্যাপারে খেল-তামাশা চলে না। তালাক, বিয়ে ও দাসমুক্তিতে। যে এ প্রসঙ্গে কথা বলবে তার উপর তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে- এর সনদ দুর্বল।

[১]তিনি একজন সিক্বাহ রাবী, উস্তাদের নাম উল্লেখ থাকায় তাঁর এ রিওয়ায়াতে কোন দুর্বলতা নেই- মিশরীয় ছাপা, বুলূগুল মারামের টীকা দ্রষ্টব্য।

[২]আবূ দাউদ অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে সূত্রটি এর থেকে উত্তম- তাতে আছে, অবশ্য আবূ রুকানা তাঁর স্ত্রী সুহাইমাকে 'বাত্তা তালাক' দিয়েছিলেন। আর তিনি বলেছিলেন, 'আমি তো এতে একটি মাত্র তালাকেরই ইচ্ছা করেছিলাম। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাঁর স্ত্রীকে ফেরত দিয়েছিলেন।

ইমাম বুখারী, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম নাসাঈ, ইবনু হাযম আনসারী (রহঃ) প্রমুখ হাদীসটিকে প্রমাণের অযোগ্য বলেছেন।

[৩]আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। হাকিম সহীহ বলেছেন। অন্য একটি দুর্বল সূত্রে ইবনু আদীর বর্ণনায় আছে, (এ তিনটি হচ্ছে) তালাক, দাসমুক্তি ও বিয়ে।

[৪]বিয়ে, তালাক, রাজাআত, দাসমুক্তির ব্যাপারে 'আমি হাসি-ঠাট্টার ছলে এরূপ বলেছিলাম' বলা চলবে না।

(٩٢١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَكَلَّمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯২১ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মাতের ঐসব বিষয়গুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে বিষয়গুলো তাদের মনে উদ্রেক হয় যতক্ষণ তারা তা কার্যে পরিণত করে বা মুখ ফুটে না বলে ফেলে[১]।[২]

(٩٢٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يَثْبُتُ.

৯২২ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অবশ্য আল্লাহ্ আমার উম্মাতের চুকে যাওয়া, ভুলে যাওয়া আর তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে জবরদস্তি করে কোন কথা বলিয়ে বা কোন কাজ করিয়ে নিলে তা আল্লাহ্ ধরবেন না[৩]।[৪]

(٩٢٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ، لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلِمُسْلِمٍ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ يَمِينٌ، يُكَفِّرُهَا.

৯২৩ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে হারাম বলে ঘোষণা করে তবে তা কোন ধরতব্যের ব্যাপার হবে না। তিনি আরো বলেছেন ঃ অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে[৫]।[৬]

মুসলিমে আছে, যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম বলে ব্যক্ত করে তখন তা সপথ বা কৃসম বলে গণ্য হয়– তার জন্য তাকে কৃসমের কাফ্‌ফারা দিতে হয়।

---

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]বহু পাপের কথাই মানুষের মনে এসে যায় কিন্তু ঐগুলি ধরা হলে কারো পক্ষে রেহাই পাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌র হাজার হাজার শুকর যে তা আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তালাক শব্দ উচ্চারণ না করা পর্যন্ত মনের কথায় তালাক সাব্যস্ত হয় না। তালাকের কথা হাতে লেখা বা কাউকে দিয়ে লেখানো হলে তা তালাক বলে সাব্যস্ত হবে– উর্দু টীকা।

[৩]ইবনু মাজাহ, হাকিম; আবূ হাতিম বলেছেন– এর সনদ ঠিক নয়।

[৪]কুরআনের আয়াত 'ইল্লা মান উকরিহা অকালবুহু মুৎমায়িন্নুন' (অর্থ– তবে ঐসব মানুষকে রেহাই দেয়া হবে যাদের অন্তর ঠিক থাকা সত্ত্বেও জবরদস্তি করে মনের বিপরীতে তাদের দ্বারা কিছু (পাপ) করান হবে।) এ হতে জবরদস্তির তালাককেও অবৈধ করা হয়েছে– উর্দু টীকা হতে।

[৫]বুখারী।

[৬]ঐরূপ কিছু বলা হলে কাফ্‌ফারা স্বরূপ দাস মুক্তি বা দশজন দরিদ্রকে খাদ্য বা বস্ত্র দান অথবা ৩ দিন রোযা রাখা অধিক যুক্তিযুক্ত। পরের হাদীসে বোঝা যাচ্ছে প্রকৃতপক্ষে হালাল বস্তু ঐরূপ বলার জন্য হারাম হয়ে যায় না। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হারাম বলার জন্য হালাল বস্তু মধু হারাম হয়নি।

(٩٢٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَدَنَا مِنْهَا: قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَالَ: «**لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ**». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯২৪ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; জওনের কন্যাকে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বিয়ে দেওয়ার জন্য আনা হয় ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকটে অগ্রসর হন তখন মেয়েটি বলে ওঠে 'আমি আপনার থেকে আল্লাহ্‌র নিকটে পানাহ (আশ্রয়) চাচ্ছি।' এটা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'তুমি তো মহান আল্লাহ্‌র নিকটে আশ্রয় চাইলে'– তুমি তোমার পরিবারের নিকটে চলে যাও।[১]

(٩٢٥) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ**». رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ، وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضاً.

৯২৫ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিবাহ সম্পাদনের আগে তালাক নেই, আর দাস-দাসীর উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার আগে দাসত্ব মুক্তি নেই।[২]

মিসওয়ার ইবনু মাখরামা হতে ইবনু মাজাহ একটি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, সনদটি হাসান (সহীর কাছাকাছি) হলেও কিছুটা ত্রুটিযুক্ত।

[১]বুখারী।
[২]আবূ ইয়ালা; হাকিম সহীহ্ বলেছেন, এর সনদটির মধ্যে কিছু দুর্বলতা রয়েছে।

(٩٢٦) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَنَقَلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ.

৯২৬ ঃ আম্‌র ইবনু শুআইব (রাঃ) হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার আগে কোন নযর মানা চলবে না, ঐরূপ মালিকানা প্রতিষ্ঠার আগে কোন দাসত্ব মুক্তি নেই, বিবাহ সম্পাদনের আগে তালাক নেই।[১]

(٩٢٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৯২৭ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই বলেন ঃ কলমের ক্রিয়া তিন প্রকার মানুষের উপর কার্যকরী করা হবে না। ঘুমন্ত ব্যক্তির উপর তার জাগ্রত হওয়ার আগে, বালকের উপর তার বয়স্ক হওয়ার আগে, পাগলের উপর তার জ্ঞান ফেরার আগে।[২]

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী– তিনি সহীহ বলেছেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে এটি সর্বাধিক সহীহ্।

[২]আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। হাকিম সহীহ বলেছেন।

৮ম পরিচ্ছেদ

باب الرجعة

রাজআতের (স্ত্রী ফেরত) বিবরণ

(٩٢٨) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ، فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هٰكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ: (أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ؟ فَلْيُشْهِدِ الْآنَ) وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي رِوَايَةٍ (وَيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ).

৯২৮ ঃ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি ঐ লোক প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলেন, যে ব্যক্তি তালাক দিয়ে রাজআত করে (স্ত্রীকে ফেরত নেয়) কিন্তু এই ফেরত গ্রহণের কোন স্বাক্ষী রাখে না। তিনি বলেন, স্ত্রীর তালাকের ও তার রাজআতের উপর স্বাক্ষী রাখবে; আবূ দাউদ এরূপ মাওকুফ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন, এ হাদীসের সনদ সহীহ।

ইমাম বাইহাক্বী অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন ঃ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) এমন ব্যক্তি প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন ঃ 'যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর ফেরত নেয় কিন্তু ফেরত নেয়ার স্বাক্ষী করে রাখে না।'

তিনি এর উত্তরে বলেছিলেন– 'এটা ইসলামের নিয়ম নয়। বরং সে এখন তার স্বাক্ষী করে রাখুক, তাবারানীর বর্ণনায় আরো অতিরিক্ত আছে যে, আর সে আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা চাক।

(٩٢٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: «مُرْهُ، فَلْيُرَاجِعْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯২৯ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য তিনি যখন তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিতা উমার (ফারুক' রাঃ)-কে বলেছিলেন, আপনার পুত্র ইবনু উমার (আবদুল্লাহ্)-কে হুকুম করুন সে তার স্ত্রীকে ফেরত নিক।[২]

[১]তালাক দেওয়া ও ফেরত নেয়া উভয় কাজের জন্য স্বাক্ষী রাখা জরুরী।

[২]বুখারী, মুসলিম।

৯ম পরিচ্ছেদ

باب الإيلاء والظهار والكفارة

ঈলা, যিহার ও কাফ্ফারা

(٩٣٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَاماً، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

৯৩০ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য 'ঈলা' (ক্বসম) করেছিলেন এবং বৈধ কাজকে (নিজের জন্যে) অবৈধ করেছিলেন এবং তিনি তাঁর এইরূপ ক্বসম ভঙ্গ করার জন্য কাফ্ফারা প্রদান করেছিলেন।[১]

(٩٣١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ الْمُوْلِيْ، حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

৯৩১ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; ঈলাকারীর চার মাস পার হয়ে গেলে তাকে বিচারকের নিকটে আটক করা হবে– যতক্ষণ না সে তালাক দেয়, আর তালাক হবে না যতক্ষণ না (স্বামী) তালাক প্রদান করবে।[২]

(٩٣٢) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كُلُّهُمْ يَقِفُونَ الْمُوْلِي. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.

৯৩২ ঃ সাহাবী সুলাইমান ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি দশ জনেরও বেশি সাহাবীকে দেখেছি তাঁরা ঈলাকারীদেরকে বিচারের জন্য হাজির করেছেন।[৩]

(٩٣٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَوَقَّتَ اللهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

৯৩৩ ঃ সাহাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ জাহিলিয়াতের যুগের ঈলা এক বৎসর ও দু বৎসর কাল দীর্ঘ হতো। আল্লাহ্ ঐ দীর্ঘ সময়কে চার মাসের মধ্যে সীমিত করে দিয়েছেন। ফলে যদি তা চার মাসের কম হয় তবে ঈলা বলে গণ্য হবে না।[৪]

---

[১]তিরমিযী, রাবীগুলো নির্ভরযোগ্য।
[২]বুখারী।
[৩]শাফিঈ।
[৪]বাইহাকী।

(٩٣٤) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: «**فَلاَ تَقْرَبْهَا، حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ**». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ فِيهِ: «كَفِّرْ وَلاَ تَعُدْ».

৯৩৪ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন একজন তার স্ত্রীর সাথে জিহার করার পর তার সাথে সহবাস করে ফেলে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে একথা প্রকাশ করে যে, আমি তো আমার কাফ্ফারা না দিয়েই স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর আদেশ পালন না করে স্ত্রীর নিকটে যেও না।[১]

বায্যার অন্য সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে আছে, তুমি তোমার এ কাজের জন্য (কৃসম ভঙ্গের জন্যে) কাফ্ফারা দাও, এরূপ আর করবে না।

(٩٣٥) وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَانْكَشَفَ لِي شَيْءٌ مِنْهَا لَيْلَةً، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**حَرِّرْ رَقَبَةً**». فَقُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلاَّ رَقَبَتِي. قَالَ: «**فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ**»، قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلاَّ مِنَ الصِّيَامِ، قَالَ: «**أَطْعِمْ عَرَقاً مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِيناً**». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ.

৯৩৫ ঃ সাহাবী সালামা ইবনু সাখ্র (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রামাযান মাস এসে যাওয়ার পর আমার মনে ভয়ের উদ্রেক হল যে, হয়তো আমি আমার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে বসব। তাই আমি জিহার করলাম অতঃপর আমি তার নিকটবর্তী হলাম, এমতাবস্থায় তার একটি অংশ (হাঁটুর নিম্নাংশ) রাত্রে আমার সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল; ফলে আমি তাঁর উপরে পড়ে গেলাম (সহবাস করে ফেললাম)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একটি দাস মুক্ত কর। আমি বললাম, আমি দাসের মালিক নই–কেবল আমি নিজেরই মালিক। তিনি বলেন ঃ একাধিক্রমে দুই মাস রোযা রাখ। আমি বললাম, আমি রোযা রাখার জন্যেই তো এ বিপদে পড়েছি। তিনি বলেন ঃ তবে তুমি ষাট জন দরিদ্রকে এক অরাক বা ফারাক (আনুমানিক ৪৫ কেজি ওজনের) খেজুর খাইয়ে দাও[২]।[৩]

---

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী সহীহ বলেছেন, নাসাঈ এর ইরসাল হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

[২]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু জারূদ একে সহীহ বলেছেন।

[৩]কাফ্ফারা আদায়ে অপারগ হলে ক্ষমা পেয়ে যাবে বলে কিছু সংখ্যক আলিম মন্তব্য করেছেন।

১০ম পরিচ্ছেদ

باب اللعان

পরস্পরের প্রতি অভিশাপ প্রদান

(٩٣٦) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ: «إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ، وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ»، قَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا كَذَلِكَ، قَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৩৬ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; ওমুক ব্যক্তি (উওয়াইমির আজলানী) বলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি বলেন, আমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখে তবে সে কি করবে? যদি সে একথা ফাঁস করে দেয় তবে তা বিরাট ব্যাপার হয়ে যাবে। আর যদি চুপ থেকে যায় তবে তাকে এরূপ বিরাট ব্যাপারে চুপ থাকতে হবে। এরূপটা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোন উত্তর দিলেন না। এরপর আর একদিন সে এসে বললো ঃ যে প্রশ্ন আমি আপনাকে করেছিলাম তাতেই আমি আজ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি বা জড়িয়ে পড়েছি। ফলে আল্লাহ্ (এর সমাধানকল্পে) সূরা নূরের আয়াতগুলো অবতীর্ণ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ঐসব আয়াত পড়ে শুনালেন এবং তাকে উপদেশ দিলেন ও জানালেন যে, পরকালের শাস্তি হতে ইহকালের শাস্তি অনেক হালকা (লঘু) এরপর সাহাবী উয়াইমির (রাঃ) বলেন ঃ না, আপনাকে যিনি সত্য সহকারে নাবী করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম আমি মিথ্যা বলছিনা। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীকে ডাকালেন, তাকে উপদেশ দিলেন অনুরূপভাবে। মেয়েটি বললো না, তা নয়, সত্য সহকারে যে আল্লাহ্ আপনাকে নাবী করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, তিনি (আমার স্বামী) মিথ্যা বলেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের চারটি সাক্ষী আল্লাহ্র কসম যোগে চারবার গ্রহণ করলেন। অতঃপর মহিলার কাছ থেকেও অনুরূপ সাক্ষী গ্রহণ করলেন আর তাদের মধ্যের বিয়ের সম্পর্ক ছেদ করে দিলেন।[১]

[১]মুসলিম।

(٩٣٧) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَالِي؟ فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৩৭ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুজন লিআনকারী স্বামী স্ত্রীকে বলেন ঃ তোমাদের প্রকৃত হিসাব (বিচার) আল্লাহ্‌র নিকটে। তোমাদের একজন (অবশ্যই) মিথ্যাবাদী– এরপর তোমার স্ত্রীর উপর তোমার কোন হাত থাকল না। পুরুষটি বললো আমার মাল (মোহরানায় দেওয়া বস্তু) কি হবে? তিনি বলেন ঃ তুমি যদি তাকে অপবাদ না দিয়ে সত্যই বলে থাক তবে তোমার মাল তোমার স্ত্রীর লজ্জাস্থান তুমি ব্যবহার করেছ তার বিনিময়ে হবে। আর যদি মিথ্যা বলে তার উপর অপবাদ দিয়ে থাক তবে তো তুমি তার থেকে অনেক দূরেই চলে গেলে। (মালের দাবী করা সম্পূর্ণ অবান্তর ও অন্যায় হবে)।[১]

(٩٣٨) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ، سَبِطاً، فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ، جَعْداً، فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৩৮ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– (গর্ভবতী স্ত্রীকে অপবাদ দেওয়া হলে) তোমরা মেয়ের উপর লক্ষ্য রাখো যদি সন্তান পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট সাদা রংয়ের হয় ও কৃশাকৃতি স্বামীর অনুরূপ দেহাকৃতি বিশিষ্ট হয়। তবে তা তার স্বামীরই হবে, আর যদি তা না হয়ে সুর্মালী চোখ ও নাটা কদের হয় তবে যার সাথে তার ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া হয়েছে তার হবে[২]।[৩]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]এটা লিআনের বিশেষ ঘটনা। এ থেকে এই ফায়সালা নেয়া যাবে– স্বামীর মত সন্তানের অবয়ব হলে সন্তানটি স্বামীর অধিকারে আসবে অন্যথায় সন্তান স্ত্রীর অধিকারে থাকবে। 'লিআন' যথারীতি সম্পাদিত হবে– সন্তান প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষার প্রয়োজন করবেনা।

(٩٣٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا مُوجِبَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

৯৩৯ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন একজনকে (লিআনের ক্বসম করার সময়) ৫ম দফায় তার হাত তার মুখে রাখবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন এটা (৫ম দফাটি) বিচ্ছেদকে ও মিথ্যাবাদীর শাস্তিকে নিশ্চিতকারী।[১]

(٩٤٠) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ - قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا، قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৪০ ঃ সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি দুজন লিআনাকারীর ঘটনা সম্পর্কে বলেন, যখন তারা স্বামী-স্ত্রী তাদের লিআন কার্য সমাধা করলো পুরুষটি বললো, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছি বলে সাব্যস্ত হবো, যদি আমি তাকে রেখে দেই। তারপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ লাভের আগেই তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিল[২]।[৩]

[১]আবূ দাউদ, নাসাঈ। এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]তালাক নিষ্প্রয়োজন ছিল, সে অজ্ঞতার কারণে না বুঝেই তালাক দিয়েছিল কারণ লিআনের দ্বারাই বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। তার এরূপ তালাক প্রদান শারীআতী ব্যবস্থার সাথে কোন সম্পর্কই রাখে না।

(٩٤١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لاَ تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ، قَالَ: «غَرِّبْهَا»، قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي، قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِلَفْظِ «قَالَ: «طَلِّقْهَا» قَالَ: لاَ أَصْبِرُ عَنْهَا، قَالَ: «فَأَمْسِكْهَا».

৯৪১ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে অভিযোগ জানাল, আমার স্ত্রী কোন স্পর্শকারীর হাতকে প্রত্যাখ্যান করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে দূর করে দাও। সে বললো ঃ তাকে মন থেকে দূর করতে পারব না বলে ভয় হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তবে তাকে উপভোগ করতে থাক।[১]

ইমাম নাসাঈ অন্য সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে এরূপ শব্দে বর্ণনা করেছেন- 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি তাকে তালাক দাও, সে বললো ঃ আমি তাকে ছেড়ে ধৈর্য রাখতে পারব না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তবে তাকে রেখে দাও।[২]

[১]আবূ দাউদ, বায্যার, রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।
[২]মেয়েটি স্বামীর মালপত্রের সংরক্ষণের ব্যাপারে কোন যত্ন নিত না।

(٩٤٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

৯৪২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি দুজন লিআনকারীর প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলছিলেন ঃ যে রমণী ভিন্ন গোত্রের মানুষকে তার স্বামীর গোত্রের মধ্যে প্রবেশ করানোর মত খারাপ কাজ করবে তার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকবে না। আল্লাহ্ তাকে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। পক্ষান্তরে যে পুরুষ নিজের সন্তানকে অস্বীকার করবে আর সে তার প্রতি স্বয়ং দেখছে, আল্লাহ্ তাঁর দর্শন হতে তাকে বঞ্চিত রাখবেন; আর আগে-পরের যাবতীয় সৃষ্টির সামনে আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করবেন।[১]

(ব্যভিচার দ্বারা সন্তানের বংশে যে হেরফের ঘটে তার জন্য ব্যভিচারি পুরুষ ও ব্যভিচারিণী মহিলা আল্লাহ্‌র ক্রোধভাজন হয়ে জাহান্নামবাসী হয়।)

(٩٤٣) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ.

৯৪৩ ঃ উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন সন্তানের প্রতি তার সন্তান হওয়ার স্বীকৃতি এক মুহূর্তের জন্য দান করবে সে তার ঐ স্বীকৃতিকে আর উড়িয়ে দিতে পারবে না।[২]

[১] আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ; ইবনু হিব্বান একে সহীহ বলেছেন।
[২] বাইহাকী, আর এটা হাসান হাদীস ও মাওকুফ সনদের।

(٩٤٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاماً أَسْوَدَ، قَالَ: «**هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟**» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «**فَمَا أَلْوَانُهَا؟**» قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «**هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟**» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «**فَأَنَّى ذَلِكَ؟**» قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: «**فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ**».

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ» وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ».

৯৪৪ ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন এক ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার স্ত্রী একটি কাল রং-এর পুত্র সন্তান প্রসব করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, তোমার কিছু উট আছে? সে বললো, হ্যাঁ, আছে। তিনি বলেন ঃ ঐগুলোর রং কি? সে বললো লাল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার মধ্যে কোন'টি কি মেটে রংয়ের আছে? সে বললো ঃ হ্যাঁ, তা আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তবে তা কোত্থেকে এলো? সে বললো ঃ সম্ভবত ঐটি কোন শিরা অবলম্বন করে এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তবে তোমার ঐ পুত্রকেও বংশের কোন লোকের শিরা (প্রভাবিত করায় সে কালো রং বিশিষ্ট) হয়েছে।[১]

মুসলিমের অন্য রিওয়ায়াতে আছে, সে তার সন্তানের রং কালো বলে অভিযোগ করার পর তাকে অস্বীকার করার প্রতি ইঙ্গিত করছিল। আর (রাবী) হাদীসের শেষাংশে আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানটিকে অস্বীকার করার অধিকার তাকে দেননি।

[১] বুখারী, মুসলিম।

১১শ পরিচ্ছেদ

باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك

ইদ্দাত পালন, শোক প্রকাশ, জরায়ু শুদ্ধিকরণ ইত্যাদি

(٩٤٥) عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

৯৪৫ ঃ মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রাঃ) হতে বর্ণিত; সুবাইআ' আস্‌লামিয়া (রাঃ) তাঁর স্বামীর ইন্তিকালের কয়েক দিন যেতেই সন্তান প্রসব করেন, এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে নিকাহ করার জন্য অনুমতি চান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন, ফলে সে মহিলা বিবাহ করলো।[১]

এর মূল হাদীস বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। তাতে আছে, তিনি তাঁর স্বামীর মৃত্যুর ৪০ দিন পর সন্তান প্রসব করেছেন।[২]

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.

আর মুসলিমের শব্দে এসেছে, ইমাম যুহরী (তাবিয়ী) রক্তস্রাব হওয়া অবস্থায় বিয়ে হওয়াতে ত্রুটি নেই বলে মনে করতেন, কিন্তু পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্বামী যেন তার নিকটবর্তী না হয়। (অর্থাৎ এ অবস্থায় সহবাস নিষিদ্ধ।)

(٩٤٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ.

৯৪৬ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; বারীরা নাম্নী দাসীকে তিন ঋতু ইদ্দাত পালনের জন্য হুকুম করা হয়েছিল[৩]।[৪]

---

[১]বুখারী।

[২]স্বামীর ইন্তিকাল ও তালাকের পর গর্ভবতী স্ত্রীর ইদ্দাত সন্তান প্রসব পর্যন্তই– তার বেশি নয়।

[৩]ইবনু মাজাহ। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য কিন্তু এর সনদে কিছু সূক্ষ্ম দোষ রয়েছে।

[৪]বারীরা আযাদ হওয়ার পর তাঁর দাস স্বামীর হতে বিয়ে বিচ্ছেদ করার অনুমতি লাভ করে এবং সে বিয়ে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিলে তাকে স্বাধীনা মেয়েদের মত তিন ঋতু ইদ্দাত পালনের জন্য আদেশ করা হয়।

(٩٤٧) وَعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৪৭ ঃ ইমাম শা'বী (রহঃ) ক্বায়িসের কন্যা ফাতিমা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য কোন খোর-পোষ ও অবস্থান সংক্রান্ত ব্যবস্থার দায়িত্ব স্বামীর উপরে নেই।[১]

(٩٤٨) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلْ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ: «وَلَا تَخْتَضِبْ». وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَلَا تَمْتَشِطْ».

৯৪৮ ঃ উম্মু আতীয়াহ্ হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন রমণী যেন কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক প্রকাশের নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা পালন না করে। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোকের নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা মেনে চলবে। সম্পূর্ণ রঙ্গীণ কাপড় পরবে না, তবে রঙ্গীন সুতোর কাপড় পরতে পারবে, সুরমা ব্যবহার করবে না, সুগন্ধি দ্রব্য লাগাবে না। তবে পবিত্রতা অর্জনের জন্য কিছু কুস্ত বা আযফার সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে।[২]

(٩٤٩) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبِرًا، بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ»، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ؟ قَالَ: «بِالسِّدْرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

৯৪৯ ঃ উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমার স্বামী আবূ সালামার ইন্তিকাল হওয়ার পর আমি আমার চোখে 'মুসাব্বার' লাগিয়ে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এতে তো চেহারাকে লাবণ্য দান করে, ফলে তুমি এটা লাগাবে না, লাগালে রাতে লাগাবে আর দিনের বেলায় তাকে মুছে ফেলবে, আর সুগন্ধি দ্বারা কেশ বিন্যাস করবে না এবং হেনা (মেহেদি) লাগাবে না। কেননা এটা হচ্ছে খিযাব।

উম্মু সালামা বলেন ঃ তবে আমি কোন্ বস্তু দিয়ে চুল আঁচড়াবো? তিনি বলেন, কুলের পাতা (বেটে) দিয়ে।[৩]

---

[১] মুসলিম।
[২] বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো মুসলিমের। আবূ দাঊদ ও নাসাঈতে অতিরিক্তভাবে আছে, 'খিযাব' ব্যবহার করবে না আর নাসাঈতে আছে চিরুণী লাগাবে না।
[৩] আবূ দাঊদ, নাসাঈ। এর সনদ হাসান।

(٩٥٠) وَعَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ قَالَ: لَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৫০ ঃ উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন রমণী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার কন্যার স্বামী ইন্তিকাল করেছে– আর তার চোখ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, আমি কি তার চোখে সুরমা ব্যবহার করব? তিনি বলেন, না[১]।[২]

(٩٥١) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৫১ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমার খালাকে তালাক দেওয়া হলে তিনি তাঁর খেজুর গাছের ফল নামাবেন বলে ইচ্ছা করেন। কোন লোক তাঁকে বের হওয়ার জন্য ধমকালেন। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, তুমি তোমার খেজুর ফল নামাবে। কেননা তুমি (এর থেকে) অচিরে সাদকা করবে ও অন্যান্য সৎ কাজও করবে।[৩]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]প্রসাধনী সামগ্রী ছাড়া অন্য ঔষধ ব্যবহার করতে পারবে– মিশরীয় টীকা।
[৩]মুসলিম।

(٩٥٢) وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ، أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ، فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي، فَقَالَ: اُمْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذٰلِكَ عُثْمَانُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالذُّهْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ.

৯৫২ ঃ মালিকের কন্যা ফুরাইয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত; তার স্বামী স্বীয়-পলাতক ক্রীতদাসদের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। ফলে তারা তাকে হত্যা করে ফেলে, তিনি বলেন ঃ আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমি আমার পিতার কাছে ফিরে যাই। কেননা আমার স্বামী আমার অবস্থানের জন্য তাঁর কোন বাসগৃহ ও খাদ্য দ্রব্য রেখে যাননি। তিনি বলেন ঃ তাইতো, তারপর আমি যখন ঘরে রয়েছি, তিনি আমাকে ডেকে বলেন ঃ তুমি তোমার ঘরেই থেকে যাও- যতক্ষণ না তোমার ইদ্দাতের ধার্য সময় পূর্ণ না হয়। তিনি (ফুরাইয়া) বলেন ঃ আমি চার মাস দশ দিন সেখানে থাকলাম। তিনি বলেন ঃ এইরূপ ফায়সালা তৃতীয় খালিফা উসমান (রাঃ)ও করেছিলেন।[১]

(٩٥٣) وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ: فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৫৩ ঃ ক্বাইস কন্যা ফাতিমা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার স্বামী আমাকে অবশ্য যথারীতি তিন তালাক দিয়েছেন। আমার ভয় হচ্ছে, হয়তো আমার উপর চড়াও হয়ে যেতে পারে। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশক্রমে ঐ স্থান পরিবর্তন করে ফেলেন।[২]

---

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী, যুহলী, ইবনু হিব্বান, হাকিম ও অন্যান্য ইমামগণ একে সহীহ বলেছেন।

[২]মুসলিম।

(٩٥٤) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لاَ تُلْبِسُوْا عَلَيْنَا: سُنَّةُ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالانْقِطَاعِ.

৯৫৪ ঃ আমর ইবনুল আস্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমাদের নাবীর সুন্নাত (নিয়ম) আমাদের নিকটে অস্পষ্ট ও ঘোলাটে করে তুলবে না (যাতে আমরা তা থেকে বিমুখ হয়ে না পড়ি)। তার মধ্যে এটাও রয়েছে যে, উম্মু ওয়ালাদ রমণীর মনিবের মৃত্যুতে উম্মু ওয়ালাদ শ্রেণীর রমণীকে চার মাস দশ দিন ইদ্দাত পালন করতে হবে[১]।[২]

(٩٥٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، فِي قِصَّةٍ، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

৯৫৫ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আকরা' শব্দের অর্থ ঋতুর পরবর্তী আতহার বা পবিত্র কাল[৩]।[৪]

(٩٥٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: طَلاَقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعاً، وَضَعَّفَهُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ.

৯৫৬ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ ক্রীতদাসীর তালাক মাত্র (দু'দফায়) দু'তালাক আর তার ইদ্দাত দু'ঋতু কাল।[৫]

আর আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। একে ইমাম হাকিম সহীহ বলেন ঃ অন্যান্য মুহাদ্দিস এতে অমত করে এর যঈফ হওয়াতে ঐক্যমত হয়েছেন।

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ; ইমাম হাকিম একে সহীহ বলেছেন; ইমাম দারাকুতনী– ছিন্ন সনদ হওয়ার দুর্বলতা আরোপ করেছেন।

[২]উম্মি ওয়ালাদ বলে ঐসব ক্রীতদাসীকে যার পেটে মনিবের ঔরসজাত সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ঐরূপ রমণীকে মনিবের বিক্রয় করার অধিকার থাকে না।

[৩]মালিক, আহমাদ এবং নাসাঈ একটি সহীহ সনদে কোন এক ঘটনা উপলক্ষে।

[৪]আরবী 'কুরউন্' শব্দ ঋতু ও তার পরবর্তী পবিত্রকাল উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ হাদীসে ইদ্দ পালনের জন্য পবিত্রকাল অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

[৫]দারাকুতনী, মারফু সনদে, তবে তিনি একে যঈফ বলেছেন।

(৯৫৭) عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «**لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ**». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ الْبَزَّارُ.

৯৫৭ ঃ সাবিত পুত্র রুয়াইফী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন পরকালে বিশ্বাসী মু'মিন মানুষের জন্য বৈধ হবে না যে সে নিজের পানি অপরের লাগান ক্ষেত-ফসলকে পান করাবে।

(অর্থাৎ অন্যের দ্বারা সঞ্চারিত ভ্রূণ গর্ভে থাকা অবস্থায় গর্ভবতীর সঙ্গে সঙ্গম করা বৈধ হবে না।)[১]

(৯৥৮) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ، تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ.

৯৫৮ ঃ নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর স্ত্রীর ব্যবস্থা প্রসঙ্গে দ্বিতীয় খালিফা উমার (রাঃ) চার বছর অপেক্ষা করার জন্য বলেছেন। চার বছর পূর্ণ হলে চার মাস দশ দিন সে ইদ্দাত পালন করবে।[২]

(৯৫৯) وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ**». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

৯৫৯ ঃ মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির খোঁজ-খবর তার স্ত্রীর নিকটে না পৌছান পর্যন্ত ঐ স্ত্রী তারই থাকবে।[৩]

(৯৬০) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ**». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

৯৬০ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিয়ে করেছে এমন পুরুষ (স্বামী) বা মাহ্‌রাম ছাড়া কোন পুরুষ যেন কোন রমণীর সঙ্গে রাত্রিযাপন না করে।[৪]

(৯৬১) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «**لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ**». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

৯৬১ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিজের মাহ্‌রাম ছাড়া কোন রমণীর সাথে কোন পুরুষ যেন নিরালাভাবে অবস্থান না করে।[৫]

---

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু হিব্বান সহীহ এবং বায্‌যার হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।
[২]মালিক ও শাফিঈ বর্ণনা করেছেন।
[৩]দারাকুতনী, দুর্বল সনদে।
[৪]মুসলিম। মাহ্‌রাম ঃ ধর্মতঃ যে মহিলার সঙ্গে বিয়ে করা হারাম।
[৫]বুখারী।

(٩٦٢) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «**لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً**». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ.

৯৬২ ঃ আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওতাসের যুদ্ধের যুদ্ধ বন্দীনীদের প্রসঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন। গর্ভধারিণীর সাথে প্রসব না করা পর্যন্ত এবং গর্ভধারিণী নয় এমন রমণীদের সাথে একটি ঋতু অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা যাবে না।[1] দারাকুতনীতে এ হাদীসের সহযোগী একটি হাদীস ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।[2]

(٩٦٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «**الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ، وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فِي قِصَّةٍ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ.

৯৬৩ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্ত্রী যার বিছানায় শয়ন করে ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান তারই হবে আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর রয়েছে। (অর্থাৎ ব্যভিচারীর কোন অধিকার সাব্যস্ত হবে না)।[3]

আয়িশা (রাঃ) হতে একটি ঘটনা প্রসঙ্গে রয়েছে।

ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে নাসাঈতে। উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত; আবূ দাউদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

---

[1] আবূ দাউদ, হাকিম সহীহ বলেছেন।

[2] তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ঋতুবতী হলে ও তার সাথে সহবাস ঘটে থাকলে, তার তালাকের ইদ্দাত হবে, তিন ঋতুকাল। মতান্তরে তিন তোহর। যদি সহবাস ঘটে না থাকে তবে তার ইদ্দাত পালন নেই। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি ঋতুবতী না হয় ও তার সাথে সহবাস ঘটে থাকে তবে তার ইদ্দাত হবে তিন মাস।
গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হলে তার ইদ্দাতকাল হবে সন্তান প্রসবের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বা গর্ভপাত হলে গর্ভপাত পর্যন্ত।
যে রমণীর স্বামী মারা যায়, তার ইদ্দাতকাল চার মাস দশ দিন। যদি সে গর্ভবতী থাকে তবে ইদ্দাতকাল হবে সন্তান প্রসব করার আগে পর্যন্ত।
যে রমণীর স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে, বিশেষ প্রাধান্য প্রাপ্ত মতানুযায়ী চার বছর কাল অপেক্ষা করার পর সে শারীআতী আইনের বিধায়কের নিকট ফায়সালা গ্রহণ করবে, এ ফায়সালা গ্রহণের সময় হতে চার মাস দশ দিন ইদ্দাত পালন করার পর সে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

[3] বুখারী, মুসলিম।

১২শ পরিচ্ছেদ

باب الرضاع
সন্তানকে দুধ খাওয়ান

(٩٦٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

৯৬৪ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একদফা বা দু'দফা দুধ খাওয়া বৈবাহিক সম্পর্ককে হারাম করে না।[১]

(٩٦٥) وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «اُنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৬৫ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মেয়েরা, তোমরা লক্ষ্য করবে কারা তোমাদের দুধ ভাই কেননা দুধ সম্পর্কের জন্য ধরতব্য হচ্ছে– ক্ষুধা নিবারণের দুধ পান।[২]

(অর্থাৎ দুধ সম্পর্কের জন্য যেসব শর্তাবলী রয়েছে সেইসব শর্তের বিদ্যমানতার প্রতি লক্ষ্য রেখে দুধ সম্পর্ক আরোপ করতে হবে– বিশেষতঃ ক্ষুধা নিবারণের তাগিদে যেন দুধ খাওয়ান হয়। বিষয়টিকে হাল্‌কা করে দেখা উচিত নয়।)

(٩٦٦) وَعَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنَّ سَالِماً مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا، فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، فَقَالَ: «أَرْضِعِيهِ، تَحْرُمِي عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৬৬ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; সুহাইলের কন্যা সাহ্‌লা এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হুযাইফার আযাদ কৃতদাস সালিম আমাদের সাথে আমাদের বাড়ীতেই রয়েছে. এবং সে পুরুষের যোগ্য পুরুষত্ব লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ তাকে তোমার দুধ পান করাও তুমি তার জন্য হারাম হয়ে যাবে[৩]।[৪]

---

[১]মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]মুসলিম।
[৪]এরূপ প্রয়োজনের তাগিদে বয়স্কদেরকেও দুধ খাইয়ে দুধ সম্পর্ক কায়িম করা যায়। এটা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

(٩٦٧) وَعَنْهَا أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ، قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَخْبَرْتُهُ الَّذِي صَنَعْتُهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ، وَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৬৭ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; পর্দার আইন চালু হয়ে গেলে আবূ কুআইসের ভাই আফ্‌লাহ্ আয়িশার নিকটে আসার অনুমতি চাইবেন বলে এলেন। আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করে দিলাম। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন তখন আমি আমার অনুমতি না দেওয়ার কথা তাঁকে জানালাম। তিনি তা শুনে তাকে আমার নিকটে প্রবেশের অনুমতি দেবার আদেশ দিলেন। আর বলেন ঃ তিনি তো তোমার দুধ চাচা হচ্ছেন। (দুধ চাচাকে মাহরাম গণ্য করতে হবে)।[১]

(٩٦٨) وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৬৮ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; কুরআনে নাযিলকৃত আয়াতে এই বিধান ছিল যে, দশবার দুধ পান করলে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। তারপর পাঁচবার দুধ পান করার বিধান দ্বারা দশবার পান করার বিধান বাতিল করা হয়। এরূপ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল ঘটে এবং ঐ বিধানটি কুরআন হিসেবে পড়া হতে থাকে।[২]

---

[১] বুখারী, মুসলিম।
[২] মুসলিম। (পরে ইজমার ভিত্তিতে ঐ ৫টির পড়া বাতিল হয়ে যায়– ই.তুহাফ)

(٩٦٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৬৯ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযা (রাঃ)-এর কন্যার স্বামী হবেন ভাবা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে তো আমার জন্য হালাল নয়! কারণ সে তো আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। দুধ সম্পর্কের ঐগুলি হারাম হবে যেগুলো বংশ সম্পর্কের জন্য হারাম হয়।[১]

(٩٧٠) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ.

৯৭০ ঃ উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুধ পান দ্বারা হারাম সাব্যস্ত তখন হবে, যখন দুধ পান দ্বারা সন্তানদের পেট পূর্ণ হবে, আর তা দুধ পানের উপযুক্ত সময়ে হবে।[২]

(٩٧١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجَّحَا الْمَوْقُوفَ.

৯৭১ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; দু'বছর বয়সের মধ্যে দুধ পান ছাড়া দুধ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে না।[৩]

(٩٧٢) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

৯৭২ ঃ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে দুধ পান দ্বারা হাড় বর্দ্ধিত হয় এবং গোশ্ত বৃদ্ধি পায় এমন দুধ পান ছাড়া দুধ সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়না।[৪]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]তিরমিযী, তিনি ও হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।
[৩]দারাকুতনী, ইবনু আদী মারফূ' (পূর্ণ সূত্র) ও মাওকুফ (অপূর্ণ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং মাওকুফ হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন।
[৪]আবূ দাউদ।

(٩٧٣) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: كَيْفَ؟ وَقَدْ قِيلَ، فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

৯৭৩ ঃ উক্‌বা ইবনু হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি আবূ ইহাবের কন্যা উম্মু ইয়াহ্ইয়াকে বিয়ে করেছিলেন। তারপর কোন এক রমণী এসে বললো ঃ আমি তোমাদের (স্বামী-স্ত্রী) দুজনকে দুধ পান করিয়েছি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বলেন ঃ কিরূপে এটা চলবে? যখন তা বলা হলো। ফলে উক্‌বা তাঁর স্ত্রীকে বর্জন করলেন ও মেয়েটি অন্যকে বিয়ে করলো।[১]

(٩٧٤) وَعَنْ زِيَادٍ السَّهْمِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَى. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ.

৯৭৪ ঃ যিয়াদ সাহমী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কম বুদ্ধির মেয়েদের দুধ পান করাতে নিষেধ করেছেন।[২]

১৩তম পরিচ্ছেদ

باب النفقات

খোর-পোষের বিধান

(٩٧٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي، وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيكِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৭৫ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ উত্‌বার কন্যা আবূ সুফ্ইয়ানের স্ত্রী হিন্দা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আবূ সুফ্ইয়ান তো কৃপণ লোক, তিনি তো আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হয় এমন পরিমাণ খরচ দেন না— এমতাবস্থায় তাঁকে না জানিয়েই আমি তার মাল হতে যা নিই তাতে কি আমার কোন গুনাহ্ হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ন্যায্যভাবে তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হওয়ার মত তার মাল হতে নেবে।[৩]

---

[১]বুখারী।
[২]আবূ দাউদ মুর্সালরূপে যিয়াদের সাহাবিয়াত ছিল না।
[৩]বুখারী, মুসলিম।

(٩٧٦) وَعَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَخْطُبُ النَّاسَ، وَيَقُولُ: «يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ.

৯৭৬ ঃ তারিক মুহারিবী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ মাদীনায় আমাদের আগমনকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠে লোকদের জন্য খুত্‌বাহ (ভাষণ) দিচ্ছিলেন, তিনি তাতে বলছিলেন ঃ দাতার হাত উঁচু (মর্যাদা সম্পন্ন)। স্বজনদের মধ্যে দানের কাজ আরম্ভ কর। (যেমন)– তোমার মা, তোমার বাবা, তোমার বোন, ভাই; এইভাবে যে যত তোমার নিকট আত্মীয় (পর্যায়ক্রমে তাদেরকে দানে অগ্রাধিকার দাও।)[১]

(٩٧٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৭৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দাস, আহার ও পরিধেয় বস্ত্রের হাক্বদার, আর তাকে তার সামর্থের বেশি কাজের বোঝা দেওয়া যাবে না।[২]

(٩٧٨) وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ» — الْحَدِيثَ — وَتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ.

৯৭৮ ঃ হাকীম কুশাইরী (রাঃ) তাঁর পিতা মুআবিয়া হতে রিওয়ায়াত করেন, তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের স্ত্রীর হাক্ব তার স্বামীর উপর কতটুকু? তিনি বলেন ঃ তুমি যখন আহার করবে তখন তাকেও আহার করাবে; আর যখন তুমি বস্ত্র পরবে তখন তুমি তাকেও বস্ত্র পরাবে। মুখমণ্ডলে প্রহার করবে না। আর অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করবে না। হাদীসটি এর আগে বর্ণিত হয়েছে।

[১]নাসাঈ; ইবনু হিব্বান ও দারাকুতনী একে সহীহ বলেছেন।
[২]মুসলিম।

(٩٧٩) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ، قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: «**وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ**». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

৯৭৯ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; হাজ্জ সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদীসে মেয়েদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তোমাদের উপর তাঁদের আহার ও পোশাক ন্যায্যভাবে বহন করা ন্যস্ত রয়েছে।[১]

(٩٨٠) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ**». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ «**أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ**».

৯৮০ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার পোষ্যকে ভরণ-পোষণ না দিয়ে তাকে নষ্ট করে।[২]

(٩٨١) وَعَنْ جَابِرٍ، يَرْفَعُهُ، فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، قَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ، وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، كَمَا تَقَدَّمَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৮১ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; (মারফু সূত্রে) গর্ভবতী বিধবা মেয়েদের প্রসঙ্গে বলেন ঃ তাদের জন্য কোন খোর-পোষ দিতে হবে না।[৩]

(কেননা এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীর মালের ওয়ারিস হওয়ার সুযোগ বিধবা মেয়েদের জন্য রয়েছে) খরচ না পাওয়ার ব্যবস্থা ফাতিমা বিনতু ক্বাইসের হাদীস মূলে আগে সাব্যস্ত হয়েছে– মুসলিম।

(٩٨٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ، تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي**». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

৯৮২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উপরের হাত (দাতার হাত) নীচের (গ্রহীতার) হাত হতে উত্তম। দাতা তার দান কার্য তার পোষ্যদের মধ্যে আরম্ভ করবে। এমন না হয় যে, বিবি বলতে বাধ্য হবে– 'আমাকে খেতে দাও, না হয় তালাক দাও'।[৪]

---

[১]মুসলিম।
[২]নাসাঈ। মুসলিমের শব্দ এরূপ, 'সে তার পোষ্যের খোর-পোষ বন্ধ করে দেয়'।
[৩]বাইহাকী; এর বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ। কিন্তু সংরক্ষিত মতে তা মাওকুফ সনদের।
[৪]দারাকুতনী, এর সনদ হাসান।

(৯৮৩) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ. وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيٌّ.

৯৮৩ ঃ সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব হতে ঐ ব্যক্তি প্রসঙ্গে বর্ণিত; তিনি বলেন, যে তার বিবিকে খেতে-পরতে দেওয়ার সঙ্গতি রাখে না, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান যাবে। সাঈদ ইবনু মানসুর সুফইয়ান হতে, তিনি আবূ যিনাদ হতে তিনি বলেন ঃ সাঈদকে বললাম এ ব্যবস্থা কি রাসূলের সুন্নাত মূলে। তিনি বলেছেন ঃ সুন্নাত মূলে।[১]

(৯৮৪) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ، فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا، أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا. أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৯৮৪ ঃ উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি সৈন্যবাহিনীর পরিচালকবৃন্দের নিকটে লিখেছিলেন, যেসব পুরুষ তাদের স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকছে, হয় তারা তাদের স্ত্রীদের খোরপোষ আদায় দিক বা তালাক দিয়ে দিক; যদি তালাকই দিয়ে দেয় তবে তাদের আবদ্ধ রাখাকালীন খরচ বিবিদের নিকটে তারা পাঠিয়ে দিক।[২]

(৯৮৫) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ»، قَالَ: عِنْدِي؟ آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْتَ أَعْلَمُ». أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ.

৯৮৫ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ আমার কাছে একটা দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) রয়েছে। তিনি বলেন ঃ তুমি ওটা তোমার জন্য ব্যবহার কর, লোকটা বললো ঃ আরো একটা আছে, তিনি বলেন ঃ তুমি ওটা তোমার সন্তানের জন্য খরচ কর। লোকটা বললো, আমার কাছে আরো একটা আছে, তিনি বলেন ঃ তুমি তা তোমার স্ত্রীর জন্য খরচ কর। লোকটা বললো ঃ আমার নিকটে আরো একটা আছে। তিনি বলেন, তুমি সেটা তোমার খাদেমের জন্য খরচ করো। লোকটি বললো, আমার নিকট আরো একটা আছে। তিনি বললেন, সে প্রসঙ্গে তুমি বেশি জানো।[৩]

---

[১]হাদীসটি মুর্সাল ও মজবুত সূত্রের।
[২]শাফিয়ী, বাইহাক্বী উত্তম সনদে।
[৩]শাফিয়ী, আবূ দাউদ। শব্দগুলো আবূ দাউদের।নাসাঈ ও হাকিমের বর্ণনায় সন্তানের উপর স্ত্রীর অগ্রাধিকার রয়েছে।

(৯৮৬) وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

৯৮৬ ঃ বাহ্য তার পিতা হাকীম হতে, তিনি তাঁর দাদা (রাঃ) হতে, তিনি বলেছেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! ভালাই বা কল্যাণ সাধন করা কার জন্য কে উত্তম? তিনি বলেন ঃ তোমার মা। তারপর কে? তিনি বলেন ঃ তোমার মা। তারপর কে? বলেন ঃ তোমার মা। তারপর কে? বলেন তোমার পিতা। তারপর যে যত তোমার নিকটাত্মীয় সে তত তোমার কল্যাণের বেশি হাক্বদার।[১]

(মাতা হচ্ছেন মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় হাক্বদার। এ হাদীস তার একটা বলিষ্ঠ প্রমাণ; অন্য হাদীসে এর থেকে আরো মায়ের সেবার পক্ষে জোরাল প্রমাণ রয়েছে।)

১৪শ পরিচ্ছেদ

باب الحضانة

লালন-পালনের দায়িত্ব বহন

(৯৮৭) عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنِي هٰذَا، كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৯৮৭ ঃ আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন এক রমণী এসে বললো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার এই পুত্রের জন্য আমার পেট তার আধার, আমার স্তনদ্বয় তার জন্য মশক, আমার কোলই তাঁর আশ্রয়। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে ও আমার নিকট হতে তাকে ছিনিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ মেয়েটিকে বলেন ঃ তুমিই এই সন্তানের (পালনের) অধিক হাক্বদার যতক্ষণ তুমি অন্য স্বামী গ্রহণ না করবে।[২]

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী– তিনি একে হাসান বলেছেন।
[২]আহমাদ, আবূ দাউদ; হাকিম একে সহীহ বলেছেন।

(৯৮৮) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «**يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ**». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

৯৮৮ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন রমণী বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার স্বামী আমার পুত্রকে নিয়ে যেতে চান আর ঐ পুত্র আমার উপকার করছে এবং আবূ ইনাবার কুঁয়া হতে আমাকে পানি এনে খাওয়াচ্ছে। তারপর তার স্বামী এসে গেল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেটিকে বলেন ঃ হে বৎস! এটা তোমার পিতা আর এটা তোমার মাতা, তুমি তাদের যে কোন একজনের হাত ধর। বালকটি তার মা-এর হাত ধরলো ফলে তার মা তাকে নিয়ে চলে গেল।[১]

(৯৮৯) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ ﷺ الْأُمَّ نَاحِيَةً، وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: «**اللَّهُمَّ اهْدِهِ، فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ، فَأَخَذَهُ**». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৯৮৯ ঃ রা'ফি ইবনু সিনান (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি ইসলাম ক্ববূল করেছিলেন আর তাঁর স্ত্রী ইসলাম ক্ববূল করতে অস্বীকার করে। এরূপ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরা মাকে এক প্রান্তে বসালেন এবং পিতাকে এক প্রান্তে (বসালেন) আর তাদের সন্তানটিকে তাদের মধ্যস্থলে বসালেন, বালকটি তার মার দিকে ঝুঁকে পড়তে আরম্ভ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বলে দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! তাকে সঠিক পথের সন্ধান দাও।' তারপর সে তার পিতার দিকে অগ্রসর হলো, ফলে তার পিতা তাকে ধরে নিলো।[২]

---

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী একে সহীহ্ বলেছেন।
[২]আবূ দাউদ: নাসাঈ, হাকিম সহীহ্ বলেছেন।

(৯৯০) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: «اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

৯৯০ ঃ বারা ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযার কন্যা প্রসঙ্গে (দাবী উঠলে) তার খালার পক্ষে ফায়সালা দিয়েছিলেন। (মেয়েটির লালন-পালনের দায়িত্ব তার খালার উপর দিয়েছিলেন) আর বলেছিলেন, খালা মা-এর অনুরূপ (মমতা রাখেন)।[১]

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ.

ইমাম আহমাদ হাদীসটিকে আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মেয়ে খালার নিকটে থাকবে, কেননা খালা মাতার সমতুল্য।[২]

(৯৯১) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৯৯১ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কারো খাদিম তার জন্য খাদ্য নিয়ে আসবে সে যেন তার খাদিম (কর্মচারী বা দাসকে) নিজের সাথে খাবারে শামিল করে নেয় অন্যথায় তাকে এক বা দু লোক্‌মা' খাবার দেবে।[৩]

(৯৯২) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتِ النَّارَ فِيهَا، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَسَقَتْهَا، إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯২ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একটা মেয়েকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল ঐ বিড়ালের জন্যে, যে বিড়ালটাকে সে বেঁধে বন্দী করে রেখে তাকে খেতে না দেওয়ার কারণে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল—এর ফলে মেয়েটি জাহান্নামী হয়েছিল। সে তো তাকে বেঁধে রাখলো কিন্তু খেতে দিল না পানিও পান করতে দিল না, আর না সে তাকে চলে ফিরে মাটি হতে পোকা-মাকড় খাবার জন্য ছেড়ে দিল[৪]।[৫]

---

[১]বুখারী।
[২]আহমাদ।
[৩]বুখারী, মুসলিম, শব্দগুলো বুখারীর।
[৪]বুখারী, মুসলিম।
[৫]গৃহপালিত পশুর লালন-পালনের কমপক্ষে চলে ফিরে জীবন ধারণের সুযোগ দেওয়া গৃহস্বামীর কর্তব্য। তা না করলে এর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর কাছে দায়ী হতে হবে।

(٩٩٠) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

৯৯০ ঃ বারা ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযার কন্যা প্রসঙ্গে (দাবী উঠলে) তার খালার পক্ষে ফায়সালা দিয়েছিলেন। (মেয়েটির লালন-পালনের দায়িত্ব তার খালার উপর দিয়েছিলেন) আর বলেছিলেন, খালা মা-এর অনুরূপ (মমতা রাখেন)।[১]

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ.

ইমাম আহমাদ হাদীসটিকে আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মেয়ে খালার নিকটে থাকবে, কেননা খালা মাতার সমতুল্য।[২]

(٩٩١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৯৯১ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কারো খাদিম তার জন্য খাদ্য নিয়ে আসবে সে যেন তার খাদিম (কর্মচারী বা দাসকে) নিজের সাথে খাবারে শামিল করে নেয় অন্যথায় তাকে এক বা দু লোক্মা' খাবার দেবে।[৩]

(٩٩٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتِ النَّارَ فِيهَا، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَسَقَتْهَا، إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯২ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একটা মেয়েকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল ঐ বিড়ালের জন্যে, যে বিড়ালটাকে সে বেঁধে বন্দী করে রেখে তাকে খেতে না দেওয়ার কারণে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল– এর ফলে মেয়েটি জাহান্নামী হয়েছিল। সে তো তাকে বেঁধে রাখলো কিন্তু খেতে দিল না পানিও পান করতে দিল না, আর না সে তাকে চলে ফিরে মাটি হতে পোকা-মাকড় খাবার জন্য ছেড়ে দিল[৪]।[৫]

---

[১]বুখারী।
[২]আহমাদ।
[৩]বুখারী, মুসলিম, শব্দগুলো বুখারীর।
[৪]বুখারী, মুসলিম।
[৫]গৃহপালিত পশুর লালন-পালনের কমপক্ষে চলে ফিরে জীবন ধারণের সুযোগ দেওয়া গৃহস্বামীর কর্তব্য। তা না করলে এর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে দায়ী হতে হবে।

كتاب الجنايات

অপরাধ ও তার শাস্তির ব্যবস্থা

(٩٩٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯৩ ঃ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল'। এ সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও এর প্রতি স্বীকৃতি ঘোষণা করেছে এমন কোন মুসলিমের জীবননাশ বৈধ নয়, তবে যদি সে তিনটি অপরাধের কোন একটি করে বসে– (১) বিবাহিত হওয়ার পর যিনা (ব্যভিচার) করে (২) অন্যায়ভাবে কারো জীবন নাশ করে, (৩) ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতঃ মুসলমানের জাতীয় জীবন হতে যে দূরে চলে যায়।[১]

(٩٩٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِماً مُتَعَمِّداً فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ، فَيُحَارِبُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৯৯৪ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ হবে না– তবে, তিনটি ব্যাপারে তা বৈধ হবে। (১) বিবাহিত জীবনের ব্যভিচারীকে রজম করে (পাথর মেরে) হত্যা করা, (২) ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করে, ফলে (বিচার মূলে) তাকে হত্যা করা যাবে, (৩) ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতঃ আল্লাহ্ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ কারীকে হত্যা করা অথবা শূলে দেওয়া কিংবা দেশ হতে বিতাড়িত করা হবে।[২]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]আবূ দাঊদ, নাসাঈ।ইমাম হাকিম সহীহ বলেছেন।

(٩٩٠) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

৯৯০ ঃ বারা ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযার কন্যা প্রসঙ্গে (দাবী উঠলে) তার খালার পক্ষে ফায়সালা দিয়েছিলেন। (মেয়েটির লালন-পালনের দায়িত্ব তার খালার উপর দিয়েছিলেন) আর বলেছিলেন, খালা মা-এর অনুরূপ (মমতা রাখেন)।[1]

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ.

ইমাম আহমাদ হাদীসটিকে আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মেয়ে খালার নিকটে থাকবে, কেননা খালা মাতার সমতুল্য।[2]

(٩٩١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

৯৯১ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কারো খাদিম তার জন্য খাদ্য নিয়ে আসবে সে যেন তার খাদিম (কর্মচারী বা দাসকে) নিজের সাথে খাবারে শামিল করে নেয় অন্যথায় তাকে এক বা দু লোক্মা' খাবার দেবে।[3]

(٩٩٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتِ النَّارَ فِيهَا، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَسَقَتْهَا، إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯২ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একটা মেয়েকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল ঐ বিড়ালের জন্যে, যে বিড়ালটাকে সে বেঁধে বন্দী করে রেখে তাকে খেতে না দেওয়ার কারণে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল– এর ফলে মেয়েটি জাহান্নামী হয়েছিল। সে তো তাকে বেঁধে রাখলো কিন্তু খেতে দিল না পানিও পান করতে দিল না, আর না সে তাকে চলে ফিরে মাটি হতে পোকা-মাকড় খাবার জন্য ছেড়ে দিল[4]।[5]

---

[1] বুখারী।

[2] আহমাদ।

[3] বুখারী, মুসলিম, শব্দগুলো বুখারীর।

[4] বুখারী, মুসলিম।

[5] গৃহপালিত পশুর লালন-পালনের কমপক্ষে চলে ফিরে জীবন ধারণের সুযোগ দেওয়া গৃহস্বামীর কর্তব্য। তা না করলে এর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর কাছে দায়ী হতে হবে।

৯ম অধ্যায়

كتاب الجنايات

অপরাধ ও তার শাস্তির ব্যবস্থা

(٩٩٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯৩ ঃ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল'। এ সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও এর প্রতি স্বীকৃতি ঘোষণা করেছে এমন কোন মুসলিমের জীবননাশ বৈধ নয়, তবে যদি সে তিনটি অপরাধের কোন একটি করে বসে– (১) বিবাহিত হওয়ার পর যিনা (ব্যভিচার) করে (২) অন্যায়ভাবে কারো জীবন নাশ করে, (৩) ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতঃ মুসলমানের জাতীয় জীবন হতে যে দূরে চলে যায়।[১]

(٩٩٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِماً مُتَعَمِّداً فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৯৯৪ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ হবে না– তবে, তিনটি ব্যাপারে তা বৈধ হবে। (১) বিবাহিত জীবনের ব্যভিচারীকে রজম করে (পাথর মেরে) হত্যা করা, (২) ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করে, ফলে (বিচার মূলে) তাকে হত্যা করা যাবে, (৩) ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতঃ আল্লাহ্ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ কারীকে হত্যা করা অথবা শূলে দেওয়া কিংবা দেশ হতে বিতাড়িত করা হবে।[২]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]আবূ দাঊদ, নাসাঈ।ইমাম হাকিম সহীহ বলেছেন।

(٩٩٥) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: **أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فِي الدِّمَاءِ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯৫ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামাতের দিবসে মানুষের হাক্ব প্রসঙ্গে সবার আগে খুনের বিচার করা হবে।[১]

(٩٩٦) وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ**». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «**وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ**». وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ.

৯৯৬ ঃ সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করবে আমরা তাকে হত্যা করব, যে তার দাসের নাক কান কাটবে আমরা তার নাক কান কেটে নেব।[২]

(٩٩٧) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «**لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ**». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ.

৯৯৭ ঃ উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, সন্তানের হত্যার বদলে পিতাকে হত্যা করা হবে না।[৩]

---

[১] বুখারী, মুসলিম।

[২] আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী সহীহ্ বলেছেন, এটা হাসান বাসরী (রহঃ) কর্তৃক সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত সূত্রে। আর সাহাবী সামুরা (রাঃ) হতে হাসান বাসরীর সীমা' (শ্রবণ) প্রসঙ্গে মতানৈক্য রয়েছে।

আর আবূ দাউদ ও নাসাঈর রিওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি তার দাসকে খাসসি (বীর্যহীন) করবে আমরা তাকে খাস্‌সি করব। ইমাম হাকিম এ বর্ধিত বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন।

[৩] আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ইবনু জারূদ, বাইহাক্বী সহীহ্ বলেছেন এবং তিরমিযী একে মুযতারিব হাদীস বলেছেন। (সনদ বা মতনে কিছু অসামঞ্জস্য ঘটলে মুয্তারিব হাদীস বলে)।

(٩٩٨) وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ، غَيْرَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا فَهْمٌ يُعْطِيهِ اللهُ تَعَالَى رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯৯৮ ঃ আবূ জুহাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি আলী (রাঃ)-কে বললাম, কুরআন ছাড়া কি কোন ওয়াহী আপনাদের নিকটে আছে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ যিনি শস্য সৃষ্টি করেছেন ও প্রাণ দান করেছেন সেই আল্লাহ্র কৃসম– না অন্য কোন ওয়াহী আমাদের নিকটে নেই। তবে কিছু জ্ঞান যা আল্লাহ্ কুরআন বুঝবার জন্য কোন মানুষকে দান করে থাকেন সেই বিশেষ জ্ঞান আর এই সহীফাতে (পত্রে) যা (লিখিত) রয়েছে। আমি বললাম ঃ এ সহীফাতে কি রয়েছে? তিনি বলেন ঃ দিয়াত যা মানুষকে ভুলক্রমে খুন করার বিনিময়ে যে জরিমানা আদায় দিতে হয় তার বিধি-নিয়ম,আর যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার প্রসঙ্গে এবং কোন কাফিরের (ধর্মদ্রোহীদের) বিনিময়ে কোন মু'মিন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না– সে প্রসঙ্গে।[১]

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ، وَقَالَ فِيهِ: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ». صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

অন্য সূত্রে (সনদে) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ মু'মিন মুসলিমদের খুনের বিচারে (কারো মর্যাদা কম বেশি নয়) সমমর্যাদা সম্পন্ন; একজন আদ্না মুসলিমের যিম্মা গ্রহণ (কোন কাফির শত্রুকে সাহস দান ও আশ্রয় দান) সকল মুসলমানের নিকটে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিমের হাত অন্য সকল মুসলমানেরও হাত; (অর্থাৎ তারা একটি সংঘবদ্ধ শক্তি)।কাফিরের হত্যার বিনিময়ে কোন মু'মিনকে হত্যা করা যাবে না আর কোন যিম্মীকে (আশ্রিতকে) জিম্মাকালীন হত্যা করা যাবে না[২]।[৩]

[১] বুখারী।

[২] আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ; হাকিম সহীহ্ বলেছেন।

[৩] বিদায়ী হাজ্জের খুত্বায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, কোন কাফিরের খুনের দায়ে কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না। এমনকি কোন যিম্মী কাফিরকেও হত্যা করা যাবে না। হারবী কাফিরের বিনিময়ে কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না, তা সকল ইমামের ঐক্যবদ্ধ অভিমত। পুত্রের হত্যার জন্য পিতাকে, দাসের জন্য মনিবকে হত্যা করা হবে না বরং দিয়াত বা বিনিময়ে মাল দিতে হবে– নাইলুল আওতার, উর্দু টীকা, ইত্তিহাফ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

(٩٩٩) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا، مَنْ صَنَعَ بِكِ هٰذَا؟ فُلَانٌ؟ فُلَانٌ؟ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

৯৯৯ ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন এক দাসীর মস্তক দুটি পাথরের মধ্যে থেতলানো পাওয়া যায়, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমাকে কে এরূপ করেছে? অমুক, অমুক অবশেষে বলা হয় এক ইয়াহূদীর নাম– তখন সে তাঁর মাথা নেড়ে হ্যাঁ-সূচক ইঙ্গিত করে। ঐ ইয়াহূদীকে ধরা হয় ও সে তার অপরাধ স্বীকার করে। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথাকে দুটি পাথরের মধ্যে থেতলিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন।[১]

(١٠٠٠) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

১০০০ ঃ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত; গরীব লোকদের কোন এক ছেলে ধনী লোকদের কোন এক বালকের কান কেটে ফেলে। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বিচার প্রার্থী হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য কোন 'দিয়াত' দেওয়ার ব্যবস্থা করেননি। (তাদের পক্ষে ক্ষতিপূরণ সম্ভব ছিল না বলে)[২]।[৩]

---

[১]বুখারী, মুসলিম। শব্দ মুসলিমের।
[২]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ। বিশুদ্ধ সনদে।
[৩]অপরাধীর 'দিয়াত' দেওয়ার সামর্থ ছিল না বা 'দিয়াত' না দেওয়ার মত অন্য কোন কারণ ছি বলে এরূপ ফায়সালা করা হয়েছিল।

(١٠٠١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً طَعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ، فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ: حَتَّى تَبْرَأَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ؛ يَا رَسُولَ اللهِ! عَرِجْتُ، فَقَالَ: **قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ،** ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ، حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

১০০১ ঃ আম্‌র হতে তিনি তাঁর পিতা শুআইব (রাঃ) হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ কোন লোক অন্য আর একটি লোকের হাঁটুতে শিং দ্বারা খুঁচিয়ে দেয়। সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ আমার বদলা নিয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ তুমি ক্ষত সেরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। লোকটি কিন্তু (সেরে যাওয়ার আগেই) আবার এসে বললো ঃ আমার জখমের মূল্য বা খেসারত আদায় করে দিন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খেসারত আদায় করে দেন। তারপর লোকটি এসে বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো খোঁড়া হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম তুমি তা মাননি। ফলে আল্লাহ্ তোমাকে (তার রাহমাত হতে) দূর করে তোমার খোঁড়াত্বকে বাতিল করে দিয়েছেন। (দিয়াত আদায়ের যোগ্য রাখেননি)।

এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জখম আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত জখমী লোকের পক্ষে কোন বদলা আদায়ের ফায়সালা দিতে নিষেধ করেছেন।[১]

---

[১]আহমাদ, দারাকুতনী, এর সনদের উপর ইরসাল হওয়ার দোষারোপ করা হয়েছে।

(١٠٠٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَضَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! كَيْفَ نَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ؟ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «**إِنَّمَا هٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০০২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ হুযাইল গোত্রের দুটি রমণী আপোষে ঝগড়া করতে করতে একজন অপর জনকে পাথর ছুঁড়ে মারে। ফলে সে নিহত হয় ও তার পেটের ভ্রূণও নিহত হয়। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এ মামলা দায়ের করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রূণ হত্যার জন্য একটা দাস বা দাসী আর নিহত মেয়েটির জন্য হত্যাকারীনীর আসাবাগণের (অভিভাবকদের) উপর দিয়াত (একশো উট) দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন এবং এ দিয়াতের ওয়ারিসদের মধ্যে নিহত ভ্রূণটিকে সামিল করেন। এরূপ ফায়সালার জন্য হামাল ইবনু নাবিগা আলহুযাইলী বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! যে বাচ্চা পান করল না, খেল না, কথা বলল না, চেঁচিয়ে কাঁদল না এমন বাচ্চাকে তো কোন গণনার মধ্যেই নেয়া হয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ছন্দযুক্ত কথার ভনিতার জন্য বলেন ঃ এ তো একটা কাহেন শ্রেণীর লোক[১]।[২]

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ভ্রূণ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালায় কে উপস্থিত ছিল? বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর হামাল ইবনু নাবিগা দাঁড়িয়ে বলেন ঃ আমি দুটি রমণীর মধ্যে ছিলাম, তাঁদের একজন অন্যজনকে মেরেছিল। ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন।[৩]

[১] বুখারী, মুসলিম।

[২] দিয়াতের অর্থ ঃ জীবনের বা শরীরের কোন অঙ্গের ক্ষতিপূরণ শারিআতের ব্যবস্থা অনুযায়ী আর্থিক দণ্ড দেয়া। কিসাসের অর্থ ঃ জীবনের বদলে জীবন ও অঙ্গের বদলে অঙ্গ নষ্ট করে বদলা নেওয়া।

[৩] আবূ দাউদ, নাসাঈ। ইবনু হিব্বান ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

(١٠٠٣) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ - عَمَّتَهُ - كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَبَوْا، إِلَّا الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: **«يَا أَنَسُ! كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ»**، فَرَضِيَ الْقَوْمُ، فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: **«إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ»**. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

১০০৩ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; আনাসের ফুফু (নাযরির কন্যা) রুবাইয়্যি কোন একজন আনসারী মেয়ের সামনের দাঁত ভেঙ্গে দেয়। ফলে অপরাধীপক্ষ তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। তারা ক্ষমা করতে অস্বীকার করলো। তারপর দিয়াত বা ক্ষতিপূরণের জন্য নির্দিষ্ট মাল তাদের নিকটে হাজির করল কিন্তু তা নিতেও অস্বীকার করলো। বরং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসেও বদলা ছাড়া অন্যতে রাজি হল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসাসের হুকুম দিয়ে দাঁতের বদলে দাঁত ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়ে দিলেন। আনাস ইবনু নায্র বলেন ঃ কি রুবাইয়্যি'-এর সামনের দাঁত ভাঙ্গা হবে। যে আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম তা নয়, তাঁর দাঁত ভাঙ্গা হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আনাস! আল্লাহ্‌র কিতাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ কিসাসই রয়েছে। এবারে বাদীগণ রাজী হয়ে গেলেন ও মাফ করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অবশ্য আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ এমনও আছেন যে, তারা কোন বিষয়ে কসম করে বসলে আল্লাহ্ তা সত্যে পরিণত করে দেন।[১]

[১]বুখারী, মুসলিম– শব্দ বুখারীর।

(١٠٠٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا، أَوْ فِي رِمِّيَّا بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا، فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ.

১০০৪ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি অজ্ঞাত অবস্থার মধ্যে নিহত হয়– অথবা পাথর ছোড়াছুঁড়ি হচ্ছে এমন সময় পাথরের আঘাতে নিহত হয় অথবা কোড়া বা লাঠির আঘাতে নিহত হয় তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে– ভুলক্রমে হত্যা করা অনুরূপ (জানের বদলে জান না হয়ে) দিয়াত বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ লাগবে। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে নিহত হয় তবে কিসাস (জানের বদলে জান) নেয়ার হাক্বদার হবে। আর যে কিসাস কায়িম করার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করবে (সুপারিশ বা অন্য উপায় দ্বারা) তার উপরে আল্লাহ্ লা'নাত বর্ষণ করবেন।[১]

(١٠٠٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الْآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَهُ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ.

১০০৫ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন লোক কোন লোককে ধরে রাখে ও অন্য লোক হত্যা করে তখন হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে আর যে ধরে রাখে তাকে (যাবজ্জীবন) কারাদণ্ড দিতে হবে।[২]

(١٠٠٦) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ، وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ». أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ الْمَوْصُولِ وَاهٍ.

১০০৬ ঃ আব্দুর রহমান ইবনু বাইলামানী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুসলমানকে হত্যা করেছিলেন– যিম্মী কাফিরকে হত্যা করার অপরাধে। এবং বলেছিলেন, আমি আহাদ (অঙ্গীকার) পালনকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।[৩]

---

[১]আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মজবুত সনদে।

[২]দারাকুতনী যুক্ত সনদে; ইবনু কাত্তান সহীহ বলেছেন। এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য তবে ইমাম বাইহাক্বী মুর্সাল হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

[৩]আব্দুর রাজ্জাক এরূপ মুর্সাল সূত্রে আর ইমাম দারাকুতনী সাহাবী ইবনু উমারের নাম উল্লেখ করতঃ একে মাওসুল বা যুক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে এর যুক্ত সনদটি খুব দুর্বল।

(١٠٠٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১০০৭ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; ধোকা দিয়ে গোপনে একজন যুবককে হত্যা করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে উমার (রাঃ) (২য় খালিফা) বলেছিলেন, যদি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে 'সানআ' বাসী সকলে অংশগ্রহণ করতো তবে আমি এই একজন গোলামের হত্যার জন্য সান্‌আর সকল অধিবাসীকে হত্যা করতাম। (এ ব্যাপারে জড়িত তিনজনকে হত্যা করা হয়েছিল)।[১]

(এটাও বোঝা যাচ্ছে, উমারের মতানুযায়ী একজনের খুনে অংশগ্রহণকারী দলের সকলকে খুন করা বৈধ হবে।)

(١٠٠٨) وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ.

১০০৮ ঃ আবূ শুরাইহ্ খুযাঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার এ ঘোষণার পর যার কোন ব্যক্তি নিহত হবে তার অভিভাবকদের জন্য দুটো সুযোগ দেওয়া হবে। –হয় সে খুনের বদলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ (দিয়াত) গ্রহণ করবে, নয় সে প্রাণদণ্ডের (কিসাসের) দাবী করবে।[২]

এর মূল বক্তব্যটি অনুরূপ অর্থে আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বুখারী ও মুসলিমে বিদ্যমান আছে।[৩]

[১]বুখারী।

[২]আবূ দাউদ, নাসাঈ।

[৩]প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, এরূপ ফায়সালা দেওয়া তখন হবে যখন এসব অপরাধ নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে ও নিহত ব্যক্তির খুনের বিচারে দাবীদারগণ বদলা গ্রহণ ছাড়া অন্য কিছুতেই রাজি হবে না। নতুবা তাদের জন্য ক্ষমা করার পথ রয়েছে, বা পূর্ণ বা আংশিক আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়েও মীমাংসা করে নিতে পারে। কুরআন ঘোষণা করেছে, হে জ্ঞানবান, বদলা নেয়ার বিধানের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেছো– সূরাঃ আল-বাকারা– ১৭৯।

১ম পরিচ্ছেদ

باب الديات
খুনের বিচার ব্যবস্থা

(١٠٠٩) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ. وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ: مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ

১০০৯ ঃ আবূ বাকার তাঁর পিতা মুহাম্মাদ হতে, তিনি তাঁর দাদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামান প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দকে লিখেছিলেন ঐ হাদীসে (ঐ পত্রে) এটাও লিখেছিলেন– এটা নিশ্চিত যে, কেউ যদি কোন মু'মিন মুসলিমকে বিনা অপরাধে হত্যা করে এবং ঐ হত্যা প্রমাণিত হয় তবে তাতে প্রাণদণ্ড হবে; কিন্তু নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ যদি অন্য কোনভাবে (ক্ষমা করতে বা ক্ষতিপূরণ নিতে) রাজি হয় তবে তার প্রাণদণ্ড হবে না। প্রাণের ক্ষতিপূরণ হিসেবে একশত উট দেয়া হবে।

নাক যদি সম্পূর্ণরূপে কেটে ফেলা হয় তবে তাতে একশত উট দেয়া হবে; উভয় চক্ষু নষ্ট করা হলে একশত উট দেয়া হবে; জিহ্বা কেটে ফেলা হলে পূর্ণ দিয়াত (১০০ উট) দেয়া হবে; উভয় ঠোঁট কেটে ফেলা হলে পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে; পুরুষাঙ্গ কাটা হলে পূর্ণ খেসারত (১০০ উট) দেয়া হবে; উভয় অণ্ডকোষ নষ্ট করা হলে পূর্ণ দিয়াত লাগবে; এবং মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেললে পূর্ণ দিয়াত লাগবে। (একটা অণ্ডকোষের জন্য ৫০টি উট দেয়া।)[১]

[১] সুবুলুস সালাম।

الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ، مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ.

তারপর এক পায়ের জন্য অর্ধেক এবং মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হলে এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে; পেটে কিছু বিদ্ধ করা হলে (যদি তা পেটের ভিতরে গিয়ে পৌঁছে) তবে এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে, যে আঘাতে কোন হাড় স্থানচ্যুত হয় সে আঘাতে ১৫টি উট দিতে হবে; হাত পায়ের আঙ্গুলগুলির যে কোন ১টির জন্য ১০টি উট, একটি দাঁতের জন্য ৫টি উট, যে আঘাতের ফলে (মাথা ও মুখ ছাড়া) হাড় (ঠেলে উঠে বা অন্য কোন কারণে) দৃশ্যমান হয়ে উঠে তাতে ৫টি উট দেয়া হবে।

তারপর এটাও নিশ্চিত যে, (যদি কোন পুরুষ কোন রমণীকে হত্যা করে তবে) নিহত স্ত্রীলোকের কারণে হত্যাকারী অপরাধী পুরুষকে হত্যা করা হবে। হত্যাকারীর যদি স্বর্ণমুদ্রা থাকে তবে সে এক হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) নিহতের ওয়ারিসকে প্রদান করবে'।[১]

আবূ দাউদ তার মুর্সাল সনদের হাদীসগুলির মধ্যে রিওয়ায়াত করেছেন। নাসাঈ, ইবনু খুযাইমাহ, ইবনুল জারূদ, ইবনু হিব্বান, আহমাদ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর সহীহ হওয়া প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণের মতভেদ রয়েছে। (মুর্সাল সনদ প্রসঙ্গে এরূপ অভিমত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সনদ মুহাদ্দিসগণের নিকটে স্বীকৃতি লাভ করেছে ও এই হাদীসের উপর আমাল হয়ে আসছে।)

[১]আবূ দাউদ।

(١٠١٠) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «دِيَةُ الْخَطَإِ أَخْمَاساً، عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَأَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ بِلَفْظِ: «وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ» بَدَلَ «بَنِي لَبُونٍ»، وَإِسْنَادُ الْأَوَّلِ أَقْوَى، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفاً، وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ الْمَرْفُوعِ.

১০১০ ঃ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষতিপূরণ (দিয়াত) পাঁচ প্রকার উটে সমান ভাগে বিভক্ত করে আদায় করতে হবে। (যথাঃ) চতুর্থ বছর বয়সে পদার্পণকারিণী উটনী ২০টি, ৫ম বছর বয়সে পদার্পণকারিণী উটনী ২০টি, ২য় বছরে পদার্পণকারিণী উটনী ২০টি ৩য় বছরে পদার্পণকারী উটনী ২০টি এবং ৩য় বছরে পদার্পণকারী উট ২০টি।[১]

সুনানে আরবাআ'র (৪ জনের) সংকলনের শব্দে 'বানী লাবুন' (৩য় বছরে উপনীত নর উট)-এর বদলে 'বানী মাখায' (২য় বছরে উপনীত নর উটের) কথা রয়েছে। তবে আগে বর্ণিত দারাকুতনীর সনদটি অধিক মজবুত।

অন্য সূত্রে ইবনু আবী শাইবা মাওকুফ সনদে বর্ণনা করেছেন, এ সনদটি মারফু সনদের থেকে অধিক সহীহ।

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَفَعَهُ: اَلدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

আমর ইবনু শুআইব-এর স্বীয় সূত্রে যে হাদীসটি আবূ দাঊদ ও তিরমিযী মারফুরূপে বর্ণনা করেছেন, তাতে আছে, দিয়াত ৪র্থ বছর বয়সে উপনীত উটনী ৩০টি, ৫ম বছর বয়সে পদার্পণকারিণী ৩০টি, এবং ৪০টি গর্ভধারিণী উটনী যাদের পেটে বাচ্চা রয়েছে (দিতে হবে)। (২০টি করে ৫ ভাগ আর ৩০ ও ৪০টির তিন ভাগ– গড়ে একই মূল্য দাঁড়াবে।)

[১] দারাকুতনী।

(١٠١١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ.

১০১১ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্‌র দরবারে তিন প্রকারের লোক সর্বাপেক্ষা অবাধ্য। (ক) যে হত্যাকাণ্ড ঘটায় হারাম শরীফের (বাইতুল্লাহর) মধ্যে, (খ) এমন লোককে হত্যা করে যে তার হত্যাকারী নয়, (অর্থাৎ যে তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত ছিল না।) (গ) যে জাহিলী যুগের সঞ্চিত আক্রোশ ও বিদ্বেষ বশতঃ মানুষকে হত্যা করে।[১]

(١٠١٢) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ، مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১০১২ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মনে রাখবে, ভুলবশত নরহত্যা আর 'ইচ্ছাকৃত হত্যার মত হত্যা' যেমন ছড়ি বা লাঠির আঘাতে হঠাৎ হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়- এরূপ নরহত্যার অপরাধের জন্য এমন উটের দিয়াত (খুনের বদলা) হবে, একশত উট- যার মধ্যে চল্লিশটি গর্ভবতী উটনী থাকবে[২]।[৩]

[১]ইবনু হিব্বান –তিনি সহীহ্ বলেছেন।

[২]আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ। ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।

[৩]শারীআত নরহত্যাকে তিন প্রকারে বিভক্ত করেছে। (১) ইচ্ছাকৃত হত্যা, (২) ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যা– সাধারণতঃ যেসব বস্তু দ্বারা নরহত্যা করা হয় না যেমন লাঠি বা ঢিল ইত্যাদির দ্বারা হত্যা। (৩) অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হত্যাকাণ্ড ঘটে যাওয়া।

(١٠١٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: اَلْأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ.

وَلِابْنِ حِبَّانَ: دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ.

১০১৩ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা ও এটা অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় সমমূল্যের আঙ্গুল।[১]

আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে আছে, আঙ্গুলসমূহের দিয়াত (নষ্টের ক্ষতিপূরণ) সমান সমান। সব দাঁতের দিয়াত একই সমান, সামনের ও চোয়ালের দাঁত সমান মূল্যের।

ইবনু হিব্বানে আছে, দু হাত ও দু পায়ের আঙ্গুলসমূহের দিয়াত সমান। প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দশটি করে উট দিয়াত স্বরূপ দিতে হবে।

(١٠١٤) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَفَعَهُ، قَالَ: مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا، فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا، إِلَّا أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ.

১০১৪ ঃ আম্‌র ইবনু শুআইব (রাঃ) তাঁর স্বীয় সনদে মারফু রূপে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি চিকিৎসায় খ্যাতিসম্পন্ন না হয়ে চিকিৎসা করতে গিয়ে কোন প্রাণহানি করবে বা তার থেকে কম ক্ষতি করবে তাকে ঐ ক্ষতির জন্য দায়ী হতে হবে। (ক্ষতিপূরণ করতে হবে)।[২]

হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঈ ইত্যাদিতেও আছে কিন্তু মাওসুল যা যুক্ত সনদ হতে ঐগুলোর মুর্সাল সনদই অধিক শক্তিশালী।

(١٠١٥) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ. وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ، عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ»، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ.

১০১৫ ঃ আম্‌র ইবনু শুআইব (রাঃ)-এর স্বীয় সনদে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে সকল আঘাতের ফলে হাড় দৃশ্যমান হয়ে উঠে তার দিয়াত (খেসারত) পাঁচটি উট দিতে হবে।[৩]

[১]বুখারী।
[২]দারাকুতনী; হাকিম সহীহ্ বলেছেন।
[৩]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।
আহমাদের রিওয়ায়াতে আরো আছে, আঙ্গুলগুলো সমান সমান মূল্যের ও প্রতিটি আঙ্গুলের জন্য দশটি করে উট দিতে হবে। হাদীসটিকে ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু জারূদ সহীহ্ বলেছেন।

(١٠١٦) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ. وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: «دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ». وَلِلنَّسَائِيِّ: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا». وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

১০১৬ ঃ আমর্ ইবনু শুআইব (রাঃ)-এর স্বীয় সূত্রে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যিম্মী কাফিরের দিয়াত মুসলিমের দিয়াতের অর্ধেক।[১]

আবূ দাউদের শব্দগুলোতে আছে, আশ্রয়ের অঙ্গীকারপ্রাপ্ত অমুসলিমদের হত্যার দিয়াত একজন স্বাধীন মুসলমানের দিয়াতের অর্ধেক।

নাসাঈতে আছে, স্ত্রীলোকের অঙ্গহানীর জন্য দিয়াত, পূর্ণ দিয়াতের (১০০ উটের) এক-তৃতীয়াংশের সমপরিমাণ হওয়া অবধি পুরুষের দিয়াতের সমপরিমাণ দিয়াত দিতে হবে[২]।[৩]

(١٠١٧) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ، مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ فَيَكُونَ دَمًا بَيْنَ النَّاسِ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ.

১০১৭ ঃ আম্র ইবনু শুয়াইব (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত; যে হত্যা 'ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ' তাতে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে না তবে দিয়াতের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত হত্যার মতই তা কঠিন হবে। দিয়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ এজন্যে যে, কোন প্রকার আক্রোশ ও অস্ত্র ধারণ ছাড়াই কেবল শাইতানের প্ররোচনামূলে যাতে মানুষের মধ্যে রক্তপাত না ঘটে[৪]।[৫]

---

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।
[২]হাদীসটিকে ইবনু খুযাইমাহ সহীহ্ বলেছেন।
[৩]তবে এখানে দিয়াত অর্থাৎ ৩৩টি উটের উর্ধ্বে স্ত্রীলোকের অঙ্গহানীর দিয়াতের ফায়সালার ক্ষেত্রে পুরুষের সমপরিমাণ দিয়াত না হয়ে অর্ধেক দিয়াত দেয়া হবে। যেমন ৪০ এর স্থলে ২০; ৫০-এর স্থলে ২৫টি উট ইত্যাদি অর্ধেক হারে দেয়া হবে।
[৪]দারাকুতনী, তিনি একে যঈফ বলেছেন।
[৫]মুহাম্মাদ ইবনু রাশিদ মাক্হুলী নামে একজন বিতর্কিত রাবী এর সূত্রে রয়েছে।

(١٠١٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

১০১৮ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একটি লোক অন্য একজনকে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ খুনের ফায়সালায় ১২ হাজার রৌপ্যমুদ্রা প্রদানের ব্যবস্থা করেন।[১]

(١٠١٩) وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَمَعِي ابْنِي، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقُلْتُ: ابْنِي، وَأَشْهَدُ بِهِ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لاَ يَجْنِي عَلَيْكَ. وَلاَ تَجْنِي عَلَيْهِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ.

১০১৯ ঃ আবূ রিম্‌সা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে হাজির হলাম, আমার সাথে আমার পুত্রও ছিল। তিনি বলেন ঃ এটা কে? আমি বললাম, আমার পুত্র- আপনি এ ব্যাপারে সাক্ষী থাকুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাবধান হও, অবশ্য তার অপরাধের জন্য তোমাকে ও তোমার অপরাধের জন্য তাকে দায়ী করা হবে না।[২]

---

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইমাম নাসাঈ ও আবূ হাতিম (রহঃ) এ হাদীসের ইর্সাল হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

[২]নাসাঈ, আবূ দাউদ। ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু জারূদ সহীহ বলেছেন। (দায়ী অর্থ- পাপী সাব্যস্ত করা)।

২য় পরিচ্ছেদ

باب دعوى الدم والقسامة

খুনের দাবী ও কাসামা পদ্ধতির বিচার ব্যবস্থা

(١٠٢٠) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ، فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ هُوَ، وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَبِّرْ كَبِّرْ»، يُرِيْدُ السِّنَّ. فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِمَّا أَنْ يَدُوا

১০২০ ঃ সাহ্ল ইবনু আবূ হাস্মা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি তাঁর কাওমের বড়দের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনু সাহ্ল ও মুহায়্যিসা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বিশেষ কোন অসুবিধায় (খাদ্যাভাবে) পড়ে খাইবারে গিয়েছিলেন। অনন্তর, মুহায়্যিসা (কাজ হতে ফিরে আসলে) সংবাদ দিলেন যে, সাহল ইবনু আব্দুল্লাহ্ নিহত হয়েছেন এবং তাঁকে একটা নহরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তখন মুহায়্যিসা ইয়াহূদীদের নিকটে গিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ্র ক্বসম তোমরা তাঁকে হত্যা করেছ। ইয়াহূদীগণ বললো ঃ আল্লাহ্র ক্বসম আমরা হত্যা করিনি। তারপর মুহায়্যিসা ও তার ভাই হুওয়াইসা এবং নিহত ব্যক্তির ভাই আব্দুর রহমান ইবনু সাহ্ল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। মুহায়্যিসা কথা বলার জন্য উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন বড়ত্ব বজায় রাখ বড়ত্ব বজায় রাখ, (অর্থাৎ তোমার বড় ভাইকে আগে কথা বলার সুযোগ দাও) ফলে হুওয়াইসা কথা বললেন। তারপর মুহায়্যিসা বলেন ঃ এবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তারা (বস্তির ইয়াহূদীগণ) হয় নিহত ব্যক্তির দিয়াত (১০০টি উট) দিক

صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ»، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذٰلِكَ كِتَاباً، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ لِحُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلٍ: «أَتَحْلِفُونَ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَيَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ»، قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِائَةَ نَاقَةٍ، قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

অথবা যুদ্ধ ঘোষণা করুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্মে তাদের নিকটে একটি পত্র পাঠালেন। তারা উত্তরে পত্র লিখে জানাল আল্লাহ্‌র ক্বসম এটা নিশ্চিত যে, আমরা তাকে হত্যা করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুওয়াইসা, মুহায়ইসা ও আব্দুর রহমানকে বলেন ঃ তোমরা কি ক্বসম করবে ও তোমাদের খুনের দিয়াতের হাক্বদার হবে? তাঁরা বললো ঃ না। তখন বলেন ঐ ব্যাপারে কি ইয়াহূদীরা ক্বসম করবে? তাঁরা বলেন ঃ তারা তো মুসলমান নয় (তাদের উপর ভরসা করা যায় না, মিথ্যা কসমও খেতে পারে)। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিয়াত নিজেই দিয়ে দেন এবং তাদের নিকটে ১০০টি উট পাঠিয়ে দেন। রাবী সাহ্‌ল (রাঃ) বলেন ঃ ঐ উটের মধ্যে থেকে একটা লাল উটনী আমাকে লাথি মেরেছিল।[১]

(١٠٢١) وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২১ ঃ কোন এক আন্‌সারী (সাহাবী) (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কাসামা' নামক প্রাক-ইসলামিক বিচারপদ্ধতিকে সাব্যস্ত করেছিলেন এবং আনসারী সাহাবীর একটা খুনের দায়ে অভিযুক্ত ইয়াহূদী আসামীদের মধ্যে সেই মত বিচার করেছিলেন[২]।[৩]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]মুসলিম।
[৩]অন্য হাদীসে আছে, বাদীকে তার দাবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রমাণ হাজির করতে হবে। যদি তা না পারে তবে বিবাদী শারীআতী ক্বসম করে নিজের নিষ্কলংকতা প্রকাশ করবে।

৩য় পরিচ্ছেদ

باب قتال اهل البغى
ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘনকারী বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ

(١٠٢٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০২২ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের উপরে (কোন মুসলমানের উপরে) অস্ত্র উত্তোলন করবে সে মুসলমানের দলভুক্ত নয়।[১]

(١٠٢٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১০২৩ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি (ইসলামী রাষ্ট্র নায়কের) আনুগত্য ত্যাগ করবে, ঈমানভিত্তিক সংগঠিত দল থেকে সরে গিয়ে মারা যাবে, সে জাহিলী অবস্থায় মরবে। (অর্থাৎ ইসলাম বর্জিত অবস্থায় তার মৃত্যু হবে) পূর্ণ ঈমানসহ পরকালে যেতে পারবে না– কুফরী চরিত্র নিয়ে মরবে।[২]

(١٠٢٤) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَقْتُلُ عَمَّاراً الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২৪ ঃ উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাহাবী আম্মার (রাঃ)-কে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।[৩]

---

[১] বুখারী, মুসলিম।
[২] মুসলিম।
[৩] মুসলিম।

(١٠٢٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ تَدْرِي، يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ! كَيْفَ حُكْمُ اللهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟» قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُقْسَمُ فَيْئُهَا». رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ، فَوَهِمَ؛ لِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيمٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفاً، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ.

১০২৫ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [ইবনু মাসউদ (রাঃ)-কে] বলেছিলেন– হে উম্মু আব্দের পুত্র! তুমি কি জান এই উম্মাতের বিদ্রোহীদের জন্য মহান আল্লাহ্ কি ফায়সালা দিয়েছেন? তিনি (ইবনু মাসউদ) বলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিদ্রোহী জখমীদের ব্যাণ্ডেজ (সেবা) করা যাবে না, কয়েদীদের হত্যা করা যাবে না, পলায়নকারীদের অনুসন্ধান করা যাবে না, তাদের গানিমাতের মাল বন্টিত হবে না।[১]

(١٠٢٦) وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১০২৬ ঃ আরফাজা ইবনু সুরাইহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন ঃ তোমাদের সঙ্ঘবদ্ধ থাকা অবস্থায় যদি কেউ তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ইচ্ছা (চেষ্টা) করে তবে তোমরা তাকে হত্যা কর।[২]

---

[১]বাযযার, হাকিম। তিনি সহীহ্ বলেছেন। তাঁর সহীহ্ বলা ভুল, কেননা এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে 'কাওসার ইবনু হাকিম' নামে একজন মাতরুক (দুর্বল) রাবী রয়েছে।
তবে আলী (রাঃ) হতে মাওকুফ সনদে সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হওয়া ঠিক। ইবনু আবূ শাইবাহ, হাকিম।
[২]মুসলিম।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

باب قتال الجاني وقتل المرتد

অন্যায়কারীর সাথে লড়াই করা ও মুর্তাদকে হত্যা করা

(١٠٢٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عمر رَضِيَ اللهُ تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

১০২৭ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হবে সে শহীদ ব্যক্তির সমতুল্য মর্যাদা পাবে[১]।[২]

(١٠٢٨) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

১০২৮ ঃ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ ইয়া'লা ইবনু উমাইয়াহ্ কোন একজনের সাথে মারামারী করতে গিয়ে তাদের একজন অপর জনের (হাতে) কামড় বসিয়ে দেয়। ফলে হাত ছাড়াতে ঝিট্‌কা টান দিলে প্রতিপক্ষের সামনের দাঁত উঠে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে তারা উভয়ে বিচারপ্রার্থী হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ এ কি, এক ভাই অপরকে মস্তান উটের ন্যায় কামড় বসাচ্ছে? এতে তার জন্য দিয়াতের (ক্ষতি পূরণের) কোন ব্যবস্থা নেই। (অর্থাৎ দাঁত ভাঙ্গার জন্য কোন খেসারত দেওয়া হবে না)।[৩]

---

[১]আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী– তিনি হাদীসটিকে সহীহও বলেছেন।

[২]ইসলাম স্বীয় ধন-সম্পদ রক্ষার জন্য মুসলিমকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি এটাকে উচ্চমানের পুণ্য কাজের সমমর্যাদা দান করেছে।

[৩]বুখারী, মুসলিম, শব্দ মুসলিমের।

(١٠٢٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «**لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: «**فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ**».

১০২৯ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি কোন লোক কোন অনুমতি ছাড়াই তোমার দিকে উঁকি মারে, আর তুমি তাকে কাঁকর ছুঁড়ে দাও ও তার তার চক্ষু নষ্ট করে ফেল, তবে তোমার কোন দোষ হবে না।[১]

আহমাদ ও নাসাঈর শব্দে রয়েছে, এর জন্য দিয়াত বা কিসাস নেই। ইবনু হিব্বান এ বর্দ্ধিত অংশকে সহীহ বলেছেন।[২]

(١٠٣٠) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ.

১০৩০ ঃ বারা ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিম্নরূপ) ফায়সালা প্রদান করেছিলেন, বাগ-বাগিচার দেখাশোনার দায়িত্ব দিনের বেলা তার মালিকের উপর (দিনের বেলা লোকসানের জন্য মালিক দায়ী থাকবে)। গৃহপালিত জন্তুর রাতের বেলায় দেখাশোনার দায়িত্ব তার মালিকের উপর ন্যস্ত। রাত্রিবেলায় গৃহপালিত পশুর ক্ষতির জন্য মালিক দায়ী থাকবে।[৩]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]অনুমতি ছাড়া দৃষ্টি দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে এ ফায়সালা প্রযোজ্য।
[৩]আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন। এর সনদটি মুহাদ্দিসগণের কাছে বিতর্কিত বস্তু বলে সাব্যস্ত।

(١٠٣١) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ -: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأُمِرَ بِهِ فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: «وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ».

১০৩১ ঃ মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি একজন নব মুসলিমের পুনঃ ইয়াহূদী হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা অনুযায়ী আমি তাকে হত্যা না করিয়ে বসছি না। ফলে তিনি আদেশ দিলেন ও তাঁর আদেশ ক্রমে তাকে হত্যা করা হল।[১]

আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে, হত্যা করার আগে তাকে তাওবা করে ইসলাম ধর্মে ফিরে আসার আহ্বান করা হয়েছিল।[২]

(١٠٣٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০৩২ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার দ্বীন (ইসলাম)-কে ত্যাগ করে অন্য ধর্ম অবলম্বন করবে তাকে হত্যা করবে।[৩]

(١٠٣٣) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ، تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخَذَ الْمِعْوَلَ، فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا، فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

১০৩৩ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন এক অন্ধ সাহাবীর একটা 'সন্তানের মাতা দাসী' ছিল ও সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিত এবং তাঁর প্রসঙ্গে অশোভনীয় মন্তব্য করত। সাহাবী তাকে নিষেধ করতেন কিন্তু সে বিরত হত না। এক রাত্রে অন্ধ সাহাবী (তার এরূপ দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে) কুড়ালি জাতীয় এক অস্ত্র নিয়ে ঐ দাসীর পেটে বসিয়ে দেন ও তার উপর বসে যান ও তাকে হত্যা করে ফেলেন। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে পৌঁছালে তিনি বলেন ঃ তোমরা সাক্ষী থাক, এ খুন বাতিল এ জন্য কোন খেসারত দিতে হবে না।[৪]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]একটা হাদীসে আছে, 'ইসলাম ছেড়ে যে অন্য ধর্মকে কবূল করবে' কারণ 'আল্ কুফ্রু মিল্লাতুন ওয়াহিদা' ইসলাম ব্যতীত যাবতীয় ধর্ম কুফ্রীর ধর্ম– কুফ্রীর দিক থেকে এগুলি সবই সমান। ইসলাম ত্যাগ করার নাম মুর্তাদ হওয়া এবং সকল মুর্তাদের ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযোজ্য।
[৩]বুখারী।
[৪]আবূ দাউদ; এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

১০ম অধ্যায়

كتاب الحدود

হাদ্দসমূহের বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

باب حد الزاني
ব্যভিচারীর শাস্তি

(١٠٣٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! أَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللّٰهِ! فَقَالَ الآخَرُ — وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ — : نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ، وَائْذَنْ لِي، فَقَالَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هٰذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي

১০৩৪ ঃ আবূ হুরাইরা ও যায়িদ ইবনু খালিদ জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন এক দেহাতী লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আল্লাহ্‌র কৃসম করে বলছি, আপনি আল্লাহ্‌র কিতাব হতে আমার ফয়সালা করবেন। আর একজন বললো ঃ সে তাদের মধ্যে অধিক জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ছিল— হ্যাঁ আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী ফায়সালা করে দেবেন আর আমাকে বক্তব্য রাখার অনুমতি দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ লোকটিকে বলতে বলেন। সে বললো ঃ অবশ্য আমার পুত্র তার বাড়ীতে মজুর ছিল সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। আমি (প্রথমতঃ) জানতে পারি যে আমার পুত্রের উপর রজম (প্রস্তরাঘাতে প্রাণনাশের বিধান) আছে। ফলে আমি তার প্রাণ রক্ষার বিনিময়ে তাকে একশত ছাগল ও একটি দাসী প্রদান করি। তারপর

الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ! إِلَى امْرَأَةِ هٰذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهٰذَا اللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

আলিমদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা আমাকে জানাল যে, আমার পুত্রের উপর একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়ার শাস্তি রয়েছে আর এর স্ত্রীকে 'রজম' (অর্থাৎ– পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে) করা হবে।

এবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ্‌র কসম, অবশ্য আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাবের নির্দেশ মতই ফায়সালা করে দিচ্ছি। তা হচ্ছে, দাসী ও ছাগল তোমার নিকট ফেরত হবে আর তোমার পুত্রের উপর একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশ থেকে বহিষ্কার করার হাদ্দ (জারী হবে)। (ছেলেটির অবিবাহিত হওয়া ও 'যিনার অপরাধ স্বীকার করা' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানা ছিল।) তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর 'উনাইস' নামক সাহাবীকে হুকুম দিলেন : তুমি কাল এর স্ত্রীর নিকটে যাও যদি সে তার যিনার অপরাধ স্বীকার করে তবে তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) কর।[১]

---

[১] বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো মুসলিমের।

(١٠٣٥) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৩৫ ঃ উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার কাছ থেকে নাও, আমার কাছ থেকে নাও, অবশ্য আল্লাহ্ ব্যভিচারিণীদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন; তা হচ্ছে, কুমার-কুমারী ব্যভিচার করলে তাদের উপর হাদ্দ হবে– একশত বেত্রাঘাত ও এক বছর করে দেশ হতে বহিষ্কার করা, আর বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা স্ত্রীলোক যিনা করলে তাদের প্রত্যেককে একশ করে দুর্রা মারা ও রজম (পাথর নিক্ষেপ) করা হবে[১]।[২]

(١٠٣٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اذْهَبُوا بِهِ، فَارْجُمُوهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৩৬ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন এক মুসলিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এলে– সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে ছিলেন; অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে বললো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যিনা করেছি। তিনি তার দিক থেকে মুখ অন্য দিকে ফেরালেন। সে আবার তাঁর সামনে এসে বললো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যিনা করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। এইভাবে চার দফা সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের সামনে গিয়ে বললো ঃ 'আমি যিনা করেছি' আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুখকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। সে যখন তার অপরাধের সাক্ষী স্বীয় স্বীকৃতি দ্বারা চার বার দিয়ে দিল তখন তিনি তাকে ডেকে বলেন ঃ তোমার মধ্যে কি পাগলামী রয়েছে? সে বললো ঃ না। তুমি কি বিবাহিত? সে বললো ঃ হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে বলেন ঃ একে নিয়ে গিয়ে রজম কর (প্রস্তরাঘাতে হত্যা কর)।[৩]

---

[১] মুসলিম।

[২] সহীহ্ হাদীসগুলোতে বিবাহিতদের যিনার শাস্তি উভয় প্রকার সাব্যস্ত হয়েছে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য হাদীসে কেবল রজম করা প্রমাণ থাকায় জমহুর বা বহু সংখ্যক আলিম কেবল রজম করার পক্ষে রয়েছেন।

[৩] বুখারী, মুসলিম।

(١٠٣٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ»، قَالَ: لَا، يَا رَسُولَ اللّٰهِ! رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০৩৭ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ যখন মায়িয্ ইবনু মালিক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসল তিনি তাকে বলেন, তুমি হয়তো তাকে (মেয়েটিকে) চুম্বন দিয়েছিলে? বা চোখের দ্বারা ইঙ্গিত করেছিলে? বা কেবল দৃষ্টি দিয়েছিলে? সে বললো ঃ না আল্লাহ্‌র রাসূল[১]।[২]

(١٠٣٨) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ خَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللّٰهُ، وَأَنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الْاعْتِرَافُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৩৮ ঃ উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহ্ অবশ্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য সহকারে নাবী করে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর উপর তাঁর বাণী কুরআনও অবতীর্ণ করেছিলেন। তাঁর উপর অবতীর্ণ বাণীর মধ্যে রজমের আয়াত ছিল তা আমরা মুখে পাঠ করেছি, হৃদয়ে স্থান দিয়েছি, জ্ঞান দ্বারা তার অর্থ উপলব্ধি করেছি। অতঃপর আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজমের হাদ্দ জারি করেছেন আমরাও তার পর রজম করেছি। (এখন) আমার ভয় হচ্ছে যে, মানুষের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলে কিছু লোক বলবে ঃ আমরা তো আল্লাহ্‌র কিতাবে রজমের কথা পাচ্ছি না। এর ফলে আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ একটা ফরয কাজ বর্জন করার জন্য তারা পথভ্রষ্ট হবে। এটা ঠিক যে, বিবাহিত নর ও নারীর যিনার হাদ্দ আল্লাহ্‌র কিতাবে রজমের ব্যবস্থা থাকা সত্য– যদি তা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় বা গর্ভ থাকে বা স্বীকৃতি পাওয়া যায়[৩]।[৪]

[১]বুখারী।

[২]পূর্ণ যৌনমিলন ছাড়া রজমের হাদ্দ জারী করা যায় না বলে যিনা সংঘটিত হওয়া প্রসঙ্গে সুনিশ্চিত বিশ্বাস একান্ত দরকার। এসব হাদীস তারই স্বপক্ষে বর্ণিত হয়েছে।

[৩]বুখারী, মুসলিম।

[৪]হাদীসের উপর আমাল করার বিশেষ গুরুত্ব এ হাদীস হতে প্রমাণিত হচ্ছে যদিও বাহ্যত কুরআনে তা নেই বলে মনে হয়। আর এসব ক্ষেত্রে হাদীসের উপর 'আমাল না করা মুসলিম জাতির পথ ভ্রষ্ট হওয়া ও ধ্বংসের কারণ।

(١٠٣٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

১০৩৯ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কারো দাসী যিনা করলে তা প্রমাণিত হওয়ার পর তাকে ৫০ বেত্রাঘাত করবে– তাকে তিরস্কার করবে না। তারপর যদি দ্বিতীয়বার যিনা করে তবে তাকে যিনার শাস্তি দিবে, তাকে তিরস্কার করবে না। তারপর যদি তৃতীয়বার যিনা করে আর তার এ ব্যভিচার প্রকট হয়ে উঠে তবে তাকে বিক্রয় করে দেবে যদি একখানা লোমের দড়ির(নগণ্য মূল্যের) বিনিময়ে হয়।[১]

(١٠٤٠) وعن عليّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ مَوْقُوفٌ.

১০৪০ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের দাস-দাসীর উপরও হাদ্দ জারী করবে।[২]

(١٠٤١) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا،

১০৪১ ঃ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য জুহাইনাহ গোত্রের কোন এক স্ত্রীলোক যিনার দ্বারা অন্তসত্ত্বা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে হাজির হয়ে বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি হাদ্দের উপযুক্ত হয়েছি, আপনি আমার উপর যিনার হাদ্দ ক্বায়িম করুন (প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে আমার প্রায়শ্চিত্ত বা তাওবার ব্যবস্থা

[১]বুখারী, মুসলিম– শব্দ মুসলিমের।
[২]আবূ দাউদ, মুসলিমে এটা মাওকূফরূপে (আলী (রাঃ) হতে) বর্ণিত হয়েছে।

فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا»، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ! وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى؟» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

করুন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওয়ালীকে (অভিভাবককে) ডাকলেন ও বললেন, তার উপর ইহসান কর, সন্তান প্রসব করলে আমার নিকটে তাকে নিয়ে এসো।

অভিভাবক তাই করলো (সন্তান প্রসব করার পর তাকে নাবীর দরবারে নিয়ে এলো); রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার শরীরের সাথে তার পরনের কাপড় শক্ত করে বেঁধে দিতে আদেশ করলেন তারপর তাঁর আদেশক্রমে তাকে রজম করা হলো। তারপর তার জানাযা নামায পড়ালেন। উমার (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! সে ব্যভিচার করেছে তবুও তার জানাযা নামায পড়বেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ সে তো এমন তাওবা করেছে (স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করেছে) যে, যদি তা মাদীনাবাসীর ৭০ জনের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয় তবে তাদের জন্য তার এ তাওবা যথেষ্ট হয়ে যাবে। (হে উমার!) তুমি কি এর থেকে উৎকৃষ্ট কোন আল্লাহ্তে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি পেয়েছ?[১]

[১] মুসলিম।

(١٠٤٢) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقِصَّةُ رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

১০৪২ ঃ জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলাম গোত্রের একজন পুরুষ, একজন ইয়াহূদী পুরুষ ও একজন রমণীকে রজম করেছিলেন।[১]

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; দু'জন ইয়াহূদীকে রজম করা প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।[২]

(١٠٤٣) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ فِي أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «اضْرِبُوهُ حَدَّهُ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «خُذُوا عِثْكَالاً فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً»، فَفَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنْ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ.

১০৪৩ ঃ সাঈদ ইবনু সা'দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমাদের মহল্লায় একটা জীর্ণ শীর্ণ ক্ষুদ্র লোক বাস করত। সে তাদের কোন এক দাসীর সাথে নোংরা কাজ (যিনা) করে ফেলে। ফলে সা'দ এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ব্যক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ওর উপর হাদ্দ জারি কর। লোকেরা বললো ঃ সে এর থেকে অনেক দুর্বল (একশো দুর্‌রা তো বরদাস্ত করার কোন শক্তি ওর নেই)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একটা ডাল নাও, যাতে একশো শাখা থাকে, তারপর তাকে ঐটি দিয়ে একবার প্রহার কর। ফলে লোকেরা তাই করলো।[৩]

---

[১]মুসলিম।

[২]বিশেষ জ্ঞাতব্য যে, ইয়াহূদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতেও যিনার অপরাধীকে 'রজম' করার কথা আছে। কিন্তু ইয়াহূদীগণ অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় রজমের শাস্তিকেও গোপন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বিচার প্রার্থী হলে তিনি তাদেরকে রজম করতেন।

[৩]আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ; এর সনদটি হাসান কিন্তু এর অস্‌ল ও ইর্সাল হওয়াতে (অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন সনদ বিশিষ্ট হওয়াতে) মতভেদ আছে। (হাদীসে উল্লেখিত লোকটি অবিবাহিত ছিল)।

(١٠٤٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ. إِلَّا أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا.

১০৪৪ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাকে তোমরা লুৎ (আঃ)-এর কওমের ন্যায় পুরুষে পুরুষে ব্যভিচার করতে দেখবে তাদের উভয়কে হত্যা করবে, আর যাকে কোন জন্তুর সাথে ব্যভিচার করতে দেখবে তাকে এবং জন্তুটিকেও হত্যা করবে।[১]

(١٠٤٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَبُو بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ.

১০৪৫ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদ্দের দুর্‌রা মেরেছেন (মারিয়েছেন) ও দেশ হতে বিতাড়িত করেছেন। আবূ বাকারও (রাঃ) তাঁর খিলাফাতকালে দুর্‌রা মেরেছেন ও দেশ হতে বিতাড়িত করেছেন। উমার (রাঃ) দুর্‌রা মেরেছেন ও দেশ হতে বিতাড়িত করেছেন।[২]

(١٠٤٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১০৪৬ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখান্নাস (মেয়েলী সাজে যারা সজ্জিত) পুরুষদের ও মুতারাজ্জিলাত (পুরুষের অনুরূপ সাজে সজ্জিত) মেয়েদের প্রতি লা'নাত করেছেন। আর বলেন ঃ তাদেরকে তোমাদের বাড়ী হতে তাড়িয়ে দাও।[৩]

---

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, নাসাঈ। এর রাবীগণ মজবুত তবে মতভেদ হতে সনদটি খালি নয়।
[২]তিরমিযী; এর রাবীগণ মজবুত, তবে মাওকূফ না মারফূ এ বিষয়ে মতভেদ আছে।
[৩]বুখারী।

(١٠٤٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعاً». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

১০৪৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সম্ভব হলে হাদ্দকে এড়িয়ে চলো (হাদ্দ জারি তড়িত করবে না– বাধ্য হলে করবে)।[১]

وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، بِلَفْظِ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضاً.

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিরমিযীতে এরূপ শব্দে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাধ্যানুযায়ী মুসলমানদের উপর হতে হাদ্দকে প্রতিহত কর। এটাও দুর্বল।

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، مِنْ قَوْلِهِ، بِلَفْظِ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ.

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ সন্দেহের অবকাশ থাকলে হাদ্দকে প্রতিহত করবে– বাইহাকী।

(١٠٤٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ تَعَالَى، وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى». رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ مَرَاسِيلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.

১০৪৮ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যেসব নোংরা বস্তু হতে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন তা হতে দূরে থাকবে। আল্লাহ-না করুন যদি কেউ তাতে পড়েই যায়, তবে যেন সে তা গোপন করে নেয়– আল্লাহ্র পর্দা দিয়ে, আর মহান আল্লাহ্র কাছে তাওবা করে। কেননা যে ব্যক্তি নিজের রহস্যাবৃত বস্তুকে প্রকাশ করে ফেলবে তার উপরে আমরা আল্লাহ্র কিতাবের ফায়সালা জারি করব[২]।[৩]

---

[১] ইবনু মাজাহ্ এর সনদ দুর্বল।

[২] হাকিম, এটা মুআত্তায় যায়িদ ইবনু আসলামের মুর্সাল হাদীস রূপে বর্ণিত হয়েছে।

[৩] নিশ্চিত ও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত অপরাধের হাদ্দ জারী করা আবশ্যক; কিন্তু সন্দেহ থাকা অবধি কোন হাদ্দ জারি করা যাবে না।

২য় পরিচ্ছেদ

باب حد القذف

ব্যভিচারের অপবাদ সংক্রান্ত হাদ্দ

১০৪৯ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ যখন কুরআনে আমার উপর আরোপিত 'অপবাদের পড়া' সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠে দাঁড়ালেন ও এর উল্লেখ করলেন এবং কুরআনের আয়াত পাঠ করে শুনালেন। তারপর মিম্বার হতে অবতরণ করলেন, এবং দু'জন পুরুষ (হাস্‌সান ইবনু সাবিত, মিস্‌তাহ্ ইবনু আসাসা) ও একজন স্ত্রীলোক (হাম্‌না বিনতু জাহাশ)-কে তাঁর আদেশক্রমে হাদ্দ মারা হলো।[১]

(١٠٤٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ، وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا الْحَدَّ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ.

১০৫০ ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; ইসলামের সর্বপ্রথম সংঘটিত 'লিয়ান' ছিল, হিলাল ইবনু উমাইয়া– তার স্ত্রীর সাথে শারীক ইবনু সাহ্‌মার ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (হিলালকে) বলেন, প্রমাণ উপস্থিত কর অন্যথায় তোমার পিঠের উপর অপবাদের হাদ্দ মারা হবে– (সংক্ষিপ্ত)।[২]

(١٠٥٠) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: أَوَّلُ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ»، اَلْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَفِي الْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا.

---

[১] আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। এবং ইমাম বুখারী এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

[২] আবূ ইয়ালা– এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে অনুরূপ হাদীস বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

(١٠٥١) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلاَّ أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ.

১০৫১ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমির ইবনু রাবিআ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি আবূ বাকার, উমার ও উসমান (রাঃ) খালিফাদের এবং তাঁদের পরবর্তী খালিফাগণের যুগও পেয়েছি– তাঁরা কেউ দাসের উপর অপবাদের হাদ্দ ৪০ কোড়া ছাড়া (তার বেশি) মারতেন না।[১]

(١٠٥٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৫২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে তার দাসের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করবে তার উপর কিয়ামাতে অপবাদের হাদ্দ জারি করা হবে, তবে যদি সে সত্য ঘটনা ব্যক্ত করে থাকে (তবে শাস্তি হতে রেহাই পাবে)।[২]

৩য় পরিচ্ছেদ

باب حد السرقة

চুরির হাদ্দ[৩]

(١٠٥٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً».

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: «اقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَلاَ تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذٰلِكَ».

১০৫৩ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন চোরের হাত চার ভাগের এক ভাগ দিনার বা তার অধিক পরিমাণ মাল চুরি ছাড়া কাটা যাবে না।[৪]

[১]মালিক ও ইমাম সাওরী (তাঁর জামিআ নামক কিতাবে) সংকলন করেছেন।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]বাস্তবকে উপেক্ষা করে যারা কেবল পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক সভ্যতার চাকচিক্যের মোহে নিজেদের চিন্তার স্বাধীন সত্তা হারিয়ে ফেলেছেন তারা ব্যভিচারের ও চুরির জন্য ইসলামের ধার্য শাস্তিকে অমানসিক ও অমানবিক বলে অপপ্রচার করেন। কিন্তু হাজার হাজার লোককে প্রগতিবাদীরা ভৌগলিক জাতীয়তার দোহাই দিয়ে বা অন্য অজুহাত খাড়া করে নির্মমভাবে হত্যা করছেন তখন তারা একদম নীরব থেকে যাচ্ছেন– এদেরকে বিপর্যস্ত বিবেকের মানুষ ছাড়া আর কি বলা চলে!
[৪]বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো মুসলিমের।
বুখারীর শব্দ ঃ চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ দিনার বা তার বেশিতে হাত কাটা হবে। আহমাদের একটি রিওয়ায়াতে আছে, চার ভাগের এক ভাগ দিনারে (হাত) কাটবে তার কমে কাটবে না।

(١٠٥٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৫৪ ঃ উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিরহাম মূল্যের ঢালের চুরিতে হাত কেটেছিলেন– বুখারী, মুসলিম।

(١٠٥٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضاً.

১০৫৫ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্‌র লা'নাত হোক চোরের উপর যার একটা ডিম চুরিতে তার হাত কাটা হয়, আর একখানা দড়ি চুরি করেও তাতে তার হাত কাটা যায়– বুখারী, মুসলিম।

(١٠٥٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى؟» ثُمَّ قَامَ، فَخَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا.

১০৫৬ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ কি তোমরা আল্লাহ্‌র হাদ্দের ব্যাপারেও (হাদ্দ মাওকুফের) সুপারিশ করছ! তারপর তিনি উঠে তাঁর ভাষণে বলেন ঃ হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের আগের জাতিগুলি এজন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে, তাদের মধ্যে উচ্চ বংশের লোকেরা চুরি করলে তাকে রেহাই দিত আর দুর্বলদের মধ্য থেকে কেউ চুরি করলে তার উপর চুরির হাদ্দ জারী করত– বুখারী, মুসলিম। শব্দ মুসলিমের।

অন্য সূত্রে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন এক রমণী আসবাবপত্র চেয়ে নিয়ে তা (ফেরত না দিয়ে) অস্বীকার করে বসত, ফলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কাটার আদেশ দিয়েছিলেন।

(١٠٥٧) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

১০৫৭ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমানাতের খিয়ানাতকারী, ছিনতাইকারী, লুণ্ঠনকারীর হাত কাটা যাবে না[১]।[২]

[১]উপরোক্ত রূপ হাদীসকে সামনে রেখে চুরির দায়ে হাত কাটার 'নিসাব' বা 'পরিমিত মান' নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। তার মধ্যে চার ভাগের এক ভাগ দিনারকে পরিমিত মান বা নিসাব খাড়া করার অভিমতটি প্রমাণের দিক থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য। এক দিনার– সাড়ে চার মাশা সোনা ও এক দিরহাম– সাড়ে তিন মাশা রূপা। ডিম বা দড়ি চুরির অপরাধকে কেন্দ্র করে এমন দুর্ঘটনাও এসে যায় যে, শারীআতের নিসাবকে উপেক্ষা করে এসব ক্ষুদ্র বস্তুর জন্য হাতও কাটা যেতে পারে– এর অর্থ হাত কাটতে হবে তা নয়– সুবুলুস সালাম; কেউ রূপার ডিমের অর্থও করেছেন।

[২]আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ বলেছেন।

(١٠٥٨) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «**لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ فِي كَثَرٍ**». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ أَيْضاً التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

১০৫৮ ঃ রাফি বিন খাদীজা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, ফলে ও খেজুরের গাছের গুদার বা মেথিতে হাত কাটার বিধান নেই[1]।[2]

(١٠٥٩) وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافاً، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ**»، قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُطِعَ، وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَتُبْ إِلَيْهِ». فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: «**اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ**» ثَلاَثاً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

১০৫৯ ঃ আবূ উমাইয়া মাখযুমী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে কোন এক চোরকে আনা হলো, সে যথারীতি চুরির কথা স্বীকার করেছিল কিন্তু তার নিকটে কোন মাল পাওয়া যায়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি চুরি করেছ বলে তো আমি মনে করছি না! সে বলল ঃ হ্যাঁ (আমি চুরি করেছি)। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই কি তিনবার তাকে একথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন। অতঃপর তাঁর আদেশক্রমে তার হাত কাটা হলো এবং তাকে পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আনা হলো। তাকে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও ও তাওবা কর। সে বলল ঃ আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইছি ও তাওবা করছি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটির জন্য ৩ বার এই বলে প্রার্থনা জানালেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি তার তাওবা কবূল কর।[3]

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ. وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضاً، وَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ.

ইমাম হাকিম আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ এই অর্থেই একটি হাদীস সংকলন করেছেন, তাতে রাবী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে নিয়ে গিয়ে তার হাত কেটে দাও ও তার রক্তবন্ধ করে দাও। হাদীসটি বাযযারও সংকলন করেছেন ও তিনি হাদীসটির সনদকে নির্দোষ বলেছেন।

---

[1]আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।

[2]গাছের অরক্ষিত ফল চুরি হলে এরূপ বিধান অন্যথায় নীচের রক্ষিত ফল অন্য বস্তুর ন্যায় বিবেচিত হবে এবং নিসাব পরিমাণ হলে হাত কাটা যাবে– সুবুলুস সালাম।

[3]আবূ দাউদ (শব্দ তারই), আহমাদ, নাসাঈ; হাদীসটির রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

(١٠٦٠) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ.

১০৬০ ঃ আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ চোরের উপর হাদ্দ জারি করা হলে তাকে মালের ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী করা যাবে না[১]।[২]

(١٠٦١) وَعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهما، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ، مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১০৬১ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু আম্র ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গাছের ঝুলানো খেজুর প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ যদি নিয়ে যাবার জন্য আঁচলে না বেঁধে কেবল প্রয়োজন (ক্ষুধা) মেটানোর জন্য খায় তবে তাতে কোন দোষ নেই। আর যদি কিছু নিয়ে বেরিয়ে যায় তবে তাকে ক্ষতিপূরণ করতে হবে ও শাস্তিও নিতে হবে। আর যদি খামারে রাখার পর সেখান হতে তার কিছু উঠিয়ে নিয়ে যায় আর তার মূল্য একটি ঢাল পরিমাণ হয়ে যায় তবে তার হাত কাটা হবে।[৩]

(١٠٦٢) وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ — لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ فَشَفَعَ فِيهِ —: «هَلَّا كَانَ ذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ.

১০৬২ ঃ সাফ'ওয়ান ইবনু উমাইয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন ঃ যখন তিনি (সাফওয়ান) তার এক চাদর চুরির ব্যাপারে হাত কাটার আদেশ দেওয়ার পর সুপারিশ করেছিলেন, কেন তুমি তাকে (চোরকে) আমার কাছে আনার আগেই এ সুপারিশ করনি।[৪]

[১]নাসাঈ; হাদীসটি কে তিনি মুনক্বাতা বলেছেন এবং আবূ হাকিম মুনকার বলেছেন।

[২]হাদীসটির সনদ দুর্বল বলে ইমাম শাফিঈ, ইমাম আবূ হানিফার একটি মত ও অন্যান্য আলিমদের মতে মাল চোরের কাছ থেকে হারিয়ে বা না পাওয়া গেলে তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে- সুবুলুস সালাম ও ইত্তহাফ দ্রষ্টব্য।

[৩]আবূ দাউদ, নাসাঈ; ইমাম হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন।

[৪]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইবনু জারূদ ও হাকিম সহীহ্ বলেছেন।

(١٠٦٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «اُقْتُلُوهُ»، فَقَالُوا: إِنَّمَا سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «اقْطَعُوه»، فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «اُقْتُلُوهُ»، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ: «اُقْتُلُوهُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَاسْتَنْكَرَهُ، وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.

১০৬৩ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন এক চোরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনা হলে তিনি তাকে হত্যা করতে বলেন। সাহাবীগণ বলেন ঃ এ তো চুরি করেছে মাত্র। তিনি বলেন ঃ তার হাত কেটে দাও। ফলে তার হাত কাটা হল। তারপর দ্বিতীয় বার তাকে আনা হলে তিনি এবারেও বলেন ঃ তাকে হত্যা করো। কিন্তু পূর্বের মতই ঘটল (হত্যা করা হল না)। তারপর তৃতীয়বার তাকে আনা হলো ঐরূপই ঘটলো। তারপর চতুর্থবার তাকে আনা হলো এবং ঐরূপ ঘটল। তারপর তাকে পঞ্চম দফা আনা হলে তিনি তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন।[১]

হারিস ইবনু হাত্বিব হতে অনুরূপ হাদীস নাসাঈতে সংকলিত হয়েছে। আর ইমাম শাফিঈ বলেন ঃ ৫ম দফায় চোরকে হত্যা করার আদেশ মানসূখ বা বাতিল হয়ে গেছে।

(একই ব্যক্তি একাধিকবার চুরির অপরাধে শাস্তি প্রাপ্ত হলে– ১ম দফায় সকলের নিকটে তার ডান হাত কব্জি পর্যন্ত কেটে ফেলতে হবে, দ্বিতীয় দফায় অধিকাংশের মতে বাম পা (নিচের গিরা পর্যন্ত) কেটে ফেলা হবে; তৃতীয় দফায় তার বাম হাত কাটা হবে; চতুর্থ দফায় তার ডান পা কাটা হবে; ৫ম দফায় তাকে হত্যা করে ফেলা হবে।

ইমাম বাইহাক্বীর বর্ণনা সূত্রে আলী (রাঃ)-এর অভিমত হচ্ছে ৩য় দফায় তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে। হানাফীমতে এটাই সমর্থিত হয়েছে। মুহাদ্দিস আব্দুত তাওওয়াব মূলতানীর উর্দু টীকা দ্রষ্টব্য।)

[১] আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইনি হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

باب حدالشارب وبيان المسكر

সুরা পানকারীর হাদ্দ ও মাদক দ্রব্যের বিবরণ

(١٠٦٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৬৪ ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; সুরা মদ্য পান করেছিল এমন একটি লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে নিয়ে আসা হলো। তিনি তাকে দুখানা ছড়ি (এক যোগে ধরে তার) দ্বারা চল্লিশের মত কোড়া মারলেন। আনাস (রাঃ) বলেন ঃ ১ম খলিফা আবূ বাকার (রাঃ) এরূপ কোড়া মেরেছেন, উমার (রাঃ) তাঁর খিলাফাতকালে তিনি এ ব্যাপারে লোকদের সাথে পরামর্শ করলেন। আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) বলেন ঃ সর্বাপেক্ষা হালকা হাদ্দ হচ্ছে আশি (কোড়া)। উমার (রাঃ) ঐ (৮০-র) আদেশই জারি করলেন।[১]

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ: جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهٰذَا أَحَبُّ إِلَيَّ. وَفِي هٰذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَجُلاً شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا.

মুসলিমে ওয়ালীদ ইবনু উকবার ঘটনায় আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪০ কোড়া মেরেছেন, আবূ বাকার (রাঃ)ও ৪০ কোড়া মেরেছেন, উমার (রাঃ) আশি কোড়া মেরেছেন, আলী (রাঃ) বলেন ঃ এগুলো সবই সুন্নাত (সঠিক)। কিন্তু আশি কোড়া মারা আমার নিকট অধিক প্রিয় (বুখারীর বর্ণনায় আশি কোড়া মারার কথা আছে)– সুবুলুস সালাম।

এই হাদীসে আছে, কোন একজন লোক তার বিরুদ্ধে মদ বমি করেছিল বলে স্বাক্ষী দিয়েছিল। ফলে উসমান (রাঃ) বলেন ঃ সে মদ খেয়েছে বলেই তো মদ বমি করেছে।

[১] বুখারী, মুসলিম।

(١٠٦٥) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: «إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهٰذَا لَفْظُهُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ذٰلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحاً عَنِ الزُّهْرِيِّ.

১০৬৫ ঃ মুআবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ পানকারী প্রসঙ্গে বলেন ঃ যখন তা পান করবে তাকে কোড়া মারো, তারপর পান করলে কোড়া মারো তারপর ৩য় বার পান করলেও তাকে কোড়া মারো, তারপর ৪র্থ বার মদ পান করলে তার গর্দান কেটে দাও।[১]

তিরমিযীর বক্তব্যে হাদীসটি মানসুখ হয়েছে বলে ব্যক্ত হয়েছে, ইমাম যুহরী হতে আবূ দাউদ এর মানসুখ হওয়াকে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন।

(١٠٦٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৬৬ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমরা হাদ্দ মারবে তখন মুখমণ্ডলে মারবে না।[২]

(١٠٦٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

১০৬৭ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মাসজিদে কোন হাদ্দ কায়িম করা (জারি করা) যাবে না।[৩]

(١٠٦٨) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১০৬৮ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ অবশ্যই আল্লাহ্ মদ হারাম করার আয়াত নাযিল করেছেন। আর মাদীনায় খেজুরের মদ ছাড়া অন্য কোন মদ পান করা হত না।[৪]

---

[১] আহমাদ, ইহা 'তাঁরই শব্দ', আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।
[২] বুখারী, মুসলিম।
[৩] তিরমিযী, হাকিম।
[৪] মুসলিম।

(١٠٦٩) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৬৯ ঃ উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ মদ হারাম করার নির্দেশ কুরআনে নাযিল হয়। আর তা পাঁচটি বস্তু হতে তৈরী হতো– আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও যব। মদ ওটা যা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। (অর্থাৎ চেতনার মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটায়, সঠিকভাবে কোন বস্তুকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।)।[১]

(١٠٧٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১০৭০ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক নেশা আনয়নকারী বস্তু খামর (মাদক) আর প্রত্যেক নেশা আনয়নকারী বস্তু হারাম।[২]

(١٠٧١) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১০৭১ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে বস্তুর অধিক পরিমাণ ব্যবহারে নেশা আনে ঐ বস্তুর অল্প ব্যবহারও হারাম।[৩]

(١٠٧٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ، وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১০৭২ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মশকে (মানাক্কা ভিজিয়ে) নাবিয রস করা হলে তিনি ঐ রস সেই দিন, পরের দিন এবং তার পরে ৩য় দিনও পান করতেন। তারপরও কিছু থেকে গেলে তা ঢেলে ফেলে দিতেন।[৪]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]মুসলিম।
[৩]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।
[৪]মুসলিম।

(١٠٧٣) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১০৭৩ ঃ উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা আল্লাহ্ তাঁর হারামকৃত বস্তুর মধ্যে করেননি।[১]

(١٠٧٤) وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا.

১০৭৪ ঃ ওয়ায়িল ইবনু হাযরামী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তারিক ইবনু সুয়াইদ মদদিয়ে ওষুধ তৈরী করা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওটাতো ঔষুধ নয় বরং তা ব্যাধি।[২]

৫ম পরিচ্ছেদ

باب التعزير وحكم الصائل

তাযীর ও আক্রমণকারী বিধান

(١٠٧٥) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৭৫ ঃ আবূ বুরদাহ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি বলতে শুনেছেন, তা'যীর-এর শাস্তি দশ কোড়ার বেশি মারা যাবে না। তবে আল্লাহ্‌র কোন হাদ্দ জারি করার ব্যাপার স্বতন্ত্র।[৩]

(١٠٧٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

১০৭৬ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সম্মানী ব্যক্তিদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করবে। তবে আল্লাহ্‌র হাদ্দের ব্যাপারে তা করতে পারবে না।[৪]

[১]বাইহাকী, ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।
[২]মুসলিম, আবূ দাউদ ইত্যাদি।
[৩]বুখারী, মুসলিম।
[৪]আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, বাইহাকী।

(١٠٧٧) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১০৭৭ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; কারো উপর হাদ্দ কায়িম করতে গিয়ে সে মরে গেলে এমন কিছু আমি মনে করি না, তবে মদ পানকারীর ক্ষেত্রে আমি মনে করি মরে গেলে আমি তার দিয়াত আদায় করে দেব। (দিয়াত অর্থ খুনের ক্ষতিপূরণ)।[১]

(١٠٧٨) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

১০৭৮ ঃ সাঈদ ইবনু যায়িদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদের দরজা লাভ করে।[২]

(١٠٧٩) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تَكُونُ فِتَنٌ، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُنِ الْقَاتِلَ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ.

১০৭৯ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু খাব্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত; তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে শুনেছেন, তিনি বলেন ঃ সমাজে ফিত্না দেখা দিলে, হে আল্লাহ্‌র বান্দা তুমি তাতে হত্যাকারী না হয়ে নিহত হও।[৩]

ইমাম আহমাদও অনুরূপ হাদীস খালিদ ইবনু উরফুতা হতে বর্ণনা করেছেন।

[১] বুখারী।
[২] আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী সহীহ্ বলেছেন।
[৩] ইবনু আবি খাইসামা, দারাকুতনী।

১১শ অধ্যায়

كتاب الجهاد

জিহাদ অধ্যায়

(١٠٨٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**مَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ**». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৮০ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জিহাদ না করে বা জিহাদের কামনা পোষণ না করে মারা যায় সে মুনাফিক্বী বা কপটতার অংশ বিশেষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মারা যাবে।[১]

(١٠٨١) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «**جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ**». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১০৮১ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মাল, জান ও কথার দ্বারা মুশরিকদের সাথে সংগ্রাম চালাতে থাকবে।[২]

(١٠٨٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «**نَعَمْ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، هُوَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ**». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

১০৮২ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! মেয়েদের উপর জিহাদের দায়িত্ব রয়েছে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ আছে। তবে তাতে যুদ্ধ নেই। তাদের জিহাদ হচ্ছে– হাজ্ব ও উমরাহ পর্ব সম্পাদন করা।[৩]

---

[১]মুসলিম।

[২]আহমাদ, নাসাঈ, হাকিম সহীহ্ বলেছেন।

[৩]ইবনু মাজাহ, এর মূল বিষয় বুখারীতে আছে। জিহাদু কুন্নাল্ হাজ্ব অল-উম্রাতু।

(١٠٨٣) وَعَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «**أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟**» فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «**فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৮৩ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিহাদ করার জন্য তাঁর কাছে অনুমতি চাইলো। তিনি বলেন ঃ তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? সে বললো ঃ হ্যাঁ, আছেন। তিনি বলেন, তবে তাঁদের মধ্যে (তাদের সেবার মধ্যে) হাজ্বের পুণ্য রয়েছে। ফলে তুমি তাতেই যত্নবান হও।[১]

وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «**ارْجِعْ، فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ، وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَا**».

আবূ সাঈদের বর্ণিত হাদীসে আহমাদ ও আবূ দাউদেও অনুরূপ বর্ণনা আছে– তাতে আরো আছে, তুমি বাড়ী ফিরে যাও ও পিতা-মাতার কাছে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাও, তাঁরা অনুমতি দেন ভাল, অন্যথায় তাঁদের কল্যাণে নিয়োজিত থাক।

(١٠٨٤) وَعَنْ جَرِيْرٍ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ**». رَوَاهُ الثَّلاَثَةُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَرَجَّحَ الْبُخَارِيُّ إِرْسَالَهُ.

১০৮৪ ঃ জারীর (আল-বাজালী) (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি ঐসব মুসলমানের উপর অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট যারা মুশরিকদের মধ্যে (তাদের হয়ে) অবস্থান করে।[২]

(١٠٨٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৮৫ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের পরে হিজরাত (ধর্মের জন্য দেশত্যাগ) নেই; তবে জিহাদ ও জিহাদের জন্য নিয়াত (মানসিক প্রস্তুতি) রয়েছে[৩]।[৪]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ। এর সনদ সহীহ, তবে ইমাম বুখারী এ হাদীসের মুর্সাল হওয়াকে প্রাধান্য দান করেছেন।

[৩]বুখারী, মুসলিম।

[৪]মক্কা ছেড়ে মাদীনা চলে যাওয়ার হিজরাত আর নেই। কিন্তু যদি কোন দেশে শারীআতের বাস্তবায়ণ সম্ভব না হয়, সে দেশ ত্যাগ করে যে দেশে তা সম্ভব বা সহজ সেখানে হিজরাত করে যাওয়া ওয়াজিব। (মিশরীয় টীকা হতে)

(١٠٨٦) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ**» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৮৬ ঃ আবূ মূসা আশ'য়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে আল্লাহ্র কালিমা (দ্বীন)-কে সমুন্নত রাখার জন্য যুদ্ধ করবে, সে আল্লাহ্র পথেই রয়েছে বলে গণ্য হবে।[১]

(١٠٨٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ**». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১০৮৭ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু সা'দী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হিজরাত ছিন্ন (বন্ধ) হবে না যতক্ষণ শত্রুর সাথে সংগ্রাম চলতে থাকবে।[২]

(١٠٨٨) وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَغَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّونَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَهُمْ. حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৮৮ ঃ নাফি (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানি মুস্তালিক গোত্রের উপর হঠাৎ করে আক্রমণ করেছিলেন। তখন ঐ গোত্রের লোকেরা উদাসীন ছিল। তাদের যুদ্ধরতদের নিহত করা হয় ও তাদের সন্তানদেরকে বন্দী করা হয়। নাফি (রাঃ) বলেছেন, এ সংবাদ আমাকে বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) বলেছেন।[৩]

(ঐ দিন জুঅয়রিয়া বন্দিনী হন ও পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।)

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]নাসাঈ, ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।
[৩]বুখারী, মুসলিম।

(١٠٨٩) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيراً عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْراً، ثُمَّ قَالَ: «اُغْزُوا بِسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اُغْزُوا، وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تُمَثِّلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ: اُدْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا،

১০৮৯ ঃ সুলাইমান হতে বর্ণিত; তিনি তাঁর পিতা বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন ছোট বা বড় সৈন্যদলের জন্য কাউকে নেতা নির্বাচন করে দিতেন তখন বিশেষভাবে তাঁকে আল্লাহ্কে ভয় করার, মুজাহিদ মুসলিমদের সাথে কল্যাণ করার জন্য উপদেশ দিতেন। তারপর বলতেন, আল্লাহ্র নামে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর, যে আল্লাহ্র সাথে কুফরী করছে তার সাথে যুদ্ধ কর, গানিমাতের মালে খিয়ানাত করবে না, প্রতারণা করবে না[১], অঙ্গহানী করবে না, বালকদের হত্যা করবে না, যখন তুমি মুশরিক শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করবে তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের দাওয়াত দিবে তার যে-কোন একটি ক্বূল করে নিলে তুমি তা মেনে নেবে– তাদের উপর হাত উঠাবে না।

ক) তাদেরকে ইসলাম ক্বূল করার দাওয়াত দেবে ; যদি তারা তা ক্বূল করে তুমি তাদের এ স্বীকৃতি মেনে নেবে। তারপর তাদেরকে মুহাজিরদের কাছে হিজরাত করে আসার জন্য দাওয়াত দেবে। যদি তারা তা ক্বূল না করে তবে তাদেরকে বলে দেবে যে, তারা সাধারণ গ্রাম্য মুসলিমদের সমশ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকবে আর গানিমাত ও ফাই-এর মালে তাদের জন্য কোন অংশ হবে না, তবে যদি তারা মুসলিমদের সাথে জিহাদে

[১]হাত, পা, নাক, কান কেটে শাস্তি দেওয়াকে মুস্লা বলা হয়। (১০৮৮/১১ তে)

فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ تَعَالَى وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ، وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلاَ تَفْعَلْ، بَلْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللهِ أَمْ لاَ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

অংশগ্রহণ করে (মাত্র তখন পাবে)।

খ) যদি তারা ইসলাম ক্ববূল করতে রাজি না হয় তবে তাদের কাছে জিযিয়া (এক প্রকার ট্যাক্স) দাবী করবে যদি তারা স্বীকার করে তবে তাদের এ স্বীকৃতি মেনে নেবে আর তাদের দিকে আক্রমণের হাত বাড়াবে না। আর যদি তারা জিযিয়া কর দিতে অস্বীকার করে তবে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করবে ও তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। (বিনা যুদ্ধে শত্রুপক্ষের যে মাল হস্তগত হয় তাকে ফাই বলে।

গ) আর যখন কোন দুর্গবাসীদের অবরোধ করবে তখন যদি তারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের জিম্মায় আসার কোন প্রস্তাব তোমার কাছে পেশ করে, তবে তুমি তা স্বীকার করবে না। বরং তুমি তোমার নিজের জিম্মায় তাদের নিতে পারবে। কেননা তোমাদের জিম্মা নষ্ট করা অনেক সহজ ব্যাপার, আল্লাহ্‌র জিম্মাকে নষ্ট করার থেকে।

আর যদি তারা আল্লাহ্‌র ফায়সালায় উপনীত হওয়ার প্রস্তাব দেয় তবে তুমি তা করবে না। বরং তুমি নিজের ফায়সালার অধীনে তাদেরকে আশ্রয় দেবে। কেননা তুমি অবগত নও যে, তুমি আল্লাহ্‌র ফায়সালা তাদের উপর সঠিকভাবে করতে পারবে কি, পারবেনা।[১]

---

[১]মুসলিম।

(١٠٩٠) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৯০ ঃ কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন যুদ্ধাভিযানের ইচ্ছা করতেন তখন তাওরিয়া করতেন।[১] (অর্থাৎ কৌশল দ্বারা গোপনীয়তা অবলম্বন করতেন।)[২]

(١٠٩١) وَعَنْ مَعْقِلٍ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

১০৯১ ঃ মা'কিল হতে বর্ণিত; নু'মান ইবনু মুক্বারিন বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি যখন দিনের প্রথমাংশে যুদ্ধ না করতেন তখন সূর্য পশ্চিমাকাশে যাওয়ার পরে (স্নিগ্ধ) হাওয়া চললে এবং আল্লাহ্র সাহায্য অবতরণ হলে যুদ্ধ করতেন।[৩]

(١٠٩٢) وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، يُبَيَّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৯২ ঃ সা'ব ইবনু জাস্‌সামা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মুসলমানদের রাত্রিকালের অভিযানের ফলে শত্রুপক্ষের মুশরিকদের কিছু ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীলোক নিহত হয়ে যায় তাদের পরিণতি প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, তারা মুশরিকদের মধ্যে গণ্য[৪]।[৫]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]কিন্তু তাবুকের কথা গোপন করেননি। এই যুদ্ধে মোট মুসলিম সৈন্য ৩০ হাজার ও শত্রুপক্ষের সৈন্য ১ লক্ষ ছিল।
[৩]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ। ইমাম হাকিম সহীহ্ বলেছেন; মূল বুখারীর মধ্যে রয়েছে।
[৪]বুখারী, মুসলিম।
[৫]মেয়েরা সক্রিয় না থাকলে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ।

(١٠٩٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ فِي يَوْمِ بَدْرٍ: «ارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৯৩ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য কোন (মুশরিক) লোক বদরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাচ্ছিল। তিনি ঐ লোকটিকে বলেন ঃ তুমি ফিরে যাও, আমি কখনোও মুশরিকের সাহায্য (এ কাজে) নেব না[১]।[২]

(١٠٩٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৯৪ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন একটি স্ত্রীলোককে তাঁর কোন যুদ্ধে নিহত দেখে মেয়েদের ও বালকদের নিহত হওয়াকে মন্দ মনে করেছিলেন (অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন)।[৩]

(١٠٩٥) وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

১০৯৫ ঃ সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুশরিকদের মধ্যে (যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) বৃদ্ধদেরকে হত্যা কর এবং কিশোরদেরকে (মুক্তি) দাও।[৪]

(١٠٩٦) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُطَوَّلاً.

১০৯৬ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; বদরের যুদ্ধে তাঁরা শত্রুর মুকাবিলায় (এককভাবে) সৈন্য দলের মধ্যে হতে বের হয়ে লড়েছিলেন[৫]।[৬]

[১]মুসলিম।
[২]লোকটি পরে মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দলভুক্ত হয়ে যুদ্ধ করেছে– মিশরীয় টীকা।
[৩]বুখারী, মুসলিম।
[৪]আবূ দাউদ, তিরমিযী সহীহ বলেছেন।
[৫]বুখারী, আবূ দাউদ তাঁর দীর্ঘ হাদীসে।
[৬]ইমামের (সেনাপতির) অনুমতি থাকলে একাকী কোন শত্রুর মুকাবিলায় সাধারণ সৈন্যের মধ্যে থেকে বের হয়ে লড়তে পারেন।

(١٠٩٧) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِنَّمَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ قَالَهُ رَدًّا عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ عَلَىٰ مَنْ حَمَلَ عَلَىٰ صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

১০৯৭ ঃ আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ 'ওয়ালা তুল্কূ' আয়াতটি আনসার সম্প্রদায় প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। (আয়াতটির অর্থ তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।) আয়াতটি ঐসব আনসারী মুসলিমদের মনোভাবের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়েছিল যাঁরা– রূম সৈন্যের উপর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশকারী মুজাহিদদের কাজকে অনুচিত কাজ বলে মন্তব্য করেছিলেন। (অর্থাৎ কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে মুসলিমদের যুদ্ধে উৎসাহী ও নির্ভিক হওয়ার জন্য জোর তাগিদ করা হয়েছে এবং ধর্মীয় সংগ্রামকে ধ্বংসের কারণ মনে করার ঘোর প্রতিবাদ করা হয়েছে)।[১]

(١٠٩٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَّعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৯৮ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানু নাযীর গোত্রের খেজুরের গাছ জ্বালিয়ে দেন ও কেটে ফেলেন।[২]

(١٠٩٩) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَغُلُّوا، فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১০৯৯ ঃ উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ গাণীমাতের মালে কোন খিয়ানাত (অন্যায়ভাবে অধিকার) করবে না। এরূপ করার ফলে ইহকালে ও পরকালে অগ্নি ও লজ্জা উভয়ই ভোগ করতে হবে।[৩]

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ। তিরমিযী, ইবনু হিব্বান ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।

(١١٠٠) وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

১১০০ ঃ আউফ ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যাকারী মুজাহিদকে প্রতিপক্ষের নিহত ব্যক্তির সালাব (যুদ্ধ সামগ্রী) দেওয়ার ফায়সালা দিয়েছিলেন।[১]

(١١٠١) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ – فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ – قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا، حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: «**أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟**» قَالَا: لَا، قَالَ: فَنَظَرَ فِيْهِمَا، فَقَالَ: «**كِلَاكُمَا قَتَلَهُ**» فَقَضَى ﷺ بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১০১ ঃ আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) হতে বর্ণিত; (আবূ জাহিলের হত্যার ঘটনায়) তিনি বলেন ঃ আবূ জাহিলের হত্যাকারীদ্বয় তরবারী নিয়ে তার প্রতি ধাবিত হলো ও তাকে হত্যা করলো অতঃপর তারা রাসূলের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে তার হত্যার খবর দিলো, তিনি তাদেরকে বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছ? তোমাদের তরবারি কি তোমরা মুছে ফেলেছ? তারা বললো ঃ না, তারপর তিনি ঐ দুটির প্রতি দৃষ্টি করলেন। তারপর বলেন ঃ তোমরা উভয়েই হত্যা করেছ। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ জাহিলের সাল্‌াব (যুদ্ধসামগ্রী) মুআয ইবনু আমর ইবনু জামূহ্-কে দিলেন।[২]

(١١٠٢) وَعَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ الْمَنْجَنِيْقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيْلِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ.

১১০২ ঃ মাকহূল (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনজানিক (দূর থেকে শত্রুকে পাথর মেরে আঘাত করার যন্ত্র) তায়িফবাসীর উপর ব্যবহার করেছিলেন।[৩]

---

[১]আবূ দঊদ; এর মূল মুসলিমে আছে।

[২]বুখারী, মুসলিম।

[৩]আবূ দাউদ মারাসিল গ্রন্থে এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। উকাইলী (রহঃ) আলী (রাঃ) হতে দুর্বল সনদে মাওসূলরূপে বর্ণনা করেছেন।

(١١٠٣) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১০৩ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় মক্কায় প্রবেশ করেন– তাঁর মাথায় তখন মিগফার নামক লোহার টোপ ছিল। (লোহার জাল নির্মিত শিরস্ত্রাণ বা যুদ্ধের সময় টুপি বা পাগড়ীর নিচে পড়া হতো) তারপর যখন তা খুলে ফেললেন এমন সময় কোন লোক এসে বললো ঃ ইবনু খাতাল নামক ব্যক্তি কাবা ঘরের পর্দা ধরে ঝুলছে। তিনি বলেন ঃ তাকে হত্যা করো।[১]

(١١٠٤) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْرًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

১১০৪ ঃ সাঈদ ইবনু যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে তিনজনকে বেঁধে হত্যা করিয়েছিলেন।[২]

(١١٠٥) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

১১০৫ ঃ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'জন মুসলিমকে মুক্ত করার জন্য বিনিময়ে একজন মুশরিক বন্দীকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।[৩]

(١١٠٦) وَعَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

১১০৬ ঃ সাখর ইবনু আইলা (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ক্বাওম যখন ইসলাম ক্ববূল করে তখন তারা তাদের রক্ত ও সম্পদকে নিরাপদ করে নেয়[৪]।[৫]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]আবূ দাউদ মারাসিল নামক কিতাবে, বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।
[৩]তিরমিযী, তিনি হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন, এর মূল মুসলিমে আছে।
[৪]আবূ দাউদ, হাদীসটির রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।
[৫] যুদ্ধ না করে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের উপর অস্ত্রধারণ করা নিষিদ্ধ।

(١١٠٧) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي أُسَارَىٰ بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيّاً، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১০৭ ঃ জুবাইর ইবনু মুত্‌ঈম (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের বন্দীদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, যদি আদীর পুত্র মুত্‌য়িম (হাতিম তাই-এর নাতি) জীবিত থাকতেন ও এসব নিকৃষ্ট বন্দীদের মুক্তির জন্য আমার কাছে আবেদন করতেন তবে আমি (তাঁর অনুরোধ রক্ষায়) এদেরকে মুক্তি দিয়ে দিতাম।[১]

(١١٠٨) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَتَحَرَّجُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ الْآيَةَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১১০৮ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা যাদের স্বামী রয়েছে এমন কিছু যুদ্ধবন্দিনী আওতাস নামক যুদ্ধে লাভ করি। ঐসব বন্দিনীদের সাথে সহবাসকে মুসলমানগণ গুনাহের কাজ মনে করলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করলেন– 'স্বামীওয়ালী মেয়েরা তোমাদের জন্য হারাম কিন্তু বন্দিনী দাসী মেয়েদের ক্ষেত্রে তা নয়'।[২]

(١١٠٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً، وَأَنَا فِيهِمْ، قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَي عَشَرَ بَعِيراً، وَنُفِّلُوا بَعِيراً بَعِيراً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১০৯ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদ অভিমুখে একটি ছোট সৈন্যদল পাঠিয়েছিলেন, আমি তাদের সাথে ছিলাম। তারা অনেক উট গানীমাতে লাভ করেছিলেন। তাদের প্রত্যেক অংশে বারটি করে উট ছিল। উপরোক্ত একটি করে উট অতিরিক্ত (নফল) দেওয়া হয়েছিল।[৩]

---

[১]বুখারী।
[২]মুসলিম।
[৩]বুখারী, মুসলিম।

(١١١٠) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْماً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

১১১০ ঃ উক্ত সাহাবী ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার যুদ্ধের গানীমাত হতে যুদ্ধে ব্যবহৃত ঘোড়ার জন্য দুটি অংশ ও পদাতিকের জন্য ১টি অংশ দিয়েছিলেন।[১]

ولِأَبِي دَاوُدَ: أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْماً لَهُ.

আবূ দাউদে আছে, যোদ্ধা ও ঘোড়ার জন্য তিনটি অংশ দিয়েছিলেন, দুটো ভাগ তার ঘোড়ার ও একটি ভাগ তার নিজের।

(١١١١) وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «**لَا نَفَلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ**». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ.

১১১১ ঃ মা'ন ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ গানীমাতের মাল (সরকারী) এক পঞ্চমাংশ আদায় করার পর নফল বা অতিরিক্ত দেওয়া যাবে (তার আগে নয়)।[২]

(١١١٢) وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ، نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

১১১২ ঃ হাবীব ইবনু মাস্‌লামা (রাঃ) হতে বর্ণিত; আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম, তিনি প্রথম দফার আক্রমণের কারণে আক্রমণকারী মুসলিম মুজাহিদকে পৃথকভাবে আক্রমণ করার জন্য গানীমাত হতে এক চতুর্থাংশ দিয়েছিলেন আর (ঐ মুজাহিদের) পুনর্বার আক্রমণ করার জন্য এক তৃতীয়াংশ প্রদান করেছেন।[৩]

[১] বুখারী, মুসলিম; শব্দ বুখারীর।
[২] আহমাদ, আবূ দাউদ। ইমাম ত্বাহাবী সহীহ বলেছেন।
[৩] আবূ দাউদ। ইবনু জারূদ, ইবনু হিব্বান ও ইমাম হাকিম একে সহীহ বলেছেন।

(١١١٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১১৩ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ সৈন্যের জন্য প্রদত্ত অংশ ছাড়াও কোন খণ্ড যুদ্ধে বিশেষভাবে প্রেরিত সৈন্যদেরকে গানীমাতের মাল হতে নফল বা অতিরিক্ত মাল খাস করে প্রদান করতেন।[১]

(١١١٤) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ، وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَلِأَبِي دَاوُدَ «فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ»، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১১১৪ ঃ উক্ত রাবী ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বর্ণনা করেন, আমরা আমাদের যুদ্ধে মধু, আঙ্গুর পেতাম, ফলে আমরা তা খেতাম, কিন্তু জমা দেওয়ার বা নিজে রাখার জন্য উঠিয়ে নিতাম না।[২]

(١١١٥) وَعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ.

১১১৫ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবি আউফা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা খাইবার যুদ্ধে খাদ্যসামগ্রী লাভ করি, ফলে লোকেরা প্রয়োজন মেটানোর মত খাদ্য নিয়ে আপন আপন স্থানে চলে যেত।[৩]

(١١١٦) وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «**مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ**». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ.

১১১৬ ঃ রুওয়াইফি' ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মুসলমান যেন এমন না করে যে, 'ফাই'-এর (বিনা যুদ্ধে অধিকৃত সরকারী মালের) কোন জন্তু ব্যবহার করে তাকে দুর্বল করে দিয়ে ফেরত দেয়; আর ঐ মালের কোন কাপড় ব্যবহার করে পুরাতন করে দিয়ে তা ফেরত দেয়। (অর্থাৎ সরকারী মাল শাস্ত্র সম্মত অনুমতি ও সদিচ্ছা ছাড়া কারো ব্যবহার করা বৈধ হবে না)।[৪]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]বুখারী; আবূ দাউদে আছে, ঐরূপ খাদ্যদ্রব্য হতে সরকারী ফাণ্ডের জন্য এক পঞ্চমাংশ বের করা হত না। ইবনু হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৩]আবূ দাউদ। ইবনু জারূদ ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

[৪]আবূ দাউদ-দারিমী; এর বর্ণনাকারী নির্দোষ।

(١١١٧) وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «**يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ**». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

১১১৭ ঃ আবূ উবাইদা ইবনু জাররাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, কোন মুসলমান স্বীয় দায়িত্বে আশ্রয় দিলে তা অন্য মুসলমানের পক্ষেও পালনীয় হবে। (অর্থাৎ যদি সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যে কোন মুসলমান কোন বিধর্মীকে আশ্রয় দান করে তবে সকল মুসলমানের উপর তা পালনের দায়িত্ব অর্পিত হবে)।[১]

وَلِلطَّيَالِسِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ.

তায়্যালিসীতে আম্‌র ইব্‌নুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত; একজন তুচ্ছ মুসলিমও সকল মুসলিমের পক্ষ হতে আশ্রয় দানের অধিকার রাখে।

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. زَادَ ابْنُ مَاجَهْ وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ «وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ».

বুখারী, মুসলিমেও আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; মুসলিমের জিম্মা দান, এতে একজন নগণ্য মুসলিমও সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে যথেষ্ট।

ইবনু মাজাহ অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মুসলিমের একজন দূরতম ব্যক্তি অর্থাৎ নগন্য লোকও সকল মুসলমানের পক্ষ হতে আশ্রয় প্রদানের অধিকার রাখে।

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِيءٍ «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ».

বুখারী মুসলিমে উম্মিহানী (রাঃ)[২] কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, তুমি যাকে পানাহ আশ্রয় দেবে তাকে আমরাও পানাহ দিয়েছি বলে সাব্যস্ত হবে।

[১]ইবনু আবী শাইবা, আহমাদ; এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

[২]তিনি আবূ তালিবের কন্যা ও আলী (রাঃ)-এর ভগ্নী মক্কা বিজয়ের দিন তিনি শত্রুপক্ষের দুজনকে আশ্রয় দিয়েছিলেন– মিশরীয় টীকা।

(١١١٨) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: **لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لاَ أَدَعَ إِلاَّ مُسْلِماً»**. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১১৮ ঃ উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অবশ্যই ইয়াহূদী ও নাসারাকে আরবের মাটি হতে বের করে দেব, আর কেবল মুসলিমকেই এখানে রেখে দেব।[১]

(١١١٩) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১১৯ ঃ উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; বানী নাযীর ক্বাওমের সম্পদ যা বিনা যুদ্ধে মুসলিমদের ঘোড়া ও উটের অভিযান পরিচালনা ছাড়াই অধিকৃত হয়েছিল তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস ছিল। তিনি তার উৎপন্ন বস্তু হতে তাঁর পরিবারের এক বছরের জন্যে খরচ করতেন, আর যা অবশিষ্ট থাকত তা যুদ্ধের ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্র– মহান আল্লাহ্‌র পথের যুদ্ধ সামগ্রী তৈরীর জন্য ব্যবহার করতেন।[২]

(١١٢٠) وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَماً، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ لاَ بَأْسَ بِهِمْ.

১১২০ ঃ মুআয (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে খাইবারে যুদ্ধ করেছি। সে যুদ্ধে যা আমরা গানীমাতের মাল লাভ করেছিলাম তার কিছু অংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সৈনিকদের মধ্যে নাফলরূপে ভাগ করে দিয়েছিলেন আর অবশিষ্ট গানীমাতের মালে জমা করেছিলেন।[৩]

---

[১] মুসলিম।
[২] বুখারী, মুসলিম।
[৩] আবূ দাউদ, এর রাবীগুলোতে কোন ত্রুটি নেই।

(١١٢١) وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**إِنِّي لاَ أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلاَ أَحْبِسُ الرُّسُلَ**». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১১২১ ঃ আবূ রাফি' (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি ওয়াদা ভঙ্গ করি না (রাষ্ট্রীয়) দূতকে বন্দীও করি না।[১]

(١١٢٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «**أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا، فَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ**». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১২২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে লোকালয়ে (বস্তিতে) তোমরা আগমন করে বিনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে সেখানে অবস্থান করবে সেই ক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের নাফলী অনুদান লাভ করবে। আর যে বস্তি আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফারমানীর কারণে যুদ্ধের সম্মুখীন হবে ও লড়াই-এর পর পরাজিত হবে সেখানে গানীমাতে এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হবে। তারপর তা তোমাদের জন্য থাকবে।[২]

১ম পরিচ্ছেদ

باب الجزية والهدنة
জিযিয়া ও হুদনা

(١١٢٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا، يَعْنِي الْجِزْيَةَ، مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَلَهُ طَرِيقٌ فِي الْمُوَطَّإِ، فِيهَا انْقِطَاعٌ.

১১২৩ ঃ আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওটা অর্থাৎ জিযিয়া বা কর হাজরবাসী মাজুসীদের কাছ থেকে পেয়েছেন।[৩]

[১]আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।

[২]মুসলিম।

[৩]বুখারী, তার একটি সূত্র মুঅত্তা কিতাবে রয়েছে যাতে ইনক্বিতা (ছিন্নতা) আছে। (ইনক্বিতা এক প্রকার সনদগত দুর্বলতা। মাজুসী– অগ্নি পূজক)।

(١١٢٤) وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دَوْمَةَ الْجَنْدَلِ فَأَخَذُوهُ، فَأَتَوا بِهِ فَحَقَنَ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

১১২৪ ঃ আসিম ইবনু উমার, আনাস ও উসমান ইবনু আবূ সুলাইমান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ ইবনু ওয়ালীদকে যুদ্ধাভিযানে দুমাতুল জান্দালের শাসক উকাইদিরের নিকটে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হত্যা বন্ধ করে দেন ও তাঁর সাথে জিযিয়া কর আদায় দেওয়ার বিনিময়ে সন্ধি করেন।[১]

(١١٢٥) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً، أَوْ عِدْلَهُ مُعَافِرِيًّا. أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

১১২৫ ঃ মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামান প্রদেশে পাঠিয়েছিলেন। আর প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত জিম্মী প্রজার মাথাপিছু (বার্ষিক) কর একটি দিনার বা তার সমমূল্যের মুআফিরী কাপড় আদায়ের আদেশ দিয়েছিলেন।[২]

(١١٢٦) وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو، وَلَا يُعْلَى» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

১১২৬ ঃ আয়িয ইবনু আম্র মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইসলাম উঁচু থাকবে– নীচু হবে না[৩]।[৪]

---

[১]আবূ দাউদ।
[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ। ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ বলেছেন।
[৩]দারাকুতনী।
[৪]আদর্শের দিক থেকে ইসলাম সর্বদাই তার উন্নত বৈশিষ্টের জন্য সমাদৃত হয়ে আসছে। কালে কালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মনীষীগণ ইসলামের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আজকের দিনের দাজ্জালী শক্তির সামনেও তার মাথা হেট না হয়ে উঁচুই রয়েছে।

(١١٢٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১২৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সালাম আদান-প্রদানকালে ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে আগে সালাম দেবে না। রাস্তায় চলাকালে কাছাকাছি হলে তাদেরকে পথের সংকীর্ণতার দিকে যেতে বাধ্য কর[১]।[২]

(١١٢٨) وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ: «هٰذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ، سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو: عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشَرَ سِنِينَ، وَيَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

১১২৮ ঃ মিসওয়ার ইবনু মাখরামা ও মারওয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার যুদ্ধ দিবসে বের হয়েছিলেন। (হাদীসটি লম্বা, তার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।) এটা ঐ সন্ধি যা আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মাদ সুহাইল ইবনু আমরের সাথে দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ রাখার জন্য সম্পাদন করলেন। জনসাধারণ এতে নিরাপদে থাকবে ও একপক্ষ অন্য পক্ষের উপর আঘাত হানবে না।[৩]

---

[১]মুসলিম।

[২]ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের মানসিক ব্যাধি তখন চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। দুর্বল জনগণকে শোষণ করতে ও মানবিক অধিকার হতে বঞ্চিত করে রাখতে কোনই দ্বিধা করত না। তারা বলতো লাইসা আলাইনা ফিল উম্মিয়ীনা সাবীল (যে ইয়াহূদী ও নাসারা নয় এমন উম্মীদের (সাধারণ মানুষের) অধিকার বিনষ্ট করাতে আমাদের কোন পাপ নেই। সূরা ঃ আলে-ইমরান– ৭৫। ইয়াহূদীরা বহু নাবীর হত্যাকারী কলঙ্কিত জাতি; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা সালাম দেওয়ার পরিবর্তে– আস্‌সাম (তোমার মৃত্যু হোক) বলত। বিষ প্রয়োগ করে ও উপর থেকে পাথর ফেলে তাঁকে শহীদ করার চেষ্টাও তারা করেছে। আজকের সভ্যতাভামানী ব্রাহ্মণ, ইয়াহূদী ও খৃষ্টানগণ দুর্বল জনসাধারণকে মানবাধিকার হতেও বঞ্চিত করে রেখেছে। আমেরিকার কালাদের সাথে খৃষ্টানদের ও ভারতের দলিতের সাথে উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণদের ঘৃন্য মানসিকতা হতে এ সত্যই প্রমাণিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় এদের উপর সর্বত্র চাপ সৃষ্টি করা অযৌক্তিক মোটেই নয়।

[৩]আবূ দাউদ; বুখারীতে এর মূল রয়েছে।

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَفِيهِ: أَنَّ مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُم، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، فَقَالُوا: أَنَكْتُبُ هٰذَا؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «**نَعَمْ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجاً وَمَخْرَجاً**».

মুসলিমে আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের একটা অংশে এরূপ আছে, (প্রতিপক্ষ কুরাইশ বললো) তোমাদের যে লোক আমাদের কাছে চলে আসবে, আমরা তাকে তোমাদের কাছে ফেরত দেব না। আর আমাদের মধ্য থেকে যে তোমাদের কাছে চলে যাবে তাকে আমাদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে। (এরূপ শর্ত প্রসঙ্গে) সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এরূপ (শর্ত কি সন্ধিপত্রে) লেখা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হ্যাঁ। কেননা, যে আমাদেরকে ছেড়ে তাদের কাছে চলে যাবে (জানতে হবে) আল্লাহ্ তাকে (আমাদের থেকে) দূর করে দিয়েছেন। আর যে তাদের মধ্য থেকে আমাদের কাছে চলে আসবে তার জন্য আল্লাহ্ অচিরেই মুক্তি ও বিপদ হতে ত্রাণের ব্যবস্থা করবেন।

(١١٢٩) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «**مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً**». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১১২৯ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুবাস লাভ করতে পারবে না। আর জান্নাতের সুবাস ৪০ বছরের দূর পথের ব্যবধান থেকেও অবশ্য পাওয়া যায়।[১]

[১] বুখারী।

২য় পরিচ্ছেদ

باب السبق والرمى
ঘোড়-দৌড় প্রতিযোগিতা ও তীর নিক্ষেপ

(١١٣٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ، مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ، مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৩০ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয্মারকৃত ঘোড়ার ঘোড়-দৌড় প্রতিযোগিতা হাফ্ইয়া হতে সানিয়াতুল অদা পর্যন্ত করিয়েছিলেন। আর ইয্মারকৃত নয় এমন ঘোড়ার ঘোড়-দৌড় প্রতিযোগিতা (সানিয়াতুল অদা) বানি যুরাইকের মাসজিদ পর্যন্ত করিয়েছিলেন। এতে ইবনু উমার (রাঃ) এগিয়ে গিয়ে (জয়ী হয়ে) ছিলেন।[১]

زَادَ الْبُخَارِيُّ «قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةٌ، وَمِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ».

বুখারীতে আছে, সুফ্ইয়ান (রাঃ) বলেন ঃ হাফ্ইয়া হতে সানিয়াতুল অদা' পাঁচ বা ছ'মাইল এবং সানিয়া হতে বানি যুরাইকের মাসজিদ এক মাইল। (এটা মাদীনার বাইরের একটা স্থানের নাম হাফ্ইয়া।)[২]

(١١٣١) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১১৩১ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতা করিয়েছেন, তিন্নি এতে পূর্ণ বয়সের ঘোড়া যা দীর্ঘ পথ অতিক্রমে সক্ষম সেগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[৩]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]ইয্মার-এর অর্থ ঘোড়াকে ভালভাবে খাইয়ে মোটাতাজা করার পর পুনরায় খাবার কমিয়ে দিয়ে দুর্বল করা। এটা চল্লিশ দিনের মধ্যে করা হয়।

[৩]আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনু হিব্বান সহীহ্ বলেছেন।

(١١٣٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ**». رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَالثَّلاَثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১১৩২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উট, তীর ও ঘোড়া ছাড়া অন্য বস্তুতে প্রতিযোগিতা নেই।[১]

(١١٣٣) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «**مَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ**» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

১১৩৩ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন ঘোড়াকে দুটো ঘোড়ার মধ্যে পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নিয়ে ঢুকিয়ে দেয় এরূপ ক্ষেত্রে কোন দোষ নেই। কিন্তু এরূপ আশঙ্কা না থাকার অবস্থায় ঢুকান জুয়ার শামিল হবে।[২]

(١١٣٤) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: ﴿**وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ**﴾ الآيَةَ، **أَلاَ! إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ! إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ! إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ**». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৩৪ ঃ উক্‌বা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপরে 'ওয়া আইদ্দুলাহুম' এ আয়াতটা পড়তে শুনেছেন, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, তোমরা সজাগ হও– শর নিক্ষেপে শক্তি রয়েছে। সজাগ হও, শর নিক্ষেপে শক্তি রয়েছে। সজাগ হও, শর নিক্ষেপে শক্তি রয়েছে।[৩]

(অর্থাৎ তীর নিক্ষেপ তখনকার দিনের বিশেষ প্রয়োজনীয় যুদ্ধবিদ্যার মধ্যে পরিগণিত ছিল। তিনি তার প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। সমসাময়িক কালে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন বলে সাব্যস্ত হবে সেটাকেই আয়ত্ব করা মুজাহিদগণের কর্তব্য।)

---

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ। ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।
[২]আহমাদ, আবূ দাউদ; এর সনদ দুর্বল।
[৩]মুসলিম

১২শ অধ্যায়

كتاب الاطعمة

আহার্য বস্তুর বৈধাবৈধ

(١١٣٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «**كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ**». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِلَفْظِ: «نَهَى». وَزَادَ: «**وَكُلُّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ**».

১১৩৫ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নাব[১] বিশিষ্ট হিংস্র পশুর গোশ্‌ত খাওয়া হারাম।[২]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে উক্ত কিতাবের শব্দ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন, তাতে আরো আছে বড় নখবিশিষ্ট পাখির গোস্ত খাওয়া হারাম।[৩]

(١١٣٦) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِيْ لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَرَخَّصَ».

১১৩৬ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার যুদ্ধের সময় গৃহপালিত গাধার গোস্ত খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোস্ত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।[৪]

বুখারীর শব্দে আছে, অ-রাখ্‌খাসা (ঘোড়ার গোস্ত খাবার রুখসাত দিয়েছিলেন)।

---

[১] 'নাব' সম্মুখের চারটে দাতের পিছনে ও চোয়ালের দাঁতের আগে উভয় পাশে একটা করে অবস্থিত উপর নীচের দুটি দাঁতকে 'নাব' বলা হয়। হিংস্র পশু ঐ চারটে দাঁতের সাহায্যে শিকারকে কব্‌জায় রাখে ও হত্যা করে। এরূপ পশুর মাথায় শিং দেখা যায় না।

[২] মুসলিম।

[৩] জ্ঞাতব্য যে, (মিখ্‌লাব) বড় ধারাল নখবিশিষ্ট পাখির থাবা। (যী-মিখলাব' ঐরূপ নখবিশিষ্ট শিকারী পাখি)।

[৪] বুখারী, মুসলিম।

(١١٣٧) وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الْجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৩৭ ঃ ইবনু আবূ আউফা (আবূ আওফার পুত্র) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী হয়ে সাতটা যুদ্ধ করেছিলাম, তাতে জারাদ (বিশেষ এক প্রকারের পঙ্গপাল) আমরা খেয়েছিলাম।[১]

(١١٣٨) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي قِصَّةِ الْأَرْنَبِ - قَالَ: فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَبِلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৩৮ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; (খরগোশের বিবরণে) আমরা তা যাবাহ করে তার একখানা রান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠিয়েছিলাম, তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। (তাঁর ক্বূল করে নেয়া হালাল হওয়ার প্রমাণ।)[২]

(١١٣٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১১৩৯ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি জন্তু হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। পিপিলিকা, মৌমাছি, হুদহুদ পাখি ও মমুলা (এক প্রকার শিকারী পাখি)[৩]।[৪]

(١١٤٠) وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَالَه رَسُولُ اللهِ ﷺ؟! قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

১১৪০ ঃ ইবনু আবূ আম্মার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি জাবির (রাঃ)-কে বলেছিলেন, কুফ্‌তা কি হালাল শিকার? তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কি তা বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ[৪]।[৫]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।
[৪](সুরাদ) কষ্টদায়ক জন্তুকে হত্যা করা যাবে, তবে হুদহুদও সুরাদ পাখিদ্বয়কে গোশ্‌ত খাওয়ার জন্য হত্যা করা হারাম বা নিষিদ্ধ। কম কষ্ট দেয় এমন পিপিলিকা হত্যা করা বৈধ নয়।
[৫]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। বুখারী, ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন
[৬](যাবুউ) ফার্সী ভাষায় 'কুফতার' বলে। বিশেষ প্রকারের জন্তু বছররান্তে তার লিঙ্গ পরিবর্তন হয়, পুরুষ থাকার সময় গর্ভ ধারণ করে ও স্ত্রী থাকার সময় প্রসব করে। হালাল জন্তুর মধ্যে গণ্য– নাইনুল আওত্বার, ইত্তিহাফ।

(١١٤١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ، فَقَالَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الْآيَةَ فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّهَا خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

১১৪১ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তাঁকে সজারু (কন্টকাকীর্ণ পাখা বিশিষ্ট জীব) প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তার উত্তরে একটা আয়াতের উদ্ধৃতি দিলেন যার সারমর্ম– এটাতো হারামকৃত বস্তুর অন্তর্গত বলে পাচ্ছিনা। তাঁর নিকটে উপস্থিত একজন বৃদ্ধ সাহাবী বলেন, আমি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এই কুনুফুয প্রসঙ্গে আলোচনা হওয়ায় তিনি বলেন ঃ অবশ্য এটা নাপাক বস্তুর মধ্যে একটা।[১]

(١١٤٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

১১৪২ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক বস্তু ভক্ষণকারী জন্তুর গোস্ত খেতে ও দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।[২]

(١١٤٣) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ – فِي قِصَّةِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ –: فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৪৩ ঃ আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; বন্য গাধার বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওটার গোস্ত খেয়েছেন।[৩]

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ এর সনদটি দুর্বল।
[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী হাসান বলেছেন।
[৩]বুখারী, মুসলিম।

(١١٤٤) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهما قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَرَساً فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৪৪ ঃ আসমা বিনতু আবূ বাকার (রাঃ) হতে বর্ণিত; আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঘোড়া নাহর (যাবাহ) করেছিলাম ও এর গোস্ত খেয়েছিলাম।[১]

(١١٤٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৪৫ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্তরখানের উপর সুস্মার (গোহ্) খাওয়া হয়েছে[২]।[৩]

(١١٤٦) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ، أَنَّ طَبِيْباً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১১৪৬ ঃ আব্দুর রহমান ইবনু উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন চিকিৎসক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যাঙ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন এটা ঔষধে প্রয়োগ করবেন কি না? উত্তরে ওটা হত্যা করতে নিষেধ করলেন।[৪]

১ম পরিচ্ছেদ

باب الصيد والذبائح

শিকার ও যবাহকৃত জন্তু

(١١٤٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৪৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ গৃহপালিত পশুর রক্ষণাবেক্ষণ বা শিকার করার জন্য বা শষ্য পাহারার জন্য ছাড়া যদি কেউ কুকুর পালন করে তবে তার প্রত্যেক দিনের পুণ্য হতে এক ক্বিরাত করে পুণ্য কমে যাবে।[৫]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]বুখারী, মুসলিম।

[৩](যাব্বু) সুসমার; পানি পান না করে কেবল শিশির ও বায়ু সেবন করে থাকে। চল্লিশ দিনে এক বিন্দু প্রস্রাব করে, শীতকালে গর্তের বাইরে যায় না। এর গোস্ত খাওয়ার ফলে পুরুষত্ব বাড়ে। আরবের লোক বিশেষ করে নাজদবাসীরা এর গোশ্ত বেশি খায়। গো-সাপ বলে এর অর্থ করা ভুল; এটা হালাল জন্তুর মধ্যে গণ্য– ইত্তহাফ।

[৪]আহমাদ, হাকিম সহীহ বলেছেন।

[৫]বুখারী, মুসলিম। (ক্বিরাতের পরিমাণ বিভিন্ন, এখানে বিশেষ অংশ।)

(١١٤٨) وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْباً غَيْرَهُ، وَقَدْ قُتِلَ، فَلاَ تَأْكُلْ. فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

১১৪৮ ঃ আদী ইবনু হাত্বিম (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ যখন তুমি তোমার কুকুর শিকার ধরার জন্য পাঠাবে তখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে পাঠাবে। যদি কুকুর শিকার তোমার জন্য রেখে থাকে তুমি তা জীবিত পেলে যাবাহ্ করবে আর মৃত পেলে যদি কুকুর তা থেকে না খেয়ে থাকে তবে তুমি খাবে, আর যদি তোমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুরও পাও ও শিকার নিহত হয়েছে দেখ তবে ওটা খাবে না। কেননা তুমি জানতে পারলে না যে, কোন কুকুর ওটাকে হত্যা করেছে।

আর তোমার তীর যদি তুমি নিক্ষেপ কর তবে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে নিক্ষেপ কর এমতাবস্থায় যদি এক দিন তোমার শিকার তোমার হস্তগত না হয় আর তোমার তীরের আঘাত ছাড়া অন্য আঘাত-চিহ্ন তাতে না পাও তবে তুমি ইচ্ছা করলে তা খেতে পার। আর যদি পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় পাও তবে ওটা খেওনা।[১]

(١١٤٩) وَعَنْ عَدِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلاَ تَأْكُلْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১৪৯ ঃ আদী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি মি'রায (ফলকহীন অস্ত্র, যার উভয় দিকের ডগা সরু মধ্যভাগ মোটা) দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত শিকার প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বলেন ঃ যদি শিকারকে তুমি তীক্ষ্ম অংশ দ্বারা আঘাত করে থাকো তবে তা খাও আর যদি পার্শ দিয়ে আঘাত করো আর তা নিহত হয়ে যায় তবে তা মাওকুয-এর মধ্যে গণ্য হবে। (অর্থাৎ খাওয়া হারাম হবে) তুমি তা খাবে না।[২]

---

[১]বুখারী, মুসলিম। এগুলো মুসলিমের শব্দ।
[২]বুখারী।

(١١٥٠) وَعَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ، رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ: فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُنْتِنْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১১৫০ ঃ আবূ সা'লাবা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে) তুমি শিকারের প্রতি তোমার তীর নিক্ষেপ করার পর ঐ শিকার তোমার হস্তগত না হয়ে অদৃশ্য থাকে, তারপর তুমি ওটা পেলে এবারে তুমি তা খাও যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা দুর্গন্ধযুক্ত না হয়।[১]

(١١٥١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا: أَنَّ قَوْماً قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْماً يَأْتُوْنَنَا بِاللَّحْمِ .لاَ نَدْرِيْ أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، أَمْ لاَ؟ فَقَالَ: «سَمُّوا اللّٰهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১৫১ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; এক সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো ঃ অবশ্য কিছু লোক আমাদের নিকটে গোস্ত নিয়ে আসে, আমরা জানিনা তারা যাবাহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নিয়েছে কি আল্লাহ্‌র নাম নেয়নি? উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা নিজেরা আল্লাহ্‌র নাম লও ও ওটা খাও।[২]

(١١٥٢) وَعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ إِنَّهَا: «لاَ تَصِيدُ صَيْداً، وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

১১৫২ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্‌ফাল মুজানী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায্‌ফ করতে নিষেধ করেছেন। (ছোট পাথর, খেজুরের আঁটি বা এই প্রকার কোন ছোট বস্তুকে বিশেষ পদ্ধতিতে অন্যের প্রতি নিক্ষেপ করাকে খায্‌ফ বলা হতো।)

তিনি আরো বলেন ঃ অবশ্য এর দ্বারা কোন শিকার করা যায় না, শত্রুকেও সায়েস্তা করা যায় না, কিন্তু দাঁত ভেঙ্গে ফেলা ও চক্ষু বের করে দেওয়া হয় মাত্র।[৩]

---

[১]মুসলিম।
[২]বুখারী।
[৩]বুখারী, মুসলিম। শব্দ মুসলিমের।

(١١٥٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৫৩ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন জীবন্ত জন্তুকে (তীর মারার জন্যে) নিশানারূপে গ্রহণ করবে না।[১]

(١١٥٤) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৫৪ ঃ কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন একজন স্ত্রীলোক পাথর দ্বারা ছাগল যাবাহ করায় সে প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ওটা খেতে আদেশ দিয়েছিলেন[২]।[৩]

(١١٥٥) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৫৫ ঃ রাফি' ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাতে (যে আঘাতে) রক্ত প্রবাহিত হয় আর যাতে (যে আঘাতে) আল্লাহ্‌র নাম ঘোষণা করা হয় (বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলা হয়) তা খাও। তবে দাঁত ও নখ দ্বারা যবাহকৃত হলে নয়। দাঁত তো হাড় ও নখ অসভ্য হাবশীদের অস্ত্র।[৪]

(١١٥٦) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِّنَ الدَّوَابِّ صَبْراً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৫৬ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জন্তুকে বেঁধে রেখে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।[৫]

---

[১]মুসলিম।
[২]মুসলিম।
[৩]ঠিকভাবে রক্ত প্রবাহিত হলে সঠিক যাবাহ হয়েছে বলে ধরা যাবে ও খাওয়া যাবে।
[৪]বুখারী, মুসলিম।
[৫]মুসলিম।

(١١٥٧) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৫৭ ঃ শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি জীবের উপর ইহসান করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, (কোন ন্যায্য কারণে) যদি হত্যা কর তবে ভালভাবে হত্যা করবে, (যথা সম্ভব কষ্টের লাঘব করবে) যাবাহ করলে ভালভাবে যাবাহ করবে– ছুরি ধার দেবে, জন্তুর কষ্টের লাঘব করবে।[১]

(١١٥٨) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১১৫৮ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; ভ্রূণের যাবাহ কাজ তার মার যাবাহ দ্বারা সম্পন্ন হয়।[২]

(١١٥٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ ثُمَّ لِيَأْكُلْ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِيهِ رَاوٍ فِي حِفْظِهِ ضَعْفٌ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفاً عَلَيْهِ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، فِي مَرَاسِيلِهِ: بِلَفْظِ: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرْ». وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

১১৫৯ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলিমের জন্য আল্লাহ্র নামই যথেষ্ট, যদি যাবাহ করার সময় আল্লাহ্র নাম নিতে ভুলে যায় তবে আল্লাহ্র নাম নেবে (বিস্মিল্লাহ বলবে) তারপর খাবে।[৩]

আবদুর রাজ্জাক সহীহ সনদে, ইবনু আব্বাস হতে মাওকুফরূপে হাদীসটি বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম আবূ দাউদের মারাসিল নামক হাদীস গ্রন্থে এর একটা শাহিদ (সম অর্থবাহী) হাদীস রয়েছে– তাতে আছে, মুসলিমের যাবাহকৃত জন্তু হালাল, বিসমিল্লাহ্ তাতে বলা হয়ে থাক বা নাই থাক। এর বর্ণনাকারী রাবীগণ মাজবুত (নির্ভরযোগ্য)।

[১]মুসলিম।

[২]আহমাদ; ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।

[৩]দারাকুতনী; এ হাদীসের সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনু সিনান নামে রাবী রয়েছেন, তিনি সত্যবাদী তবে তাঁর স্মরণশক্তি দুর্বল।

২য় পরিচ্ছেদ

باب الاضاحى
কুরবানীর জন্তুর বিবরণ

(١١٦٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَىٰ صِفَاحِهِمَا. وَفِي لَفْظٍ: «ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ: «سَمِينَيْنِ». وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي صَحِيْحِهِ: «ثَمِينَيْنِ» بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ السِّيْنِ. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «وَيَقُولُ بِسْمِ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ».

১১৬০ ঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু শ্যামল ও শিং বিশিষ্ট দুটো দুম্বা কুরবানী করতেন আর আল্লাহ্‌র নাম নিতেন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতেন এবং তিনি যাবাহ করার সময় স্বীয় পা তাদের পাঁজরে রাখতেন। আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি নিজ হস্তে ঐ দুটকে যাবাহ করেছেন।[১]

অন্যবর্ণনার শব্দে আছে, সামীনাইনে (দুটো মোটা তাজা), আর আবূ আওয়ানার সহীহ সংকলনে আছে, (সামীনাইনে) দুটো মূল্যবান দুম্বা– অর্থাৎ 'সীন'-এর বদলে ছা রয়েছে। আর মুসলিমের শব্দে আছে, তিনি 'বিস্‌মিল্লাহি অল্লাহু আকবার' বলতেন।

وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ: اشْحَذِي الْمُدْيَةَ، ثُمَّ أَخَذَهَا فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ

সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে, তিনি কুরবানী করার জন্য শিং বিশিষ্ট একটা দুম্বা নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন– যার পা, পেট, চোখের পার্শ্বদেশ কাল রংয়ের ছিল। তিনি [আয়িশা (রাঃ)-কে] বলেন ঃ ছুরিখানা পাথরে ঘষে ধার দাও। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুরিটি নিলেন ও দুম্বাটি ধরলেন, তারপর দুম্বাটিকে মাটিতে ফেলে ধরে যাবাহ করলেন, যাবাহ করার সময় বলেন ঃ

বাংলা উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল্ মিন্ মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন্ ওয়া মিন্ উম্মাতি মুহাম্মাদিন্।

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র নামে– হে আল্লাহ্! তুমি এটা মুহাম্মাদ; মুহাম্মাদের স্বজন ও তার উম্মাতগণের তরফ থেকে ক্ববূল কর।

[১] বুখারী, মুসলিম।

(١١٦١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ لَكِن رَجَّحَ الْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ.

১১৬১ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার কুরবানী করার সামর্থ রয়েছে এমন ব্যক্তি যদি কুরবানী না করে তবে যেন সে আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।[১]

(١١٦٢) وَعَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬২ ঃ জুন্দুব ইবনু সুফ্‌ইয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে কুরবানী পর্ব উদযাপন করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লোকদেরকে নিয়ে ঈদুল আয্‌হার নামায সমাপ্ত করলেন তখন একটা যাবাহকৃত ছাগল দেখে বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঈদুল আযহার নামাযের পূর্বে কুরবানী করেছে সে যেন পুনরায় একটা ছাগল তার স্থলে কুরবানী করে। আর কুরবানী যে নামাযের আগে যাবাহ করেনি (সে ঠিক করেছে) এখন সে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে কুরবানী করুক।[২]

(١١٦٣) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلَعُهَا، وَالْكَبِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

১১৬৩ ঃ বারা ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, চার প্রকার জন্তুর কুরবানী করা বৈধ হবেনা– কানা, যার কানা হওয়া পরিষ্কার (নিশ্চিত) রয়েছে; যার রুগ্নতা প্রকট; খোঁড়া যার খঞ্জত্ব সন্দেহাতীত ও মেদ শূন্য, বয়ঃবৃদ্ধ[৩]।[৪]

---

[১]আহমাদ, ইবনু মাজাহ, হাকিম সহীহ বলেন ঃ তবে অন্যান্য ইমাম (মুহাদ্দিস) গণ হাদীসটির সনদ সাহাবী পর্যন্ত পৌছানকেই অপেক্ষাকৃত অধিক সমর্থনযোগ্য বলেছেন। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি হওয়া থেকে সাহাবীর উক্তিকে প্রাধান্য দান করেছেন।)

[২]বুখারী, মুসলিম।

[৩]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।

[৪]এই হাদীসে 'কাবীরা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে– যার অর্থ বয়ঃবৃদ্ধ। কিন্তু যদি উক্ত শব্দের স্থলে 'কাশীরা' শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে তবে তার অর্থ হবে ভগ্ন অঙ্গবিশিষ্ট পশু।

(١١٦٤) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৬৪ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা মুসিন্না জন্তু ছাড়া কুরবানী করবেনা। যদি তা তোমাদের জন্য সহজসাধ্য না হয় তবে জাযা' (ছয়'মাসের ভেড়া) কুরবানী করবে[১]।[২]

(١١٦٥) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ، وَلاَ نُضَحِّيَ بِعَوْرَآءَ، وَلاَ مُقَابَلَةٍ، وَلاَ مُدَابَرَةٍ، وَلاَ خَرْقَآءَ، وَلاَ شَرْقَآءَ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

১১৬৫ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর জন্তু (কেনার সময়) চোখ, কান ভালভাবে দেখে নিতে হুকুম দিয়েছেন। আর কানা, কানের অগ্রভাগ কাটা, পেছনের অংশ কাটা, ছিদ্র কান, বা কান ফাড়া জন্তু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন।[৩]

(١١٦٦) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلاَ أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬৬ ঃ আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ করেছিলেন যে, আমি যেন তার নির্বাচিত কুরবানীর উটের কাছে থাকি এবং ওর গোস্ত, চামড়া ও ঝুলগুলো মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করি। আর চামড়া ছিলা ও গোস্ত কাটার জন্য মজুরী যেন কুরবানীর জন্তুর কোন অংশ হতে না দেই।[৪]

---

[১]মুসলিম।

[২]মুসিন্না শব্দের অর্থ দুধের দাঁত উঠে গিয়ে তার স্থলে স্থায়ী দাঁত বের হওয়া। মতান্তরে বয়সের দিক দিয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করা– ফিকহুল ইসলাম।

[৩]আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী, ইবনু হিব্বান ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪]বুখারী, মুসলিম।

(١١٦٧) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৬৭ ঃ জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা হুদাইবিয়ার (ঐতিহাসিক) সন্ধির সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে একটা উট সাতজনের পক্ষ থেকে ও একটা গরু সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছিলাম[১]।[২]

৩য় পরিচ্ছেদ

باب العقيقة

আক্বীকার বিবরণ

(١١٦٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشاً كَبْشاً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَعَبْدُ الْحَقِّ، لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ، وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ.

১১৬৮ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর জন্য একটা করে দুম্বা আক্বীকাহ করেছেন।[৩]

আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত অনুরূপ একটা হাদীস ইমাম ইবনু হিব্বান সংকলন করেছেন।

(١١٦٩) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ نَحْوَهُ.

১১৬৯ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদেরকে পুত্র সন্তানের জন্য দুটো সমজুটি ছাগল ও কন্যা সন্তানের জন্য একটা ছাগল আক্বীকাহ করার জন্য আদেশ করেছেন।[৪]

আহমাদসহ আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, উম্মু কুরযিল্ কা'বীয়া (সাহাবিয়াহ রাঃ) হতে, অনুরূপ একটা হাদীস বর্ণনা করেছেন।

---

[১]মুসলিম।

[২]রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উটকে কুরবানীর ক্ষেত্রে দশটি ছাগলের সম মূল্যের বলে ঘোষণা দিয়েছেন– বুখারী, মুসলিম, সুবুলুস সালাম ৪র্থ খণ্ড, মিশরীয় ছাপা, ৯৬পৃষ্ঠা।

[৩]আবূ দাউদ; হাদীসটাকে ইবনু খুযাইমাহ ইবনু জারূদ ও আব্দুল হক সহীহ বলেছেন, কিন্তু মুহাদ্দিস আবূ হাতিম এর মুর্সাল হওয়াকে অগ্রগণ্যতা দিয়েছেন।

[৪]ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন ও সহীহ বলেছেন।

(١١٧٠) وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «**كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى**». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

১১৭০ ঃ সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক শিশুকে তার আক্বীকার বিনিময়ে রেহেন রাখা হয়, ফলে তার জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীকাহ যাবাহ করা হয়, তার মাথার চুল কামান (মুণ্ডান) হয় ও তার নামকরণ করা হয়– আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী একে সহীহ বলেছেন।[১]

---

[১]আক্বীকাহ করা সুন্নাত কিন্তু সুন্নাত ঐ বস্তুর নাম যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত আদর্শানুযায়ী পালন করা হয়। আদর্শচ্যুত কাজ কোন দিনই সুন্নাত বলে গণ্য হবে না। আক্বীকাহ ও খাৎনাকে অবলম্বন করে অনেক বিদ্‌আত সমাজে চালু হয়েছে– যা পাপের কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আক্বীকাহ সন্তানের বয়সের সপ্তম দিনে করা উত্তম তবে ১৪ ও ২১ জন্ম তারিখেও করা যায়। এর পরেও পরবর্তী প্রত্যেক সপ্তম তারিখে আক্বীকাহ করা যেতে পারে। যেমন– ২৮, ৩৫, ৪২ ইত্যাদি।

একটা বকরা-বকরী বা ভেড়া-ভেড়ী দেওয়া যায় তবে পুত্র সন্তানের জন্য দুটো দেওয়া উত্তম। কারণ কাওলী হাদীস (নির্দেশ-সূচক বানী) থেকে এটাই প্রতিপন্ন হচ্ছে।

আক্বীকাহ দেওয়ার দিন সন্তানের চুল কামান ও ঐ চুলের সম ওজনের চাঁদি বা তার মূল্য খইরাত করার বিধি আছে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সেই মুহূর্তে তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামাত দিতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান কানে সূরা ইখলাসও পাঠ করেছেন।

সন্তানের পেটে প্রথম খাদ্য দেওয়ার শারীআত সম্মত পদ্ধতি হচ্ছে কোন নেক্‌কার মানুষের কোলে দিয়ে তাঁর চিবান খেজুর বা কোন সুখাদ্য ছেলে বা মেয়ের তালুতে লাগিয়ে দেওয়া। একে আরবী ভাষায় 'তাহ্‌নিক' বলে।

আমাদের মুসলিম সমাজে সন্তানের নামকরণের ক্ষেত্রে এখন অনৈসলামিক ভাবধারাকে ঢুকাবার জন্য জোর অপচেষ্টা চালান হচ্ছে– এটা একটা অশুভ ইঙ্গিত তা বলা বাহুল্য।

১৩শ অধ্যায়

كتاب الإيمان والنذور
শপথ করা ও মানত মানা

(١١٧١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: **«أَلَا! إِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»**. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৭১ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে একদল আরোহী যাত্রী দলের মধ্যে তাঁর পিতার নামে কসম খাচ্ছেন এমন অবস্থায় পেলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ তোমরা সতর্ক হয়ে যাও। আল্লাহ্ তোমাদেরকে পিতার নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন! যার কসম করার প্রয়োজন হবে সে যেন আল্লাহ্র নামেই কসম করে অথবা চুপ থাকে।[১]

(পীর, পায়গাম্বর ও দেব-দেবীর নামে কসম করাও শির্কের মধ্যে গণ্য হবে।)

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوعاً: **«لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ»**.

আবূ দাউদ ও নাসাঈতে আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক মারফুরূপে বর্ণিত হাদীসে আছে, তোমরা তোমাদের পিতার নামে কসম করবে না, মাতার বা দেব-দেবির নামেও না। কেবল আল্লাহ্র নামেই কসম করবে আর আল্লাহ্র নামে কসম করার ব্যাপারে তোমাদেরকে সত্যবাদী থাকতে হবে (মিথ্যা কসম খাবে না)।

---

[১]বুখারী, মুসলিম।

(١١٧٢) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ**». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «**اَلْيَمِيْنُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ**». أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ.

১১৭২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ক্বসম করার জন্য তোমাকে যে ব্যক্তি চাপ দেয় বা দাবী জানায় তার উদ্দেশ্যের অনুকূলে তোমাকে ক্বসম করতে হবে।[1]

অন্য রিওয়ায়াতে আছে, প্রতিপক্ষের নিয়্যাতের বা উদ্দেশ্যের অনুকূলে (কসম সাব্যস্ত) হবে[2]।[3]

(١١٧٣) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «**فَائْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَن يَمِيْنِكَ**». وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِيْ دَاوُدَ: «**فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ. ثُمَّ ائْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ**». وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ.

১১৭৩ ঃ আব্দুর রাহমান ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি যদি কোন বস্তুর উপর ক্বসম করে বসো, তারপর দেখ যে, ক্বসম ঠিক রাখার চেয়ে ক্বসম ভেঙ্গে তার বিপরীত বস্তুই তোমার জন্য কল্যাণকর তবে ক্বসমের কাফ্ফারা প্রদান করে ভাল কাজটিই কর[4]।[5]

---

[1]মুসলিম।

[2]মুসলিম।

[3]প্রতিপক্ষের নিয়াতের উদাহরণ নিম্নরূপ– কোন লোক অন্য লোককে টাকা ধার দিতে সক্ষম বলে বললো ঃ ভাই তোমার কাছে টাকা থাকে তো দাও। উত্তরে ঐ ব্যক্তি বললো ঃ 'আল্লাহ্‌র ক্বসম আমার কাছে টাকা নেই।' কিন্তু তার কাছে না থাকলেও তার বাড়িতে টাকা রয়েছে। এরূপ ক্বসম করার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তি মিথ্যা ক্বসম করার দায়ে গুনাহ্‌গার হবে। কারণ সে জানে যে, আমার টাকা যেখানেই থাক না কেন, সে সেই টাকা আমার কাছে ধার চাইছে। ফাঁকি দেওয়ার জন্য 'কাছে' শব্দ ব্যবহার করে সে মিথ্যা ক্বসমের গুনাহ হতে রেহাই পাবে না।

[4]বুখারী, মুসলিম। বুখারীর শব্দে আছে, যে কাজটি কল্যাণকর ঐ কাজটি কর আর তোমার ক্বসমের কাফ্ফারা প্রদান কর। আবূ দাউদের একটা রিওয়ায়াতে আছে, তোমার ক্বসমের কাফ্ফারা দাও ও উত্তম কাজটা সম্পাদন কর– হাদীস দুটোর সনদ সহীহ।

[5]ক্বসম ভাঙ্গার পরে কাফ্ফারা দিতে হবে, তার আগে নয় এমন ফতওয়া দেওয়া একেবারে ভুল, তা উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হচ্ছে।

(١١٧٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «**مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ**». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১১৭৪ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি কেউ 'ইন্শা আল্লাহ্' বাক্য জুড়ে দিয়ে কোন ক্বসম করে তবে সে ক্বসম ভঙ্গকারী হবে না (যদিও সে ক্বসমের বিপরীত কাজ করে বসে)।[১]

(١١٧٥) وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ: «**لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ**». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১৭৫ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্বসমে (এরূপ বাক্য) থাকত। না (নতুবা) হৃদয়ের হেরফেরকারীর ক্বসম। (অর্থাৎ মনের পরিবর্তন আনয়নকারীর (আল্লাহ্র) ক্বসম)।[২]

(١١٧٦) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: جَآءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْكَبَائِرُ؟ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ - «**الْيَمِينُ الْغَمُوسُ**» - وَفِيهِ - قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: «**الَّتِي يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ**». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১১৭৬ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ একজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! কাবীরা গুনাহ (বড় পাপ) কি? এ প্রসঙ্গে দীর্ঘ হাদীসে রাবী বলেছেন তাতে আছে, বড় পাপের মধ্যে মিথ্যা ক্বসম করা, আমি বললাম ঃ এটা কিরূপ কসম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মিথ্যা ক্বসম খেয়ে কোন মুসলিমের মাল নিজের জন্য কেটে নেয় (আত্মসাৎ করে)।[৩]

---

[১]আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।
[২]বুখারী।
[৩]বুখারী।

(١١٧٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمَ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لاَ، وَاللهِ، وَبَلى، وَاللهِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعاً.

১১৭৭ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি আল্লাহ্‌র বানী– 'আল্লাহ্ তোমাদের উদ্দেশ্যহীন (কোন) ক্বসমের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।' –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, মানুষ কথায় কথায় বলে থাকে– 'না, আল্লাহ্‌র ক্বসম বা হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র ক্বসম এরূপ উদ্দেশ্যবিহীন ও স্বার্থশুন্য ক্বসম' (গুলোতে কোন পাপ বা দোষ হয় না)।[১]

(١١٧٨) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِين اسْماً مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ**» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَسَاقَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ الأَسْمَاءَ، وَالتَّحْقِيْقُ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ.

১১৭৮ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। ঐগুলোকে যে আয়ত্বে রাখবে (আমালে আনবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২]

(١١٧٩) وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ**». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১১৭৯ ঃ উসামা ইবনু জায়িদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার প্রতি কেউ কোন কল্যাণ করবে সে তার ঐ কল্যাণের বিনিময়ে কল্যাণকারীর উদ্দেশ্যে বলবে (দু'আ করবে) 'আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।' তবে সে তার চরম প্রশংসা করলো।[৩]

---

[১]বুখারী। ইমাম আবূ দাউদ এ হাদীসকে মারফূ সনদে (রাসূলুল্লাহ্ হতে) বর্ণনা করেছেন।

[২]বুখারী, মুসলিম। তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান ঐ নামগুলোকে বর্ণনা করেছেন। তবে ন্যায্য ব্যাপার হচ্ছে– ঐ নামগুলোকে হাদীসের মধ্যে বর্ণনা (ইদরাজ করা) ঐ হাদীসের কোন রাবীর কাজ (অর্থাৎ মূল হাদীসে নামগুলোর উল্লেখ নেই)।

[৩]তরমিযী; ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।

(١١٨٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «**إِنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ**»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৮০ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানত মানতে নিষেধ করেছেন। আর বলেন ঃ এতে কোন কল্যাণ নেই। এতে কেবল কৃপণের মাল বের করা হয় মাত্র।[১]

(١١٨١) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ**». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: «**إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ**». وَصَحَّحَهُ.

১১৮১ ঃ উক্‌বা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানত মানার কাফ্‌ফারা ক্বসমের কাফ্‌ফারার অনুরূপ।[২]

وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: «**مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لاَ يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ**». وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلاَّ أَنَّ الْحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ.

আবূ দাউদে ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি কোন (বস্তুর) নাম না করে মানত মানবে তার কাফ্‌ফারা হবে আল্লাহ্‌র নামে ক্বসম করে তা ভেঙ্গে ফেলার কাফ্‌ফারার অনুরূপ। আর যে পাপ কাজ করার মানত করবে তার কাফ্‌ফারা হবে আল্লাহ্‌র নামে ক্বসম করে তা ভাঙ্গার অনুরূপ কাফ্‌ফারা। আর যে এমন বস্তুর মানত করবে যা তার সাধ্যাতীত তার কাফ্‌ফারা হবে ক্বসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারার অনুরূপ[৩] এর সনদ সহীহ কিন্তু হাদীস শাস্ত্রের হাফিজগণ হাদীসটির মাওকুফ হওয়াকে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন।

وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: «**وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ**».

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; বুখারীতে আছে, যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করার নযর মানবে সে যেন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ না করে। (অর্থাৎ নযর পুরা না করে।)

وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «**لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ**».

মুসলিমে ইমরান (রাঃ) হতে বর্ণিত; ঐ জাতীয় নযর মানলে তা পূরণ করা হবে না– যাতে পাপ বর্তিবে।'

[১] বুখারী, মুসলিম।

[২] মুসলিম, ইমাম তিরমিযী আরো কিছু বেশি বর্ণনা করেছেন– (যদি মানতের নাম না করে থাকে) তিরমিযী একে সহীহ্ বলেছেন।

[৩] ক্বসম ভাঙ্গার কাফ্‌ফারা নিম্নরূপ– দশজন গরীবকে খাওয়ান, বা দশজন গরীবকে বস্ত্রদান বা একজন দাস বা দাসীর দাসত্ব হতে মুক্তি। যদি কেউ উপরোক্ত কোন একটাও করতে সক্ষম না হয় তবে সে তিন দিন রোযা রাখবে– ৫-৮৯।

(١١٨٢) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِيْ أَنْ تَمْشِيَ إِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «**لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ**» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

১১৮২ ঃ উক্‌বা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমার বোন কা'বা শরীফে খালি পায়ে হেঁটে যাওয়ার নযর মেনেছিলেন। ফলে তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফাতওয়া জানার জন্য বললেন। আমি ফাতওয়া জিজ্ঞেস করায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হেটে যাবে আর সাওয়ার হয়েও যাবে।[১]

وِلأَحْمَدَ وَالأَرْبَعَةِ، فَقَالَ: «**إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئاً، مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ**».

আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ্-এর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অবশ্যই তোমার বোনের কোন কষ্ট আল্লাহ্ চান না। তোমার বোনকে বল সে ওড়না (চাদর) পরে নিক। সাওয়ার হোক আর তিন দিন রোযা রাখুক।

(١١٨٣) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَىٰ أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: «**اقْضِهِ عَنْهَا**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৮৩ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, সা'দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ)-এর মা নযর মেনে তা পূরণ না করেই মারা গিয়েছিলেন, সে প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি তাঁর পক্ষ থেকে পূরণ কর।[২]

[১]বুখারী, মুসলিম। শব্দ মুসলিমের।
[২]বুখারী, মুসলিম।

(١١٨٤) وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «**هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ**»؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: «**فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِّنْ أَعْيَادِهِمْ**»؟ فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ: «**أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ**». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِّنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ عِنْدَ أَحْمَدَ.

১১৮৪ ঃ সাবিত ইবনু যাহ্‌হাক (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, কোন এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে 'বুওয়ানা' নামক স্থানে একটা উট যাবাহ করার জন্য নযর মেনেছিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করায় তিনি তাকে বলেন, ঐ স্থানে কি কোন ঠাকুরের মূর্তি ছিল যার পূজা করা হতো? সে বললো, না। তিনি বলেন, সেখানে কি মুশরিকদের কোন ঈদের মেলা হত? সে বললো, না; তা হত না। এবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি তোমার নযর পূরণ কর। কেননা কোন পাপ কাজের নযর, আত্মীয়তা ছিন্ন করার নযর আর মানুষ যার অধিকারী নয় এমন বস্তু নযর পূরণ করার বিধান নেই।[১]

(١١٨٥) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ – إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ – أَنْ أُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. فَقَالَ: **صَلِّ هَاهُنَا**. فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: **صَلِّ هاهنا**، فَسَأَلَهُ فَقَالَ **شَأْنُكَ إِذَنْ**. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১১৮৫ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই কোন এক ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এরূপ মানত মেনেছি যে, যদি মক্কা আপনার হাতে বিজিত হয় তবে আমি বাইতুল মাকৃদিসের মাসজিদে নামায পড়ব। তিনি বলেন ঃ তুমি এখানে (মক্কায়) নামায পড়; তারপর জিজ্ঞেস করায় বলেন ঃ এখানে নামায পড়, তারপর তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন ঃ তবে তোমার যা ইচ্ছা (হয় কর)।[২]

[১]আবূ দাউদ, তাবারানী। শব্দ তাঁরই। হাদীসটির সনদ সহীহ। আহমাদে এর সমার্থক একটি হাদীস রয়েছে কারদাম হতে।

[২]আহমাদ, আবূ দাউদ। হাকিম সহীহ্ বলেছেন।

(١١٨٦) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هٰذَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

১১৮৬ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিনটি মাসজিদ ব্যতীত কোন স্থানের যিয়ারাতের জন্য সফরের প্রস্তুতি নেয়া হবে না। এগুলি হচ্ছে, কাবা শরীফ, বাইতুল মাক্বদিস ও আমার এই মাসজিদ (এগুলোর জন্য নির্দিষ্ট নিয়াতে যাত্রা করা যায়)[১]।[২]

(١١٨٧) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّيْ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ: فَاعْتَكِفْ لَيْلَةً.

১১৮৭ ঃ উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন ঃ আমি অজ্ঞতার যুগে মক্কার মাসজিদুল হারামে একরাত্রি ই'তিকাফ করার (কেবল উপাসনার মধ্যেই নিজেকে নিয়োজিত করার) জন্য নযর মেনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি তোমার নযর পূরণ কর।[২]

---

[১]বুখারী, মুসলিম। শব্দ বুখারীর।

[২]যদি মাসজিদের ক্ষেত্রে এরূপ হয় তবে কোন মাযার বা পীরের উরশের জন্য যাত্রা করা মোটেই জায়িয হবে না। উপরোক্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মুতাবিক নেক্কার ব্যক্তিদের, এমনকি নাবীগণের মাযারের (কবরের) জন্য খাস করে সফর করা বৈধ হবে না হাজ্ব ও উমরাহ্ ছাড়া।

[৩]বুখারী, মুসলিম। বুখারীর অন্য রিওয়ায়াতে আছে একটা রাত ই'তিকাফ কর।

১৪শ অধ্যায়

كتاب القضاء
ফায়সালাহ

(١١٨٨) عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১১৮৮ ঃ বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কাযী (বিচারক) তিন প্রকারের, তার মধ্যে দুই প্রকার কাযী জাহান্নামী আর এক প্রকার জান্নাতী। যে কাযী সত্য উপলব্ধি করবে এবং তদানুযায়ী ফায়সালাহ করবে সে জান্নাতবাসী হবে, আর এক কাযী সে সত্য উপলব্ধি করবে কিন্তু তদানুযায়ী ফায়সালাহ করবে না, অন্যায়ের ভিত্তিতে ফায়সালাহ করবে সে জাহান্নামী হবে। আর এক কাযী সত্য উপলব্ধি করতে পারবে না, অথচ অজ্ঞতার ভিত্তিতে লোকের জন্য ফায়সালাহ প্রদান করবে সে জাহান্নামী হবে। (তার নীতি ভ্রষ্টতা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে)।[১]

(١١٨٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

১১৮৯ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাকে কাযীর পদ দেওয়া হলো তাকে যেন বিনা ছুরিতেই যাবাহ করা হলো।[২]

---

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। হাকিম সহীহ বলেছেন।

[২]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইবনু খুযাইমা ও ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।

(١١٩٠) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১৯০ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা অচিরেই ইমারতের (নেতৃত্বের) উপর লোভী হবে। ফলে অচিরেই কিয়ামাতের মাঠে লজ্জিত হবে। এ নেতৃত্ব উত্তম দুধ প্রদানকারিণী কিন্তু দুধ হতে বঞ্চিত করার দিক দিয়ে এটা খুব মন্দ। (অর্থাৎ নেতৃত্বের অবস্থাকে ভাল বলে মনে করলেও তার পরিণাম মন্দ)।[১]

(١١٩١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৯১ ঃ আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, বিচারক যখন বিচার করতে গিয়ে ন্যায্য বিচার করার জন্য ইজতিহাদ (যথাযথভাবে কুরআন-হাদীস অনুযায়ী ফায়সালাহ করার চেষ্টা) করে ও তার দরুন সে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম হয় তখন সে ডবল পুণ্যের অধিকারী হয়। আর যে চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভুল করে বসে সেও একটা পুণ্য অর্জন করে।[২]

(١١٩٢) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৯২ ঃ আবূ বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, রাগান্বিত অবস্থায় দু'জন বিবাদমান লোকের মধ্যে ফায়সালাহ দেবে না।[৩]

অর্থাৎ বিচারক যেন স্বীয় ক্রোধের অবস্থায় কারো প্রতি কোন ফায়সালাহ না দেয়।

---

[১]বুখারী।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]বুখারী, মুসলিম।

(١١٩٣) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي». قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِياً بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ وَقَوَّاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

১১৯৩ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন দুজন লোক (দুটো পক্ষ) কোন মোকদ্দমা তোমার কাছে আনবে তখন দ্বিতীয় ব্যক্তির (অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য) না শোনা পর্যন্ত প্রথম ব্যক্তির (অভিযোগকারীর) অনুকূলে কোন ফায়সালাহ দেবে না। (এই নীতি ধরে ফায়সালাহ করলে)। তুমি ফায়সালা কিভাবে করতে হয় তার সঠিক ধারা জানতে পারবে।

আলী (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশদানের পর হতে আমি বরাবর কাযীর দায়িত্ব সম্পাদন করেছি।[১]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসের সহযোগী একটা হাদীস হাকিমে রয়েছে সহীহ সনদে।

(١١٩٤) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৯৪ ঃ উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা আমার নিকটে মোকদ্দমা নিয়ে এসে থাক। আর এটা হতে পারে যে, তোমাদের বিবাদমানদের মধ্যে কেউ (কোন পক্ষ) অন্যের তুলনায় আত্মপক্ষ সমর্থনের বর্ণনা ভঙ্গিতে বেশি শক্তিশালী। ফলে আমি তার কথার ভিত্তিতে তার অনুকূলে ফায়সালা দিয়ে ফেলি। এতে করে যদি আমি তার ভাই-এর কিছু হাক্ব কেটে নিয়ে তাকে (প্রতিপক্ষকে) প্রদান করি তবে তা আগুনের টুকরো ছাড়া অন্য কিছুই কেটে নিয়ে দেব না।[২]

---

[১]আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী। তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন; ইবনু মাদানী হাদীসটিকে মাজবুত বলেছেন। ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।
[২]বুখারী, মুসলিম।

(١١٩٥) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «**كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ**». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ. وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ.

১১৯৫ : জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কি করে পবিত্র করা যাবে ওই জাতিকে, যাদের দুর্বলদের হাক্ব সবলদের কাছ থেকে (বিচার মূলে) আদায় করা না যাবে[১]![২]

বুরাইদাহ কর্তৃক বায্যার নামক হাদীসগ্রন্থে একটা হাদীস এই হাদীসের সহায়করূপে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত; ইবনু মাজায় অনুরূপ একটি সহায়ক হাদীস রয়েছে।

(١١٩٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «**يُدْعَى بِالْقَاضِي الْعَادِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي عُمُرِهِ**». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَلَفْظُهُ «**فِي تَمْرَةٍ**».

১১৯৬ : আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ন্যায় বিচারক কাযীকে কিয়ামাতের দিবসে ডাকা হবে এবং সে ঐ দিন হিসাবের কঠোরতার সম্মুখীন হয়ে আকাঙ্ক্ষা করবে, হায় আমি জীবনে দুজন লোকের মধ্যে যদি ফায়সালাহ না করতাম (তাই মঙ্গল ছিল)।[৩]

(١١٩٧) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «**لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً**». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১৯৭ : আবূ বাক্‌রা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ঐজাতি কখনও মুক্তি লাভে সক্ষম হবেনা। যে জাতি নিজেদের নেতৃত্ব স্ত্রীলোকের উপর অর্পণ করবে।[৪]

---

[১]ইবনু হিব্বান।
[২]রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে দুর্বলের ন্যায্য অধিকার সবলের কাছ থেকে আদায় করে দেয়া। দুর্বলতা বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে। সর্বপ্রকার দুর্বলের হয়ে রাষ্ট্রকে ইনসাফ করতে হবে।
[৩]ইবনু হিব্বান, বাইহাকী, এর বর্ণনায় আছে– 'একটি খেজুরের মধ্যে'।
[৪]বুখারী।

(١١٩٨) وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «**مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِم احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ**». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১১৯৮ ঃ আবূ মারইয়াম আযদী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ যাকে মুসলমানের কোন কিছুর অলী বানিয়ে দেন (পরিচালনা দায়িত্ব অর্পণ করেন)। সে যদি মুসলিম জনসাধারণের প্রয়োজন ও অভাবের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী দারোয়ান রাখে তবে আল্লাহ্ও তার প্রয়োজনের সময় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন।[১]

(١١٩٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

১১৯৯ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালার ক্ষেত্রে ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহিতাকে লা'নাত করেছেন।[২]

এই হাদীসের অনুরূপ অর্থের একটা সহযোগী হাদীস আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজায় বর্ণিত হয়েছে।

(١٢٠٠) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১২০০ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালাহ দিয়েছেন যে, বাদী ও বিবাদী বিচারকের সামনে উপবিষ্ট থাকবে।[৩]

---

[১] আবূ দাউদ, তিরমিযী।

[২] আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। তিরমিযী হাসান বলেছেন ও ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।

[৩] আবূ দাউদ।হাকিম হাদীটিকে সহীহ বলেছেন।

১ম পরিচ্ছেদ

باب الشهادات
সাক্ষ্য

(١٢٠١) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২০১ ঃ যায়িদ ইবনু খালিদ জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদেরকে উত্তম সাক্ষীগণের সংবাদ দেব না কি? (অবশ্যই দেব) তারা হচ্ছে, সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আহ্বান করার আগেই যারা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়।[১]

(١٢٠٢) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ، وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০২ ঃ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অবশ্যই তোমাদের, (আমার উম্মাতের) যুগগুলির মধ্যে আমার যুগটি উত্তম, তারপর যারা আসবে তারা অপেক্ষাকৃত ভাল হবে এবং তারপরের যুগের লোকও অপেক্ষাকৃতভাবে পরবর্তীদের হতে উত্তম হবে। তার পরের যুগে এমন কিছু মানবমণ্ডলী আসবে, সাক্ষ্যদানের জন্য আহ্বান না করা হলেও সাক্ষ্য প্রদান করবে। তারা খিয়ানাত (বিশ্বাসঘাতকতা) করবে, তারা আমানাতের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য গণ্য হবে। তারা নাযর মানবে কিন্তু এটা পুরো করবে না, তাদের মধ্যে স্থূলতা(সারশূন্যতা) দেখা দেবে[২]।[৩]

---

[১]মুসলিম।

[২]বুখারী, মুসলিম।

[৩]উপরোক্ত হাদীস দুটোর মধ্যে বাহ্যতঃ বৈরীত্য (গরমিল) দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। প্রথম হাদীসে ঐসব সাক্ষীর প্রশংসা করা হয়েছে, যারা হাক্বদারের হাক্ব উদ্ধার ও ইন্সাফ কায়িম করার জন্য নিজেই শতঃস্ফূর্ত হয়ে সাক্ষ্য দান করেন।

আর দ্বিতীয় হাদীস ঐসব সাক্ষীর স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে যারা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান দ্বারা দুর্বলের হাক্বকে নষ্ট করে ব্যক্তিস্বার্থ, স্বজন প্রীতি বা দলীয় মান মর্যাদা রক্ষার জন্য অনাহূত অবস্থায় আগ্রহের সাক্ষ্যদানে অগ্রসর হয়।

(١٢٠٣) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

১২০৩ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন খিয়ানাতকারী, কারিণীর ও কোন হিংসুকের সাক্ষ্য তার মুসলিম ভাইয়ে বিপক্ষে এবং কোন চাকরের সাক্ষ্য তার মালিকের পরিবারের পক্ষে গ্রহণ করা জায়িয হবে না।[১]

(١٢٠٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

১২০৪ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, কোন অজ্ঞ যাযাবরের সাক্ষ্য স্থায়ী বাসিন্দার বিপক্ষে গৃহীত (বৈধ) হবে না।[২]

(١٢٠٥) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ أُنَاساً كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২০৫ ঃ উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি তাঁর খুত্বায় (ভাষণে) বলেছিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ওয়াহীর দ্বারা কোন কোন মানুষকে (তাদের অপরাধের জন্যে) পাকড়াও করা হত। আর এখন (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর) ওয়াহী বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আমরা তোমাদের হতে প্রকাশিত কার্যাবলীর দ্বারা তোমাদেরকে পাকড়াও করব (অপরাধী বলে চিহ্নিত করব)।[৩]

---

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ। (কানে قانع এর অর্থ পরনির্ভরশীল, পোষ্য।)
[২]আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ।
[৩]বুখারী।

(١٢٠٦) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّوْرِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ.

১২০৬ ঃ আবূ বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকে বড় পাপ বলে গণ্য করেছেন[১]।[২]

(١٢٠٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: «تَرَى الشَّمْسَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «**عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ**». أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ.

১২০৭ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা লোককে বলেছিলেন ঃ তুমি সূর্য দেখেছ? সে বললো ঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ এরূপ নিশ্চিত জানা বস্তুর সাক্ষ্য দেবে। অন্যাথায় তা ত্যাগ করবে।

(অর্থাৎ সূর্যের মত তোমার কাছে যা নিশ্চিতভাবে জানা আছে ঐ বস্তুর সাক্ষ্য দেবে, সন্দেহের অবস্থায় সাক্ষ্য দেবে না।)[৩]

(١٢٠٨) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

১২০৮ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বসম ও সাক্ষ্য গ্রহণ দ্বারা বিচার করেছেন।[৪]

(সাক্ষী মাত্র একজন থাকার অবস্থায় বাদী ক্বসম করলে ফায়সালাহ দেওয়া যাবে সাক্ষীর নিম্নতম সংখ্যা হচ্ছে– দু'জন। কুরআন দু'জন সাক্ষীর নির্দেশ দিয়েছে।)

(١٢٠٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১২০৯ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; অনুরূপ একটা হাদীস ইমাম আবূ দাঊদ ও তিরমিযী সংকলন করেছেন, ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকে ফ্যাসাদ সৃষ্টি অন্যায়-অবিচারের উৎস বলা যায়। এটা যে মহাপাপ তা অতি সুস্পষ্ট।
[৩]ইবনু আদী হাদীসটিকে দুর্বল সনদে সংকলন করেছেন। ইমাম হাকিম সহীহ বলে ভুল করেছেন।
[৪]মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসাঈ; ইমাম নাসাঈ এর সনদকে উত্তম বলেছেন।

২য় পরিচ্ছেদ

باب الدعوى والبينات
দাবী ও প্রমাণাদি

(١٢١٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «**لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১০ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি কেবল দাবীর ভিত্তিতে লোকদেরকে কিছু দেওয়া হতো তবে লোক বহু মানুষের খুনের ও তাদের বহু সম্পদের দাবী করে বসতো। কিন্তু ক্বসম করান হবে বিবাদীকে[১]।[২]

وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «**الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ**».

বাইহাকীতে সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে আছে, প্রমাণ দিতে হবে বাদীকে আর (বাদী প্রমাণ দিতে না পারলে বিচারক দাবী অস্বীকারকারীকে (বিবাদীকে) ক্বসমের জন্য উপযুক্ত মনে করলে) ক্বসমের দায়িত্ব বিবাদীর উপর অর্পিত হবে।

(١٢١١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২১১ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সম্প্রদায়ের কাছে ক্বসম করার ব্যবস্থা প্রদান করেছিলেন, এতে তারা উভয় পক্ষই ধাবিত হলো। ফলে তিনি তাদের মধ্যে কে ক্বসম করার সুযোগ পাবে তা নির্ণয়ের জন্য 'কুরআ' নিক্ষেপের (লটারী করার) আদেশ প্রদান করেছিলেন। (এ লটারীতে পয়সার লাভ-লোকসানের বা অন্যের হাক্ব নষ্টের কারণ ছিল না)।[৩]

[১] বুখারী, মুসলিম।
[২] প্রমাণ দিতে হয় অন্যথায় ক্বসম করান হয় বলে অন্যায় দাবীর সংখ্যা কম হয়ে থাকে।
[৩] বুখারী।

(١٢١٢) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২১২ ঃ আবূ উমামা হারিসী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় মিথ্যা ক্বসম দ্বারা কোন মুসলিমের হাক্ব আত্মসাত করবে আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেবেন, আর জান্নাতকে হারাম করে দেবেন। কোন এক লোক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি অন্যায়ভাবে আত্মসাত করার বস্তুটি তুচ্ছ হয়? উত্তরে তিনি বলেন, যদিও তা বাবুল গাছের একটা শাখা হয়।[১]

(١٢١٣) وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১৩ ঃ আস্‌আস ইবনু ক্বাইস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মিথ্যা ক্বসম দ্বারা কোন মুসলিমের মাল আত্মসাত করবে সে ঐ ব্যাপারে অন্যায়কারী। আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎকালে আল্লাহ্ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন।[২]

(١٢١٤) وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي دَابَّةٍ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَهٰذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

১২১৪ ঃ আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত; দু'জন লোক একটা জানোয়ারের দাবী নিয়ে মোকদ্দমা দায়ের করলো। এ ব্যাপারে তাদের কারো কোন প্রমাণ ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্তুটির মূল্য তাদের মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করে দিলেন।[৩]

[১]মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ। শব্দ তাঁরই, তিনি বলেছেন এর সনদ উত্তম।

(١٢١٥) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১২১৫ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার এই মিম্বারের উপরে পাপের (মিথ্যা) ক্বসম করবে সে তার জন্য জাহান্নামে অবস্থান ক্ষেত্র রচনা করবে।[১]

(١٢١٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِن ابْنِ السَّبِيلِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ: لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১৬ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামাতের দিন তিন প্রকার লোকের সাথে আল্লাহ্ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করবেন না, তাদেরকে তিনি পবিত্র করেও নেবেন না, এবং তাদের জন্য কষ্টদায়ক আযাব থাকবে ঃ

ক) যে ব্যক্তি জনমানবশূন্য মাঠের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অধিকৃত পানি মুসাফিরদেরকে ব্যবহার করতে বাধা দেয়।

খ) যে ব্যক্তি আসরের পর কোন বস্তু বিক্রয় করতে গিয়ে এ বলে ক্বসম খায় যে, আমি বস্তুটি অমুক মূল্যে ক্রয় করেছি, ক্রেতা তা বিশ্বাস করে নেয় কিন্তু আসলে তা নয় (সে মিথ্যা ক্বসম করে মূল্য বাড়িয়ে ক্রেতাকে ধোকা দেয়)।

গ) যে ব্যক্তি ইমামের (ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানের) হাতে বাইআত (আনুগত্য দানের অঙ্গীকার গ্রহণ) কেবল পার্থিব স্বার্থের জন্য করে যদি তিনি তার স্বার্থ পূরণ করেন তবে সে তার আনুগত্য বজায় রাখে,আর যদি তা তিনি পূর্ণ না করেন তবে সে তার আনুগত্য (বাইআত) ভঙ্গ করে[২]।[৩]

[১]আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।

[২]বুখারী, মুসলিম।

[৩]এরূপ তিন প্রকার লোকের দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তর ভাগের মানসিক চরিত্র ও সততা ভিষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৪শ অধ্যায়

كتاب القضاء
ফায়সালাহ

(١١٨٨) عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ**». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১১৮৮ ঃ বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কাযী (বিচারক) তিন প্রকারের, তার মধ্যে দুই প্রকার কাযী জাহান্নামী আর এক প্রকার জান্নাতী। যে কাযী সত্য উপলব্ধি করবে এবং তদানুযায়ী ফায়সালাহ করবে সে জান্নাতবাসী হবে, আর এক কাযী সে সত্য উপলব্ধি করবে কিন্তু তদানুযায়ী ফায়সালাহ করবে না, অন্যায়ের ভিত্তিতে ফায়সালাহ করবে সে জাহান্নামী হবে। আর এক কাযী সত্য উপলব্ধি করতে পারবে না, অথচ অজ্ঞতার ভিত্তিতে লোকের জন্য ফায়সালাহ প্রদান করবে সে জাহান্নামী হবে। (তার নীতি ভ্রষ্টতা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে)।[১]

(١١٨٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ**». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

১১৮৯ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাকে কাযীর পদ দেওয়া হলো তাকে যেন বিনা ছুরিতেই যাবাহ করা হলো।[২]

---

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। হাকিম সহীহ বলেছেন।

[২]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইবনু খুযাইমা ও ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।

(١٢٢١) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ». قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২২১ ঃ আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ আমাল (ধর্মকর্ম) অধিক শ্রেষ্ঠ?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা (সঠিক বিশ্বাস স্থাপন করা) আর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা (ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করা)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ প্রকারের দাসত্ব মুক্তি (গোলাম আযাদ করা) সর্বোত্তম? তিনি বলেন, মূল্যের দিক থেকে যা অধিক মূল্যবান (উচ্চ মূল্যের) আর মনিবের নিকটে সর্বোত্তম।[১]

(١٢٢٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২২২ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার কোন দাসের স্বীয় অংশ বিশেষকে আযাদ করে দেয় আর তার কাছে ঐ দাসের ন্যায্য মূল্যের পরিমাণমত মূল্য থাকে তবে ঐ দাসের সঠিক মূল্য নির্ণয় করে অন্য অংশীদারদেরকে তাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে দাসটি তার দ্বারা পূর্ণ মুক্তি লাভ করবে। আর যদি তা সম্ভব না হয় তবে, দাসের যে পরিমাণ সে মুক্ত করে দিয়েছে তার সেই পরিমাণই আযাদ হয়ে যাবে।[২]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।

وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «وَإِلاَّ قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». وَقِيلَ: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ.

বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত অন্য রিওয়ায়াতে এরূপ আছে, একাকী পূর্ণ আযাদ করতে সক্ষম না হলে মূল্য ধার্য করা হবে আর 'মূল্য সংগ্রহের জন্য দাসের পক্ষ থেকে চেষ্টা চলবে' এতে যেন তার উপরে কোন কঠোরতা আরোপ করা না হয়।

এ বাক্যটি প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে, চেষ্টা করার জন্য যে বাক্যটি বর্ণিত হয়েছে তা 'মুদ্‌রাজ' বা কোন রাবীর নিজস্ব বক্তব্য– হাদীসের অংশ নয়।

(١٢٢٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ يُعْتِقَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২২৩ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন পুত্র তার পিতার হাক্ব আদায় করতে সক্ষম হবে না, কিন্তু যদি পিতাকে গোলাম অবস্থায় পায় আর তাকে ক্রয় করে আযাদ করে (তবে তার পিতার হাক্ব পরিশোধ হতে পারে)।[১]

(١٢٢٤) وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.

১২২৪ ঃ সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি এমন কোন আত্মীয়ের (রক্ত সম্পর্কযুক্ত লোকের) মনিব হয় যাদের মধ্যে বিয়ে হারাম তবে সে (উক্ত গোলাম) আযাদ হয়ে যায়।[২]

[১]মুসলিম।
[২]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। হাদীসের একদল হাফিয (মুহাদ্দিস) হাদীসটির মাওকুফ হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

(١٢٢٥) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَهُ، عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُن لَّهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاثاً، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيداً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২২৫ ঃ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার ছয়টি দাস মুক্ত করে দেন, ঐ দাসগুলো ছাড়া তার আর কোন সম্পদ ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডেকে পাঠালেন ও তিন ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। তারপর প্রত্যেক ভাগের উপর লটারী দিয়ে এর ভিত্তিতে দুটো দাসকে মুক্ত করে দিলেন ও চারজনকে দাস করে রাখলেন। এবং এদের মনিব প্রসঙ্গে কঠোর মন্তব্য করলেন।[১]

(١٢٢٦) وَعَنْ سَفِينَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكاً لِأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَقَالَتْ: أَعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا عِشْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ.

১২২৬ ঃ সাফীনা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি নাবীর সহধর্মিনী উম্মু সালামা (রাঃ)-এর দাসী ছিলাম। তিনি আমাকে বলেন, আমি তোমাকে এই শর্তে আযাদ করে দিচ্ছি যে, তুমি তোমার জীবন কাল পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমাত করবে।[২]

(١٢٢٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «**إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

১২২৭ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অলা (দাসত্ব মুক্তিসূত্রে উত্তরাধিকার) ঐ ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত হবে যে দাসকে আযাদ করে দেয়।[৩]

(١٢٢٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ**». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِغَيْرِ هٰذَا اللَّفْظِ.

১২২৮ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অলা একটা বলিষ্ঠ সম্পর্ক যেমন রক্তের সম্পর্ক (ঘনিষ্ঠ ও স্থায়ী হয়ে থাকে)। অতএব তা বিক্রি করা যায় না, এবং দান করাও যায় না।[৪]

---

[১]মুসলিম।
[২]আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, হাকিম।
[৩]বুখারী, মুসলিম। লম্বা হাদীসের অংশবিশেষ।
[৪]শাফিঈ। ইবনু হিব্বান ও হাকিম সহীহ বলেছেন; হাদীসটি ভিন্ন শব্দে বুখারী, মুসলিমের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

১ম পরিচ্ছেদ

باب المدبر والمكاتب وام الولد

মুদাব্বার, মুকাতাব ও উম্মি অলাদের বিবরণ

(١٢٢٩) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً مِّنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلاَماً لَّهُ عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاجَ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ، وَقَالَ: «اقْضِ دَيْنَكَ».

১২২৯ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; আনসারী কোন এক ব্যক্তির মাল হিসাবে মাত্র একটি গোলাম থাকা সত্ত্বেও সে ঐটিকে তার মৃত্যুর পর আযাদ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এ সংবাদ পৌঁছাল। তারপর তিনি বলেন ঃ কে এই গোলামটি আমার কাছ থেকে ক্রয় করবে? ফলে নুয়াঈম ইবনু আব্দুল্লাহ্ ঐটিকে আটশত দিরহাম দিয়ে ক্রয় করে নিলেন।[১]

বুখারীর শব্দে আছে, লোকটি তার দাসকে আযাদ করে দেওয়ার পর অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নাসাঈর বর্ণনায় আছে, লোকটির কর্জ ছিল। ফলে গোলামটিকে আটশত দিরহামের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিক্রয় করে দিয়ে তাকে বলেন ঃ তুমি তোমার ঋণ পরিশোধ করে দাও। (এটা তিনি আর্থিক ভারসাম্যের সাধারণের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য করেছেন।)[২]

---

[১] বুখারী, মুসলিম।

[২] দানের থেকে কর্জ পরিশোধের মূল্য শারীআতের দৃষ্টিতে বেশি।

(١٢٣٠) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «**الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ، مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ**». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১২৩০ ঃ আমর ইবনু শুয়াইব (রাঃ) তার পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুকাতাব গোলাম তাঁর মুক্তির জন্য নির্দ্ধারিত অর্থের মধ্যে একটা দিরহাম পরিশোধ করতে বাকী থাকা পর্যন্তও সে দাস (বলে গণ্য হবে)।[১]

(١٢٣١) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ**». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

১২৩১ ঃ উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের (মেয়ে জাতির বা নাবীর সহধর্মীনীদের) কারো কোন মুকাতাব গোলাম থাকে আর সেই গোলামের নিকটে চুক্তিকৃত টাকা পরিশোধ করার সামর্থ থাকে তবে ঐরূপ গোলাম থেকে সে যেন পর্দা করে।[২]

(١٢٣٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «**يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَارَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ**». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

১২৩২ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুকাতাব গোলাম নিহত হলে তার দিয়াত (খুনের ক্ষতিপূরণ) দিতে হবে যে পরিমাণ অংশ আযাদ ছিল সেই পরিমাণের জন্য আযাদের রক্ত পন দিতে হবে। আর যে অংশ দাস ছিল সেই পরিমাণের জন্য গোলামের অনুরূপ রক্ত মূল্য (দিয়াত) দিতে হবে।[৩]

---

[১]আবূ দাউদ উত্তম সনদে।এর আসল আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈতে রয়েছে হাকিম সহীহ বলেছেন।

[২]আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী সহীহ বলেছেন।

[৩]আহমাদ, নাসাঈ, আবূ দাউদ।

(١٢٣٣) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَماً، وَلَا دِيْنَاراً، وَلَا عَبْداً، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئاً، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا صَدَقَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৩৩ ঃ উম্মুল মু'মিনীন জুওইরিয়ার ভাই আমর ইবনুল হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তিকালের সময় কোন দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা), কোন দিনার, কোন গোলাম বা কোন দাসী আর না কোন বস্তু রেখে গিয়েছিলেন। তবে তাঁর একটা মাত্র সাদা রং-এর খচ্চর, যুদ্ধাস্ত্র ও কিছু জমিও ছিল যা সাদ্‌কাহ করে রেখেছিলেন।[১]

(١٢٣٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: **«أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ»**. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ.

১২৩৪ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন দাসী তার মনিবের ঔরসজাত সন্তান প্রসব করবে সে তার মনিবের মৃত্যুর পর আযাদ হয়ে যাবে।[২]

(١٢٣٥) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: **«مَنْ أَعَانَ مُجَاهِداً فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ، أَوْ غَارِماً فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَباً فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ»**. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১২৩৫ ঃ সাহ্‌ল ইবনু হুনাইফ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদ (ধর্ম পথের সংগ্রামী)-কে সাহায্য করবে বা কোন ঋণি ব্যক্তিকে (যার সাংসারিক অভাব-অনটনের কারণে ঋণ হয়েছে) বা মুকাতাব দাস বা দাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য সাহায্য করবে তাকে আল্লাহ্ ছায়াহীন কিয়ামাতের কঠিন দিনে ছায়া প্রদান করবেন।[৩]

---

[১] বুখারী।

[২] ইবনু মাজাহ, হাকিম দুর্বল সনদে। একদল মুহাদ্দিস হাদীসটিকে উমার (রাঃ)-এর উক্তি হওয়ার অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

[৩] আহমাদ, হাকিম সহীহ বলেছেন।

১৬শ অধ্যায়

كتاب الجامع
বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

باب الادب
শিষ্টাচারিতা

(١٢٣٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ، إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَاللّٰهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৩৬ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের ৬টা হাক্ব রয়েছে– ১. কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে সালাম দেবে; ২. আমন্ত্রণ করলে তা ক্বূল করবে; ৩. সৎ পরামর্শ চাইলে সৎ পরামর্শ দেবে; ৪. হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ্ পড়লে তার জবাব দেবে (ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলবে।) ৫. পীড়িত হলে তার কাছে গিয়ে তার খবরাখবর নেবে; ৬. সে ইন্তিকাল করলে তার জানাযা নামাযে অংশগ্রহণ করবে।[১]

(١٢٣٧) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اُنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৩৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (পার্থিব ব্যাপারে) তুমি তোমার চেয়ে দুর্বলের উপর দৃষ্টি রাখবে, কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার চেয়ে উঁচু তার উপর দৃষ্টি রাখবে না। এরূপ করলে তুমি আল্লাহ্ প্রদত্ত তোমার নিয়ামাতের প্রতি অবহেলা ও তাচ্ছিল্যতা প্রকাশ করার অপরাধ হতে বেঁচে যাবে।[২]

---

[১] মুসলিম।
[২] বুখারী, মুসলিম।

(١٢٣٨) وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ، فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১২৩৮ ঃ নাওয়াস ইবনু সামআন (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নেকী ও বদী প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন ঃ উত্তম চরিত্র পুণ্য কর্ম। আর পাপ সেটাই যা তোমার মনে খটকা বাধায় ও যার প্রসঙ্গে লোকের অবগতিকে তুমি অপছন্দ মনে কর।[১]

(١٢٣٩) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

১২৩৯ ঃ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমরা আপোষে তিনজন অবস্থান করবে তখন তোমাদের একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কোন গোপন আলাপ করবে না। যতক্ষণ না তোমরা জনসাধারণের মধ্যে মিশে যাও। এরূপ করায় অপর ব্যক্তির মনে কষ্ট দেওয়া হয়।[২]

(١٢٤٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪০ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন লোককে তার স্থানে বসার জন্য কেউ যেন উঠিয়ে না দেয়। বরং তোমরা বসার ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত ও সম্প্রসারিত কর।[৩]

---

[১]মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম। শব্দগুলো মুসলিমের।
[৩]বুখারী, মুসলিম।

(١٢٤١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪১ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ কোন খাদ্য খাবে সে যেন হাত নিজে চেটে নেয়ার বা অপরকে দিয়ে চাটিয়ে নেয়ার আগে তার হাত না মুছে (বা ধুয়ে) ফেলে[১]।[২]

(١٢٤٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي.

১২৪২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বয়সে ছোট ব্যক্তি বড়কে সালাম দেবে, পথযাত্রী উপবিষ্টকে, অল্প সংখ্যক সালাম দেবে বড় দলকে।[৩]

(١٢٤٣) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُجْزِىءُ عَنِ الْجَمَاعَةِ - إِذَا مَرُّوا - أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِىءُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

১২৪৩ ঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাত্রীদের মধ্যে থেকে একজনের সালাম প্রদান করা যথেষ্ট ও অনুরূপভাবে দলের পক্ষ থেকে একজনের সালামের উত্তর দেওয়া সকলের পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে।[৪]

(١٢٤٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১২৪৪ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাকে আগে সালাম দিবে না। আর যখন তোমরা তাদের সাথে রাস্তায় মিলবে তখন তাদেরকে রাস্তার সংকীর্ণতম দিকে যেতে বাধ্য করবে।[৫]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]এটা হাতে খাবার লেগে থাকার অবস্থায় করতে হবে।
[৩]বুখারী, মুসলিম। মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে গমনকারীকে।
[৪]আহমাদ, বাইহাকী।
[৫]মুসলিম।

(١٢٤٥) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُلِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ لَهُ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৪৫ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দিবে সে যেন তখন আল্‌হামদুলিল্লাহ্ বলে। (অর্থঃ আল্লাহ্র জন্য যাবতীয় প্রশংসা) আর তার সাথী মুসলিম ভাই বলবে– ইয়ারহামুকাল্লাহ্ (অর্থঃ আল্লাহ্ আপনার প্রতি রাহম করুন) এবার হাঁচিদাতা তার সাথীর জন্য বলবে– ইয়াহ্ দিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম। অর্থঃ আল্লাহ্ আপনাকে সুপথে রাখুন, আপনার অবস্থা কল্যাণময় করুন।[১]

(١٢٤٦) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِماً». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১২৪৬ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যেন কখনও দাঁড়িয়ে (পানি) পান না করে[২]।[৩]

(١٢٤٧) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ জুতা পরিধান করবে সে যেন ডান পায়ে আগে পরে আর খুলবার সময় বাম পায়ের জুতা আগে খুলে নেয়। জুতা পরার সময় ডান পা আগে এবং খুলবার সময় ডান পা শেষে হওয়া চাই।[৪]

---

[১]বুখারী।
[২]মুসলিম।
[৩]উযূর অবশিষ্ট পানি ও যাম্‌যাম্ কূপের বিশেষ পানি দাঁড়িয়ে পান করার নির্দেশ রয়েছে– মিশকাত।
[৪]বুখারী, মুসলিম।

(١٢٤٨) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪৮ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যেন এক খানা জুতা পরে না চলে– হয় দুখানাই পরবে, না হয় দুখানাই খুলে রাখবে।[১]

(١٢٤٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪৯ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তাঁর (স্নেহের) দৃষ্টি ঐ ব্যক্তির প্রতি নিক্ষেপ করবেন না যে অহংকারভরে তার কাপড় হেঁচড়িয়ে থাকে (অর্থাৎ পায়ের গিঁটের নিচে পর্যন্ত কাপড় ঝুলিয়ে পরে।)।[২]

(١٢٥٠) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১২৫০ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন খাবে তখন যেন ডান হাতে খায় আর যখন পান করবে তখন ডান হাতে পাত্র ধরে পান করবে। কেননা শাইতান বাম হাতে খায় ও বাম হাতে পান করে।[৩]

(١٢٥١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقْ، فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلاَ مَخِيلَةٍ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৫১ ঃ আম্র ইবনু শুআইব (রাঃ) হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ব্যয়বাহুল্য ও অহংকার হতে দূরে থেকে– খাও, পান কর, পর এবং সাদকাহ্ কর।[৪]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]মুসলিম।
[৪]আবূ দাউদ, আহমাদ ; ইমাম বুখারী (রহঃ) মুআল্লাক সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২য় পরিচ্ছেদ

باب البر والصلة

কল্যাণসাধন ও আত্মীয়তার হাক্ব আদায়

(١٢٥٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ**». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৫২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রুযী-রোজগারে প্রসারতা করা হোক ও তার জীবনকালকে পিছানো (বর্দ্ধিত করা) হোক– তবে সে যেন আত্মীয়তার বন্ধনকে সুরক্ষিত করে।[১]

(١٢٥٣) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ**». يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৫৩ ঃ জুবাইর ইবনু মুত্বয়িম (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ছেদনকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না, অর্থাৎ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী।[২]

(١٢٥٤) وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «**إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعاً وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৫৪ ঃ মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন মাতার সাথে অসাদাচরণ করা, কন্যাকে জীবন্ত প্রোথিত করা, সৎ পথে দান বন্ধ করা এবং দাও দাও, আনো আনো বলাকে। আর তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন যে তোমরা বলবে– 'বলা হয়েছে' 'বলেছে' এবং অধিক প্রশ্ন করা ও ধন-সম্পদ নষ্ট করা।[৩]

---

[১] বুখারী।
[২] বুখারী, মুসলিম।
[৩] বুখারী, মুসলিম।

(١٢٥٥) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رِضَا اللهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسُخْطُ اللهِ فِي سُخْطِ الْوَالِدَيْنِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

১২৫৫ : আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি (অর্জিত হয়), তাঁদের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে।[১]

(١٢٥٦) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৫৬ : আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ্র ক্বসম! কোন লোক ততক্ষণ পর্যন্ত (প্রকৃত) মু'মিন হতে পারবেনা যতক্ষণ না সে ঐ বস্তু প্রতিবেশীর বা (তিনি বলেছেন) তার ভাই-এর জন্য ভালবাসবে যা তার নিজের জন্য ভালবাসে।[২]

(١٢٥٧) وعن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا، وَهُوَ خَلَقَكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৫৭ : ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কোন পাপ সর্বাপেক্ষা বড়? তিনি বলেন, কোন বস্তুকে আল্লাহ্র সমতুল্য (জ্ঞান) করা অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, তারপর কোন্ পাপ বড়? তিনি বলেন, তোমার সন্তান তোমার সাথে আহার করবে এই ভয়ে তাকে হত্যা করা। (খেতে দেওয়ার ভয়ে শিশু সন্তানকে হত্যা করা।) আমি বললাম, তার পর? তিনি বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। (অন্যায়ভাবে সংযোগ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া)[৩]।[৪]

---

[১]তিরমিযী।ইবনু হিব্বান, হাকিম সহীহ্ বলেছেন।

[২]বুখারী, মুসলিম।

[৩]বুখারী, মুসলিম।

[৪]মানুষের জীবনে সর্ব প্রধান পাপ হচ্ছে শিরক। কারণ আল্লাহ্ আমাদের একমাত্র স্রষ্টা, ফলে আল্লাহ্ এককভাবে আমাদের ইবাদাতের ন্যায্য হাক্বদার আর কোন সৃষ্টির এতে কোনই হাক্ব নেই। বড় হাক্বদারের হাক্ব নষ্ট করা অবশ্যই সর্বাপেক্ষা বড় পাপ বলে গণ্য হবে। পিতা-মাতা সন্তানের রক্ষাকারী তা না করে হত্যাকারী হওয়া অতীব জঘন্য কাজ। এটাও বড় পাপ বলে গন্য হবে এবং প্রতিবেশী স্বাভাবিকভাবে তার জান, মাল ও ইজ্জাতের সহায়ক বলে প্রতিবেশীকে মনে করে থাকে। এমতাবস্থায় প্রতিবেশীত্বের সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী বিবির সাথে ব্যভিচার করা এক বিরাট বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। ফলে এটাও বড় পাপ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

(١٢٥٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ»، قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৫৮ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া বড় পাপ। তাঁকে হলো মানুষ কি তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ দেয়। (এইভাবে) সে কারো পিতাকে গালি দেয় তখন সেও তার পিতাকে গালি দেয়, সে যখন কারো মাতাকে গালি দেয়, সেও তখন তার মাতাকে পাল্টা গালি দেয়। (অর্থাৎ অপরের পিতা-মাতাকে গালি দিয়ে নিজের মাতা-পিতাকে সে গালি খাওয়ানোর কারণ সৃষ্টি করে পাপী সাব্যস্ত হয়।) এরূপ করাও বড় পাপ।[১]

(١٢٥٩) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৫৯ ঃ আবূ আইউব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মুসলিমের তার ভাই-এর সাথে তিন দিনের বেশি কথা বন্ধ রাখা– দেখা হলে একে অপরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হালাল বা বৈধ নয়। তাদের মধ্যে সেই উত্তম ব্যক্তি যে আগে (তার মুসলিম ভাইকে) সালাম দিবে।[২]

(١٢٦٠) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৬০ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক সৎকর্ম সাদক্বাহ সমতুল্য পুণ্য কাজ[৩]।[৪]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]বুখারী।
[৪]কেবল আর্থিক সাহায্য সাদ্ক্বাহ বলে গণ্য হবে তা নয়– বরং কথা ও কাজের সাহায্যও সাদ্ক্বাহ বলে গণ্য হবে।

(١٢٢٥) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيْكَ لَهُ، عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاَثاً، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيْداً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২২৫ ঃ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার ছয়টি দাস মুক্ত করে দেন, ঐ দাসগুলো ছাড়া তার আর কোন সম্পদ ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডেকে পাঠালেন ও তিন ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। তারপর প্রত্যেক ভাগের উপর লটারী দিয়ে এর ভিত্তিতে দুটো দাসকে মুক্ত করে দিলেন ও চারজনকে দাস করে রাখলেন। এবং এদের মনিব প্রসঙ্গে কঠোর মন্তব্য করলেন।[১]

(١٢٢٦) وَعَنْ سَفِيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكاً لِأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَقَالَتْ: أَعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا عِشْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ.

১২২৬ ঃ সাফীনা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি নাবীর সহধর্মিনী উম্মু সালামা (রাঃ)-এর দাসী ছিলাম। তিনি আমাকে বলেন, আমি তোমাকে এই শর্তে আযাদ করে দিচ্ছি যে, তুমি তোমার জীবন কাল পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমাত করবে।[২]

(١٢٢٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «**إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ.

১২২৭ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অলা (দাসত্ব মুক্তিসূত্রে উত্তরাধিকার) ঐ ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত হবে যে দাসকে আযাদ করে দেয়।[৩]

(١٢٢٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ**». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ بِغَيْرِ هٰذَا اللَّفْظِ.

১২২৮ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অলা একটা বলিষ্ঠ সম্পর্ক যেমন রক্তের সম্পর্ক (ঘনিষ্ঠ ও স্থায়ী হয়ে থাকে)। অতএব তা বিক্রি করা যায় না, এবং দান করাও যায় না।[৪]

[১] মুসলিম।
[২] আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, হাকিম।
[৩] বুখারী, মুসলিম। লম্বা হাদীসের অংশবিশেষ।
[৪] শাফিঈ। ইবনু হিব্বান ও হাকিম সহীহ বলেছেন; হাদীসটি ভিন্ন শব্দে বুখারী, মুসলিমের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

(١٢٦١) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ».

১২৬১ ঃ আবূ যার্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন সৎ কাজকে কখনও তুচ্ছ মনে করবে না, যদিও সেটা তোমার কোন (মুসলিম) ভাই-এর সাথে আনন্দের সাথে সাক্ষাৎকার হয়। (এটাকেও সৎকর্মের দিক থেকে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়।)

(١٢٦٢) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَآءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ». أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ.

১২৬২ ঃ আবূ যার্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন তরকারী রান্না করবে তখন তাতে পানি বেশি দিয়ে প্রতিবেশীর খবরগিরি করবে। (অর্থাৎ প্রতিবেশীকে দিয়ে খাওয়ার ব্যাপারে সর্বদা সচেতন ও সচেষ্ট থাকবে।)[১]

(١٢٦٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১২৬৩ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন পার্থিব বিপদ দূর করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার পরকালের বিপদ হতে কোন বিপদ দূর করবেন। কেউ যদি কোন অভাবগ্রস্তকে সহযোগিতা দান করে তবে আল্লাহ্ তার ইহ ও পরকালের উভয় ক্ষেত্রে সহযোগিতা দান করবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাই-এর দোষ-ত্রুটি গোপন করবে আল্লাহ তা'আলা ইহকালে ও পরকালে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। আল্লাহ্ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে।[২]

[১]মুসলিম।
[২]মুসলিম।

(١٢٦٤) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১২৬৪ ঃ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কল্যাণকর বস্তুর সন্ধান কোন ব্যক্তিকে দান করে, তার জন্য ঐ বস্তুর সম্পাদনকারীর অনুরূপ পুণ্য রয়েছে।[১]

(١٢٦٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

১২৬৫ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে (সৎভাবে) আশ্রয় প্রার্থী হয় তাকে আশ্রয় প্রদান কর। আর যে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে (শারীআত সম্মতভাবে) তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাকে সাহায্য কর। আর যে ব্যক্তি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ করে তাকে তুমি তার প্রতিদান যথারীতি দাও আর তাতে সক্ষম না হলে তার জন্য নেক দু'আ কর।[২]

---

[১] মুসলিম।
[২] বাইহাকী।

৩য় পরিচ্ছেদ

باب الزهد والورع

পার্থিব বিষয়ে অনাসক্তি পাপকার্যে নির্লিপ্ততা

(١٢٦٦) وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ - وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ -: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. أَلَا! وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمىً، أَلَا! وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ. أَلَا! وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا! وَهِيَ الْقَلْبُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৬৬ ঃ নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) তাঁর দু'হাতের দু-আঙ্গুলকে তাঁর কানের দিকে (ইঙ্গিত করতে গিয়ে) ঝুকিয়ে বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (নিজ কানে) বলতে শুনেছি, এটা নিশ্চিত যে, হালাল সুস্পষ্ট আর হারামও সুস্পষ্ট– কিন্তু এই দুই-এর মাঝে কিছু অস্পষ্ট বস্তুও আছে যা অনেকেই খবর রাখেনা। অতঃপর যে ব্যক্তি এই সংশয়যুক্ত বস্তু হতে দূরে অবস্থান করবে– সে নিজের ধর্ম ও ইয্যাতকে ত্রুটিমুক্ত রাখতে সক্ষম হবে। আর যে ব্যক্তি ঐসব সন্দেহযুক্ত বস্তুর মধ্যে লিপ্ত হবে সে হারামেই পতিত হবে। সে ঐ রাখালের মত যে নিজের পশুকে রক্ষিত ক্ষেতের আশেপাশে পশু চরায়, ফলে তার পশু রক্ষিত ভূমিতে গিয়ে অচিরেই পতিত হয়। সাবধান থাকবে, প্রত্যেক রাজার কিছু রক্ষিত এলাকা থাকে। সতর্ক থাকো– শারীআত কর্তৃক 'হারাম' বলে ঘোষিত বস্তুগুলো আল্লাহ্র রক্ষিত চারণভূমি। সাবধান! শরীরের মধ্যে এমন একটা গোশ্ত পিণ্ড যা ঠিক ও সুস্থ থাকলে সমস্ত শরীরটাই ঠিক থাকে আর ঐটি খারাপ বা বিকৃত হয়ে গেলে সমস্ত শরীরটাই খারাপ ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর সেটা হচ্ছে হৃদয়[১]।[২]

[১]বুখারী, মুসলিম।

[২]পার্থিব সম্পদের সাথে মানুষের অন্তঃকরণের সম্পর্ক বিভিন্নরূপ থাকে। আল্লাহ্র দান অল্প-বিস্তর যাই হোক না কেন, তাতে মনের তৃপ্তিসাধনকে কানাআত (قناعت) বলা হয়। সম্পদের প্রতি ইচ্ছা থাকলেও লালসা থাকে না।

পার্থিব সম্পদ তা বেশি হোক বা কম হোক অন্তরে তার প্রতি কোন আসক্তি না থাকে তবে তাকে যুহ্দ বলে। সর্ব প্রকার পাপ ও অন্যায় হতে নিজেকে দূরে রাখার নাম তাক্ওয়া। আর যদি তৎসহ সন্দেহজনক বস্তু ও অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারকেও বর্জন করে চলে তবে এরূপ গুণকে অরা' বলা হয়।

(١٢٦٧) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «**تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ**». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৬৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা ও সম্পদের দাস (অর্থলিপ্সু হীনমন্য লোকেরা) ধ্বংস হলো, তারা এ প্রকৃতির মানুষ যে, পয়সা দেওয়া হলে সন্তুষ্ট আর পয়সা দেওয়া না হলেই অসন্তুষ্ট হয়।[১]

(١٢٦٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكِبَيَّ، فَقَالَ: «**كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ**»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৬৮ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উভয় কাঁধ ধরে বলেন, তুমি তোমার দুনিয়ার জীবনকে এমনভাবে রাখ যেন তুমি একজন বিদেশী মানুষ অথবা একজন পথিক মাত্র।

ইবনু উমার (রাঃ) নিজে বলেন ঃ তোমার সন্ধ্যা হলে আর সকাল হওয়ার অর্থাৎ সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করবে না, আর সকাল হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার ইন্তিজার (আশা) করবে না। তোমার সুস্থ্যকালে সৎকাজে এমনভাবে তৎপর থাকো যেন তা তোমার অসুস্থ কালের অতৎপরতার অভাব পুরণ হয়ে যায়। জীবিত অবস্থায় এমন কাজ করে রাখ যাতে তা মৃত্যুর পর কাজে পাওয়া যায়।[২]

[১]বুখারী।
[২]বুখারী।

(١٢٦٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ، «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১২৬৯ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে সে ঐ কাওমের বলেই গণ্য হবে।[১]

(١٢٧٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْماً فَقَالَ: «يَا غُلَامُ! احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

১২৭০ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে ছিলাম, তিনি আমাকে বলেন ঃ হে বালক! তুমি আল্লাহ্‌র হাক্ব রক্ষা কর, আল্লাহ্‌ তোমার হিফাযাত করবেন। আল্লাহ্‌কে ধ্যানে রাখ, আল্লাহ্‌ সর্বদা তোমার সামনে থাকবেন (সহযোগী থাকবেন)। আর প্রার্থনা করলে আল্লাহ্‌র নিকটেই প্রার্থনা করবে। আর সাহায্যের প্রয়োজন হলে আল্লাহ্‌র নিকটেই সাহায্য চাইবে।[২]

(١٢٧١) وعنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللّٰهُ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ. فَقَالَ: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا، يُحِبُّكَ اللّٰهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ، يُحِبُّكَ النَّاسُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.

১২৭১ ঃ সাহ্‌ল ইবনু সাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন ব্যক্তি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে এমন একটা সৎ কাজের কথা বলুন যা করলে আল্লাহ্‌ আমাকে ভালবাসবেন। আর লোকও আমাকে ভালবাসবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ দুনিয়ার প্রতি নির্লোভ হও, আল্লাহ্‌ তোমাকে ভালবাসবেন, আর লোকের অধিকারভুক্ত বস্তুর প্রতি অনাসক্ত থাক, লোক তোমাকে ভালবাসবে।[৩]

[১]আবূ দাউদ, ইবনু হিব্বাস সহীহ বলেছেন।
[২]তিরমিযী, তিনি হাসান-সহীহ বলেছেন।
[৩]ইবনু মাজাহ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস, এর সনদ হাসান।

(١٢٧٢) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১২৭২ ঃ সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর ঐ বান্দাকে ভালবাসেন যে বান্দাহ ধর্মভীরু (পাপ কাজ হতে বিরত থাকে), মুখাপেক্ষীহিন (আল্লাহ্ ছাড়া কারো উপর নির্ভরশীল নয়) ও আত্মগোপনকারী (নিজের গুণ প্রকাশে অনিচ্ছুক)।[১]

(١٢٧٣) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ.

১২৭৩ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলিম ব্যক্তির অপ্রয়োজনীয় বস্তু পরিহার করার মধ্যেই ইসলামের সৌন্দর্য বিরাজ করছে।[২]

(١٢٧٤) وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مَلأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

১২৭৪ ঃ মিক্বদাম ইবনু মা'দী কারাব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানুষ যেসব পাত্র ভর্তি করে তার মধ্যে সবচেয়ে মন্দ পাত্র হচ্ছে মানুষের পেট।[৩]

(١٢٧٥) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ.

১২৭৫ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষই ভুল-ত্রুটিকারী আর ভুল-ত্রুটিকারীদের মধ্যে যারা তাওবা করে তারাই উত্তম।[৪]

(١٢٧٦) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الصَّمْتُ حِكْمَةٌ، وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَصَحَّحَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ لُقْمَانَ الْحَكِيمِ.

১২৭৬ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নীরবতা অবলম্বন বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক কিন্তু এটা পালনকারীর সংখ্যা খুব অল্প।[৫]

[১] মুসলিম।
[২] তিরমিযী, তিনি হাসান বলেছেন।
[৩] তিরমিযী, তিনি হাসান বলেছেন।
[৪] তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, এর সনদ মজবুত। (তাওবাহ– অনুশোচনাসহ পুনরায় ঐ পাপ না করার অঙ্গিকার)
[৫] বাইহাকী, তাঁর শুয়াবুল ঈমানে দুর্বল সনদে, ঠিক কথা হচ্ছে যে, এর সনদ মাওকুফ, এটা লুকমান হাকীমের উক্তি বলে সাব্যস্ত।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
মন্দ চরিত্র সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন

(١٢٧٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ». أخرجه أبو داود، ولابن ماجة من حديث أنس نحوه.

১২৭৭ : আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা নিজেদেরকে হিংসার অনিষ্ট হতে রক্ষা কর। কারণ হিংসা সৎ কর্মগুলোকে ঐভাবেই খেয়ে ফেলে (বিনষ্ট করে) যেভাবে আগুন কাঠ, খড় পুড়িয়ে ধ্বংস করে।[১]

(١٢٧٨) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৮ : আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আছাড় মেরে (পরাজিত করা) শক্তিশালী হওয়ার প্রমাণ নয়। বরং ক্রোধের সময় যে ব্যক্তি নিজেকে আয়ত্বে রাখতে সক্ষম, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বাহাদুর।[২]

(١٢٧٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৯ : ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অত্যাচার (যুলুম) কিয়ামাতের দিন ঘন অন্ধকাররূপে প্রকাশিত হবে। (অর্থাৎ অত্যাচার করার পরিণাম ভয়াবহ হবে)।[৩]

[১]আবূ দাউদ। ইবনু মাজাহতেও আনাস (রাঃ) হতে অনুরূপ হাদীস রয়েছে।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]বুখারী, মুসলিম।

(١٢٨٠) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১২৮০ ঃ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যুলুম করা হতে নিজেকে বাঁচাও, কেননা কিয়ামাতের কঠিন দিনে যুলুম কঠিন অন্ধকাররূপে আত্মপ্রকাশ করবে, আর কৃপণতা হতেও নিজেকে বাঁচাও কারণ ওটা আগের জাতিগুলোকে ধ্বংস করেছে।[১]

(١٢٨١) وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ: الرِّيَاءُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

১২৮১ ঃ মাহমুদ ইবনু লাবীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের ব্যাপারে আমার সর্বাপেক্ষা ভয়ের বস্তু যা আমি ভয় পাচ্ছি তা হচ্ছে ছোট শির্ক– রিয়া (অর্থাৎ লোক দেখান ধর্মকর্ম)।[২]

(١٢٨٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: «وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ».

১২৮২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুনাফিক্বের লক্ষণ তিনটি। কথা বললে মিথ্যা বলে, কথা দিলে (ওয়াদা করলে) তা খিলাপ করে, অর্থ বা কথার ব্যাপারে বিশ্বাস করলে বিশ্বাস ভঙ্গ করে।[৩]

আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে উক্ত সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ দুটিতে আছে, ঝগড়া করলে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে।

[১]মুসলিম।
[২]আহমাদ, উত্তম সনদে।
[৩]বুখারী, মুসলিম।

(١٢٨٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৩ ঃ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসিকী কাজ, (পাপাচার) আর তাকে হত্যা করা কুফরী (কাফিরের কাজ)।[১]

(١٢٨٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৪ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ধারণা বা সন্দেহযুক্ত কাজ ও কথা হতে দূরে থাক। কেননা ধারণাভিত্তিক কথা সর্বাধিক মিথ্যা কথা।[২]

(١٢٨٥) وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৫ ঃ মা'কাল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ যে বান্দার উপরে শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করেন সে যদি তার অধিনস্থদের প্রতি প্রতারণাকারী অবস্থায় মারা যায় তাহলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ হারাম করে দেন।[৩]

(١٢٨٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ: مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১২৮৬ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের উপর শাসন কর্তৃত্ব অধিকারী হওয়ার পর তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করবে, তুমিও তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করো।[৪]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]বুখারী, মুসলিম।
[৪]মুসলিম।

(١٢٨٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন অপর ব্যক্তিকে আঘাত করবে সে যেন তার মুখমণ্ডলে আঘাত না করে।[১]

(١٢٨٨) وَعَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوْصِنِي. قَالَ: «**لَا تَغْضَبْ**». فَرَدَّدَ مِرَارًا، وَقَالَ: «**لَا تَغْضَبْ**». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৮৮ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; কোন এক লোক বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে কিছু ওয়াসিয়াত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাগান্বিত হবে না, লোকটা কয়েক দফা ওয়াসিয়াত করার কথা বলল, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে থাকলেন রাগান্বিত হয়ো না।[২]

(١٢٨٩) وَعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৮৯ ঃ খাওলা আনসারীয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অবশ্যই কিছু লোক অন্যায়ভাবে আল্লাহ্‌র মালে অনধিকার চর্চা করে থাকে। কিয়ামাতের দিনে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে।[৩]

(١٢٩٠) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ، قَالَ: «**يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا**». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১২৯০ ঃ আবূ যার্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাঁর প্রভু আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুম করাকে নিজের উপর হারাম করেছি! এবং ওটা তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি। অতএব, তোমরা পরস্পরের প্রতি যুলুম করো না।[৪]

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী।
[৩]বুখারী।
[৪]মুসলিম।

(١٢٩١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ». قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১২৯১ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কি জান গীবত কাকে বলে? উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বলেন ঃ তোমার ভাই যে কথা তার প্রসঙ্গে বলা অপছন্দ মনে করে তার অসাক্ষাতে তা বলার নাম গীবাত। কেউ বললো ঃ আমি যা বলছি তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে তুমি তার গীবাত করলে আর যদি তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিলে।[১]

(١٢٩٢) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا. وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ، وَلاَ يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هٰهُنَا»، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، «بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১২৯২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, (ক্রয় করার ভান করে) মূল্য বৃদ্ধি করে ধোকা দিও না। একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না। একে অপরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন (অবজ্ঞা প্রকাশ) করবে না। তোমাদের একজনের সাওদা করা শেষ না হলে ঐ বস্তুর সাওদা বা কেনা-বেচার প্রস্তাব করবে না। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও। মুসলমান মুসলমানের ভাই। মুসলমানের উপর অত্যাচার করবে না, অসম্মান করবে না, তুচ্ছ ভাববে না। ধর্ম ভীরুতা এখানে এখানে. এখানে– এটা বলার সময় তিনি স্বীয় বক্ষস্থলের প্রতি তিনবার ইঙ্গিত করেছিলেন। কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করাটা মন্দ ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট (অর্থাৎ এরূপ তুচ্ছজ্ঞান প্রদর্শন দ্বারা পাপ কার্য হওয়া সুনিশ্চিত)। এক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে খুন করা হারাম, তার মাল গ্রাস করা ও সম্মানে আঘাত দেওয়া হারাম।[২]

---

[১]মুসলিম।
[২]মুসলিম।

(١٢٩٣) وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الأَخْلَاقِ، وَالأَعْمَالِ، وَالأَهْوَاءِ، وَالأَدْوَاءِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ.

১২৯৩ ঃ কুত্বা ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, **হে আল্লাহ! আমাকে ইসলাম গর্হিত স্বভাব ও মন্দ কাজ হতে, মন্দ কামনা হতে ও ব্যাধি হতে দূরে রাখো।**[১]

(١٢٩٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحْهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِداً فَتُخْلِفَهُ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

১২৯৪ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি তোমার মুসলিম ভাই-এর সাথে ঝগড়া করবে না, তাকে ঠাট্টা করবে না ও তার সাথে ওয়াদা করে তা খিলাফ করবে না।[২]

(١٢٩٥) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

১২৯৫ ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একই মু'মিনের মধ্যে দুটো চরিত্র একত্রিত হয় না, কৃপণতা ও মন্দ চরিত্র।[৩]

(١٢٩٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১২৯৬ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ গালিদাতাদের মধ্যে প্রথম গালিদাতার উপর যাবতীয় গালির পাপ বর্তাতে থাকে, যতক্ষণ না অত্যাচারিত দ্বিতীয় ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন না করে। (গালিদানে প্রতিপক্ষকে ছাড়িয়ে না যায়)।[৪]

---

[১]তিরমিযী, হাকিম সহীহ বলেছেন– শব্দ তাঁরই।
[২]তিরমিযী, দুর্বল সনদে।
[৩]তিরমিযী, এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে।
[৪]মুসলিম।

(١٢٩٧) وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**مَنْ ضَارَّ مُسْلِماً ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِماً شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ**». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

১২৯৭ ঃ আবূ সিরমা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের ক্ষতি করবে প্রতিদানে আল্লাহ তা'আলাও তার ক্ষতি করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে কষ্ট দেবে আল্লাহ্ তার প্রতিদানে তাকে কষ্ট দেবেন।[১]

(١٢٩٨) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ**». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

১২৯৮ ঃ আবূ দারদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীলভাষী, নির্লজ্জ ইতরকে ঘৃণা করে থাকেন।[২]

(١٢٩٩) وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -- رَفَعَهُ --: «**لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلاَ اللَّعَّانِ، وَلاَ الْفَاحِشِ، وَلاَ الْبَذِيْءِ**». وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ.

১২৯৯ ঃ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; মারফূ সূত্রে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে) বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ মু'মিন তিরস্কারকারী, অভিসম্পাত দানকারী, অশ্লীলভাষী, নির্লজ্জ ইতর প্রকৃতির হয় না।[৩]

(١٣٠٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا**». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩০০ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মৃত ব্যক্তিদের গালি দিবে না, তারা তো তাদের পূর্বকৃত কর্ম (ফল)-এর সাথে যুক্ত হয়ে গেছে (ভাল বা মন্দ কর্মফল তারা তো ভোগ করছে, তাদের প্রসঙ্গে কটু মন্তব্য করার কোন যুক্তি নেই)।[৪]

---

[১] আবূ দাউদ, তিরমিযী, তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।
[২] তিরমিযী, তিনি সহীহ বলেছেন।
[৩] তিরমিযী। তিনি হাসান বলেছেন, হাকিম সহীহ বলেছেন। দারাকুতনী এর মাওকুফ হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন।
[৪] বুখারী।

১৩০১ ঃ হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, চুগোলখোর ব্যক্তি (বিবাদে ইন্ধন প্রয়োগকারী) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১]

(١٣٠١) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩০২ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করে (ক্রোধের বশে কোন অঘটন না ঘটায়) আল্লাহ্ তাকে শাস্তি প্রদানে বিরত থাকেন।[২]

এ হাদীসের একটা পৃষ্ঠপোষক হাদীস 'ইবনু আবিদ্ দুনিয়া' সাহাবী ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

(١٣٠٢) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ**». أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِّنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا.

১৩০৩ ঃ আবূ বাকার সিদ্দিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জান্নাতে প্রবেশ করবে না ধোঁকাবায, কৃপণ, কর্তৃত্বের বা ক্ষমতার অপপ্রয়োগকারী।[৩]

(١٣٠٣) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ، وَلاَ بَخِيلٌ، وَلاَ سَيِّءُ الْمَلَكَةِ**». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

১৩০৪ ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কথা শুনাতে রাজি নয় এমন লোকদের গোপন কথা যে চুরি করে শুনবে কিয়ামাতের দিন তার কানে সীসা ঢালা হবে।[৪]

(١٣٠٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**مَنْ تَسَمَّعَ حَدِيثَ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**». يَعْنِي الرَّصَاصَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

---

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]তাবারানী আওসাত্ব গ্রন্থে।
[৩]তিরমিযী, দুটো হাদীসকে পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে দুর্বলতা আছে।
[৪]বুখারী।

(١٣٠٥) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ**». أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

১৩০৫ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঐ ব্যক্তির জন্য তুবা নামক বিশেষ জান্নাত বা খুশি যে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য অন্যের ত্রুটির প্রতি তার কোন ভ্রূক্ষেপ থাকে না।[১]

(١٣٠٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ**». أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

১৩০৬ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের মনেই নিজেকে বড় বলে জানে, চলার সময় অহঙ্কার করে চলে, সে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎকালে আল্লাহ্‌কে তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় পাবে।[২]

(١٣٠٧) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ**». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ.

১৩০৭ ঃ সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ত্বরা অর্থাৎ চিন্তাভাবনা না করেই কথা বলা বা কাজ করা শাইতানের প্রভাব থেকে হয়।[৩]

(١٣٠٨) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**الشُّؤْمُ سُوءُ الْخُلُقِ**». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

১৩০৮ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অসদ্ব্যবহার দুর্ভাগ্য (এর কারণ)।[৪]

(١٣٠٩) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১৩০৯ ঃ আবূ দারদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অধিক লা'নাতকারীগণ (তিরস্কার ও অভিসম্পাত) পরকালে সুপারিশকারী ও সাক্ষ্য প্রদানকারী হতে পারবে না। (এরূপ দুটো বিশেষ মর্যাদা লাভ হতে এরা বঞ্চিত হবে)।[৫]

---

[১]বাযযার, উত্তম সনদে।
[২]হাকিম, হাদীসটির রাবীগণ মজবুত।
[৩]তিরমিযী, তিনি হাসান বলেছেন।
[৪]আহমাদ দুর্বল সনদে।
[৫]মুসলিম।

(١٣١٠) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ.

১৩১০ ঃ মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের কোন পাপের কথা তাকে লজ্জিত করার জন্য বলে সে ঐ গুনাহের কাজ না করে মরবে না। (অর্থাৎ তাকে ঐ কাজে লিপ্ত হয়ে লোকচক্ষে হেয় হতে হয়।)[১]

(١٣١١) وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ، ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ». أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.

১৩১১ ঃ বাহয ইব্নু হাকিম (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি তাঁর পিতা, তিনি তাঁর দাদা হতে, বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ চরম সর্বনাশ ঐ ব্যক্তির জন্য যে মানুষকে হাসানের উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে থাকে, তার জন্য সর্বনাশ, তার জন্য সর্বনাশ।[২]

(١٣١٢) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ». رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

১৩১২ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ গীবাতের (পরনিন্দার) কাফ্ফারা (গুনাহ মাফের উপায়) হচ্ছে যার গীবাত করেছে তার পাপের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করতে থাকা।[৩]

(١٣١٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১৩১৩ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য ব্যক্তি হচ্ছে ঝগড়াটে লোক।[৪]

---

[১]তিরমিযী, তিনি হাসান বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে এর সনদ মুনকাতে বা ধারাবাহিকতাহীন।
[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ। এর সনদ মজবুত।
[৩]হারিস ইবনু আবূ উসামা, দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।
[৪]মুসলিম।

৫ম পরিচ্ছেদ

باب الترغيب في مكارم الأخلاق
সৎ চরিত্রের জন্য উৎসাহ দান

(١٣١٤) عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقاً، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِن الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩১৪ ঃ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সত্যবাদিতাকে মজবুতভাবে ধরে থাক। কারণ সত্যবাদিতা সৎ কাজের দিকে নিয়ে যায়। আর সৎ কাজ মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ বরাবর সত্য কথা বলতে থাকলে ও সত্য কথা বলার অনুশীলন চালাতে থাকলে পরিণতিতে সে আল্লাহ্‌র দরবারে মহা সত্যবাদী বলে লিখিত হয়। তোমরা মিথ্যা কথা বলা হতে দূরে থাক। কেননা মিথ্যাবাদিতা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপাচার জাহান্নামে নিয়ে যায়। মানুষ বরাবর মিথ্যা বলতে থাকলে আর মিথ্যা কথা বলার অপতৎপরতা চালাতে থাকলে পরিণতিতে সে আল্লাহ্‌র দরবারে মহা মিথ্যুক বলে লিখিত হয়।[১]

(١٣١٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩১৫ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অনুমান বা ধারণা হতে তোমরা সতর্ক হও। (অর্থাৎ ধারণা বশবর্তী হয়ে কোন কথা বলবে না বা কোন কাজ করবে না।) কেননা, তা (সময়ে) সর্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা (বলে সাব্যস্ত হয়)।[২]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।

(١٣١٦) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «**إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ**»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! مَا لَنَا بُدٌّ مِّنْ مَجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيْهَا، قَالَ: «**فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ**»، قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: «**غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩১৬ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাস্তায় বসা হতে তোমরা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। লোকেরা বললো ঃ আপোষে কথা-বার্তা বলার জন্য আমরা না বসে তো পারি না। তিনি বলেন ঃ তোমরা যদি তা না করতে পার তবে রাস্তার হাক্ব আদায় করবে। লোকেরা বললো ঃ রাস্তার হাক্ব আবার কি? তিনি বলেন ঃ দৃষ্টি নিচু রাখা (শালীনতা বজায় রাখা), কষ্টদানে বিরত থাকা, সালামের উত্তর দেওয়া, ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া ও মন্দ কাজে নিষেধ করা।[১]

(١٣١٧) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «**مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩১৭ ঃ মুআবীয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি ধর্ম জ্ঞান দান করেন।[২]

(١٣١٨) وَعَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «**مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ**». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

১৩১৮ ঃ আবূ দারদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নেকী-বদী ওজনের পাল্লায় উত্তম চরিত্রের থেকে আর কোন বস্তু বেশি ভারী নয়।[৩]

(١٣١٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «**الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩১৯ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, লজ্জা-শরম ঈমানের অংশ বিশেষ।[৪]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]আবূ দাউদ, তিরমিযী, তিনি সহীহ বলেছেন।
[৪]বুখারী, মুসলিম।

(١٣٢٠) وَعَنْ أَبِيْ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩২০ ঃ আবূ মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পূর্ববর্তী নাবীগণের নাবূওয়াতের কথার মধ্য থেকে অবশ্য লোকেরা যেসব কথা পেয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, 'তুমি লজ্জাহীন হলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে'[১]।[২]

(١٣٢١) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، اِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللّٰهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ «لَوْ» تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১৩২১ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুর্বল দেহ, দুর্বলাচিত্ত মু'মিন অপেক্ষা শক্তিশালী দৃঢ়চিত্ত মু'মিন শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ্র কাছে অধিকতর প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই (ঈমানগত) কল্যাণ রয়েছে। যা তোমার পক্ষে উপকারী তা অর্জনে আগ্রহী থাক ও আল্লাহ্র নিকটে সাহায্য প্রার্থনা কর, দুর্বলতা অনুভব কোর না। আর যদি তোমার উপর কোন মুসিবত এসে যায় তবে তুমি এরূপ কথা বলবে না যে, 'আমি এরূপ করলে আমার এরূপ হতো বরং তুমি বলবে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এটাই নির্দ্ধারণ করা ছিল, আল্লাহ্ যা চেয়েছেন তা করেছেন। কেননা, 'যদি' এর পথ ধরেই শাইতানের ইচ্ছা কার্যকরী হয়।' (অর্থাৎ আল্লাহ্র ফায়সালাকে সর্বান্তকরণে মেনে নিতে না পারলে ঈমানগত যে দুর্বলতা আসে তার সুযোগ নিয়ে শাইতান তার প্রভাবকে কার্যকরী করতে সক্ষম হয়।)[৩]

---

[১]বুখারী।

[২]লজ্জাশীল হওয়া মানবতা উৎকর্ষতার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। এই গুণের দ্বারা মানুষের পক্ষে অন্যায়-অপকর্মের ও অশ্লীল ব্যবহার হতে বিরত থাকা সহজ হয়। বর্তমানে মানুষের মধ্যে থেকে এই গুণ লোপ পেতে বসেছে, সমাজেও এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ চারিত্রিক পতন ও ধ্বংস নেমে এসেছে।

[৩]মুসলিম।

(١٣٢٢) وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لاَ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১৩২২ ঃ ইয়ায্ ইবনু হিমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অবশ্য আল্লাহ্ আমার প্রতি ওয়াহী (প্রত্যাদেশ) পাঠিয়েছেন যে, তোমরা আপোষে বিনয়-নম্রতার সাথে চলো। যাতে করে তোমাদের কেউ কারো উপর অত্যাচার-অনাচার করতে না পারে। এবং তোমাদের একজন অপরের নিকটে ফখর (গর্ব) প্রকাশ না করে।[১]

(١٣٢٣) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ نَحْوُهُ.

১৩২৩ ঃ আবূ দারদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাই-এর অসাক্ষাতে তার সম্মানহানীকর বস্তুকে প্রতিহত করবে আল্লাহ্ তার মুখমণ্ডল হতে কিয়ামাতের দিন জাহান্নামের আগুনকে দূর করে দেবেন।[২]

আসমা বিনতু ইয়াযিদ হতেও আহমাদে অনুরূপ একটি হাদীস রয়েছে।

(١٣٢٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزّاً، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ تَعَالَى». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১৩২৪ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাদক্বাহ দান দ্বারা কোন মাল কমে যায় না।

মানুষকে ক্ষমা করার বিনিময়ে আল্লাহ্ ক্ষমাকারীর ইজ্জাতই বৃদ্ধি করে দেন। যে কেউ আল্লাহ্র সন্তুষ্টিলাভের জন্য বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করে আল্লাহ্ তাকে উঁচু করে থাকেন।[৩]

---

[১]মুসলিম।
[২]তিরমিযী, তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।
[৩]মুসলিম।

(١٣٢٥) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

১৩২৫ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে লোকগণ! তোমরা সালাম দানের প্রসারতা বাড়াও, আত্মীয়তার বন্ধনকে দৃঢ় কর। খাদ্য দান কর, লোকের নিগূঢ় ঘুমের সময় রাত্রে উপাসনা কর (তাহাজ্জুদ নামায পড়) ফলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

(١٣٢٦) وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، ثَلَاثًا، قُلْنَا: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لِلّٰهِ، وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১৩২৬ ঃ তামীম দারী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দফা বলেন ঃ নির্ভেজাল করে রাখা ও কল্যাণ কামনা করা ধর্মের বিশেষ অঙ্গ। আমরা বললাম ঃ কি ব্যাপারে এটা করতে হবে? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র প্রতি, কুরআনের প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখা ও আনুগত্য দানের ব্যাপারে এবং মুসলিমদের নেতা ও মুসলিম জনসাধারণের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাঁদের কল্যাণ কামনায় (আন্তরিকতা রাখবে)।[২]

(١٣٢٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১৩২৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যেসব কারণে মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে তার মধ্যে তাক্ওয়া (যথারীতি পুণ্য কাজ করা ও অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকা) ও উত্তম চরিত্রের জন্যই বেশি লোক জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ পাবে।[৩]

[১] তিরমিযী। তিনি একে সহীহ্ বলেছেন।
[২] মুসলিম।
[৩] তিরমিযী; হাকিম সহীহ বলেছেন।

(١٣٢٨) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ لاَ تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ». أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَىٰ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১৩২৮ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মাল-ধন খাইরাত দ্বারা তোমরা ব্যাপকভাবে মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবে না কিন্তু মুখমণ্ডলের প্রসন্নতা ও প্রফুল্লতা এবং চরিত্রের মাধুর্য দ্বারা ব্যাপকভাবে মানুষের মন জয় করবে।[১]

(١٣٢٩) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

১৩২৯ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক মু'মিন অন্য মু'মিন ভাই-এর জন্য আয়না তুল্য (দোষের কথা তাকে ধরিয়ে দেবে কিন্তু অন্যের কাছে তা গোপন রাখবে)।[২]

(١٣٣٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَهُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الصَّحَابِيَّ.

১৩৩০ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে মু'মিন মুসলিম ভাইদের সাথে মিলেমিশে চলে ও তাদের কষ্টদানকে সহ্য করে নেয় ঐ মুসলমান হতে উত্তম, যে লোকের সাথে মিলেমিশে চলে না ও তাদের কষ্ট প্রদানকে সহ্য করে না।[৩]

(١٣٣١) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي، فَحَسِّنْ خُلُقِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১৩৩১ ঃ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার গঠন ও আকৃতি সুন্দর করেছ, এবারে আমার চরিত্রকে উত্তম কর[৪]।[৫]

[১]আবূ ইয়ালা; হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
[২]আবূ দাউদ– উত্তম সনদে।
[৩]ইবনু মাজাহ, উত্তম সনদে। হাদীসটি তিরমিযীতেও আছে, তবে তাতে সাহাবীর নামের উল্লেখ নেই।
[৪]আহমাদ, তিনি সহীহ বলেছেন।
[৫]বস্তুবাদী মতবাদগুলোর প্রসার মানবতার অস্তিত্বের জন্য হুমকীর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এসবের দ্বারা নৈতিক পতন ঘটান হচ্ছে।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

باب الذكر والدعاء
আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও দু'আ

(١٣٣٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ**». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقاً.

১৩৩২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি আমার বান্দার সাথে থাকি যতক্ষণ বান্দা আমাকে স্মরণ করে ও আমার যিক্‌রে তার দুটো ঠোঁট নাড়াতে থাকে।[১]

(١٣٣٣) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلاً أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ**». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

১৩৩৩ ঃ মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে এমন কোন বড় 'আমাল নেই যা আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রেহাই দিতে পারে।[২]

(١٣٣٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ**». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১৩৩৪ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মানবমণ্ডলী কোন মাজলিসে বসে তাতে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করলে আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ তাদেরকে ছেয়ে ফেলেন ও আল্লাহ্‌র রাহমাত তাদেরকে ঢেকে ফেলে আর আল্লাহ্ তাঁর নিকটতম ফেরেশতাদের মধ্যে তাদের সুখ্যাতি করেন।[৩]

---

[১]ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন। ইমাম বুখারী মুআল্লাক করে (সনদ ছাড়াই) বর্ণনা করেছেন।

[২]ইবনু আবী শাইবা, ত্বাবারানী, উত্তম সনদে।

[৩]মুসলিম।

(١٣٣٥) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ.

১৩৩৫ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মানব দল কোন বৈঠকে বসে কিন্তু তাতে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে না আর নাবীর উপর দরূদও পাঠ করে না, এদের জন্য কিয়ামাতের দিন আফসোস ও মনবেদনা রয়েছে।[১]

(١٣٣٦) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৩৬ ঃ আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ১০ বার এই দু'আটি পাঠ করবে (অর্থ) আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শারীক নেই, তাঁর জন্যেই রাজত্ব ও তাঁর জন্য প্রশংসা, তাঁর হাতেই কল্যাণ, তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন, তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান– সে ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশের চারজন লোকের দাসত্ব মুক্তির সমপরিমাণ পুণ্য অর্জন করবে।[২]

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল্ মুল্‌কু অ-লাহুল্ হাম্‌দু বি-ইয়াদিহিল্ খাইরু ইউহ্‌য়ী অ-ইউমীতু অ-হুআ আলা কুল্লি শায়ইন্ ক্বাদীর।

---

[১]তিরমিযী, তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।
[২]মুসলিম।

(١٣٣٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৩৭ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহি অ-বিহাম্‌দিহী (অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র স্তুতিবাদ (প্রশংসা) সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি)' একশত বার বলবে তার গুনাহ্ যদি সমুদ্রের ফেনার সমান ভুরি ভুরি হয় তবুও তা ক্ষমা করা হবে।[১]

(١٣٣٨) وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَاءَ نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১৩৩৮ ঃ হারিসের কন্যা জুওয়াইরিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, আমি তোমার দু'আ পাঠের পরে চারটি শব্দযুক্ত যে দু'আটি বলেছি তা তোমার আজকের এ পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ দু'আ পাঠের থেকে বেশি ওজনের হবে, যদি তা ওজন করা হয়। (দু'আটি হচ্ছে) সুবহানাল্লাহি অ-বিহামদিহী আদাদা খালক্বিহী, অরিযা নাফ্‌সিহী অযিনাতি আর্‌শিহী অ-মিদাদা কালিমাতিহী। (অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্‌র সৃষ্টিসম, তাঁর সন্তুষ্টিসম, তাঁর আরশের ওজনসম, তাঁর অসীম কালিমা (মহত্ব)-সম স্তুতিবাদ সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করছি)।[২]

[১]বুখারী, মুসলিম।
[২]মুসলিম।

(١٣٣٩) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُلِلَّهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

১৩৩৯ ঃ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ধর্মের সৎ নিদর্শনাবলীর মধ্যে স্থায়ী বা যে সৎকাজের পুণ্য স্থায়ী হবে, সে দু'আটি হচ্ছে এই- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, অ-সুব্‌হানাল্লাহি আল্লাহু আকবার, আলহাম্‌দুলিল্লাহি অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্। (অর্থ ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ্‌র জন্যই পবিত্রতা, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা, পাপ কাজ হতে দূরে থাকার ও পুণ্য কাজ সম্পাদন করার ক্ষমতা আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত আমাদের নেই)।[1]

(١٣٤٠) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحَبُّ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ، لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُلِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১৩৪০ ঃ সামুরা ইবনু জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্‌র নিকটে অধিক প্রিয় হচ্ছে চারটি কালিমা সম্বলিত এই দু'আটি। এর মধ্যে যেকোন একটি দ্বারা তুমি আরম্ভ করলে তোমার কিছু তাতে আসে যায় না।

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানাল্লাহি, অল্‌হাম্‌দুলিল্লাহি অ-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ পবিত্র, আল্লাহ্‌র জন্য যাবতীয় প্রশংসা, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।[2]

[1]নাসাঈ, ইবনু হিব্বান ও হাকিম সহীহ বলেছেন।
[2]মুসলিম।

(١٣٤١) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ! أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زَادَ النَّسَائِيُّ: «وَلاَ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ».

১৩৪১ ঃ আবূ মূসা আশয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে ক্বাইসের পুত্র আব্দুল্লাহ্ আমি কি তোমাকে জান্নাতের গুপ্তধনের মধ্যে থেকে একটা গুপ্তধনের খবর দেব না? তা হচ্ছে– লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্। (অর্থ ঃ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।)[১]

(١٣٤٢) وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৩৪২ ঃ নু'মান ইবনু বাশির (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দু'আ ইবাদাতেরই শ্রেণীভুক্ত।[২]

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، مَرْفُوعاً، بِلَفْظِ: «الدُّعَآءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ».

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; মারফু সূত্রে এরূপ শব্দে বর্ণিত হয়েছে, দু'আ ইবাদাতের মগজ (মূল বস্তুর মধ্যে)।[৩]

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، رَفَعَهُ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَآءِ». وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

ঐ কিতাবে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে মারফূ সূত্রে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন) ঃ দু'আর থেকে আল্লাহ্র কাছে আর কোন বস্তু (ইবাদাত) অধিক মর্যাদা সম্পন্ন নয়।[৪]

---

[১]বুখারী, মুসলিম। নাসাঈতে এর থেকে এটুকু বেশি আছে, লা মাল জাআ মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি। অর্থঃ আল্লাহ্র আযাব ও গযব হতে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র আশ্রয় ছাড়া আর কোন আশ্রয় নেই।

[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ (সুনানে আরবাআ)। ইমাম তিরমিযী, এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৩]তিরমিযী।

[৪]ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ বলেছেন।

(١٣٤٣) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لاَ يُرَدُّ**». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ.

১৩৪৩ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী দু'আ (প্রার্থনা) আল্লাহ্‌র দরবার হতে প্রতিহত হয় না।[১]

(١٣٤٤) وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**إِنَّ رَبَّكُمْ كَرِيمٌ، يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْراً**». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১৩৪৪ ঃ সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের প্রভু দানশীল। তাঁর বান্দা তাঁর নিকটে দু-হাত তুলে প্রার্থনা জানালে খালি হাত ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন।[২]

(١٣٤٥) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ، وَمَجْمُوعُهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

১৩৪৫ ঃ উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দু'আ করার জন্য দু'হাত উঠাতেন তখন তাঁর মুখমণ্ডলে হাত ফেরানোর আগে তা নামাতেন না।[৩]

এ হাদীসটির অনেক পৃষ্ঠপোষক হাদীস রয়েছে, তারমধ্যে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; হাদীসটি আবূ দাউদে রয়েছে। ঐগুলোর সনদের সমষ্টির অবস্থা দেখে বলা যায় হাদীসটি হাসান।

(١٣٤٦) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً**». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১৩৪৬ ঃ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উপর অধিক দরূদ পাঠকারী কিয়ামাতের দিনে আমার বেশি সান্নিধ্য অর্জনকারী হবে।[৪]

---

[১]নাসাঈ ও দিগর, ইবনু হিব্বান ও অন্য মুহাদ্দিস সহীহ বলেছেন।
[২]আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। হাকিম সহীহ বলেছেন।
[৩]তিরমিযী।
[৪]তিরমিযী। ইবনু হিব্বান একে সহীহ্ বলেছেন।

(١٣٤٧) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ! أَنْتَ رَبِّي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩৪৭ ঃ সাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠতম দু'আ হচ্ছে, মানুষ বলবে– হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রভু, তুমি ছাড়া আমার আর কোন উপাস্য নেই, তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি তোমার দাস। আমি সাধ্যমত তোমার কাছে প্রদত্ত আহাদের (প্রভুত্বের স্বীকৃতি, ঈমান ও ইসলামের উপর চলার) উপর স্থায়ী আছি। আমার কৃতকার্যের অনিষ্ট হতে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি, আমার প্রতি তোমার দানের স্বীকৃতি জানাচ্ছি, আর আমার কৃতপাপ (অপরাধ)-এর স্বীকৃতি জানাচ্ছি, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর, কেননা তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।[১]

(١٣٤٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَعُ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ، حِيْنَ يُمْسِيْ وَحِيْنَ يُصْبِحُ: «اللَّهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ، وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ، وَاحْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ، وَعَنْ شِمَالِيْ، وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১৩৪৮ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকাল ও সন্ধ্যা করার সময় এ দু'আটি না বলে থাকতেন না। দু'আটি এই– হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার দ্বীনী ও দুনিয়াবী আরাম চাইছি, আমার পরিবার ও আমার সম্পদেও (কল্যাণ) চাইছি। হে আল্লাহ্ তুমি আমার আয়িব (দোষ-ত্রুটি) ঢেকে রাখ, আমাকে ত্রাস ও শংকা থেকে নিরাপত্তা দান কর। আমার অগ্র-পশ্চাৎ, ডান-বাম, উপর থেকে (সর্বতভাবে) আমাকে রক্ষা কর আর আমার নিম্ন দিক থেকে আমার অজ্ঞাতে আক্রান্ত হওয়া থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি।[২]

[১]বুখারী।
[২]নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, হাকিম সহীহ বলেছেন।

(١٣٤٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১৩৪৯ ঃ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আটি বলতেন– হে আল্লাহ! আমি অবশ্য তোমার দানের ক্ষয় হতে, তোমাপ্রদত্ত সুখের রদবদল হতে, আর হঠাৎ করে তোমার শাস্তি হতে, আর তোমার যাবতীয় অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ হতে রেহাই পাওয়ার জন্যে তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি।[১]

(١٣٥٠) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ العَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

১৩৫০ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আ বলতেন– 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে কর্জের পীড়ন হতে, শত্রুর বিজয় লাভ হতে ও শত্রুর নিকটে হাস্যস্পদ হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২]

(١٣٥١) وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

১৩৫১ ঃ বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন লোককে বলতে শুনেছিলেন, 'হে আল্লাহ! অবশ্য আমি তোমার কাছে এ বলে প্রার্থনা করছি যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্, তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তুমি একক ও অভাবমুক্ত, তুমি এমন যে তুমি কারো জনক নও ও কারো দ্বারা জাত (ঔরশজাত সন্তান) নও, আর তোমার সমতুল্যও কেউ নেই। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ লোকটি আল্লাহ্র কাছে তাঁর এমন নাম যোগে প্রার্থনা করল, যে নাম যোগে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তা প্রদান করেন ও আহ্বান করা হলে সে আহ্বানে সাড়া দেন।[৩]

---

[১]মুসলিম।
[২]নাসাঈ, হাকিম সহীহ বলেছেন।
[৩]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।

(١٣٥٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَصْبَحَ، يَقُولُ: «**اللَّهُمَّ! بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ**». وَإِذَا أَمْسَى قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «**وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ**». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ.

১৩৫২ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল হলে বলতেন– 'হে আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্যে সকাল করলাম তোমারই করুণাবলে সন্ধ্যা করি, তোমারই দয়াক্রমে জীবিত থাকি, আর তোমারই নির্দেশে মৃত্যুবরণ করি, আর তোমারই দিকে আমাদের পুনরুত্থান হবে।' আর যখন সন্ধ্যা করতেন তখন এই দু'আটি পড়তেন, 'হে আল্লাহ! তোমারই সাহায্যে আমরা সন্ধ্যা করলাম, তোমারই সাহায্যে সকাল করব,.... বেঁচে আছি ও মৃত্যুবরণ করব আর তোমারই নিকটে ফিরে যাব'।[১]

(١٣٥٣) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «**رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৫৩ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ বেশিরভাগে এটি ছিল– 'হে প্রভু! তুমি আমাদেরকে পৃথিবীর মঙ্গল দান কর এবং পরকালের কল্যাণও দান কর, আর জাহান্নামের আগুন থেকেও বাঁচিয়ে নাও।[২]

(١٣٥٤) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو «**اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৫৪ ঃ আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার দোষত্রুটি ক্ষমা কর আর আমার মূর্খতা, নিজ কর্মে সীমালংঘন করা, আর আমার যে ব্যাপার তুমি আমার থেকে বেশি জান (এ সবই ক্ষমা কর)। হে আল্লাহ! আমার প্রতি সদয় হয়ে আমাকে যথার্থভাবে কৃত ও পরিহাসজনিত কৃত দোষ-ত্রুটি, অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ও ইচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা কর, আর যত এরূপ কাজ আমার রয়েছে (সবই মাফ কর)। আমার আগের সম্পাদিত অপরাধ ও পরের অপরাধ যা হবে, যে পাপ আমি গোপনে করেছি আর যে পাপ আমি প্রকাশ্যে করেছি আর যেগুলি তুমি আমার চেয়ে বেশি জ্ঞাত আছ ঐ সবই তুমি ক্ষমা করে দাও! তুমি অগ্রগতি ও পশ্চাৎগতি দানকারী (অর্থাৎ উন্নতি ও অবনতির বিধায়ক) এবং তুমি প্রত্যেক ব্যাপারে ক্ষমতাবান'।[৩]

---

[১]আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।
[২]বুখারী, মুসলিম।
[৩]বুখারী, মুসলিম।

(١٣٥٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

১৩৫৫ ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এই দু'আ) বলতেন– 'হে আল্লাহ্ আমার দ্বীন যা সকল ব্যাপারে আমার জন্য রক্ষা কবজ সেই দ্বীনকে আমার জন্য দুরস্ত করে দাও, আমার পার্থিব বিষয় যা আমার জীবিকার আধার সেই বিষয়াদিকেও আমার ঠিক করে দাও। আমার আখিরাত (পরকালের জীবন) যা আমার জন্য সর্বশেষ অবস্থানক্ষেত্র তা দুরস্ত (সহজ) করে দাও। প্রত্যেক কল্যাণময় ব্যাপারে আমার জীবনে আধিক্যতা দান কর আর অকল্যাণকর ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়ি তার জন্য আমার মৃত্যুকে আমার জন্য সুখময় কর'।[১]

(١٣٥٦) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَارْزُقْنِي عِلْماً يَنْفَعُنِي». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ.

১৩৫৬ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আটি পড়তেন– 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে যা শিক্ষা দান করেছ তার দ্বারা আমাকে উপকৃত কর, আর যা আমার জন্য উপকারে আসবে তা আমাকে শিক্ষা দান কর, আমার উপকারে আসবে এমন জ্ঞান আমাকে দান কর।[২]

وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَحْوُهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «وَزِدْنِي عِلْماً. اَلْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ». وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

তিরমিযীতে আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত অনুরূপ হাদীস রয়েছে। তার শেষাংশে আছে, আমার জ্ঞান বাড়াও, সকল অবস্থাতেই যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য– আর আমি জাহান্নামীদের দূরাবস্থা হতে আল্লাহ্র নিকটে আশ্রয় চাইছি।[৩]

---

[১]মুসলিম।
[২]নাসাঈ, হাকিম।
[৩]হাদীসটির সনদ হাসান।

(١٣٥٧) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهَا هٰذَا الدُّعَآءَ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْراً». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

১৩৫৭ ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এ দু'আটি শিখিয়েছিলেন– 'হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে যাবতীয় কল্যাণ ভিক্ষা করছি, যা তাড়াতাড়ি আসে, যা দেরিতে আসে, যা জানা আছে, যা জানা নেই। আর আমি যাবতীয় মন্দ হতে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছি– যা তাড়াতাড়ি আগমনকারী আর যা দেরিতে আগমনকারী আর যা আমি জানি আর যা অবগত নই। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকটে ঐ মঙ্গলই চাইছি যা চেয়েছেন– তোমার (নেক) বান্দা ও তোমার নাবী, আর তোমার কাছে ঐ মন্দ বস্তু থেকে পানাহ চাইছি যা হতে তোমার বান্দা ও নাবী পানাহ্ চেয়েছেন। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে জান্নাত চাইছি এবং ঐসব কথা ও কাজ চাইছি যেগুলি আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে। আর আমি জাহান্নাম হতে পানাহ চাইছি এবং ঐসব কথা ও কাজ হতেও পানাহ চাইছি যেগুলো আমাকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেবে। আর তোমার কাছে ঐ ফায়সালাহ চাইছি, তোমার যে ফায়সালাহ আমার জন্য কল্যাণকর হয়।[1]

(١٣٥٨) وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ».

১৩৫৮ ঃ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুটো কথা অসীম করুণাময় আল্লাহ্র নিকটে প্রিয়, উচ্চারণে হালকা ও নেকীর পাল্লায় ভারী– ঐ কথা দুটি হচ্ছে– আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনা সম্বলিত আল্লাহ্র পরম পবিত্রতা ঘোষণা করছি– মহান আল্লাহ মহা পবিত্র।

[মহান আল্লাহ্র করুণায় সুসমাপ্ত]

অতঃপর সর্বশেষে নাবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালামগণের উপর দরূদ ও সালাম এবং আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা।

[1] ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান ও হাকিম